CONTENTS

Friday, the 15th September, 1995

Tuesday, the 19th September, 1995

LIST OF MEMBER'S OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

SL. No. & Name of Constitutiency	Name of Members
1	2
1. Simna (ST)	Shri Pranab Deb Barma
2. Mohanpur	Shri Ratan Lal Nath
3. Bamutia (SC)	Shri Haricharan Sarkar
4, Barjala	Shri Arun Bhowmik
5, Khayerpur	Shri Pabitra Kar
6. Agartala	Shri Nripen Chakraborty
7. Ramnagar	Shri Surajit Dutta
8. Town Bardowali	Dr. Braja Gopal Roy
9. Banamalipur	Shri Ratan Chakraborty
10. Majlishpur	Shri Dipak Nag
11. Mandaibazar. (ST)	Shri Rashiram Deb Barma.
12. Takarjala (ST)	Shrimati Kartik Kanya Deb Barma
13. Pratapgarh (SC)	Shri Anil Sarkar
14, Badharghat	Shri Jadab Majumder
15. Kamalasagar	Shri Matilal Saha
16. Bishalgarh	Shri Samir Ranjan Barman
17. Golaghati (ST)	Shri Niranjan Deb Barma
18. Charilam (ST)	Shri Ashok Deb Barma
19. Boxanagar	Shri Sahid Choudhury
20 Nalchar (SC)	Shri Sukumar Barman
21. Sonamura	Shri Subal Rudra
22. Dhanpur	Shri Samar Choudhury
23. Ramchandraghat (ST)	Shri Dasarath Deb
24. Khowai	Shri Samir Deb Sarkar
25. Asharambari (ST)	Shri Bidya Ch. Deb Barma
26. Promodnagar (ST)	Shri Aghore Deb Barma
27. Kalyanpur.	Shri Makhanlal Chakraborty.
28. Krishnapur. (ST)	Shri Khagendra Jamatia
29. Teliamura	Shri Jitendra Sarkar
30. Bagma (ST)	Shri Ratimohan Jamatia.

P.T O.

1	2
31. Salgara (SC)	Shri Gopal Ch. Das
32. Radhakishorepur	Shri Pannalal Ghosh
33. Matabari	Shri Madhab Ch. Saha
34. Kakraban	Shri Keshab Majumder
35. Rajnagar (SC)	Shri Sudhan Das
36. Belonia	Shri Amal Mallik
37. Santirbazar (ST)	Shri Bajuban Reang
38. Hrishyamukh	Shri Dilip Choudhury
39. Jolaibari (ST)	Shri Brajendra Mog Choudhury
40. Manu (ST)	Shri Jitendra Choudhury
41. Sabroom	Shri Sunil Kr. Choudhury
42. Ampinagar (ST)	Shri Debabrata Koloy.
43. Birganj	Shri Ranjit Debnath
44. Raimavelly (ST)	Shri Ananda Mohan Roaja
45. Kamalpur	Shri Bimal Singha
46. Surma (SC)	Shri Sudhir Ch Das
47. Salema (ST)	Shri Prasanta Deb Barma
48. Kulai (ST)	Shri Hasmai Reang
49. Chhawmanu (ST)	Shri Purnamohan Tripura
50. Pabiachhara (SC)	Shri Bidhu Bhusan Malakar
51. Fatikroy	Shri Bhudeb Bhattacharjee
52. Chandipur	Shri Baidyanath Majumder
53. Kailasahar	Shri Tapan Chakraborty
54. Kurti	Shri Fayzur Rahaman
55. Kadamtala	Shri Umesh Ch. Nath
56. Dharmanagar	Shri Amitava Dutta
57. Jubarajnager	Shri Ramendra Ch Debnath
58. Pencharthal (ST)	Shri Anil Chakma
59. Panisagar	Shri Subodh Das
60. Kanchanpur (ST).	Shri Lenprasad Malsai

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER

SHRI BIMAL SINGHA

DEPUTY SPEAKER

SHRI NIRANJAN DEB BARMR

PANEL OF CHAIRMEN

1. SHRI BIDYA CH. DEB BARMA
2. SHRI JITENDRA SARKAR.
3. SHRI SAMIR DEB SARKAR

SECRETARY

SHRI B K BANERJEE.

GOVERNMENT OF TRIPURA
LIST OF THE MINISTERS SHOWING THEIR PORTFOLIOS

Sl. No.	Name of Ministers	Name of Departments (S) assigned.
1.	Shri Dasarath Deb Chief Minister.	1. Finance, 2. Planning & Co-ordination. 3. Law. 4. Confidential & Cabinet. 5. Administrative Reforms. 6. Appointment & Services. 7. Political. 8. Secretariat Administration. 9. Other Departments not allcoated to any Minister.
2.	Shri Baidyanath Majumder Deputy Chief Minister.	1. Public Works (including IFC & PHE).
3.	Shri Samar Choudhury. Minister.	1. Revenue. 2. Home.
4.	Shri Anil Sarkar Minister.	1. Education (School and Higher Education). 2. I.C.A.T. 3. Welfare of Scheduled Castes,
5.	Shri Aghore Deb Barma Minister.	1. Tribal Welfare (Including ADC) 2. Tribal Rehabilitation in Plantation and primitive Group Programme. 3. Co-operation.
6.	Shri Bajuban Riyan Minister.	1. Agriculture (including Horticulture) -
7.	Shri Keshab Majumder Minister.	1. Health & Family Welfare), 2. Power, 3. Urban Development.

Sl. No.	Name of Ministers,	Name of Departments (S) assigned.
8.	Shri Gopal Das Minister,	1. Animal Resources Development. 2. Jail.
9.	Dr. Braja Gopal Roy Minister,	1. Food & Civil Supplies. 2. Printing & Stationery. 3. Statistics.
10.	Shri Fayzur Rahaman Minister.	1 Forest
11	Shri Subodh Das Minister.	1. Panchayat
12.	Shri Ranjit Deb Nath Minister.	6. Labour. 2. Industries & Commerce (Handloom, Handicrafts & Sericulture). 3. Transport.
13.	Shri Jitendra Choudhury Minister.	1. Education (Social Welfare and Social Education, Youth Programme & Sports) 2. Science Technology and Environment.
14.	Shri Sukumar Barman Minister.	1. Fisheries.
15.	Shri Tapan Chakraborty Minister.	1. Industries & Commerce (Excluding Handloom, Handicrafts & Sericulure). 2. Rural Development.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Friday the 15th September. 1995.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Friday, the 15th September 1995.

PRESENT

Shri Bimal Singha, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker 13 Ministers and 39 Members.

ANNOUNCEMENT BY THE HON'BLE SPEAKER

Mr Speaker :— Hon'ble Members I would like to inform you that the Hon'ble Chief Minister has authorised to Hon'ble Home Minister Sr Samar Choudhury to perform the duties and discharge the functions relating to the business of the Departments allocated to him in the current Session of the Assembly commencing from 15th September, 1995 for and on behalf of him during his absence in the House

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার ডাকলে সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— (যুবরাজনগর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৯ ।
শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৯ ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিগত জোট সরকারের সময়ে কিছু সংখ্যক বারোয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল সেগুলি সরকার অনুমোদিত নহে ;

২। যদি সত্য হয় তবে এগুলির সংখ্যা কত ;

৩। ইহাও কি সত্য সরকারী অনুমোদন না থাকার ফলে দীর্ঘদিন যাবত এই কেন্দ্রগুলিতে ব্যবহার বন্ধ হয়ে আছে এবং উক্ত কেন্দ্রের ঘরগুলিও মেরামত করানো সম্ভব হচ্ছেনা, ফলে উক্ত কেন্দ্রগুলিতে পাঠরত শিশুগণ শিক্ষার অনুকুল পরিস্থিতি থেকে বঞ্চিত ;

৪। যদি সত্য হয় তবে ঐ কেন্দ্রগুলি অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে সরকার চিন্তা-ভাবনা করছেন কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ সত্য।

ক) এগুলির সংখ্যা ১৯টি।

২। হ্যা সত্য। সরকারী অনুমোদন না থাকায় বলোয়ারী কেন্দ্রের ঘর মেরামতের জন্য কোন আর্থিক সংস্থানের প্রশ্ন উঠেনা এবং যেহেতু ঐ কেন্দ্রগুলি অনুমোদিত নহে তাই বালাহার প্রকল্পের সুবিধা সম্প্রাসারন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

৩। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার যেগুলি অনুমোদিত নয় ১৯টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ঐ গুলির কোনটা কোন জায়গায় আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে স্টাফ নিয়োগ করা আছে কিনা এবং উনারা বেতন পাচেছন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আপনি শুধু সংখ্যাটা বলুন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, সমগ্র তথ্য আমার কাছে আছে। আমি লে করে দিতে পারি। তারপরে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা হল মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত জোট সরকারের আমলে তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী যিনি ছিলেন উনার বিভাগ ছিল ধর্মনগর। ধর্মনগর বিভাগ থেকে উনি নির্বাচিত। উনার বিভাগে এই কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও আরও কতগুলি কেন্দ্র করেছেন এবং স্টাফ নিয়োগ করেছেন। সেখানে যেসমস্ত শিশুরা থাকত তারা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেত। কিন্তু সরকারী নিয়ম অনুযায়ী একটি জায়গাতে এতগুলি সেন্টার স্থাপন করার নিয়ম নেই। আর অতিরিক্ত সেন্টার অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইযে ১৯টা কেন্দ্র অনুমোদন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা এবং যদি থাকে কতদিনের মধ্যে অনুমোদন দেওয়া হবে ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার আমি আগেই বলেছি, এইটা আপাতত সরকারের বিবেচনায় নেই।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল, যারা এখানে 'স্টাফ আছেন তারা বেতন পাচ্ছেন কিনা ? কারণ শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে, ঘর ভেঙ্গে গেছে, উনারা যাচ্ছেন, কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন কিনা ? এটার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, আমি আগেই বলেছি নিয়ম ভঙ্গ করে সেখানে সরকারের কোন নীতি নেই, তা সত্ত্বেও সেখানে স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাদেরকে যথারীতি বেতন দেওয়া হয়েছে। আমরা ত আর এসে সেটা বন্ধ করতে পারি না। এখন বর্ত্তমান সরকার সেই সমস্ত অতিরিক্ত এস, সি, ও যারা আছেন তাদেরকে অন্যত্র যেখানে যেখানে সোসিয়েল অ্যাডুকেশান সেন্টার আছে সেখানে নিয়ে আসার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৪,

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৪,

-: প্রশ্ন :-

১) বর্তমানে রাজ্যে কতটি টুয়েল্ভ ক্লাস স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে ?

২) কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সেকেরকোট এইচ. এস. স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৩) যদি থাকে তাহা হলে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

-ঃ উত্তর :-

১) বর্তমানে রাজ্যে ৬৭টি টুয়েল্‌ভ ক্লাস স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে।

২) আপাততঃ এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নহে। (৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় মাত্র দুইটা টুয়েল্‌ভ্‌ ক্লাস স্কুল আছে, চার/পাঁচটি হাই স্কুল আছে। সেই বিধানসভা এলাকায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীগণ ফার্স্ট ডিভিশন বা হায়ার সেকেন্ড ডিভিশন পেয়ে সাইন্স পড়তে ইচ্ছুক, তাদেরকে হয় আগরতলা, না হয় বিশালগড় যেতে হয়, না হয় ঈশানচন্দ্রনগর যেতে হয়। আবার সেখানে গিয়েও এই সমস্ত গ্রামের ছাত্ররা বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা করতে পারে না। তার জন্য মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে, এই এলাকার ছাত্রছাত্রী যারা বিজ্ঞান পড়তে ইচ্ছুক তাদের কথা চিন্তা করে সেকেরকোট একটা মধ্যস্থানে আছে এবং তার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভাল আছে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আগামী আর্থিক বছরে সেখানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার চেষ্টা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আমরা ব্যাপারটা যে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু সেকেরকোট স্কুলের এখনকার যে কেপাসিটি তাতে চতুর্দিক থেকে ছাত্র এসে এতে চাপ সৃষ্টি করছে। এই অবস্থায় এইটাকে আর্স বিভাগকেই রক্ষা করা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের জন্যতো ল্যাবরেটরী লাগবে, আলাদা ঘর লাগবে। এখানকার এই রাসটাকে একমোডেইট করা যাচ্ছে না। কারণ সব জায়গার কোয়ালিটি ডেভেলাপ্ট হয়ে যাচেছ, শহরে এসে প্রতিদন্দ্বিতা করতে হচেছ, পারছে না, এবং সেই সব দিক থেকে এটা নিয়ে আমরা এই বছরই নানাভাবে চিন্তা করেছি কমলাসাগর অঞ্চলে আপগ্রেডে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা যায় কিনা। তুলনামূলকভাবে দেখা যাচেছ কমলাসাগর স্কুলটা মানে মধুপুর স্কুলটার রেজাল্ট অনেক ভাল হয়, কিন্তু এই স্কুলটা কমলাসাগর টোট্যাল এরিয়াটাকে সার্ভে করার মত লোকেশানটার প্রবলেম আছে। সেকেরকোট ইজ বেস্ট। কিন্তু সেকেরকোট স্কুলে এমনিতে যা চাপ পড়েছে তাতে তার রেজাল্ট খুব ভাল হচ্ছে না। যে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগটা হবে, সেই স্কুলে বিজ্ঞানপড়ার মত প্রাথমিক একটা আগ্রহ থাকতে হবে। একটা ছাত্র খারাপ রেজাল্ট করল, আর আমি তাকে বিজ্ঞান

বিভাগটা দিয়ে দিয়েছি এটাতো হয় না। কারণ নাইন টেন থেকেই বিজ্ঞানটা শুরু হয়ে গেছে। এই সব অনেক কিছু ব্যাপার আছে। তারপর সেখানে একটা কনস্ট্রাকশান করতে হলে তার জন্যও কোন জায়গা নেই। মতিবাবুও জানেন এটা, সেখানে পাশের বাড়ীগুলি এসে প্রায় হুমড়ী খেয়ে পড়েছে স্কুলটার উপর, এই একটা প্রবলেম আছে। মতিবাবুর আইডিয়াটার সঙ্গে আমিও একমত, এই ব্যাপারে আমি নিজেও চিন্তা করছি এবং মানসিকভাবে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই অনেকগুলি দিক ভেবে এটা এই বছর করা সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতে এটা বিবেচনাধীন রইল।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে এখানে প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি উনি সেটা স্বীকার করেছেন তার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতে যে এটা করবেন তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু এই যে দুই তিনটা বছর এইভাবে চলছে তার জন্য উনি যে কথা বলেছেন যে, মধুপুর স্কুল থেকে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে এবং তারা আগরতলা এসে পড়াশুনা করছে। কিন্ত স্যার, আগরতলা এসে ছাত্রদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করা খুব অসুবিধ জনক। অনেক ছেলেরা'ই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও আগরতলার অনেক স্কুলে বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ পায়নি। এমনকি প্রগতির মত স্কুলের একজন কি দুইজন মাত্র সেই সুযোগ পেয়েছে, অন্য কোন স্কুলে তারা সেই সুযোগ পায়নি। এই কারণেই আমি এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিক্ষার দিক দিয়ে এগোতে পারে তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি তিনি যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেখানে এটা চালু করার চেষ্টা করেন।

খুব শীঘ্রই যা'তে এই সায়েন্স ক্লাস শুরু করা যায় সে ব্যবস্থা নেবেন কি না। তবে প্রথমে এটা শুরু করলে খুব কম সংখ্যক ছাত্র দিয়েই এইটা চালু করতে হবে-পরে ছাত্র সংখ্যা বাড়বে। আর আমি জানি এটা খুলতে গেলে প্রথমে লেবরেটরী ইত্যাদির প্রোবলেমস্ রয়েছে, তারপর স্কুলের বাড়ীটাড়ি ইত্যাদির সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তবু বলছি যোগাযোগের দিক দিয়ে সেকেরকোট অনেক ভাল। এতে মধুপুর এবং চাম্পামুড়া ইত্যাদি এলাকার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও অনেক সুবিধা হবে কাজেই আগামী দুই এক বৎসরের মধ্যেই যা'তে এটা চালু করা হয় সে চেষ্টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, দূরবর্তী অঞ্চলের ছেলেরা বিশেষ করে ট্রাইবেল ছেলেরা যা'তে বিজ্ঞান এবং টেকনোলোজির দিকে ঝোঁকে সেটা চাই। এবং সেদিকে নজর রেখেই আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সায়েন্স বিভাগ চালু করছি। আমরা সেকেরকোট এইচ, এস, স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার চেষ্টা করছি কিন্তু মাননীয় সদস্য যে সময়ের মধ্যে বলেছেন সেটা সম্ভব হতে নাও পারে আবার তার আগেও হয়ে যেতে পারে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমান আর্থিক বছরে কয়টা স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মলসই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— মি. স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৭

প্রশ্ন নং- (১): ইহা কি সত যে, তৈছামা আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেলটি সংস্কারের অভাবে অকেজো অবস্থায় পরে রয়েছে, ?

উত্তর :— তৈছামা আবাসিক বিদ্যালয় বলে কোন বিদ্যালয় নেই।

প্রশ্ন নং— (২): যদি সত্য হয় তবে উক্ত হোস্টেলটির সংস্কার করে কবে নাগাদ ছাত্রীদেরকে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর ঃ— প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার. তৈছামা আবাসিক বিদ্যালয় বলতে পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া বিদ্যালয়কেই বুঝায়। কিন্ত এই বিদ্যালয়টি পূর্ণজয়চৌধুরী বিদ্যালয় নামে থাকলে আসলে এইটি তৈছামাতে অবস্থিত এবং তৈছামা আবাসিক বিদ্যালয়ই হবে। তাই আমি পূর্ণজয়চৌধুরী বিদ্যালয় না লিখে তৈছামা আবাসিক বিদ্যালয়ই বলেই লিখেছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী :— মি: স্পীকার স্যার, পূর্ণজয়চৌধুরী পাড়া আবাসিক বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস রয়েছে ছাত্রদের জন্য। এই ছাত্রাবাসটির পুনঃ নির্মানের জন্য ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এস্টিমেট করা হয়েছে এবং এর ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বর্তমানে উহার পুনঃ নির্মানের কাজ চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাধব চন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৬

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, সিজ্ করা প্রচুর কাঠ বিভিন্ন ফরেস্ট বিট্ অফিসে রয়েছে,

২) যদি থাকে তার পরিমান কত ও তার বাজার মূল্য কত,

৩) সিজ করা কাঠ নিলামে বিক্রির কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না,

৪) থাকলে কি পরিমাণ বিক্রি করা হয়েছে,

৫) বিক্রি হয়ে থাকলে কত টাকা সরকারের আয় হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) তথ্য সংগ্রহাধীন,

৩) হ্যাঁ,

৪) তথ্য সংগ্রহাধীন,

৫) তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপলিমেন্টারী, আমার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য সংগ্রহাধীন বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই তথ্যগুলি কবে নাগাদ সংগ্রহ করে জানাবেন ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যখনই উত্তর আসবে আমি তখনই দিয়ে দিতে পারব।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— স্যার, এটা কি ধরনের উত্তর দিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রীকে বলছি, এগুলি কোন বিরাট ব্যাপার নয়। আপনার দপ্তর চেষ্টা করলেই সেগুলি কালেকসান করে নিতে পারে এবং উত্তর দিতে তাতে কোন অসুবিধাও থাকার কথা না।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ— স্যার, এটা এমন কি জিনিষ ? প্রত্যেক বীট অফিসেই এই রেকর্ড থাকার কথা।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমার কাছে যে তথ্যটা রয়েছে সেটা জোট আমলের তথ্য। জোট আমলে কাঠ কিভাবে পাচার হয়ে গিয়েছিল সেই তথ্য আমার কাছে রয়েছে।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— স্যার, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এখন উনারা কি করছেন সঠিক তথ্যটা দিতে ভয় কিসের ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আমাকে বলতে দিন। আমি বলেছি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে। বিরাট কোন ব্যাপার নয় সেটা। মাননীয় বনমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যতশীঘ্র সম্ভব উত্তর দেবেন।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যত শিঘ্র সম্ভব উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবল মেম্বার অশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা (চড়িলাম) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

মিঃ স্পীকার ঃ— এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের কে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করার ব্যবস্থা সরকারের আছে,

২) যদি থাকে, তবে কোন শ্রেনী পর্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা আছে এবং

৩) এইরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্বেও নিয়মমত এবং সময়মত দেওয়া হয় না-এই রকম তথ্য সরকারের নিকট আছে কিনা ?

উত্তর

১) বই সরবরাহের কোন সিদ্ধান্ত নেই। তবে বইয়ের মূল্য নগদে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে।

২) এটা উপজাতিদের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা।

৩) এই বছর এটা প্রথম চালু হয়েছে। সেইজন্য প্রথম বছরের প্রিপারেশন, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর-জন্য সময় লাগবে। আমরা আশা করছি এই শিক্ষা বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত এটা দেওয়া যাবে।

শ্রীঅশোক দেববর্মা :— পার্লামেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি গত বছর বা তার আগের বছর পর্যন্ত আই, এস, অফিস থেকে বিনা মূল্যে বই সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল, বিশেষ করে এস, সি, এবং এস, টি ছাত্রছাত্রীদের জন্য। কিন্তু এমন দেখা গেছে বই সরবরাহ করতে দেরী হয়ে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত বই সরবরাহ হয়নি। বরং যে সমস্ত বই শিক্ষা দপ্তর থেকে আই. এস অফিসে দেওয়া হয়, এটা পরে বাজারে বিক্রি হয়ে যায়। এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কিছু টেকস্‌ট বুক সরকার প্রকাশ করে সেটা নির্দ্ধারিত। সেগুলি বিনামূল্যে এস টি, এবং এস সি, বা অন্যান্যদের মধ্যে কোন কোন জায়গায় দেওয়া হত। সেইজন্য বই যেতে দেরী হত। আর স্কুলের জন্য ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত যে বইয়ের দামটা সেটা বই হিসাবে দেওয়া হত। এবছর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই টেকস্ট বইগুলি দাম তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। তারা বাজার থেকে কিনবে বই। তাতে ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রতি মাসে ১৭ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৮ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীতে ৪৮ টাকা, চতুর্থ শ্রেণীতে ৪৪ টাকা, ৫ম শ্রেণীতে ৪৬ টাকা, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৮৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণীতে ৮৮ টাকা, অষ্টম শ্রেণীতে ১০৩ টাকা, নবম শ্রেণীতে ২৭৭ টাকা এবং দশম শ্রেণীতে ২৭৭ টাকা। এই টাকাটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে দেওয়া হয়। ঠিক এস, সিদেরও সেই রেইটটা পরিবর্তন হয়নি। যেটা প্রচলিত আছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, এটা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দেওয়া হয়—দ্বিতীয় শ্রেণী ৫ টাকা ৫০ পয়সা, তৃতীয় শ্রেণী ১২ টাকা ১৫ পয়সা চতুর্থ শ্রেণী ২০ টাকা, ৫ম শ্রেণী ২৮ টাকা ষষ্ঠ শ্রেণী ৩০ টাকা, সপ্তম শ্রেণী ৫৫ টাকা, অষ্ঠম শ্রেণী ৫০ টাকা। এই প্রসঙ্গে আমি একটু পরিস্কার করতে চাই যে, এই বৎসর ও, বি, সি, দপ্তর থেকে তারাও প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা বিভিন্ন স্টাইপেন্ডের জন্য রেখেছে।

তাদের রিসেন্ট যে মিটিং হয়েছে তাতে তারা যা করেছেন নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৪৫ নাম্বার যারা পাবে তাদের মাসে ৫০ টাকা করে দশ মাসের জন্য স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে, এটা মেরিট স্টাইপেন্ডের মতই। যেহেতু টাকার অংকটা কম তারজন্যই। তারপরে মোট ১৪শ ছাত্রকে কভার করা হবে। তারপরে একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যারা শতকরা ৪৫ নাম্বার পাবে তাদেরকে ৬৫ টাকা করে প্রতি মাসে দশ মাসের জন্য স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। তাতে টারগেট ১১৫০ জন, সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচ হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্লাসের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদেরকে প্রতিমাসে বুক গ্রান্ট/সম্প্রতি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ও, বি, সি, সম্প্রদায় ভুক্ত গরীব ছাত্রছাত্রীদের নিম্নোক্ত হারে বুক গ্রান্ট বর্তমানে শিক্ষা বর্ষ থেকে দেওয়া হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের ১০০ টাকা বছরে, সপ্তম শ্রেনী ১০০ টাকা, অষ্টম শ্রেণী ১২০ টাকা। ৪৩টি সম্প্রদায়কে ও. বি. সি. ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে আমাদের দেখা যাচ্ছে ২১ হাজার ৯শত স্টুডেন্টসকে বুক-গ্র্যান্ট দেওয়া হবে ও. বি. সি লক্ষ। এইভাবে আমরা শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যাতে দূর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীরা অন্ততঃ পক্ষে বই সংগ্রহ করার জন্য যাতে আর্থিক কোন দূরবস্থা ফেইস না করতে হয়, সংকটে না পড়ে। এবং অতীতের অভিজ্ঞতা বই যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিকাঠামো যেহেতু গোলমাল এবং পাহাড়ে পর্বতে দূরবর্তী অঞ্চলে যেহেতু স্কুল সেখানে সব সময়ে ইনেসপেকশান বা লিংক দূর্বল। কাজেই আমরা ঠিক করেছি টেকসট বইয়ের দামটা এস. সি.। এস. টি, এবং ও. বি. সিদের হাতে আমরা পৌঁছে দেব। ও, বি, সির জন্য এই বৎসর টাকাটা সীমাবদ্ধ। কাজেই আমরা এই টারগেটটা করেছি।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার এই যে বুক গ্রেন্ড স্টাইপেন্ড, বা গ্রেন্ড দেওয়া হচ্ছে এস. সি/এস. টি/ও, বি, সি দের জন্য, তার জন্য কোন ইনকাম ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা, যে পরিবারে মাসিক আয় এত হবে তা হলে কার ক্ষেত্রে কত এবং সেই ইনকাম সার্টিফিকেট কার কাছ থেকে নেবে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— ইনকাম বারটা হল এই রকম, এস. সি, ও এস, টির জন্য ৩৬ হাজার টাকা বছরে আর ও বি সির জন্য বছরে ২৪ হাজার টাকা।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— এই ইনকাম ক্রাইটেরিয়া কম হওয়াতে দেখাযায় যে তা কেউ পাওয়ার উপযুক্ত থাকেনা। যার জন্য ইনকাম সার্টিফিকেট বাহির করে তারা সত্যিকারের ইনকাম দিয়ে সার্টিফিকেট বাহির করেনা। আমার মনে হয় এখন কারোর ইনকাম মাসে ৩০০ টাকা ৪০০ টাকা ও ৫০০ টাকা নেই। এখন যিনি আমাদের কাছে সার্টিফিকেট নিতে আসেন কিন্তু এখন দেখাযায় যে ৫০০ টাকা ইনকাম দিলে পরে সে আওতায় আসে কিন্তু এর কম দিলে তা সে পাবেনা, তা জেনে শুনেও তা আমাদের অবলাইজ করতে হয়। কিন্তু চাকুরীজীবিদের ক্ষেত্রে তা আলেদা। তাদের ক্ষেত্রে কম দেওয়া যায় না এই ক্রাইটেরিয়াটা বাড়ানোর জন্য মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনার মধ্যে আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখন তো ২৫ হাজার টাকা আছে প্রতি বৎসরে। মাসে ২ হাজার টাকার উপর পরে। এখন আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায় যে এই রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। এর পরে আমরা বলছি যে কারোর ইনকাম এত নেই। সেখানে ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রসঙ্গটাই জটিল।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যা বলেছেন তা পর্যাপ্ত কিনা, যে যেখানে আগে ওয়ান টু ফাইভ বিনা পয়সায় বই দেওয়া হত, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যান্ত ছাত্রদেরকে ৪৬ টাকার মধ্যে। এই যে টাকা নির্ধারন করা হয়েছে এতে কি আশা করা যায় যে এই টাকা দিয়ে সমস্ত বই কেনা যাবে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার সব সময়ইতো বই এই দামে কেনা হত। ফ্রি হচ্ছে বইটা আগে দিয়ে দেওয়া হত, এখন তার দাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নোট বইয়ের দাম বেশী। ৭ টাকার নোট বইয়ের দাম ১৭ টাকা, তা হলে তো তা আমাদের মেনটেইন করা সম্ভব না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তা হলে এটা নূতন কিছু না। পুরানটাই করা হচ্ছে। আগে বই দেওয়া হত এখন তার পরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা প্রশ্নই উঠেনা।
মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী (কল্যানপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেয়ের নাম্বার ১৩৪।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন্নে নাম্বার ১৩৪।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষার সেন্টার কয়টি ?

২) এই বৎসর মোট কতটি সেন্টারে কতজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকে ১টি পরীক্ষা সেন্টার থাকার ফলে গরীব ছাত্রছাত্রীদের যাতায়ত ও

থাকা খাওয়ার প্রশ্নে এবং বসার জায়গা'র প্রশ্নে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এবং

৪) সত্য হলে কল্যানপুরে আর একটি পরীক্ষা সেন্টার খোলা হবে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে ১৯৯৫ইং সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ১টি সাবসেন্টার সহ মোট ৩২টি সেন্টার ছিল।

২) মোট ৩২টি সেন্টারে ১৪,৩৯৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে।

৩) না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৩২টি সেন্টার। আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রত্যেকটা সেন্টারে জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। আমি এখানে তেলিয়ামুড়া সেন্টারের কথা বলছি। এই একটা সেন্টারের জন্য ৪টি ৫টি সেন্টার ভেঙ্গে নিতে হয়েছে, তেলিয়ামুড়া, ইস্থারবীল, ইত্যাদি বারন জায়গার খুবই অসুবিধা। সমস্তটা নিয়ে একটা সেন্টার। কাজেই এটা যেমন একটা অসুবিধা অন্যদিকে কল্যানপুর, দুর্গাপুর, শান্তিনগর মহারানীপুর পশ্চিম কল্যাপুর, এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের বহু অসুবিধা হচ্ছে সাব-ডিভিশানে আসতে। কারন তাদের থাকা খাওয়ার, এবং যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ীর অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই সব চিন্তাভাবনা করে এই কল্যানপুর তার বিরাট নিয়ে অবাস্থত, তার জন্য এই কল্যানপুরে দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে যদি তার সেন্টার করে দেওয়া হয় তা হলে ভবিষ্যতে এই সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। এই কথা চিন্তা করে তা পুনঃ বিবেচনা করবেন কিনা যে সারা তেলিয়ামুড়ার এই একটা সেন্টারে স্থান সংকোলান হচ্ছনা। এই মানণীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেনা কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আসলে পরীক্ষা তো যেখানে সেখানে খোলা প্রয়োজন থাকলেও খোলা যায় না। প্রথমতঃ পরীক্ষার কাগজপত্র প্রশ্ন গুলিকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের যে সমস্ত আসন তার জন্য আশপাশ স্কুল থেকে চেয়ার টেবিল আনতে হয়। এত মজবুত অবস্থা। তৃতীয়তঃ পরীক্ষার জন্য মজবুত থাকার দরকার আছে তারা হোম সেন্টারে পরীক্ষা কেন্দ্র হলে নানা ধরনের পিটিভিলিজ নেয় তাতে অনেক অসুবিধা হয়। তারপর পরীক্ষা কেন্দ্রর নিরাপত্তার দরকার। এই সব কারণে পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়ানোর জন্য চিন্তাভাবনা করতে হয়। তারপর বোর্ডের স্টাফ দরকার। কাজেই এটা সহজে গ্রহন করতে পারছিনা।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— আমি যে কল্যাণপুর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি সেটাতে থানার সংরক্ষার ব্যবস্থায় কোন বিঘ্ন হচ্ছে না। সেই হিসাবে আমি অনুরোধ করছি পুনর্বিবেচনা করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সম্পূর্ণ বোর্ডের ব্যাপার। এটা বুঝতে যে প্রস্তাবটা উঠেছে জন প্রতিনিধির আকাঙ্খা থেকে। সেটা যদি লোক্যাল কমিটমেন্ট না হয়ে থাকে তাহলে বোর্ড দেখবে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা যদি সম্পূর্ণ বোর্ডের ব্যাপার হয় তাহলে মাননীয় মন্ত্রী এসব প্রশ্ন তুলছেন কেন? প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার জন্য নূতন পরীক্ষা কেন্দ্র খোলতে হচ্ছে। এই নূতন কেন্দ্রগুলিকে কি বোর্ড করছে না মন্ত্রিসভা করছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না? এবং প্রথমেই কল্যাণপুর এবং বিশালগড়ে নূতন সেন্টার খোলা হবে কি না?

শ্রীমতিলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এটার সিলেকট মন্ত্রিসভা করেন না বোর্ড করেন? যদি মন্ত্রিসভা করেন তাহলে কল্যাণপুর প্রথম দেওয়া হবে কিনা এবং তারপরে বিশালগড় দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্ন অলরেডি আনসার্ড। তবে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, পাবলিকদের প্রতি আরো সাহানুভূতিশীল হউন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭৫।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-৭৫।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৭৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, রাজ্যে পূর্বের মত শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর চালু করা হবে?

২) বর্তমানে চালু শিক্ষাবর্ষ 'এপ্রিল হইতে মার্চ' এই সময়ে ক্লাস ওয়ান হইতে টেন পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে কি না ?

উত্তর

১) বর্তমানে এইরূপ কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন নেই ।

২) কেবলমাত্র দশম শ্রেনীর ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সব রাজ্যেই কি একই কায়দায় শিক্ষাবর্ষ চালু আছে, না অন্য কোন ব্যতিক্রম আছে ? যদি ব্যতিক্রম থাকে তাহলে তার কারণ কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** বর্তমান শিক্ষাবর্ষ চালু হবার আগে জানুয়ারী থেকে শিক্ষা বর্ষ চালু ছিল । কিন্তু রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক স্বার্থের কথা চিন্তা করেই জানুয়ারীর পরিবর্তে মে মাসে শিক্ষা বর্ষ চালু করা হয় । আর্থিক বছরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং বাজেট পরিকল্পনা রূপায়নের স্বার্থেই এটা করা হয়েছে । তাছাড়া জানুয়ারী মাসে শিক্ষা বর্ষ চালু থাকলে, সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা সম্মুখীন হতে হ্য় । এসব অভিজ্ঞতার নিরীখে মে মাস থেকে শিক্ষা বর্ষ চালু করা হয় । তবে মে মাসে শিক্ষা বর্ষ চালু হবার পর দেখা গেছে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ৮ মাস পড়ার সুযোগ পাচ্ছে । তারমধ্যে আবার গ্রীষ্মের বন্ধ এবং পূজার ছুটিও রয়েছে । তাই তারা প্রায় ৬ মাসে সময় পঠন পাঠনের থেকে বঞ্চিত হয় ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক ।

শ্রীঅমল মল্লিক :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৭ ।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৭

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৭ ।

প্রশ্ন

১) এস, টি/এস, সি দের মত ও, বি, সি, দের চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সের এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধা শিথিল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২) থাকলে কবে নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) না এমন কোন পরিকল্পনা এখনও নেওয়া হয়নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেখানে নিজে একজন পশ্চাৎপদ জাতি সমব্যথী লোক বলে থাকেন এবং তিনি এই প্রক্রিয়া কার্যকরী করার জন্য সব সময় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন, সেই জায়গায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ও. বি. সি. দের সুযোগ দেওয়া ব্যবস্থা করেছেন, সেই ক্ষেত্রে ও. বি. সি. দের জন্য এটা সত্বর বিবেচনা করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? কেন না, সরকার এ ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— ও. বি. সি. রিজার্ভেশান বা বয়সের শিথিলতা সম্বন্ধে ভারতীয় ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যেও হয়েছে। আমাদের একটা কাজ বাকী আছে। সেটা হচ্ছে, জনগণনা। আমরা সার্টিফিকেট দিতে চাই। সে জন্য আমরা জনগণনা শুরু করেছি। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই। নীতিগত ভাবে ও. বি. সি. শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা এবং চাকুরীর সুযোগ সুবিধা দিতে চাই। কেননা, ওরা পশ্চাৎপদ এবং নূতন প্রজন্ম শিক্ষিত হচ্ছে। শহরে ওরা যতটা এগিয়েছে, গ্রামে ততটা নয়। মণ্ডল কমিশনেও আছে দূরবর্তী গ্রামের একটি তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গে দিল্লীর প্রথম শ্রেণী সমান। কাজে কাজেই, মেধার ভিত্তিতে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। কাজে কাজেই, এই দিক থেকে সবটাই বামফ্রন্টের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমি নির্দিষ্টভাবে বলেছি যে সেনসাসের কাজ শুরু হয়েছে, এটা এক মাস বা দেড় মাস লাগবে। ৯০ দিনের মধ্যে আমরা কমিশন গঠন করেছি। আমরা যত দ্রুত সম্ভব করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :- শ্রী সমীর দেবসরকার

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫১ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, খোয়াই শহরের পাবলিক লাইব্রেরীটি স্থানান্তরের জন্য খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কাছে নতুন জমি নির্দিষ্ট করা আছে, এবং

২) সত্য হলে, নতুন স্থানান্তরের বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আর্থিক অপ্রতুলতা।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পাবলিক লাইব্রেরীটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুই মাস আগেও দেখেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এখানে লাখ লাখ টাকার বই নষ্ট হচ্ছে। কোন পাঠক বা পাঠিকা এখানে পড়তে আসেনা পরিবেশ ভাল নয় বলে। ১৯৯৩ ইং সালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভায় তথ্য দিয়েছিলেন যে এক জন পাঠক এই লাইব্রেরীটি আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার বই এই লাইব্রেরীটিতে আর্থিক সংকটের জন্য নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং এই বই গুলিকে রক্ষার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের ক্ষোভের সাথে আমিও এক মত টাকা আসবে, বিল্ডিং করা হবে। কিন্তু বই ? বই নষ্ট হলে তো বই পাওয়া যাবে না, নতুন করে ছাপাও হবে না। এই দিক থেকে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের সাথে নিশ্চয়ই আমি এক মত। আমাদের আর্থিক সংকট আছে। আমি আশা করব মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ও নানা দিক থেকে-ব্লক আছে, সেখান থেকে অর্থ মোবিলাইজ করার জন্য যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পার্লামেন্টারী স্যার, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে আমি যতটুকু জানি, একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যে ই. এস. আর. প্রকল্পের মাধ্যমেই এই লাইব্রেরীটি করার জন্য। কিন্তু এটার জন্য আইনগত ত্রুটি আছে। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এই ব্যাপারটির প্রতি নজর দেন। তিন চার লাখ টাকা হলে টেম্পোয়ারী ভাবে এই পাবলিক লাইব্রেরীটি করা যায়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন রাখব তিনি যে এই আইনগত ত্রুটির প্রতি একটু নজর দেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি রাজী হলে কি হবে, ? ই. এস. আর বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তো রাজী হতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (আশারামবাড়ী) **:—** এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬১ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬১ স্যার।

প্রশ্ন

১) কংগ্রেস-যুব সমিতির জোট সরকারের আমলে ভিকটিমাইজড ও ওভারএ্যাজ হিসাবে শিক্ষা বিভাগে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা,

২) যদি নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে মোট কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং

৩) এরমধ্যে তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, হয়েছিল।

২) ১৬২০ জন।

৩) তফসিলী উপজাতি কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। তফসিলী জাতির সংখ্যা ৭ জন।

শ্রীদেবব্রত কলই :— পার্লামেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কংগ্রেস-যুব সমিতির

জোট সরকারের আমলে ভিকটিমাইজড্ এবং ওভার এ্যাজ্ হিসাবে ১৬২০ জনকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাহলে ভিকটিমাইজড্ ও ভারএ্যাজড হিসাবে চিহ্নিত করণের জন্য কোন পদ্ধতি আছে কিনা এবং এখানে কোন পদ্ধতি বেসিসে ভিকটিমাইজড্ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা বোধ হয় সমীর বর্মন মহোদয়রাই আমার চেয়ে বেশী শুদ্ধ করে বলতে পারবেন। আমার যতটুকু মনে হচ্ছে যে এটা পলিটিক্যালী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেখানে কোয়ালিফিকেশান যা পাওয়া গিয়েছিল সেই হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। সেই দিক থেকে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ২৭ জন, গ্র্যাজুয়েট ২৭১ জন এবং আন্ডার গ্রেজুয়েট টিচার ১০২৬ জন এবং চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী ৩১৪ জন। এদেরকে প্রথমে ফিকসড পেতে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ১৯৯২ সালের ১লা অক্টোবর ১৬২০ জনকে রেগুলার স্কেল মঞ্জুর করা হয়েছিল।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ভিকটিমাইজড হিসাবে চতুর্থ শ্রেণীতেও নেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন ট্রাইবেলদের মধ্যে ভিকটিমাইজেড্ নেই ? কংগ্রেস এবং টি ইউ, জে, এস মন্ত্রিসভা এর পরবর্ত্তী সময়ে যখন ভিকটিমাইজড্ হিসাবে চাকুরী দেওয়া হবে তখন উপজাতি প্রার্থীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নেওয়া হবে এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত তৎকালীন মন্ত্রিসভা নিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা সেই ভাবে আমার জানা নেই। তাই সেই তথ্য আমি এখানে দিতে পারছি না।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিডিউল্যাড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস্ তাদের জন্য সুরক্ষিত কোটাগুলি সরকার মানতে বাধ্য। ১৬২০ জনের চাকুরী হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এক জনেরও এস, টির চাকুরী হয়নি। এটা কোন অফিসাররা করেছেন বা কোন সেক্রেটারী করেছেন বা এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট করেছেন এই সম্পর্কে তদন্ত করে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই সব সিদ্ধান্ত তো কেবিনেটে হয় এবং এটা রুলিং পার্টির নিজস্ব সারকেলে হয়। সেটা যখন কেবিনেটে নেওয়া হয় তখন সেটা অফিসার কর্তৃপক্ষরা এটা মানতে বাধ্য। তবে যারা এটা করেছিলেন তারা ভিকটিমাইজড্ হয়ে গেছে কারন তাঁরা তখন ক্ষমতায় ছিল, এখন আর ক্ষমতায় নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা ঠিক এই যে সাংবিধানিক অধিকার হরন করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিলেন সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। কারণ, যেখানে সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করা হচ্ছে, এটা তো একটা প্রশাসন, একটা সরকার এই ভাবে তো চলতে পারে না। ১৭ শত চাকুরী যে দেওয়া হয়েছে এখন সেই চাকুরীর আনুপাতিক হারে, সরকারী হারে তাদের জন্য যে কোটা প্রাপ্য যদি এটা মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে কোটা পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হউক আর না হলে যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে সেগুলি ক্যানসেল করা হউক।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— সেই তথ্য আমি সঠিক ভাবে দিতে পারছি না। তা না হলেও আমি বলতে পারছি শিক্ষা দপ্তরের ৩ তিন হাজারের বেশী ব্যাক লক্ উপজাতি এবং তফসিলী জাতির জন্য পদ খালি হয়েছে। তিন হাজার, সাড়ে তিনহাজারের মত ঠিক ফিগার আমি দিতে পারছি না। কিন্তু ব্যাক লকে তাদের পাওনা প্রায় সাড়ে চার হাজার। কাজেই, স্পেশাল ড্রাইভ যেটা অনেক বিতর্কের পর, হাইকোর্ট ইত্যাদি অনেক কিছু করা হয়েছে। কিন্তু স্পেশাল ড্রাইভে তাদের পাওনা, কড়ায়-গন্ডায় পেয়ে যাবে কিন্তু প্রার্থী থাকতে হবে। কাজেই, সেই দিক দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সেখানে লড়াই করছে এই সম্পর্কে নানা রকম কথ বার্ত্তা উঠেছে।

কাজেই, সেই ব্যাক লকটা ওরা যা করে গেছে সেই ব্যাক লকটা য্য চারলি এস, টি এবং এস, সির জন্য জমা হয়ে আছে। সেটা পূরন করতে গেলে আবার সেখানে দেখা গেছে হার্ড বার্নিং, কারো কারো সহ্য হচ্ছে না, নানারকম প্রশ্ন এখানে ওখানে তুলছে। এটার সংগে এইটা রিলেটেড না হলেও আমি বলতে পারি এই জায়গাটা যে বঞ্চনা হয়েছে এইটা হিসটরিকলালি এইটাই এসে এস, টি. এবং এস. সি ব্যাক লকে জমা হয়েছে এবং স্পেশিয়েল ড্রাইভে এইটাই পূরন করার জন্য চেষ্টা করা হবে। প্রথম প্রমোশানটা হচ্ছে পরবর্ত্তী সময়ে এইটা আসবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ (অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, শ্রীঅরুন ভৌমিক, শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-২১১।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২১২ স্যার, ।

প্রশ্ন

১) উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারনে বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে মোট কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে আছে ?

২) ঐ সকল বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

৩) উপরোক্ত কারনে কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত শিক্ষাবর্ষে বার্ষিক পরীক্ষা হতে পারেনি ?

উত্তর

১) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

২) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

৩) এইটাও তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী পরিস্কার উত্তর দিয়েছেন যে এই তথ্যগুলি ২ বৎসর ধরে সংগ্রহাধীন এবং এরা ক্ষমতায় আসার ২ বৎসর পূর্বেই আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় উগ্রপন্থীর নির্যাতন, চাঁদার জুলুমে শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারে না। আমি এখানে ১-২টা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। যেমন উদয়পুর স্কুল ইনসপেকটরেটের অফিসে বড়মুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের একটি ট্রাইবেল অধ্যুষিত একটা গ্রাম সেখানে দুই বৎসর ধরে এখন পর্য্যন্ত কোন ক্লাস হয় নাই এবং দুই বৎসর ধরে পরীক্ষা পর্য্যন্ত হয় নাই। দক্ষিন বড়মুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের ঢাকবাড়ী সেখানেও মাষ্টারমশাইরা স্কুলে যেতে পারছেন না। মাষ্টারমশাইরা স্কুলে যেতে পারছেনা উগ্রপন্থীদের নির্যাতন। সেখানেও দুই বৎসর ধরে কোন পরীক্ষা হয়নি। এইভাবে সারা রাজ্যে কতগুলি স্কুল চলছে না এইগুলিকে সংগ্রহ করে যাতে সেখানে পুনরায় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় তার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন কি ? এবং এইসব স্কুলে যতজন ছাত্র দুইটি বৎসর ধরে পরীক্ষা দিতে পারলনা সেটা সংগ্রহ করবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু যারা পরীক্ষা দিতে পারলনা, তাদের দুইটি বৎসর নষ্ট হল এবং পড়াশুনার বয়স ত নির্ধারিত একটা বয়স সাথে ১৫ কি ১৮ বৎসর পর্যন্ত। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮০ সাল থেকেও ধরি তাহলে ত ১৫ বৎসর হল। ১৫ বৎসর ধরে ইনসারজেন্সি, নানারকম বৈরীতা আমরা যদি ১৯৮০ সাল থেকে ধরি তাহলে কি মাত্রায়, কোথায়, কার ডেমেজ হল এবং এই বৈরীতার পেছনে একটা রাজনৈতিক উইল আছে। নর্থ ইস্টার্ন রিজিনে, কাশ্মীরে, সারা দেশেই ত ঘটনাগুলি ঘটছে। ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পার্বত্য এলাকার এইসমস্ত যারা নতুন প্রজন্ম, তার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি বৈরী তৈরী হচ্ছে, সারান্ডার করছে, টাকা নিয়ে সেটেল হচ্ছে। বন্দুক নিয়ে বন্দুক সংগ্রহ, তাদের বন্দুক সরকারের কাছে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ। হয়ত বা তাদের মধ্যে কিছু কিছু রিহেবিলি-টেশানও পেয়ে যাচ্ছে নানভাবে। কিন্তু এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় যে অরন্যের সন্তানেরা, পর্বত কন্যারা যারা এই পৃথিবীর অন্ততপক্ষে মনুষ্যসৃষ্টির এইটুকু সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হল। কাজেই এই রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের পলিটিক্যাল উইল, সমস্ত যারা বিপথগামী তাদের অন্ততঃ মেইন স্ট্রীমে আসা সবটা মিলে করতে হবে। এইটা কারো কোন নিজস্ব ব্যাপার বলে আমি মনে করিনা। এইটা টোট্যাল ডেমেইজ, টোট্যাল সর্বনাশ ত্রিপুরার।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অনেক কথা বলেছেন কিন্ত কোন তথ্য দেননি, আমরা তথ্য চেয়েছিলাম যে কয়টা স্কুল বন্ধ হয়ে আছে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য। তিনি এইটা দিতে পারেন নি। আমার মনে হয় ডিপার্টমেন্ট সরকারের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য এই তথ্য দেয়নি। এই হাউসের সামনে এইটা খুব গুরুত্বপূর্ন ইস্যু। তিনি যেটা বললেন যে সব দল মিলে এইটার মোকাবেলা করা দরকার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকে কতগুলি স্কুল বন্ধ হয়ে আছে এবং এই উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে কি করা যাবে, এই স্কুলগুলিকে আবার কিভাবে চালু করা যাবে, কিভাবে উপজাতি অংশের মানুষ লেখাপড়া শিখবে এইটা নিয়ে আমরা কোন অ্যাফেকটিভ আলোচনা করতে পারলাম না যেহেতু কোন তথ্য এখানে দেওয়া হয়নি। এখানে এইভাবে শুধু মাত্র উগ্রপন্থী সারেন্ডার করবে ওরা দিনের পর দিন অপহরন করে নিয়ে যাচ্ছে, শহরের লোক নিয়ে যাচ্ছে। আমার এলাকাতে বামফ্রন্টের ওখানকার স্থানীয় নেতা, তাকে আজকে বার দিন যাবত পাওয়া যাচ্ছে না হেজামারা থেকে নিয়ে গেছে আবার চিঠি দিয়েছে ওমুকের কাছে টাকা দিয়ে নিয়ে আস। এই অবস্থা যেখানে চলছে, স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে আছে যেখানে, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয় এটা সম্পর্ক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের কাছে কোন তথ্য দিলেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করুন, আরও দুইদিন বিধানসভার অধিবেশন আছে এর মধ্যে উনি আমাদের এই তথ্য দিন এবং এইটা নিয়ে একটা পূর্নাঙ্গ আলোচনা হোক। আলোচনা

হোক সেই স্কুলগুলি কিভাবে চলতে পারে, আলোচনা হোক পাহাড়ী এলাকায় কিভাবে লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করুন আমাদের কাছে সেই তথ্য দেওয়ার জন্য

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই সম্পর্কে ডিটেলস বলেছেন, তথ্য সংগ্রহাধীন বলেছেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রবলেমের কথা বলেছেন এই প্রবলেমগুলি অকাট্য। ভারতবর্ষে ত্রিপুরা রাজ্য আইসোলেটেড না। এই প্রবলেমটা এখন ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেম। এখন এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের কন্টা কি আছে সেটা সম্পর্কে যদি উনি কিছু দিতে পারেন দেবেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব পজেটিভ তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করবেন আরও দুইদিন অধিবেশন আছে, এর মধ্যে দিতে পারলে ভাল হয়। দিলে হাউস অন্তত সেটিসফাইড হবে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— তথ্য না দেওয়ার মধ্যে কোন গৌরব নাই এইটা আমরাও বুঝি, এখানে যে তথ্য আছে তা সাফিশিয়েন্ট না, হাফ আছে। আমি সেই জন্য হাউসের যে সমস্যাটা, এইটা বুঝি। কাজেই আমার যা ধারনা, এই অল্প সময়ের মধ্যে এই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তথ্য গোপন রাখার কিছুই নাই। এইটা সবাই জানেন, কি পরিমানে কোথায় কি স্কুল চলছে, এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল বন্ধ হয়ে আছে কিন্তু রিপোর্ট সেখানে স্কুল চলছে, না হলে মাষ্টাররা বেতন পায় কি করে এই ধরনের একটা ধোয়াটে ব্যাপার আছে। কাজেই তথ্য দিলেও সেটা চেলেঞ্জ হবে। আবার তথ্য দিতে গেলেও সরকারী তথ্যের একটা ব্যবস্থা আছে এই কতগুলি ব্যাপার আছে। মানে অদ্ভুত একটা অবস্থার মধ্যে আছি। সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে সঠিকভাবে তথ্য দিতে গেলে এই অল্প সময়ের মধ্যে হবে না এবং নিশ্চয়ই এই তথ্য আমার দেওয়া উচিৎ।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব চলছে আড়াই বছর হল। এই আড়াই বছরের মধ্যে কোথায় কোথায় স্কুল বন্ধ হয়ে আছে উগ্রপন্থীর কারণে, সেটা উনি জানেন না। গত বিধানসভাতেও এইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আমরা প্রশ্ন করেছি ১৫ দিন হল এর মধ্যেও তিনি তথ্য পাননি। অথচ এইটা একটা গুরুত্বপূর্ন বিষয়। এইটাতো মন্ত্রীর নখদর্পনে থাকার কথা যে, কোথায় কোথায় কোন কোন স্কুল হচ্ছে বা হচ্ছে না। ওনার আবার পত্রিকায় বিবৃতি দেখি যে, যে সমস্ত মাষ্টারদের কাছে উগ্রপন্থীরা চাঁদা চাইছে তারা সরকারকে জানান। আর যদি না জানান তো আপনারা নিজেরাই এইটাকে মিটমাট করে নিন।

মিঃ স্পীকার ঃ – আপনার প্রশ্নটা কি, আপনি কি জানতে চাইছেন সেটা বলুন।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী ঃ—আজকে আড়াই বছর ধরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার দপ্তরের হিসাব দিতে পারেননি। উনি কি করে উনার দপ্তর চালাচ্ছেন এইটা বলুন স্যার। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিধানসভায় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করে আমাদের বিধায়কদের সঠিকভাবে সঠিকজায়গায় পৌঁছে দিতে চাইছেন না। আজকে উগ্রপন্থা সম্পর্কে উনি যে গল্প বললেন এইটা স্যার, আজকে ট্রাইবেলরা যদি উপযুক্তভাবে শিক্ষা না পায় তাহলে তারা উগ্রপন্থী হতে বাধ্য। আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও একজন ট্রাইবেল এই বামফ্রন্ট সরকার যেখানে আজকে ট্রাইবেলদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন সেখানে ট্রাইবেল এলাকায় কতটি স্কুল বন্ধ হয়ে আছে এবং কোন এলাকায় বন্ধ হয়ে আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারছেন না এইটাতো ঠিক নয় স্যার। আমি যে প্রশ্ন করেছি তা আজকে ১৫ দিন ধরে উনি এইটার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি এইটা খুব দুঃখের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য অপোজিশন এবং অন্যান্য সদস্যদের প্রশ্নগুলো মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বলা হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তরও দিয়েছেন। তারপর ফারদার প্রশ্ন করা চলে না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) — আপনারা যে ১৬০০ জনকে চাকুরী দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজনেও ট্রাইবেল নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ - যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলো এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তরপত্র গুলো সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURES 'A' AND 'B'

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয় আপনার নজরে আনতে চাই।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যার। সেই জিনিসটি হচ্ছে পুরাতন মন্ত্রী এবং বিধায়কদের পেনশন আটক করে রাখা সম্পর্কে। স্যার, আজকে প্রায় ২৯ মাস হয়ে গেছে পুরাতন মন্ত্রী এবং বিধায়কদের

পেনশন আটকে করে রাখা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিধায়কদের যেসব জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছে তার টাকা পরিশোধ না করার জন্য। এই যে জিনিসপত্রের জন্য হিসাব দেওয়া হয়েছে এইটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই করা হয়েছে। মন্ত্রীদের কবে কি কি জিনিস যায় সেটা মন্ত্রীদের জানার কথা নয় তারা তার হিসাব দিতে পারেন না। অথচ এই জিনিসগুলির জন্য দেনাটা তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখা যায় বিভিন্ন মন্ত্রীদের নামে যে চার্ট দেওয়া হয়েছে-এইখানে দেখা যায় প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে যে চার্ট দেওয়া হয়েছে তাতে ৩৪০০০ টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। এই ৩৪ হাজার টাকার মধ্যে যে সব জিনিসের চার্ট দেওয়া হয়েছে তাতে রয়েছে ডাবল বেড্‌সীট-সিঙ্গল বেড্‌সীট, পাপোস, জানলার পর্দা এই সব রয়েছে অথচ এইগুলির হিসাব থাকার কথা নয়। আমাদের বাড়ীতে কতটি জানালার পর্দা এবং ডোর এর পর্দা রয়েছে তার হিসাব দেওয়া তো সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি আপনি হাউসকে বিভ্রান্ত করবেন না। আপনি বেড্‌শীট দিয়ে আরম্ভ করলেন বাকীটাও পড়ুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পড়ছি স্যার, এইখানে যে ৩৪ হাজার টাকার হিসাব দেওয়া হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে—

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, প্রাক্তন মন্ত্রী বা বিধায়করা সরকারী নিয়মানুসারে সরকারী আবাসে বা অন্য কোথাও থাকতে গেলে উনাদের যা যা প্রাপ্য সেটা উনারা পেয়েছিলেন। পি. ডব্লিউ. ডি, এবং অন্যান্য অনেক দপ্তর থেকেই এই ভাবে জিনিষ দেওয়া হয়েছিল। এখন নিয়ম হচ্ছে যখন তিনি বিধায়ক বা মন্ত্রী থাকবেন না তখন এইগুলি ফেরৎ দেওয়া উচিৎ এবং এটাই নিয়ম। না হলেতো দপ্তরগুলিকে অডিট ইত্যাদি ঝামেলায় পড়তে হয়। স্যার, প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়কদের কাছে দপ্তরগুলির যা পাওয়ার কথা সে সমস্ত জিনিষ ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে তারা কি করে পাবেন এসব ?

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে দিন। আমি বলছি।

(গন্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) **:—** স্যার, এখানে উনি নগেন্দ্রবাবুর কথাটা বলতে চেয়েছেন। নগেন্দ্রবাবুর পেনসান আটকে রাখা হয়েছে। উনি কি কোন টাউয়েল বা খাট এগুলি কি রিসিভ করে

রেখেছিলেন ? স্যার, আপনি আইনবিদ, আপনি এটাকে অন্যভাবে দেখলে হবে না। আমার জিজ্ঞাসা উনি কোন জিনিষ রিসিভ করে নিয়েছিলেন কিনা ? যদি না নিয়ে থাকে তাহলে উনার পেনসান আটকে রাখাটা সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। আপনি কি চান একজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে কোর্টে যাওয়ার জন্য ?

মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু কি কোন জিনিষ যেমন, টাউয়েল লুঙ্গি গামছা, পর্দা এগুলি কি তিনি নিজে রিসিভ করে রেখেছিলেন ?

মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে কথাটা বললেন, সেটা কি উনি এখানে দেখাতে পারবেন যে নগেন্দ্রবাবু কোন কোন জিনিষ রিসিভ করে রেখেছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়কদের নিয়ে হাউসে কথা হচ্ছে স্যার। উনি স্যার, সেটা দেখান তাহলে আমরাও মাথা পেতে নেব। এটা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে। এইভাবে সব চালাচ্ছে। মাননীয় নেতা নৃপেনবাবু, সরকারে কানে ধরে শিখিয়েছেন কিভাবে পৌর নির্বাচন করতে হবে।

(গন্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— রিক্যুজিসান ছাড়া কোন জিনিষ কারোও কাছে যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আমাকে এই ব্যাপারে দুটি কথা বলতে দিন।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— পূর্ত দপ্তর থেকে কোন ক্লীয়ারেন্স দেওয়া হয় নি। তারা বলছে এই এই জিনিষ পাওনা রয়েছে। বিধানসভার এই ব্যাপারে কিছু করার নেই। কারণ বিধানসভা এই ব্যাপারে ক্লীয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে পারে না। এই সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় নি বলা হয়েছে। পেরিসেবল গুডস্ এবং ফার্নিচার ইত্যাদির কথাও বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ ক্যাশ থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্যাশ টাকা। যেমন খাদি থেকে ক্যাশ টাকা উইথড্র করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ করছি, এটা বের করুন। অতীতে কোন সময় বিধায়কদের এইরকম হয়েছে কিনা ? এটা নতুন নজীর। যেহেতু তাঁরা হেরে গেছে তারজন্য এইসব করা হচ্ছে। এটা অসভ্যতা।

(গন্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, একটা জিনিষ যদি কোন দপ্তর বিধানসভার সেক্রেটারীকে বলে যে একটা পাপোশ নগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছে রয়ে গেছে। বিধানসভার সেক্রেটারীর এটা উচিৎ কিনা দেখার যে নগেন্দ্রবাবু এটা নিয়েছেন কিনা ? ত্রিপুরাতে এই ধরনের ইতিহাসএই প্রথম।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে আমি অনুরোধ করব যে, কথাটা এখানে বলা হয়েছে। এখানে কোন সময় কোন মন্ত্রী দস্তখত দিয়ে রাখে না এটা ঠিক। কিন্তু উনাদের নামে জিনিষগুলি কেয়ার টেকার বা বিভিন্ন দপ্তরের যাবা যারা দায়িত্বে থাকে তারা দস্তখত করে নিয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন আমি আগেই বলেছি। তিন ভাগে ভাগ করুন। যে সমস্ত জিনিষ বিভিন্ন দপ্তর থেকে চেয়েছে একটার ব্যাপারে আর একটা ক্যাশ এন্ড ন্স নিয়ে গেছে।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মানিবাবু এবং অমলবাবু বলেছেন যে ক্যাশ নিয়েছেন এতে উনারা একমত। যদি একমত হন তাহলে এটা নিয়ে কোর্টে যাওয়ার অর্থটা কি ? এই বিষয়টা আলোচনা হতে পারত। অলরেডি আপনারা কোর্টের স্বরস্থ হয়েছেন

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার নগেন্দ্র জমাতিয়ার ব্যাপারটা। নগেন্দ্রবাবু কোর্টে যায়নি নগেন্দ্র জমাতিয়ার ব্যাপারটা আমরা বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। রাজ্য সরকারের যেসমস্ত দপ্তর পাওনা বলে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, আমরা আর একবার পরীক্ষা করে দেখব কোন জিনিষ আছে কিনা ? আমরা পরীক্ষা করে দেখব এবং সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব। কিন্তু এইরকম ঘটনা আছে যে হাজার হাজার টাকা সরকার পাওনা যে টাকা এখন পর্যন্ত জমা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— উনারাতো বলেছে টাকাটা দিতে রাজী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— তাহলে হল। আমরা স্বীকার করছি এটা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেকক্ষন ধরে যে প্রসঙ্গটা আলোচনা হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, বিধানসভায় আমরা আসি সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে, তাদের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং নজীর বিহীন ঘটনা যে আজকে সদস্যদের মধ্যেও

এই প্রশ্ন এসে গেছে। আমি কেন বলছি এই পয়েন্টটা তাদের যে সহায়সম্বল যেটা যেটা পেনশন যেটা নিয়ে আমরা বাঁচব সেটার উপর বিভিন্নভাবে যাতে আঘাত না আসে সেটা সব দলের সব মতের লোকের দেখা উচিৎ। কিন্তু সেখানে একটা প্রশ্ন আসে যেমন কিছু দিন আগে আমরা, এখনও যারা বিধায়ক আছি আমার একটা আশংকা আপনার কাছে প্রকাশ করছি। যেমন আমাদের বাড়ীতে সিকিউরিটি সেড তৈরী হয়েছে সরকার সিকিউরিটি দিয়েছেন, সেই প্রয়োজনে, সেই পয়েন্ট থেকে সিকিউরিটি সেড হয়েছে। এই যে চিঠিটা দেওয়া হল এই চিঠির উত্তর দিতে গেলে আর সেই উত্তর নিয়ে যদি টানা পোড়ান চলে তাহলে এমন একটা সময় আসবে যে দেখা যাবে সেদিন আমি এম, এল, এ, থাকব না হয়ত সেদিন সেখানে দেখা যাবে এই পেনশনের ক্ষেত্রে ঐ আঘাতটা এসে দাঁড়াবে। সেখানে সেটা ফাইনালাইজ হল না। এমন কোন ব্যাপার থাকা উচিৎ নয়।

মিঃ স্পীকার :— না, সেইরকম প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনাকে যেটা বলছি, আপনি বলেছেন যে পেরিসেবল গুডস বা যেগুলি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে এখনও আছে যেগুলি ইচ্ছা করলে তারা ভেঙ্গে নিতে পারেন তুলে নিতে পারেন সেইসমস্ত জিনিষগুলি বাদ দিয়ে অত্যন্ত এইসমস্ত বিতর্কিত পয়েন্টে যাতে এখন আলোচনা করতে না হয়। কারণ এখানে আমরা আসি মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলতে। এখানে সদস্যদের অধিকার যদি না থাকে স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে কি মেসেজ পেঁাছাব সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। এমনিতেই ত্রিপুরায় যে অরাজক অবস্থা চলছে এইগুলি আমরা নিশ্চয় বলার চেষ্টা করব। কারণ এখানে অনেক কথা বলার আছে আমরা বলব এবং সেগুলির জন্য আমি চাই যে এখানে দুই পক্ষের সদস্যরা তৈরী হয়ে কথা বললেন অত্যন্ত নিজের অধিকার কথাটা বলার জন্য যাতে আপনার স্বারস্থ না হতে হয়। আপনি সেই ব্যবস্থাটা করুন।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে রাজ্য সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে জব ফর্ম আহবান করেছিলেন। জব ফর্ম জমা হয়েছে

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা আগে আরম্ভ হয়েছে সেটা আগে শেষ হউক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— কোনটা স্যার সেটা এখনো শেষ হয়নাই।

মিঃ স্পীকার :— না, না, এটা এখনো শেষ হয়নি। তা শেষ হওয়ার আগেই তো আপনি আরেকটা প্রশ্ন তুলেছেন। আগেরটা শষ হওয়ার পর বলবেন।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— আমি দুঃখিত স্যার, আমি মনেকরেছিলাম যে শেষ হয়ে গেছে এটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন স্যার, ।

মিঃস্পীকার :— এখানে প্রশ্ন উঠেছে একটা সরক রকে অসভ্যতা, বর্বরতা বলে ব্লেইম দেওয়া হয়েছে, সেটা আন এক্সেপেটড্।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি আবার বলছি, অসভ্যতা অসভ্যতা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু বলতে পারেন,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি আবার রিপিট করছি অসভ্যতা, পেনশন্ বন্ধ করার অসভ্যতা।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলতে পারেন, যতবার বলবেন ততবারই তা এক্সপানজ্ করা হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— অসভ্যতা কি আন-পার্লামেন্টারী। আমি জিজ্ঞাসা করি অসভ্যতা শব্দটা কি আন-পার্লামেন্টারী? আপনি তা এক্সপাঞ্জ করবেন কি করে?

মিঃ স্পীকার :— একটা সরকারকে অসভ্যতা, বর্বরতা বলা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আপনি কোন ক্ষমতাবলে তা এক্সপাঞ্জ করবেন? কোন ক্ষমতা বলে তা করবেন?

মিঃ স্পীকার :— আপনি ভীষ্ম সমান, আপনার কাছে থেকে এটা আমি আশা করিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমি এটাই আশা করি। বিরোধী দলকে একেবারে শেষ করে দিচ্ছেন।

মিঃস্পীকার :— এটা আপনার কাছ থেকে আশা করিনা। বিরোধী দলের পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আপনারা কিছুই করছেন না । আপনারা একেবারে শেষ করে দিচ্ছেন ।

মিঃ স্পীকার :— বিরোধী দলকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে । যে সমস্ত করসপনডেন্স হয়েছে এবং এই বিধানসভায় উনারাই লিখেছেন, উনারা লিখেছেন উনাদের পাওনা দেওনার সমন্ধে । উনারা তো এই রকম কেউ বলে নাই । আমি আশা করব আপনি এই বিষয়টা জেনে কমেন্টস করলে খুশি হব ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) **:**— স্যার, সেখানে লিস্টে আমার নাম আছে । স্যার, আমার যে সমস্ত জিনিস টি. এস. আ ই. সি. এর মাধ্যমে নিয়েছিল সেটার রিসিভ কপি আমার কাছে আছে যে উনাবা এই সমস্ত জিনিস বুঝে পেয়েছেন । সেই রিসিভ কপি আমি প্রডিউস করতে পারি । আমার বক্তব্য হল, অমলবাবু যেটা বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিরোধী দলের প্রাক্তন এবং বর্তমান এম, এল, এ, এবং প্রাক্তন মন্ত্রীরা যাতে পেনশান না পায় তার জন্যই এই লিস্ট করা হয়েছে ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে পেনশান আটকানোর কোন ব্যাপার নয় । এটা কোন সভ্যতা নয় যে, যে কোন ভাবে আমি তা নিয়ে যাব । তা কোন সভ্যতা হতে পারেনা ।

শ্রীদীপক নাগ :— আমার নাম কেন লিস্টে এল, আমি তো জানতে চাই । আপনার আড়াই বছর উপর ধরে পেনশান আটকে রেখেছেন । আর এখানে বলছেন যে তা কোন সভ্যতা নয়।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগন, আমি এখানে একটা কথা বলছি প্রত্যেকটা সদস্য যারা রিটায়ার্ড করেছেন তাদের প্রত্যেকের পেনশান পাওয়া উচিৎ পেনশান দিতে হবে ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:**— এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধীরা যত অধিকার ভোগ করেন ভারতবর্ষে তা আর কোথাও নেই । কোন রাজ্যে নেই ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিরোধীরা এই রাজ্যের মত অধিকার ভোগ করেন । এটা কোথাও নেই । পার্লামেন্টেও নেই ।

(গন্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমার কথাটা বোধহয় খেয়াল করে নাই । এটা বিধানসভার দায়িত্ব না এটা বিধানসভার তহশিলদারের কাজ না বিধানসভা কার কি আছে তা আদায় করার জন্য । আপনাদের প্রত্যেকটা দপ্তরের যার যা পাওনা আছে সেটা কি আপনারা সম্পত্তি ক্রোক করে আদায় করবেন কি করবেন না সেটা সেই সেই দপ্তরে ব্যাপার । আমি আগেও বলেছি এবং তা আপনারাও জানেন আমি আশা করি কোন সদস্য এটার সঙ্গে দ্বিমত করবেন না । আপনারা যখন ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এসেছিলেন তখনও আমি বলেছি যে আপনারা আপনাদের পেনশান পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন কিন্তু রেস্পেকটিভ ডিপার্টমেন্টের

সঙ্গে আপনারা তা ফয়সলা করুনা। এখন তহশিলদারের কাজ দেওয়া হয়েছে বিধানসভা কে এইগুলি ক্লিয়ারেন্স দেওয়া। কাজেই, আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে যার যে পাওনা আছে পি. ডাব্লিও, ডি-র পাওনা। থাকলে রেস্পেকটিভ মেম্বার থেকে যে পেনশান পাওয়ার উপযুক্ত উনার কাছে থেকে আপনারা সম্পত্তি ক্রোক করেন, সার্টিফিকেট কেইস করেন যা করার করেন, আদায় করেন বিধানসভার মধ্যে এই ঝামেলা আনলেন না। পেনশান দেওয়ার সিদ্ধান্ত হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রাক্তন বিধায়করা পেনশন বিধানসভার অ্যাডমিনিস্টশন থেকে পেয়ে থাকেন এবং তার সংগে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। সরকারের কি পাওনা সেটা আমরা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মন্ত্রীরা ফার্ণিচারও কোয়ার্টার পান। ঘরটা দখল দেওয়ার সময় সরকার লিখিত কি কি জিনিসটা দেন। আমিও একবার কোয়ার্টার ছেড়েছিলাম তখন আমি সমস্ত জিনিস দিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের কথা বলছেন এই চাদর ফার্ণিচার কোয়ার্টারের লিস্টে পড়ে কি না ?

মিঃ স্পীকার :— এই বিধানসভা এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে যেতে চায় না।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হলো যে সরকার বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য ভাবায় সংশোধিত আকারে জব ফর্ম জমা দেয়ার জন বলেছেন। এই ফর্মে আছে একজন কেনডিডেট যে ও, বি,সি, সম্প্রদায় ভুক্ত কি না, মাইনরিটি গ্রুফের কি না ইত্যাদি। এই সরকার বিগত নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে মন্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করার জন্য।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— এই ফর্মে আছে, আপনি ও, বি, সি, এর লোক কিনা। আপনি মাইনরিটির লোক কিনা। এই রাজ্য সরকার গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা হবে যদি নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসেন। নির্বাচন হয়েছে আড়াই বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সেই মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবহেলিত অংশের মানুষ, কল্যাণ মন্ত্রী পশ্চাৎপদ অংশের লোক তা সত্বেও আজকে কমিশন, কালকে লোক গণনা এইভাবে আজকে চাকুরী দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। আমার দাবী, ও, বি সি, এর জন্য রিজার্ভেশান দিতে হবে। আমার দাবী, মাইনরিটিদের রিজার্ভেশান দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য

সরকার দেননি। তাঁকে চাকুরী দিতে হবে, রিজার্ভেশান দিতে হবে। এখানে যে প্রসেসে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে, তাতে ও, বি, সি, এর লোকেরা চাকুরী পাবে না। কাজেই ও. বি, সি, এর লোক যাতে চাকুরী পায় সেটা দেখা দরকার। জন গণনার জন্য আটকে থাকতে পারে না। আমরা আমাদের ২৭ ভাগ রিজার্ভেশানই চাচ্ছি। গত বিধানসভায়ও বলা হয়েছিল, আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখব। কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকায় দেখিছি, চন্ডীগড়ে সি, পি, এম, এর যে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরায় যেহেতু ৫০ ভাগ রিজার্ভেশানই রয়েছে সেজন্য ত্রিপুরায় আর সংরক্ষণ দেওয়া হবে না। পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা ভাওতা দিতে চাই না। এখানে পরিস্কার বলুন। এই মুহূর্ত্তে আলোচনা চাইছি। এখানে আলোচনা হউক ও, বি, সি, সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার : - এই সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে নোটিশ দিন।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক :— ও, বি, সি দের কাজ রিজার্ভেশান করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— হাউসের কাজ চলার প্রসেস্ আছে। প্রেসে সে কাজ করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এম, এল এ, দের কাছে অদ্ভুত আবেদন আসছে। কি সেটা ? ইনকাম সার্টিফিকেট চাই। কিসের ? না, ১ লাখ ২৫ হাজার জব ফর্ম ছাড়া হবে। কোথা থেকে সিদ্ধান্ত হল ? কে করল ? এম, এল, এ, রা কিছুই জানে না। সেই জব ফর্মের ইনকাম সার্টিফিকেট। মানে কি ? এসে বলে, আমার পরিবারের ২০০ টাকা ইনকাম বলে সার্টিফিকেট দিন। জিজ্ঞাসা করি, কয়জন লোক ? বলে ১০ জন। বলি, ১০টা ইঁদুর পালতে গেলেও ২০০ টাকা দিয়ে ১ মাস পালতে পারবে না। কিন্তু কান ধরে সার্টিফিকেট নিচ্ছে। বলে, এলাকার প্রতিনিধি, কেন সার্টিফিকেট দেবেন না ? আপনার জন্য কি চাকুরী পাব না ? এই কথা লিখলেই পাওয়া যায়। আমি বলি, আমার হাতকড়া পড়বে যে। ২ লক্ষ বেকার। সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে কে ক্ষেপাল ? কোথায় চাকুরী ? মন্ত্রী বলেছেন, চাকুরী চিহ্নিত হয়েছে। বোগাস কথা। ধাপ্পাবাজী। ছাঁটাই লিষ্ট হয়েছে। ত্রিপুরার এত এ মন্ত্রীমণ্ডলীয়জনদের মত ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। টিক্ মার্ক দিয়ে লিখে দিয়েছে, কাকে কাকে চাকুরী দেবে। শহীদের পরিবার। সেই শহীদের পরিবারকে চাকুরী দিতে পারল না।

সেই শহীদদের পরিবারে চাকুরী গুলি কেন দিতে পারলেন না সেটা আমি মাননীয় এম, এল, এদের বিশেষ করে রুলিং পার্টির এম, এল, এ-দের কে জিজ্ঞেস করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এটা সত্য নয়

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এ্যাবসলিউটলী টু সেন্ট পার্সেন্ট সত্য। কতজন হয়েছেন সেই হিসাবই আপনারা এখনো দিতে পারেননি, আপনি আবার কথা বলছেন। এই ধাপ্পাবাজী বেশীদিন চলবে না। আমার কথাগুলি শুনে মনে হবে আমি বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের মুখে যারা কালি লাগাচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারের ভিতরে থেকে যারা বামফ্রন্ট সরকারের মুখে কালি লাগাচ্ছে তাদেরকে এ্যাকস্পোজ করুন। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তাদেরকে এ্যাকসপোজ করব। তারা উপরে তলার দিকেই তাকাচ্ছে, তারা পায়ের তলার দিকে তাকাচ্ছে না। ফলে আজকে এই ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বর্ষীয়ান নেতা যেটা বললেন এটা পত্রিকাতে বিরাট ভাবে পত্রিকাতে ছাপা হয়। তিনি অনেক পুরোনো রাজনীতিবিদ এবং এখন একজন এম. এল. এ। বিধানসভার একটা নিয়ম কানুন ছিল যে জিরো আওয়ারে কথা বলতে হলে একটা পদ্ধতিতে কথা বলতে হয়। সমস্ত কিছু এখন জলাঞ্জলী। এখানে যে প্রশ্নগুলি উঠেছে তার ২/১ টা বিষয় সম্পর্কে আমি বলছি। ইনকাম সার্টিফিকেটের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আগে সিদ্ধান্ত ছিল ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত যাদের ইনকাম তাদেরকে গরীব বলে চিহ্নিত করা হত। এখন পভারটি লাইন অনেক উপরে উঠে গেছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে বলেছেন এস. সি. এবং ও বি. সি দের জন্য ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত পভারটি লাইন। রাজ্য সরকার সে অনুযায়ী ঠিক করেছেন। স্যার যারা রাজনৈতিক খুন হয়েছেন, রাজ্য সরকার তাদের জন্য নির্দিষ্ট ভাবে কমিটি গঠন করেছেন সেই কমিটি স্ক্রুটিনাইজ করে এখন পর্যন্ত ২২২ জনের নাম পাঠিয়েছেন। সেই ২২২ জনকেই আমরা চাকুরী দিয়েছে। আমি বলব উনি সারা জীবন ধরে রাজনীতি করেছেন, সমস্ত তথ্যগুলি ভাল করে খতিয়ে দেখুন, আরও ভাল করে জানুন। এম. এল, এ, হিসাবে উনারও দায় দায়িত্ব আছে। উনিই আমাদেরকে এক সময় শিখিয়েছিলেন সত্যকে উদ্ঘাটন করতে। অসত্য তথ্য যেখানে সেখানে ব্যবহার করবেন না বলেই আমি আশা করব।

OBITUARY REEFRENCE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "স্মৃতি তর্পন ও শোক প্রাস্তাব"।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে ৭ টি স্মৃতি তর্পন ও একটি শোক প্রস্তাব আছে। আমি পর্যায়ক্রমে স্মৃতি তর্পন ও শোক প্রস্তাবটি পাঠ করব। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব প্রতিটি স্মৃতি তর্পন এবং শোক প্রস্তাবটি পাঠের শেষে দু মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যাক্তি বর্গের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘা, অর্পন করতে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা মধুসূদন দাস গত ২৩শে এপ্রিল, ১৯৯৫ইং বিকাল ৪-৩৫ মিনিটে কলকাতার ঠাকুর পুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন।

প্রাক্তন বিধায়ক মধুসূদন দাস আগরতলা রামঠাকুর পাঠশালাতে শিক্ষকতা দিয়ে কর্ম জীবন শুরু করেন। ১৯৭২ সালে তিনি প্রতাবগড় কেন্দ্র থেকে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন। রাজ্যের তপশীলি জাতির উন্নতির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ দিন পি. সি. সি র গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু সমাজ সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এই বিশিষ্ট প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যগণ ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে প্রয়াত নেতার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন)।

সুখময় সেনগুপ্ত

মি স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী নেতা ও ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ১৮ই মে ১৯৯৫ইং সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে জি বি. হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

ত্রিপুরার রাজনীতির অন্যতম ঋজু ব্যক্তিত্ব সুখময় সেনগুপ্ত ১৯১৯ সালের ৬ই অক্টোবর রাজ্য-শাসিত ত্রিপুরার আগরতলায় জন্ম গ্রহন করের। ছোটবেলা থেকেই এই বিশিষ্ট নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে সঁপে দেন এবং ১৯৪১ সালে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কারান্তরালে চলে যান। জেলে থাকাকালীন সময়েই ১৯৪৪ সালে তিনি ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন আগরতলার পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান। ১৯৫০ সালে চীফ কমিশনার শাসিত সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম উপদেষ্টা। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শচীন্দ্রলাল সিংহের মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন

উন্নয়ন মন্ত্রী। ১৯৬৭ সালে মন্ত্রীসভা থেকে বহিস্কৃত হন এবং ত্রিপুরা কংগ্রেস নামে একটি নূতন দলের জন্ম দেন। ১৯৭১ সালে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালের ১৮ই মার্চ পূর্ণরাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহন করেন। মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজের সূচনা করেন।

তার চরিত্রের ঋজুতা, আপোষহীন মানসিকতা এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক কঠোরতা ত্রিপুরায় সকলের কাছেই এক প্রবাদ প্রতিম ইতিহাস।

এই মহান দেশ প্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদগণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানচ্ছি।

(মাননীয় সদস্যগণ ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন)।

রেনুকা চক্রবর্ত্তী

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সংগে এ সভাকে জানাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের উল্লেখযোগ্য মহিলা বিধায়ক রেনুকা চক্রবর্তী গত ৩রা আগষ্ট ১৯৯৫ইং কলকাতার এক নার্সিং-হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন।

রেনুকা চক্রবর্ত্তী ১৯২২ সালের ১৬ই মে আগরতলা বনমালীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই তিনি রাজ্য বিধানসভায় মনোনীত সদস্যা হিসাবে যোগ দেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বহু সমাজসেবামূলক কাজের সংগে জড়িত ছিলেন।

এই বিশিষ্ট বিধায়িকা ও সমাজসেবীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গনকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত বিধায়িকার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়

বীরচন্দ্র দেববর্মন

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট আইন জীবী প্রবীন সি পি আই নেতা, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য বষীয়ান বীরচন্দ্র দেববর্মা গত ৩রা আগষ্ট ১৯৯৫ ইং রাত ১০টা ২মিনিটে আগরতলা কৃষ্ণনগর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিব ৭৬ বৎসর। দীর্ঘ ক বছর ধরেই তিনি দুরারোগ্যরোগে ভুগেছিলেন।

বষীয়ান সি পি আই নেতা শ্রী দেববর্মা ১৯১৯ সালে আগরতলা কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি এম, এ, ও এল, এল, বি, পাশ করেন কলকাতা থেকে। ১৯৪৩ সালে কুমিল্লায় আইন ব্যবসা দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে আগরতলা বারে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এই সময় থেকেই আগরতলা বারের গনতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। বহুদিন এই সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বার টাকারজলা কেন্দ্র থেকে সি পি আইর প্রার্থী হিসাবে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন। একসময় বিধানসভায় ডেপুটি লীডার ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি রাজ্য সভার সদস্য পদ লাভ করেন। আজীবন কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক ও সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত সি পি আই-র রাজ্য কমিটির সদস্য থাকেন। ১৯৬১ সালে শচীন্দ্রলাল সিংহের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ে তিনিও অন্যান্যদের সাথে জেলে যান এবং বহু সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

এই বিশিষ্ট আইনজীবী, প্রাক্তন সাংসদ ও সমাজসেবীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)

সলিলকৃষ্ণ চৌধুরী

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট সুরস্রষ্টা কবি, গীতিকার, গল্পকার, গণনাট্য ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম স্তম্ভ সলিলকৃষ্ণ চৌধুরী গত ৫ই আগষ্ট ১৯৯৫ ইং

রাত্রি ১১ ঘটিকায় কলকাতার উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে স্বল্প রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

প্রয়াত সলিলকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯২৫ সালের ১৯শে নভেম্বর আসামে জন্মগ্রহন করেন। চেতনায় সঙ্গীতের বীজ বপন সেই শৈশবেই, সঙ্গীত পিপাসু বাবার প্রেরনায়। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখার সময় থেকেই সঙ্গীতের পাশাপাশি রাজনৈতিক চেতনাও শুরু হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে ইন্ডিয়ান পিপলস ' থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন-এ যুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গীত জীবনের শুরু। গণনাট্যের কাজ কর্মের পাশাপাশি তিনি পেশাদারি সুর রচনাতেও এই সময় থেকে মনোনিবেশ করেন। গত চার থেকে নয় দশকের গানের রাজ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল যুবরাজের মত। সুর সাধনা ও মানুষের সংগ্রামকে তিনি মিলিয়েছেন এক বিন্দুতে। দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিদ্রোহ স্বাধীনতা তাঁর গানের দায়বদ্ধতা ছিল সর্বত্র। আন্দোলন-মুখী মানুষ তাঁর গানকে পাথেয় করে পেরোতে চেয়েছে যন্ত্রনার পাহাড়, ভাঙতে চেয়েছে দাসত্বর শৃংখল, ছিড়তে চেয়েছে শোষনের চক্রজাল—অবশ্যই তিনি বরাবরের জন্য আন্দোলনমুখী ভাষা ও ভাবের ঘেরাটোপে বন্দী থাকেন নি। পাশ্চাত্য সুর, লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন সুর গান রচনা করে তিনি শ্রোতাদের মন ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নব নব সুর সৃষ্টি অদ্বিতীয় সব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে বাংলার ও বাইরে বোম্বাইয়ের সিনেমা জগতে। রবীন্দ্র-নজরুলের পর এমন বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন বাংলা গানের কারিগর আর দেখা যায়নি। বাংলা গানের জগতের এই আলোক পথযাত্রীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলাউদ্দিন পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। বাংলা সঙ্গীত জগতের এই বিশিষ্ট উজ্জ্বল নক্ষত্রের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত এই বিশিষ্ট বহুমুখী সঙ্গীতজ্ঞের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রয়াত সলিল কৃষ্ণ চৌধুরীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বিয়ন্ত সিং

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে গত ৩০শে আগষ্ট ১৯৯৫ বিকাল ৫টা ৭ মিনিটে চন্ডিগড় রাজ্য সচিবালয়ের প্রাঙ্গনে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা প্রচন্ড গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে পাঞ্জাবের বিয়ন্ত সিং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

প্রয়াত বিয়ন্ত সিং ১৯২২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী লুধিয়ানা জেলার বিলাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। লাহোর কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার পর ১৯৪৩ সালে সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। দুই বছর পর সেনা বাহিনী থেকে চলে আসেন এবং সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশ বিভাগের পর বিয়ন্ত সিং পাঞ্জাবের রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি পাঞ্জাব বিধানসভার সদস্য ছিলেন এবং কংগ্রেস পরষদীর দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৮০ সালে দরবারা সিং মন্ত্রীসভার রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হন এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী সন্ত্রাসদীর্ণ পাঞ্জাবের এয়োদশ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব দেন। উগ্রপন্থী দমন গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানো এবং ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এই তিনটি গুরুদায়িত্ব নিয়ে তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিল। তিনক্ষেত্রেই তিনি সাফেল্যের পথে এগিয়েছিলেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের নিমর্ম কুচক্রে অকালেই তাঁকে প্রাণ দিতে হলো। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু সারা দেশের এই ছিল একটা মর্মান্তিক ঘটনা।

প্রয়াত বিয়ন্ত সিং ছিলেন পাঞ্জাবের তথা সারা দেশের একজন "শান্তির উজ্জ্বল প্রতীক"। পাঞ্জাবের শান্তি ও সমৃদ্ধি আনার কাছে তিনি ছিলেন একজন নির্ভিক সৈনিক। তাঁর বর্বরোচিত মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা একজন মহান দেশপ্রমিককে হারালাম। এই বিশিষ্ট শান্তিকামী মহান নেতার নৃশংস মৃত্যুতে এ সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। (প্রয়াত বিয়ন্ত সিং এর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ — এখন আমি আর একজন বরীয়ান শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন মহোদয়ের স্মৃতি তর্পনটি পড়ে শুনাচ্ছি।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারতের শিল্পকলার আকাশ থেকে আরও একটি জ্যোতিষ্ক ঝড়ে পড়ল। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন চলে গেলেন। ত্রিপুরায় জন্ম হলেও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মজীবনের পুরো সবটাই কেটেছে শান্তিনিকেতনে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, শান্তিনিকেতনের পিয়ারসন হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি চার পুত্র ও তিন কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। শচীন দেববর্মনের

মত ত্রিপুরা রাজ্যে গুটি কয়েক সন্তানের খ্যাতি ভারতের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা তথা ভারতের চিত্র শিল্প ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের ইতি ঘটে গেল। প্রত্যাহিক জীবনে এবং মুখ্যাত ভারতীয় পুরা ও ইতিহাস নির্ভর বিষয়ের উপর চিত্র রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের চিত্রশিল্পের জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চলে গেলেও তাঁর প্রবর্তিত এই নতুন ধারা তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যেই অমর হয়ে থাকবে। তাঁর এইসব অমর সৃষ্টি ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও ভ্রমন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বালি ও যবদ্বীপ, চীন ও যুক্তরাজ্য। লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে তিনি দীর্ঘদিন ম্যুরাল রচনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বালি ও যবদ্বীপে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন কর সুনীতি কুমারের ভ্রমনসঙ্গী। ১৯০৩ সালে তিনি আগরতলার রাজ পরিবারের ঘনিষ্ট আত্মীয় ব্রজকৃষ্ণ ও ও স্বর্ণলতা দেবীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। খুব ছোট বেলাতেই ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহনের জন্য তাঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২১ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত কলা ভবনে শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করে তিনি আগরতলা ফিয়ে এলেও রবীন্দ্রনাথের ডাকে আবার ফিরে যান শান্তিনিকেতনে।

এই বিশিষ্ট শিল্পীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত শিল্পধর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(হাউসে দুই মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।)

CONDOLENCE MOTION

মিঃ স্পীকার :— আর একটি শোক প্রাস্তাব, রেল দুর্ঘটনা। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সভাকে জানাচ্ছি যে গত ২০শে আগষ্ট রবিবার সকাল সাড়ে ছটায় উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ ষ্টেশনের কাছে শতাব্দীর বীভৎসতম মর্মান্তিক এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় শত শত যাত্রী নিহত এবং আহত হয়েছেন অনেককে সনাক্ত করতে পেরেছেন অনেককে সনাক্ত করা যায়নি। দিল্লী গামী পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস দুরন্ত গতিতে ফিরোজাবাদ ষ্টেশনের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কালিন্দী এক্সপ্রেসের পিছনে ধাক্কা মারলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষে অভিশপ্ত পুরুষোত্তম এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও সামনের ৪টি কামড়া দুমড়ে মুচড়ে

গিয়েছে এবং কালিন্দী এক্সপ্রেসের ৬টি কামড়া ক্ষতিগ্রস্ত ও বে-লাইন হয়েছে। ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এটাই যে ভয়াবহতম দুর্ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই।

এ সভা অকালবলি প্রদত্ত মৃত ব্যক্তি বর্গের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(সভার সকল সদস্য মহোদয়গণ দাঁড়িয়ে ২ (দুই) মিনিট মৌন পালন করেন)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২(দুই) ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00p. m.

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার নিকট হইতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ড নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল গত ১৩-৩-৯৫ইং তারিখে ভোররাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে আগরতলা শহরের কেন্দ্রস্থলে শকুন্তলা মার্কেটটি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে,

আমি এখন এল, এস, জি, দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এখন বিবৃতি দিতে প্রস্তুত থাকেন তা হলে তা দিতে পারেন অন্যথায় তিনি সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২০-৯-৯৫ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি রেফারেন্স পিরিয়ড নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহার নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বিগত ১০ই আগষ্ট উদয়পুর মহকুমার লক্ষিপতি গ্রামে উগ্রপন্থী কর্তৃক এক ব্যক্তি নিহত হওয়া এবং জনগনের প্রতিরোধে। এক উগ্রপন্থী নিহত হওয়া সম্পর্কে। যেহেতু মাধব সাহা অনুপস্থিত সেহেতু উনার নোটিশটি ফল্স্ থেকো।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি রেফারেন্স পিরিয়ড নোটিশ মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া ও সুধন দাস মহোদয়ের নিকট হইতে পেয়েছি, নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, "১৪-৯-৯৫ ইং তারিখে অম্পি থানাধীন অম্পি অমরপুর রাস্তায় তিন জন সি, আর, পি এফ, খুন ও অস্ত্র লুঠ হওয়া সম্পর্কে" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য, তিনি যদি এখন বিবৃতি দিতে প্রস্তুত থাকেন তা হলে এখনই বিবৃতি দিতে পারেন, আর তা না হলে তিনি সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর এখন বিবৃতি দেব। গত ১৪-৯-৯৫ ইং তারিখে বেলা ৮. ৪৫ মি: ১১৩ ব্যাটেলিয়ন এর ৯ (নয়) জন জোয়ান যখন অম্পি অমরপুর রোডে যখন পায়ে হেটে পেট্রোলিং ডিউটি (রোপ ডিউটি) করছিলেন তখন অম্পি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে মান্দাইবাড়ী নামক স্থানে শ্রীতপন কলই এর নেতৃত্বে এন, এফ, টির ২০-২৫ জনের একটি উগ্রবাদী দল তাদের উপর হামলা করে ফলে ৩ জন জোয়ান মারা যান। উগ্রবাদীরা উক্ত ৩ (তিন) জন জোয়ানের নিকট থেকে ৩টি এস এল, আর, ১৪০ রাউন্ড গুলি সহ ৭টি ম্যাগাজিন, ৫টি রাইফেল এর গ্রেনেড, ২টি হাত গ্রেনেড। মৃত জোয়ানদের নাম (১) নায়েক কৃষ্ণ মোহন ঝা (২) ল্যান্স নায়েক জগদীশ সিং এবং (৩) কনেষ্টবল রামেশ্বর রাও। উক্ত হামলা সংগঠিত হওয়ার প্রায় ২ মিঃ পূর্বে টি, আর, টি, সি,র এসকর্ট পার্টি ঘটনাস্থলটি ত্যাগ করে যায় এবং গুলির শব্দ পেয়ে পেট্রোলিং পার্টি আক্রান্ত হয়েছে বলে বুঝতে পারে এবং গাড়ীর কনভয় থামিয়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়ে পেট্রোলিং পার্ঠি এবং এসকর্ট পার্টি উভয়েই উগ্রপন্থী দলের কেহ মৃত অথবা আহত অবস্থায় পরে আছে কিনা দেখার জন্য ঘটনাস্থলটি তল্লাশী করে। কিন্তু মৃত বা আহত অবস্থায় কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। ঐ দিনই এস, পি, (ডি, আই, জি,) উদয়পুর কোন একটি বিশেষ কাজে অম্পি থানাতে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার সংবাদ জানা মাত্রই উনি রামপুর থেকে এক প্লেটুন টি, এস, আর, এবং এক প্লেটুন সি, আর, পি, এফ, সহকারে ঘটনাস্থলে যান এবং উগ্রবাদী দলটি যেই স্থান দিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা সেই সব স্থানেতে দুইটি তল্লাশী অভিযান চালান। কিল্লা এবং তৈদু থানা থেকেও তল্লাসী অভিযান চালানো হয়। এস, পি, (ডি, আই,) এর নেতৃত্বে পুলিশ এবং সি, আর, পি, এফ, এর যৌথ তল্লাশী অভিযানে সময় ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরত্বে বুলেটের আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন একটি মৃতদেহ (যাহা সি, আর, পি, এফ, এর নহে) পাওয়া যায়।

উক্ত ঘটনা তৈদু থানায় ২৩/৯৫ নম্ভর কেইস লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। উক্ত ঘটনার সংস্পর্শে পুলিশ তৈদু থানার অন্তর্গত (১) চিত্তসাধন জমাতিয়া (২) সূর্য্যহরি জমাতিয়া (৩) গৌরাঙ্গকিশোর জমাতিয়া ও (৪) শরৎকুমার জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করেন।

উক্ত ঘটনায় সি. আর. পি. এফ. জোয়ানরা উত্তেজিত হয়ে ১৮টি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে যাহাতে ১০ টি পরিবারের সমূহক্ষতি সাধন হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে সি. আর. পি. এফ মৃত দেহ পাওয়া গেছে কিন্তু সনাক্ত করা হয়নি এই ঘটনায় আমি পরিপেক্ষিতে সি. আর. পি. এফ বাহিনী একটি বসতি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— যে তিন জন সি. আর. পি. এফ জোয়ান নিহত হয়েছে তাদেরকে পুলিশ উদ্ধার করেছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে সি. আর. পি. এফ. বাহিনীর কাছে তুলে দিয়েছে। যে উপজাতি যুবকটি নিহত হয়েছে তাকে সনাক্ত করা হয়নি। আমরা পরবর্তী রিপোর্ট পেলে সঠিকভাবে জানাতে পারব ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে এটা ছেলে মানুষে হয়ে গেল, চিন্তা করতে পারি না। সি. আর পি. এফ, বাহিনী যেখানে উগ্রপন্থী অ্যাকটিভ, সবচেয়ে বেশী আক্রমনাত্মক সেখানে তারা কি করে হেঁটে যাচ্ছে ? এর পর তাদেরকে আইডেন্টিফিকেশন করা হলো না। তাদেরকে কি সাহায্য দেওয়া হবে সেটা অ্যানাউন্স করা হলো না। বড় লোকের জীবনের যেমন দাম আছে, গরীবের জীবনেরও দাম আছে। সেটা বলা দরকার। আপনি আগামী দিনে সবটা জেনে এই হাউসে তথ্য দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার আমি প্রথমে গতকাল্যকে যেটুকু সংবাদ পেয়েছি সেই টুকুই বলব। তিনজন সি. আর. পি এফ, জোয়ানের আইডেনটিফিকেশন হয়েছে. সংগে সংগেই সেটা রিপোর্টে বলেছি। শুধু উপজাতি যুবক যে মারা’হ তার আইডেনটিফিকেশন পাই নি। মর্গে তার দেহ রাখা হয়েছে। সেটা পরে হাউসকে জানানো হবে। ইতিমধ্যে বোধ হয় খবর এসে যাবে। এটা ছেলে, মানুষী নয়। যে টুকু খবর পেয়েছি সেটা জানানো হয়েছে। সি. আর. পি. এফরা বলছে যে এরা পায়ে হেঁটে গেলে দল বেঁধে অনেকটা নিরাপদ। কাজেই সে দিক থেকে তাঁরা যে ভাবে বলেছেন, বিশেষ করে মাননীয় প্রবীন সদস্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তিনি নির্দ্দিষ্ট যে সব সাজেশান রেখেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা দেখব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, সারা রাজ্যে উগ্রপন্থীর আক্রমনে যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিধানসভায় ১৯ কিংবা ২০ তারিখের মধ্যে আরো বিস্তৃতে তথ্য পরিবেশন করার জন্য। আমরা এখানে জানতে চাই, যে ১০টি ঘর পুড়া গেছে তাদের কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কাদের কাদের ঘর পুড়া গেছে, যারা মারা গেছে, তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ক্ষতি পূরণের দিকটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন। তিনি ঘটনাস্থলে গেছেন। আপনারা যদি সমগ্র রিপোর্ট চান, তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমি ২০ তারিখের মধ্যে চেষ্টা করব, আপনাদের সমস্ত তথ্য দিতে পারি কিনা। যতটুকু সম্ভব নির্দিষ্ট ভাবেই জানাতে চেষ্টা করব।

ক্ষতিপূরণের কথা যা বলেছেন তাতে বলতে পারি, চাকুরীরত অবস্থায় অন ডিউটি যদি কেহ মারা যান তাহলে আমরা সে পরিবারকে সঙ্গে সঙ্গে ১ লাখ টাকা দিচ্ছি। এবং আসা যাবতীয় খরচ যুক্ত করে দিচ্ছি যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী অন ডিউটি অ্যাকৃষ্টিমিন্টের হাতে খুন হয়েছেন তাদের পরিবারের উপযুক্ত এক জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনারা জানেন, পুলিশে ক্লাস ফোর বলতে খুব কম সংখ্যক পোষ্ট আছে। এ জন্য সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারছি না। আমরা চেষ্টা করছি, অন্য কোথাও তাদেরকে এবজর্ব করা যায় কিনা।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, আমরা দেখেছি, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচনের পরে সরকারকে বে-কায়দায় ফেলার জন্য চেষ্টা চলছে। আর এ সব কাজে মদত দিচ্ছে কিছু হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক দল। এ খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই মুহূর্তেউত্তর দেওয়া মুস্কিল। তবে এ ডি,সি, ইলেকশানের আগেই কিছু কিছু রাজনৈতিক দল তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে উগ্রপন্থী দলের সঙ্গে মিটিং করেছেন, বৈঠক করে প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন, সারা রাজ্যে ডিস্টার্ভ করার জন্য যাতে এ, ডি, সি, ইলেকশান করতে না পারা যায়। কিন্তু ওরা ব্যর্থ হয়েছে। এখন ইলেকশানের পর আমরা লক্ষ্য করছি যে হতাশা প্রকাশ হচ্ছে, কারো কারো ক্ষেত্রে। তবে এটা কোন্ পর্য্যায়ে আছে এই মুহূর্তে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী

নোটিশ পেয়েছি । নোটিশটি আমি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি । নোটিশের বিষয় বস্তু হলো-

"বিগত ২০শে আগষ্ট খোয়াই থানাধীন বাইজল বাড়ীতে এ, ডি, সির সি, পি, আই (এম) এর প্রার্থী রণজিৎ দেববর্মার গাড়ীতে উগ্রপন্থী হামলায় একজন নিহত ও একজন আহত হওয়া সম্পর্কে ।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে আপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগামী ১৯-৯-৯৫ ইং তাবিখে এ সম্পর্কে হাউসে স্টেটমেন্ট দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি । নোটিশটি আমি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ;

"বিগত ১লা আগষ্ট ফটিকরায় থানাধীন মরাছড়াতে উগ্রপন্থী আক্রমনে সাতজন শিশু, নারী পুরুষও ও মহিলা খুন হওয়া সম্পর্কে ।"

আমি স্বরাষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে আপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এ সম্সর্কে আগামী ১৯-৯ ৯৫ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য . শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি । নোটিশটি আমি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো-

"বিগত ১৭ই আগষ্ট ধলাই জেলার সালেমা থানাধীন কাঠালছড়া গ্রামে এন, এল, এফ, টি সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনে দুইজন কৃষক নিহত হওয়া সম্পর্কে ।"

আমি এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৯-৯-৯৫ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— স্যার, আজকের ডেটে আমার একটা রেফারেন্স এবং একটা কলিং এটেনশান ছিল। কিন্তু সেগুলিতো আসে নি ?

মিঃ স্পীকার :— সব গুলিতো এক দিনে সম্ভব নয়। কারন ৩টা করে অলরেডি হয়ে গেছে। যেহেতু আপনার নোটিশ একটু পরে জমা পড়তোই আপনাদের দলনেতাকে এডভান্স ডেকে নিয়ে বলেছি আলাদা করে আবার নোটিশ দিতে।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE –Adopted.

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ১৯৯৫ ইং তারিখ হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ১৯৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি জন্য "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ধারিত সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৫ইং সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ১৯৯৫ইং তারিখ হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার ১৯৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ধারিত সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা এক মত ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো "বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা এক মত" ।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়

PRESENTATION OF DEMANDS FOR EXCESS GRANTS.

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫ ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন।

এখন আমি অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩ ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪ ৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে পেশ করার জন্য ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি "১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে পেশ করছি ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি আজকের সভায় পেশ করা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য ।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

Adopted in Amended Form.

মিঃ স্পীকার ঃ— সভায় পরবর্তী কার্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশ্যান। আজকের কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশান আছে। প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয় ।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশ্যানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিধান সভার অধিবেশনে আমার প্রস্তাবটি উপস্থিত করছি। আমার প্রস্তাবটি হলো :—

" ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘু উপজাতি জনগোষ্ঠী স্বার্থে এবং ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সব অংশের জনগণের স্থায়ী ও সংগ্রামী ঐক্যের স্বার্থে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহন করা হউক :-

১) ইনার লাইন প্রথা চালু করা হউক।

১) এ. ডি. সির হাতে আরো বেশী স্ব-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া।

৩) এ, ডি. সির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠনের-অধিকার দেওয়া হউক।

৪) অবিলম্বে ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবুর দৃষ্টি আকর্ষন করছি আপনি যে নোটিশ দিয়েছেন এইটাতে কিন্তু ৪নং আইটেমের পর আর নাই। আপনি পড়ার সময় ৫ নম্বর আইটেম পড়েছেন। এইখানে ৫ নম্বর আইটেম নাই। আপনার ৪ নম্বর আইটেমটা হচ্ছে "অবিলম্বে ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হউক।" এইটার উপরে আর একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছেন শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, বড় দুঃখের ব্যাপার স্যার, হাউসে আপনার মত বিজ্ঞ স্পীকার আছেন, আমরা সদস্যরা আছি, শ্রদ্ধেয় নেতা নৃপেন বাবু প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান এনেছেন, কিন্তু আমি স্যার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই রিজলিউশান ৩ রকমের হতে পারে। একরকমের হল Resolution whch are more expression of opinion by the House. (2) Resolutions which have statutory effect (3) Resolutions which the House passes in the

mattor of control over the own proceedings. মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু যে রিজ্জলিউশান এনেছেন, এই রিজলিউশানটা এই তিন ধরনের কোটার মধ্যে পড়েনা।

Form and content of Resolutions A resolution may be in the form of a declaration of opinion, or a recommendation ; or it may be in the from so as to record either approval or disapproval by the House of an act or policy of Government or convey a mossage or commend, urgo or request an action ; or in such other form as the Speaker may consider appropriate

এখানে এই রিজলিউশানটা কোথায় পাঠাবে তার উল্লেখ নেই। এইখানে উনি যে রিজলিউশান এনেছেন তার সংগে আপনাদের মতের পার্থক্য থাকতে পারে, আমাদের থাকতে পারে, তার জন্য কিছু হয়না। গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থায় এইটা থাকতে পারে। উনাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি। রিজলিউশান আনতে গেলে, কোন প্রস্তাব আনতে গেল কার প্রতি সেই প্রস্তাব সেটা মেনশান করতে হয়। স্যার, আমি মনে করি পর্লা-মেন্টের প্যাকটিস এবং প্রসিডিউর এর ফরম অ্যান্ড কনটেন্ট অফ রিজলিউশান অনুযায়ী ইট স্যুড বি ডিসবিডিস অ্যালাউড বাই দি হাউস। এইটা ডিস অ্যালাউড করা উচিত এই হাউসের।

মিঃ স্পীকার স্যার হাউসে যা ইচ্ছা তা পাশ করিয়ে দিতে পারেন না। মাননীয় সদস্যের রিজিউলিউশানটি হাউস পাশ করিয়ে দিতে পারেন না। মাননীয় সদস্য নূতন করে রিজিউলিশান আনুন তখন দেখা যাবে সেটাকে পাশ করানো যায় কিনা। মিঃ স্পীকার স্যার, হাউসের সব কিছু রেকড হয়ে থাকবে এইটা। মাননীয় সদস্য নিজেও জানেন। উনি দীর্ঘ দিন এই হাউসের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কাজেই আমি মাননীয় শ্রদ্ধেয় নেতা নৃপেন বাবুকে অনুরোধ করব ওনার এই রিজিউলিউশানটি ফিরিয়ে নেবার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, এই রিজিউলিউশানটিকে ড্রপড করার জন্য আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবর্মন যে এই বক্তব্যটা হাউসে আনবেন এইটা আমি আগেই আশা করেছিলাম। এইটা হল উগ্রবাঙ্গালীবাদ বক্তব্য। যে রিজিউলিউশানটি হাউস গ্রহন করেছেন সেটাকে তিনি বিরোধীতা করছেন। মাননীয় সদস্যের কথা হল একটার পর একটা করে চারটা ব্যবস্থা এখানে গ্রহন করা হয়েছে যেগুলির একটাও হাউস গ্রহন করতে পারেন না। অথচ এই চারটা ব্যবস্থাই সংখ্যা লঘু উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার কাজে সাহায্য করবে। ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঁচাতে হলে, সংখ্যা লঘু উপজাতিদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে হলে একটার পর একটা করে চারটা ব্যবস্থারই প্রয়োজন আছে। স্যার, আমি চাই রাজ্য সরকারের কতৃত্ব যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহন করার সুযোগ আছে সেগুলি তারা গ্রহন করুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে রাজ্য সরকার ইনার লাইন পারমিট চালুর করতে পারেন না, এ ডি সির হাতে অধিক ক্ষমতা দিতেও পারেন না। রাজ্য সরকার পুলিশ বাহিনী গঠন করতে পারেন না এবং ভিলেজ কাউন্সিলও রাজ্য সরকারের গঠন করার কোন অধিকার নাই। এই চারটা ব্যবস্থার একটাকেও কার্য্যকরী করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নাই। এই গুলি সবই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এক্তিয়ারভুক্ত ব্যবস্থা

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আপনি অ্যাডভোকেট, আপনার কাছে এইগুলির প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাধারন মানুষের কাছে এগুলির মূল্য ও প্রয়োজন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি বলেছেন আর একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে, সেটাও বলুন, আমরা সবটাই শুনি, শুনে তারপর আমার বক্তব্য আমি বলব।

(গন্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, এখানে অ্যামেন্ডমেন্টের প্রশ্ন পরে আসবে। কিন্তু এইটাতে আগে আপনার রুলিং চাই-হোয়দার ইন্ দিস্ ফর্ম ইট্ ইজ্ মেইনটেনেবল' এইটা মাননীয় স্পীকারের কাছ থেকে আমরা রুলিং চাই। যদি মেইনটেইনেবল না হয় তাহলে অ্যামেন্ডমেন্টের প্রশ্নই উঠে না। এইটা ইপথেটিক্যালী হোক্, জনগণের কল্যানে এইখানে ইনার লাইন পারমিট দিতে হবে এইগুলি বললেতো হবে না। যেখানে পার্লামেন্টারী প্রাক্টিস্ অ্যান্ড প্রসিডিউরে এই কথা বলে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার কাছ থেকে পরিস্কার রুলিং চাই। তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইনচার্জ না' বলেছেন এইটা পরে আসবে। আগে আমরা কোথায় আছি এইটা বোঝা দরকার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ইট্ ইজ্ অলরেডি অ্যাডমিটেড আপনি অনুমতি দিয়েছেন তাই এইটি হাউসে এসেছে। এখন এইটার উপরে যে অ্যামেন্ডমেন্ট আসবে সেই অ্যামেন্ডমেন্ট দেখে তারপর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীরবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি যে তিনটি ফর্ম বলেছেন তারমধ্যে আপনি আপনার অপিনিয়ন হিসেবেও দিতে পারেন। তবে এইটা ঠিক যে যে বিষয়টি এখানে এসেছে ত্রিপুরা রাজ্যের বার্নিং প্রব্লেম নিয়ে এইটা এসেছে এইটা কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু টেক্নিক্যালী যে ডিফিকালটিজ উনার নোটিশে রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথম তিনটি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত। এবং চতুর্থটি যেটা ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের জন্য বলা হয়েছে সেটা রাজ্য সরকার এর এক্তিয়ারভুক্ত। কাজেই একটি নোটিশে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট এবং ষ্টেট্ গভার্ণমেন্ট এই দুইটি

গভর্ণমেন্টকে একসঙ্গে প্রেস্ করা হয় না। কাজেই, এইটা উনার অপিনিয়ন হিসেবেই বলেছেন। আর আপনার এইটাকে আমি ডিজরেস্পেক্ট করছি না এইটাকেও রেস্পেক্ট্ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি শেষ পর্য্যন্ত এইটা স্বীকার করলেন যে এইটা প্রপারলি আসেনি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে শ্রদ্ধেয় নেতা এবং বিধায়ক শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী যে রিজলিউশান এনেছেন তার মধ্যে তিনি চারটি প্রস্তাব এনেছেন। এই চারটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম তিনটি কেন্দ্রিয় সরকারের এক্তিয়ারভূক্ত এবং চতুর্থটি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভূক্ত। কাজেই, উনি যে রিজলিউশানটি এনেছেন আমি তার উপর অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে চাই এবং আমার অ্যামেন্ডমেন্ট মোশানটি হলো, —

"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘু, উপজাতি জনগোষ্ঠির স্বার্থে এবং ত্রিপুরার জাতি উপজাতি অংশের জনগনের স্থায়ী ও সংগ্রামী ঐক্যের স্বার্থে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবিলম্বে কেন্দ্রিয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

১) ইনার লাইন প্রথা চালু করা হউক।

২) এ, ডি, সি,র হাতে আরো বেশী স্ব-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হউক।

৩) এ, ডি, সি,র সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠনের অধিকার দেওয়া হউক।"

এইখানে যে চতুর্থটি ভিলেজ কাউন্সিল গঠন সম্পর্কে এইটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভূক্ত বলে এইটকে আর আনতে চাই না।

মিঃ স্পীকার ঃ— এইখানে মাননীয় বিরোধীদল নেতা সমীরবাবু একটি অ্যামেন্ডমেন্ট নোটিশ এনেছেন এইটাকে উত্থাপন করার জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হচ্ছে নিম্নরূপ,

" ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরার উপজাতি ও অ-উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এবং সর্বোপরি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকায় :-

১) ইনার লাইন প্রথা আদৌ চালু করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তা, চালু করা আদৌ সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখতে,

এবং

২) এ, ডি, সি,র হাতে সাংবিধান মোতাবেক আরো অধিক ক্ষমতা দেয়া আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে-

ষষ্ঠ তপশিলের ১৪ (১) ধারা মোতাবেক কমিশন গঠন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক অনুরোধ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুক। " এইটা হচ্ছে স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মি: স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবটির উপর মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে আমিও সমর্থন করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা এই যে সংশোধনীটা পড়লেন এতে কি বুঝাচ্ছে স্পষ্ট হলো না। উনার বক্তব্য কি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- স্যার, কিছু না বুঝেই এইভাবে লাফালে চলবে নাকি।

মিঃ স্পীকার :— না, না, বসুন আপনি। এটা অপ্রাসঙ্গিক আমিও বলছি। কাজেই, আপনি বসুন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ করছি এটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মি স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য আপনার অনুমতি নিয়ে ইংরাজীতে রাখতে চাই।

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION ADOPTED IN AMENDED FORM

Mr. Speaker Sir,

1. I beg to introduce a resolution which is not only of ideological importance for the house, but of economic, political, historical and moral importance for the whole state of Tripura It concerns the security and peace for the people of all sections whether they are majorities or minorities.

2. Sir, you are kind'y aware that Tripura is one of the 7 "Sisters" of this North-East region. Whi'e all other 6 states remain Tribal States, Tripura alone has become a Bangalee-majority state, and as a result the constitution of India had to be ammonded to introduce the Six-Schedu'e of the constitution in Tripura, to defend and protect the "Identity" of the Tripura.

3. What is Tribal "Identity" ? The Tribal of Tripura were at one time more than 70%. Their way of life including their food habits are diferrent their history from Maharaja's time were different, their languages are different their culture is different. The Tripura Tribal Area Autonomous District Council was set-up to protect all that

With the partition of India and Pakistan, the Benga'ees from East Pakistan flooded Tripura and were well-comed by Congress as they depended on the Congress Government for help and rehabilititation

5 The First riot had taken place when the Ananda Margis and Amra Bangalis illegally grabbed Tribal land, and, refused to return them That Teliamura communal riot was short lived. But the second riot was one the most severe though limited to a small area The Total loss of life was 14/15 hundred about equal in number Homes gutted were about 45 thousand and peop'e who become refugees were about 3 lakhs and 50 thousand Army and para-Military forces had to be inducted in the state for a a short time

It was only during first and second Left Front Covt The Tribal minorities got their language KoK-Borak recognised as a state language TTAADC was formed and all small attempts at local riots not succeeded

6. Thanks to Rajib Hrankhal Trenty in 1988 Cong (I -TUJS coalition set up a forcist . ... :. ... .. rule in Tripura under which right to life was taken away. A fake

election of A D.C was held to take the A D C and set-up a corrupt rule there. It was during these dark of S R Majumder-S R Barman-Rule, Lakhs of Bangladeshi foreigners were allowed to have land for house inside A D.C. areas This is the new back ground in which I beg to put-up my resolution here, a resolution to save-guard and protect the A.D C. from further infictration of Bengali majorities inside the A D C areas But it is regretable that the 3rd Left Front Govt. do not boldly defend the demands moted today in the resolution moved by me

I like to go further I demand that the House agree me to push-back the Bengalee Bangla-Deshis forthwith from Tripura land.

This grave ethnic situation in the State is geeting more and more inflamable Look at the writings of Ananda Margis, Amra Bengali leaders Look low their inflamable writings highlight the tribals as the main enemies of the state, the Left Front Govt remaining "on-looker". It is time that this Ananda Margi-Amra Bangali leader get openly expressed by the Left democrative forces.

This House will remember about the horrible killing in Damcherra Tribal Market by Ananda Margis with a time bomb. The second such killing by Time bomb of innocent Tribal women took place at Mandai Tribal Market

The 2nd Left Front Govt discovered with the help of the police how the Ananda Margis-Amra Bangalis got the formula from Purulia in West Bengal to prepare time bomb first in Khowai then in Ompai

As we are siting on a Volcano all democratic people of Tripura must not only defend the Tribal minorities but also the Muslim minorities who are only 6% of the population of the State and tergets from the Cong (I)-TUJS Terror regime Similarly we must-defend the Manipuris and Bishnupriya manipuris who are very small in number and the Christians also Now, what has to be done. First thing I would request the Govt. to do this and explain what is the ethnic problem. In every stage there is a problem We can not compare the ethnic problem of Tripura with West Bengal or Behar or Assam In the North East region there are 7 states and 6 states of them a tribal and here in Tripura, the tribal state converted into non-tribal bangali state, So, you

work out the specifics The Govt. the party leadership must have to find out what is the specific problem of Tripura, what we will do in this situation. In this situation we must protect the weakest, the weakest is tribal. and they are being harrassed. The entire ruling party and the gentlemen of the opposition, they all see that there is a severe problem in Tripura. You see in Tripura 80% people live below the property lire. Who are they 80% they are seaching for work. food and shelter etc. They attempted to go to Misoram, they did not succeed. then they spread out in arebam area, in different area and in Agartala town they have come in large section of them Many of our friends who are the people that you call exparted people, propertyless and is there any other section more property-less than the jumias. It is very difficult to go to areas because of extremist activities I point out an area from Candacherra to Ambassa, can any body go too much in side no, this is a vast area of Reang and the Reangs are the primitive tribes Who wiil find out even we do not send our comrade because it is not safe In such a situation nobody can be found in complacemce. No time for complancency. with these evil forces whatvt is in Agartala Town ? Anybody can time just puta fire in vo'cano. In Agarta'a Town there are few Doctors Engineers, etc.

You see, in Agartala town itseif, there are some, though very few, Doctors, Erginers etc Who have started their houses and had time to settle here I tell them, you try to fix up a house in the tribal majority areas There is no Coverrment to protect them The situation is so vulneeab'e that any body can put a matchstick and sat the state on fire. I said three riots we have past, though it is very difficult for people to start another riot. But think of the situation now, think of the compaign now What else they have got to fight this 3rd left front Covernment out. They have not got any other way out. This is why I would appeal to all sections of this house. I earlier said that I stand for the defence of the minorities of the Manipuries Bishnupriya Manipuries and even the Baptists who are Shillong based But I firmly appeal to all section in this house, irrespective of political affiliation to defend the minorities not only in words, but in action also We must understand the specifies of our ethnic problem which is not to be found in any

other state in the country. Our administration and the police officials as well as our political leaders and Minister must becom hold to defend the demands put out in this resolution and take this demands to the masses forthwith.

Mark this last paragraph, not that

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা : — পয়েন্ট অব অর্ডার আমরা কোথায় আছি বুঝতে পারছি না ? আমেরিকা না লন্ডনে ? একটা আওয়াজ ভেসে ভেসে আসছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : — আমি পৃথিবীর লোক। আমি প্রাক্টিস বলতে চাই. কেন প্রকাশ্যে বলছেন না। একটি কথাও বলছেন না। আমি পত্র পত্রিকা দেখি। বিশেষ করে সি. পি. আই. (এম) এর পত্রিকা আমি সবার আগে দেখি to find out whether there is a word in defenee of these rights. Not a word is written, I tell you This is in what I want from this resolution. Not that the contral Government or the State Government will immediately do something. But campaign must state from now on, that the tribls are not the enemies of the state The tribal must be defended The tribal Chief Minister must be defended The tribal boys who have surrendered are bold. They mnst not be driven out from the state

This must be boldly state in all public meetings. in all classes. The opposition forces are very pygmy, but very vicious. We must not ignore this. This is all I have appeal before the House Thank you.

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন উনার বক্তৃতা ডিস্টার্ব হবে বলে তখন পয়েন্ট অব অর্ডার তুলিনি এখন তুলছি। আমাদের এই হাউসে লিখিত বক্তৃতা পড়তে পারবে না ইংরেজীতে বক্তব্য রাখা এমন কোন প্রেকটিস আছে কিনা ? যদি না থাকে তাহলে সেই ব্যাপারে আমি আপনার রুলিং চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইংরেজীতে বক্তব্য রাখা বা লিখিত বক্তব্য রাখা এখানে প্রচলিত নয়।

তবে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ ঢুকে যায়। সেগুলি ধর্তেব্যর মধ্যে আসে না। উনি আমার কাছে পারমিশান চেয়েছেন যে উনি লিখিত বক্তব্য পড়বেন। বার্ধক্য জনিত কারনে উনি বলতে পারনে এবং বসেই বলেছেন। সুতরাং, এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বোধ হয় সমীচীন হবে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, ভবিষ্যতে এটা চালু হবে কিনা এই ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই।

মিঃ স্পীকার :— নিশ্চয়ই না। এটা এলাউড না। মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীর বিষয়টা এ্যাকসেপশ্যানাল কেইস হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় এখানে যে রিজলিউশান এনেছেন সেই রিজলিউশানের উপর আমি এমেন্ডমেন্ট এনেছি। আমি শুধু এই টুকুই বলতে চাই যে জোট জমানা খতম করার পর আমরা যত বার বিধানসভায় বসেছি, প্রতিটি বিধানসভাতেই আমরা এই বিষয়বস্তু গুলি বারবার এনেছি। এখানে এই বিষয়টা, রিজলিউশান হিসাবে এসেছে, শর্ট নোটিশ হিসাবে এসেছে, রেফারেন্স হিসাবে এসেছে, কলিং এটেনশান হিসাবে এসেছে এবং আমরা এই বিধানসভার মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে এখানে বলেছিলাম যে বর্ডার সীল করে চেক পোষ্ট বসানো হোক এবং তার সাথে সাথে এ, ডি, সি, এলাকাকে কি ভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে বারবার আলোচনা করেছি এবং বারবার এই বিধানসভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কে বিষয়টা অবহিত করার জন্য প্রস্তাব নিয়েছি। আজকেও এই প্রস্তাবটা নূতন ভাবে এসেছে এবং এই প্রস্তাবের উপর আমি এমেন্ডমেন্ট এনেছি। আমি আশাকরি আমার এই এমেন্ডমেন্ট গৃহীত হবে এবং আমাদের এই দাবীগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের দাবী গুলি পূরণ করা হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করা হোক এটা আমারও চাই এবং এটা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের পর ৬ মাসের মধ্যে গঠন

করা প্রয়োজন । তবে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী সমরবাবু বলেছেন যে এটা বর্ত্তমান সাংবিধানিক পরিধির মধ্যে এ, ডি, সি, করতে পারবে না ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— এখানে যে ডিমান্ড কিংবা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশ্যান আনা হয়েছে নৃপেনবাবু কর্ত্তৃক এবং শেষ পর্যন্ত খগেনবাবু ডিমান্ডের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন । আমি নৃপেন বাবুর দৃষ্টি এবং হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিক্সথ সিডিউলের টুয়েন্টি এ, এ প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী.

No Act of the Legislature of the State of Tripura in respect of nay of the matteres specified in paragraph 3 of this Schedule as matters, with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws shall apply to the autonomous district or an autonomous region in the State unless in either case the District Council for that district or having jurisdiction over such region by public notification so directs and the District Council in giving such direction with respect to any Act shall, in its application to that district or such region or any part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit,

এই বিধানসভার কোন এক্তিয়ার নেই সরাসরি এ, ডি, সি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোন আইন প্রয়োগ করতে পারে না । যে বিধান আছে আমি সেই বিধানের কথাই বলছি । সিক্সথ সিডিউল্যান্ডের ১০(১) ধারা অনুযায়ী The Governor may at any time appoint a Commission to examine an report.

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা কো-ইয়েস নো এবং ভেরী পুওরের মত হয়েছে ব্যাপারটা এখানে সিক্সথ সিডিউল্যান্ডে সম্পর্কে কোন আইন প্রনয়ন করতে পারে না ইট ইজ ক্লিয়ার ইন দি অ্যাক্ট । এখানে তো বিধানসভা আইন প্রনয়ন করতে পারে না । বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে । প্রস্তাব আর আইন তো এক জিনিষ নয় । স্যার, এই সব পড়াশুনা করে এখানে কি লাভ হবে । সব সময় উনি উল্টো বই পড়েন ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ উনি যে স্বীকার করেছেন এই হাউসের এক্তিয়ার নেই এ, ডি, সির আইন প্রনয়ন করার । উনার অবস্থা হয়েছে ব[illegible] নেতা নৃপেনবাবুর মত । যার কথা একটু আগে সমরবাবু বললেন "গায়ে মানে না আপনি মোড়ল" উনি জানেন সর্ব ব্যাপারে উনি

মহোধিধ, কিন্তু উনি বুঝেন না সর্ব ব্যাপারে মহোধিধ নৃপেনবাবু অচল হয়ে গেছেন। আপনারা (ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা) হাত দিয়ে জাগিয়ে দেওয়ার পরও এটা উনি মানতে চান না। আমি আমার বক্তব্যে আবার ফিরে আসছি, to inquire from time to time on the administration of autonomous districts autonomous region in the state generally and in particular on the need for any new special legislation.

কোন নতুন আইন প্রনয়ন করার যদি প্রয়োজন থাকে in respect of such districts and regions and define the procedure to be followed by such commission. যদি আইন নতুন প্রয়োজন করার প্রয়োজন থাকে তাহলে এ, ডি, সি, কিংবা ডিস্ট্রিক্ট, ১৪-১ ধারা মতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্যাট ইজ এ, ডি, সির যারা সদস্য তারা রিজলিউশান করে রাজ্যপালকে অনুরোধ জানাবেন যে একটা কমিশন করে সেই আইন করা যায় কিনা তুমি দেখ, দেখে তুমি পাঠাও। তখন রাজ্যপাল উনার ডিসক্রিয়েশনারী পাওয়ার প্রয়োগ করে যদি মনে করেন প্রয়োজন আছে সেটা বিধানসভায় পাঠাবেন। আপনাদের কোন ক্ষমতা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (নৃপেনবাবুর দিকে লক্ষ্য করে) ৩৮ সনে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন ত্রিপুরাতে। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর ৭৯ সালে তেলিয়ামুড়াতে আগুন লাগালেন, আপনি হাজার হাজার উপজাতি মারিয়েছেন, হাজার হাজার উপজাতির ঘর পুড়েছে আপনার ১০ বৎসরে। আপনার এই মায়া কান্না এখন আর শোভা পায়না, আপনার চোখে কুম্ভীরাশ্রু এইন আর শোভা পায়না। সেজন্য উপজাতিরা আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন। উপজাতিরা নতুন নেতা দশরথবাবুকে মেনেছেন। যারজন্য আজকে উনি কনট্রোল কমিশনের দিকে তীর্থের কাকের মত চেয়ে বসে আছেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** *পয়েন্ট অফ অর্ডার* স্যার, প্রস্তাবটা কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমি মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবুকে ধন্যবাদ জানাই। উনি নৃপেনবাবুর স্নেহাস্পদ, উনাকে দেখতে উদয়পুর গিয়েছিলেন নৃপেনবাবু। সেই স্নেহাস্পদ মন্ত্রী বলেছেন যে, হ্যাঁ, এই সভার আইন প্রনয়ন করার কোন ক্ষমতা নেই। উনি একটু আগে বলেছেন উনি ১০ বৎসর কিভাবে চালিয়েছিলেন। ১০ বৎসর রাজ্য চালানোর পরও যেটা অতি সহজে স্নেহাস্পদ কেশববাবু যেট বললেন যে, এই বিধানসভার আইন প্রনয়ন করার কোন ক্ষমতা নেই। নৃপেনবাবু আজকে উপজাতি দরদী নেতা সাজতে এসেছেন। এই ৯৪ বছর বয়সে উনি হাজার হাজার উপজাতিকে মারিয়ে উপজাতি দরদী নেতা সাজতে

এসেছেন। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বিজ্ঞ লোক, আপনাকে বুঝানো নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কোন রিজলিউশান আনঅ্যানিমাস না হলে এইটা "ফলস থ্রো" হবে। কাজেই, যে অ্যামেন্ডমেন্ট এখানে খগেন্দ্র জমাতিয়া এনেছেন এর নীচে গিয়ে উনি আশ্রয় নিয়েছেন, নিজেরটা ছেড়ে। দ্যাট ইজ ফলস থ্রো। আমার রিজলিউশানটা হচ্ছে." ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরার উপজাতি অ-উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এবং সর্বোপরি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকায়-

১) ইনার লাইন প্রথা আদৌ চালু করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে চালু করা আদৌ সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে

এবং

২) এ. ডি সির হাতে সংবিধান মোতাবেক আরো অধিক ক্ষমতা দেয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে

ষষ্ঠ তপশীলের ১৪ (১) ধারা মোতাবেক কমিশন গঠন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক অনুরোধ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুক। আমরা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নই, হাউস উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হল এ, ডি, সি, যারা নির্বাচিত সদস্য তারা। তারা ১৪-১ ধারা মতে রাজ্যপালকে অনুরোধ করবেন কমিশন গঠন করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ অর্ডার, স্যার, আমার প্রস্তাব হাউস অ্যাক্সেপ্টেড, এইটাই আলোচনা হচ্ছিল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি কোথা থেকে এসেছি উনাকে বুঝিয়ে বলুন। শক্ত কথা উনাকে বলতে পারি না, কোমল স্বর ছাড়া, কারন রক্তক্ষরন হয়ে আবার উনি কোন সময় প্রান হারান,।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনার শেষ আপনি বলুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার

শ্রী সমীর দেব সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী পরবর্তী সময় মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়ার অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করে আমাদের আলোচনাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। মূলত আলোচনার যে ইনটেনশান আমার যেটা মনে হয়েছে, সেটার বাইরে গিয়ে মাননীয় সদস্য সমীর রঞ্জন বর্মন তার মূল প্রস্তাবের সঙ্গে ওনার যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তাতে তিনি মূলত ইনটেনশানটাকে চেইঞ্জ করেছেন। জানিনা, আইন বিশারদ মাননীয় সদস্য এইটা বুঝতে পারছেন কিনা যে, বিধানসভার মধ্যে যখন কোন প্রস্তাব আসে তখন তার ইনটেনশনটা চেইঞ্জ করা যায়না অ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে, এইটা রীতি বিরুদ্ধ কাজ। অথচ তিনি এইটা এনেছেন এবং তার উপর বিস্তৃতভাবে আলোচনাও করে চলেছেন এবং করে গেছেন। মাননীয় সদস্য মোটামোটা বই নিয়ে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু এর আগে কিছুটা অন্তত ইনটেনশানটাকে চেইঞ্জ করা যায় কি যায় না সেটা তিনি বুঝতেন। যাই হোক, সেটা বলার দরকার এইটা ঠিক যে সি পি আই (এম) বা বামফ্রন্ট-এর জন্ম লগ্ন থেকেই বলা যায় গরীব অংশের মানুষ, সংখ্যা লঘু পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের নৈতিক যে দাবী তাকে সামনে রেখেই লড়াই আন্দোলন করে গেছি আমরা যখন রাজ্য সরকারে আসার সুযোগ হয়েছে তখন এবং যখন সরকারে ছিলাম না তখনও। প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে সবাই জানেন প্রথমত পঞ্চম তপশিলী মোতাবেক এবং পরবর্তী সময়ে অনেক করে ৬ষ্ঠ তপশিলী মোতাবেক ত্রিপুরায় যে জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল মূলত ট্রাইবেলদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। এইটা আপনারা সবাই জানেন, মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবুও ওনার বক্তব্যের মধ্যে এইটা বলেছেন যে, ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের সঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে তুলনা করা চলে না। এই রাজ্যে এক সময় সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি অংশের মানুষ আজকে যারা সংখ্যালঘুতে পরিনত হয়েছে তাদের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সঠিকভাবে তখন ৬ষ্ঠ তপশিল মোতাবেক জেলা পরিষদকে গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাপারেও তখন আমরা দেখেছি যখনই জেলা পরিষদ আসে বা জেলা পরিষদ বিল আসে অথবা জেলা পরিষদ তৈরী করার প্রশ্ন আসে তখনই কংগ্রেস(ই) দল পরিস্কার ভাবে তার বিরোধীতা করেছেন। জেলা পরিষদ নির্বাচন তারা হতে দেবেন না, রক্ত দেবেন তবু নির্বাচন হতে দেবেন না, এই সমস্ত কাজগুলি ওনারা করেছেন। আমি জানি না এই সব কাজগুলি কেন ওনারা করেছেন। মাননীয় সদস্য সমীর বাবু আজকে যা করেছেন তা হচ্ছে, তিনি আজকে ঘোমটার নীচে খেমটা নাচছেন, পরিস্কারভাবে বলছেন না যে আমি তার বিরোধীতা করছি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উনি এইটাকে কর্তৃপক্ষের কাছে উপযুক্ত বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য বলছেন, এত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার কোন দরকার

নাই। তাদের চেহারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের সামনে অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উনি যা'ই বলুন না কেন মানুষ জানে এই সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং তাদের সামনেই বসে আছেন মাননীয় সদস্য রতিবাবু। আমি জানি না উনি আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন কিনা, ওনার পাশে বসে যা বলছেন তাতে কিভাবে ওনারা ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করবেন আমি জানি না, অবশ্য বিধানসভার আলোচনা ত্রিপুরার মানুষ শুনবে। কাজেই বিধানসভাতে এই সমস্ত আলোচনা এনে ওরা তাদের নিজেদের শ্রেনী চরিত্র, রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ করে চলেছেন, এইটা নূতন করে বলার কিছু নাই। স্যার; আজকে যে জিনিষটা এখানে এসেছে তাতে এইটা পরিষ্কার যে কংগ্রেস (আই) দল ত্রিপুরা রাজ্যের যে সার্বিক সমস্যা; বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ আছে তাকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ওরা দীর্ঘ দিন যাবত এই ত্রিপুরায় শুধু এ ডি সি গঠন না, ৬ষ্ঠ তপশিল গঠন না, ইনার লাইন পারমিট অর্থাৎ যাবতীয় এই সমস্ত কাজ যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী বাঙ্গালীর সম্প্রীতি রক্ষা হয়, যাতে তারা এই ধরনের চক্রান্ত মূলক কাজ করে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যহত করতে না পারেন তার জন্য যখনই যে দাবী ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন জায়গায় কি বিধানসভার ভিতরে কি মাঠে ময়দানে যখনই কোথায়ও গণতান্ত্রিক শক্তি কোন আওয়াজ তুলে তখনই আমরা দেখেছি কংগ্রেস (ই) দল এবং টি, ইউ, জে, এস দল তারা পরিষ্কার ভাবে তার বিরোধীতা করেন। কাজেই তাদের আজকের এই প্রস্তাবটা আনায় একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়েছে, তাদের চরিত্রটা আবার নূতন করে বিধানসভার সামনে এসেছে। শুধু এখানেই তারা বিরোধীতা করছেন না, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলেই সর্বভারতীয় নেতৃত্বে যারা আছেন এই দলের তারাও আমরা যখনই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ আন্দোলন করছে, কোন দাবী তুলছে এবং এই বিধানসভার মধ্যে যখই কোন আলোচনা আসছে এবং বিধানসভার মধ্যে গৃহীত হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করেছি সেই দাবী বা আলোচনা গুলিকেও ওনারা অবহেলা করছেন, সেখানে সেই দাবী কার্য্যকরী হচ্ছে না। এগুলি ওনারা দিচ্ছেন না। এইটা পরিষ্কার মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার এই দাবীগুলি পূরণের জন্য বার বার দাবী করে আসছেন। এবং এই সম্পর্কে ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ মানুষের সমর্থন রয়েছে। এবং এইটাও পরিষ্কার যে বিগত জোট জমানায় সমীরবাবু, এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া উনারা তখন জোট সরকারে ছিলেন উনারা তখন কিভাবে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদকে নষ্ট করে দেওয়া যায়, তারজন্য উপজাতি জনগোষ্টীকে বিনষ্ট করার জন্য, উপজাতি জনগোষ্টীকে বিলুপ্ত করে দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এবং উনাদেরই মদতে এই এ, ডি, সি, এলাকায় বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপজাতি বাঙ্গালীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে যাতে এ, ডি, সি, এলাকায় উপজাতিদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করা যায়, তাদের অস্তিত্ব যাতে নস্ট করা যায় সে চক্রান্ত উনারা করেছিলেন সেটা আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আজকে যে প্রস্তাব এনে-

ছেন ইনারলাইন পার্মিট প্রথা এ, ডি, সি এলাকায় চালু করতে হবে এবং এ ডি সির, হাতে আরো বেশী ক্ষমতা দিয়ে এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ যাতে তার আইন সেখানে প্রয়োগ করতে পারে তার নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবী আমাদের নির্বাচনের আগে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের কাছে নিয়েছি এবং রাজ্যের জনগন সেটাকে সমর্থন করেছেন। আজকে নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি জনগনের কাছে রেখেছিল সেগুলিকে কিভাবে পূরন করা যায় সে চেষ্টা করেছেন। আজকে এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ এই রাজ্যে যাহাতে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণে ত্রিপুরার উপজাতিগোষ্ঠীর স্বার্থে, এবং জাতি-উপজাতিঅংশের মানুষের স্বার্থে এ, ডি, সি. এলাকায় ইনার লাইন পার্মিট প্রথা চালু করা দরকার এবং এ, ডি, সির হাতে আরো অধিক প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া দরকার, পুলিশ বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া দরকার। কিন্তু এইটা তো রাজ্য সরকার করতে পারেন না। এইটা করতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার। তারজন্য ভারতবর্ষের সংবিধানকে সংশোধন করে আইন প্রনয়ন করতে হবে। এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া অ্যামেণ্ডমেন্ট প্রস্তাব এনেছেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা মাননীয় সমীরবাবু এই বিধানসভায় প্রকাশ করেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সাচেতন। আজকে যারা ভারতবর্ষের কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় বসে আছেন, দিল্লিতে আছেন তারা আজকে ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন করে আইন প্রনয়ন এইটা করতে পারেন। কিন্তু আজকে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় যারা বসে আছেন সেই কংগ্রেস দল তাদের যে কি দুর্বিসহ অবস্থা। তারা আজকে সারা ভারতবর্ষে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের মদত দিয়ে চলেছেন। তারফলে আজকে সারা ভারতবর্ষে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই বিধানসভায় আজকে আমরা পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং এর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করেছি তার স্মৃতি তর্পন করেছি সেই বিয়ন্ত সিং এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির হাতে প্রান দিয়েছেন। আজকে সমগ্র উত্তর পর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ফলে এই এলাকার জনগনের অস্তিত্বই আজকে বিপন্ন হয়ে পরেছে। আজকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এইখানে প্রবেশ করেছে। এবং যারা ভারতবর্ষের ক্ষমতায় রয়েছেন তারা আজকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। আজকে তারা সারা ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থ ভুলে যাচ্ছেন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। কাজেই এইখানে দলমতের উর্দ্ধে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের তথা ভারতবর্ষের কল্যানের জন্য, এবং এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্যই শুধু নয় সারা ভারতবর্ষের সমগ্র মানুষের কল্যানে ত্রিপুরা রাজ্যের এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উপজাতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রক্ষা করার জন্য ইনার লাইন পারমিট প্রথা প্রনয়ন করা দরকার এবং এ, ডি, সি, র হাতে আরো অধিক প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া দরকার এই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে কেন্দ্রিয় সরকারকে এগিয়ে

আনা দরকার। এবং এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করে যাতে আমরা পাঠাতে পারি তারজন্য আমাদের এই প্রস্তাব সমর্থন জানানো প্রয়োজন। তাহলে কেন্দ্রিয় সরকার এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারও এইটা চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজকে কংগ্রেস (আই) দলের এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আজকে সারা ভারতবর্ষে তাদের কোন পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তাদের মেরুদণ্ডের এমন অবস্থা হয়েছে যে কোথায়ও তারা বলতে পারছেন না যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত কংগ্রেস (আই) দলে কোন নেতা খুঁজে পাওয়া ভার। আমরা আশা করব এই মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেসকে যদি তার মেরুদণ্ড ফিরে পেতে হয় তাহলে আজকের বিধানসভার আলোচনাক্রমে সংবিধান সংশোধন করে নার লাইন পারমিট চালু করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করবেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপজাতি এলাকা থেকে আজকে আওয়াজ উঠছে উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য। শুধুমাত্র মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিই নয় সারা দেশের গনতন্ত্রপ্রীয় মানুষ তাদের এই দাবী সমর্থন করছেন। কংগ্রেসের মধ্যে সেটা আছে কিনা বড় প্রশ্ন নয়, যারা দেশকে ভালবাসে তারাই আজকে এই দাবীর সমর্থন করছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা শুধু মাত্র নৃপেন চক্রবর্তীই নয় সমস্ত বিরোধী দলের বিধায়করাই সমর্থন করবেন এবং সমর্থন করে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সংবিধান সংশোধন করে আমাদের এই দাবী আদায় করা যায় সেই ব্যপারে সবাই উদ্যোগী হবেন। এই কথা বলে এবং প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

উপাধ্যক্ষ ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের এই সভায় মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী প্রাইভেট মেম্বার রেজিলিউশানে যে স্তাব উৎপাদন করেছেন এবং সেই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে সংশোধনী এনেছেন এবং তার উপর মাননীয় বিরোধী দলনেতা এনেছেন কিছু সংশোধনী। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এই কারনে যে আজ থেকে ১১ বছর আগে এই বিধানসভায় যখন শুধু মাত্র বামফ্রন্ট ও টি, ইউ, জে, এস ছিল তখন আমাদের দলের পক্ষ থেকে এই হাউসে একটি বেসরকারীর প্রস্তাব আনা হয়েছিল এই ইনার লাইন পারমিট নিয়ে। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আজকের প্রস্তাব উৎথাপক শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় এবং তখন উনারা এক কথায় আমাদের প্রস্তাবটিকে খারিজ করে দিয়েছিলেন। যেহেতু সেদিন সেটা যুব সমিতি এনেছিল সেজন্য সেটাতে নাকি সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে এই বলে মন্তব্য করেছিলেন উনারা দেরীতে বোধদয় হওয়াতে

আজকে আনন্দিত হয়েছি। আমরা আগেই চিন্তা করেছিলাম যে এখানে পিছিয়ে পড়া উপজাতিরা একের পর এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই এই রাজ্যে কয়েকটি এলাকার ইনার লাইন পারমিট চালু করা দরকার। এটা আমরা ১৯৭৯ ইং সালে এই হাউসে এনেছিলাম। তখন আমাদের তারা বললেন যে আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক দল এবং সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিচ্ছি। গত আন্দোলন করার পরে, আজকে এখানে আলোচনার মধ্যেও দেখা গেছে এখানে আমরা যারা সদস্য আছি কেউ এ, ডি, সি, কিংবা ঐ এলাকাতে বসবাসকারী যারা আছে পিছিয়ে পড়া মানুষ সেই উপজাতি অউপজাতি হউক তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য এই হাউসের সবাই অত্যন্ত আগ্রহী। এটা সম্পর্কে বিরোধিতা করার মানসিকতা কারো হয়নি। সেইজন্য আজকে মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু যে রেজিউ লশন এনেছেন সেটাকে সংশোধনী আকারে যেটা খগেন্দ্রবাবু এনেছেন সেটাকে মূল্যায়ন করে আজকে আমাদের একটা সিদ্ধান্তে যেতে হবে। তার আগে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ৬ষ্ঠ তপশিল আদায় করতে গিয়ে এবং ৬ষ্ঠ তপশিল করতে গিয়ে এখানে এক তরফাভাবে অকৃতজ্ঞের মত কৃতজ্ঞতা প্রকাশতো দূরের কথা অকৃতজ্ঞের মত কংগ্রেসকে হেনস্থা করার জন্য — কংগ্রেস যদি ১৯৮৪ সালের ১৭ই আগষ্ট লোকসভায় এই বিলটা উৎথাপন না করতেন যদি বিলটা পাশ না করা হত, সেই দিন যদি প্রয়াত ইন্দীরা গান্ধী, ভারত মাতা ইন্দিরা গান্ধী সেইদিন যদি ৭ম তপশিল সম্পর্কে ত্রিপুরা সম্পর্কে সজাগ না হতেন তাহলে আজ কেও ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিল চালু হত বিনা সন্দেহ ছিল। কারণ এই বিধানসভা ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাগবে এটা সবার জানা। তা সত্ত্বেও রাজনীতি করার জন্য এরা অতীতে অনেক জল ঘোলা করেছে। আজকে বাধ্য হয়ে যেখানে ১৯৮৪ সালের ২৩ই আগষ্ট বিলটা লোকসভায় পাশ হয়ে গেছে সেইজন্য আজকে এখানে আমরা বড় বড় কথা বলতে পারি। আজকে এ, ডি, সি, সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে পারি। আজকে সেইজন্য এখানে ইনার লাইনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাজেই এখানে যেটা প্রশ্ন উঠেছিল মাননীয় বিরোধী দল নেতা সমীর বর্মন উল্লেখ করেছেন যে ৬ষ্ঠ তপশিল আইন মোতাবেক এখানে ত্রিপুরা সরকার এ, ডি, সিতে ইনার লাইন করার কোন ক্ষমতা নেই। অধীক ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ কি? এটা আমরাও দাবী তুলেছিলাম অধীক ক্ষমতা দেওয়া হউক অটোনমাস স্টেট। ঐভাবে যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষ যাতে আরো পিছিয়ে না যায়, সেটার জন্যই এই অটোনমাসের অধীক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়ে পরেছে। কারণ কিছু দিন আগে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে এ, ডি, সিকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে রাজনীতি করা হল। এ, ডি, সির বর্তমান মুখ্য নির্বাহী সদস্য রঞ্জিং বাবু উল্লেখ করেছেন এ, ডি, সির অনেক টাকা রাজ্য সরকার থেকে পাওয়ানা রয়েগেছে। যেখানে কংগ্রেস উপজাতি যুবসমিতির জোট জেলা পরিষদের ক্ষমতায় ছিল তখন এই হাউসে বসে কিংবা মন্ত্রিসভাতে কিংবা জনসভাতে বিভিন্ন জায়গায়

বলছেন এ, ডি, সির প্রাপ্য টাকা পাওয়ানা নেই রাজ্যসরকার থেকে। এই যাতে না হয় তারজন্য আজকে অনেক চিন্তা করে এগার বারো বছর পরে দয় হয়েছে জ্ঞান ফিরেছে এ, ডি, সির টাকা দেওয়া দরকার। সেইজন্য রাজ্যসরকার যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে তারজন্য এই এ, ডি, সির ভিতরে অধিক ক্ষমতা দেওয়া যায় তারজন্য উনি এটা এনেছেন অত্যন্ত ভালো কথা।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে শুধু রাজনীতির স্বার্থে রাজনীতি করার জন্য যাতে আমরা গলাবাজী নাকরি। অতীতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ষষ্ঠ সিডিউল চালু করার জন্য কাল মার্কসীয়রা উপজাতিদেরকে হাতের পুতুলের মত, দাবার গুটির মত খেলতে শুরু করেছিল কিন্তু তা তারা দিতে পারল না। এটা দেওয়া ত্রিপুরার বিধানসভায় সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব হবে যদি কেন্দ্রীয় সরকার তার অনুমোদন দেয়। এটা যে এখানে সম্ভব নয় তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। তাই বিরোধীদল ও সরকার পক্ষ বিভিন্ন ভাবে তার আইন ও বিভিন্ন বিষয়গুলি দেখে যেহেতু বলা হয়েছে ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক ৪০এর ১ উপধারা মোতাবেক ভৌগোলিক সীমারেখা চিন্তা করে—যেমন ধরুন এই বর্তমান এ ডি সিতে যে ভাবে সীমানা নির্ধারন করা হয়েছে সেটাকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রনট পরাতা করে যাতে এই ইনারলাইন নিয়ে রাজ্যে আবারকোন গণ্ডগোল না হয় তার জন্যই তা ভালভাবে খতিয়ে দেখে তার ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারন করে যাতে তা করা হয়। আর এই ইনার-লাইন চালু করতে গিয়ে যাতে ট্রাইবেল ও নন ট্রাইবেলের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি না হয় সেই জন্যই আমি বার বার বলছি আগে তার ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারন করার জন্য। এই ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারনের জন্য যদিও এ, ডি, সি আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই এ, ডি, সি তা রাজ্যপালের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া, তার পর রাজ্যপাল ও রাজ্যসরকার মিলে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করতে পারা যায়। এখানে আমরা যারা আছি তারা সকলেই একমত যে যারা এই এ, ডি সিতে বসবাস করছে তারা যাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরো উন্নত হয়, শিক্ষা দীক্ষায় যাতে আরো উন্নত হয় তাদেরকে যাতে আরো উন্নত করা যায় বিশেষ করে পিছিয়ে পরা মানুষদের জন্য তা দেখা দরকার। কক্‌বরক ভাষা নিয়ে এখানে নৃপেন বাবু বলেছেন। গত জোট সরকারের আমলে কক্‌বরক রোমান স্ক্রীপ দিয়ে পড়াশুনা করানোর জন্য বই ছাপানো হয়েছিল এবং দেওয়াও হয়েছিল অথচ এই সরকার আসার পর তারা বলেছে তা বোধ হয় হবে না হবে তো কি হবে বাংলা স্ক্রীপ দিবে। যার ফলে জোট আমলে যে বই গুলি ছাপানো হয়েছিল তা বাতিল হয়ে যাবে কারণ এই বই দিয়ে পড়াশুনা করা যাবেনা। যেহেতু বাংলাতে স্ক্রীপ করা হবে। তা হলে আমাদের মধ্যে একটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলেছে যে তা রোমান স্ক্রীপের পক্ষে আরেক দল রয়েছে বাংলা স্ক্রীপের পক্ষে আরেক দল রয়েছে বাংলা স্ক্রীপের পক্ষে। সেটার মোকাবেলা করার জন্য সেটার সমাধান করার

জন্য আমাদের ৪০ এর ১ উপধারামতে সেই খানে রাজ্যপালকে হেড করে কমিটি করে সেখানে যাতে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। সেটাও যাতে তাদের কাছে দেওয়া হয়। আপনারা যে সারাজীবন ক্ষমতায় থাকবেন তা বলতে পারেন না। আজ আছেন কাল হয়তো নাও থাকতে পারেন। সুতরাং ভাল কিছু করে যান। আপনাদের তো মেয়াদ আর আড়াই বছর আছে। তার পর কি হয় বলা যায়না। হয়তো আপনারা যাকে বহিস্কার করে দিয়েছেন সেই নৃপেন চক্রবর্ত্তী তিনিই হয়তো আবার এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। এটাও তো হতে পারে। সুতরাং কেউ যাতে এই এ, ডি, সির উপর কতৃত্ব না করতে পারে অতি যুক্তি সহকারে অটনোমাস স্টেইট এর চেয়েও অধিক ক্ষমতা চেয়ে তিনি যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি আশা করি এই হাউজ তা সর্ব্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন দেবে, এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় উপজাতি কল্যান মন্ত্রী শ্রী অঘোর দেববর্মা।

শ্রী অঘোর দেববর্মা মন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে শ্রদ্ধেয় মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপর পরবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই বিষয়ের উপর দুই একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত যে রাজ্যের জাতি ও উপজাতি ঐক্যকে সুদৃঢ় করার জন্য এই প্রস্তাবের উপর কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। যদিও প্রস্তাবগুলি কার্য্যকর করতে গেলে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে। এখানে প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে তবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ যাতে অক্ষুন্ন থাকে আর সংকুচিত না হয় সেটা দেখতে হবে সেখানে উপজাতি আইডেনটিটিটা, তাদের অর্থনীতি ও সামাজিক দিকটা যাতে আরও মসৃণ করা যায়, বিকাশ করার প্রশ্নে ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতী জনগণ সংগ্রাম করে আসছে। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যে উপজাতিদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উনারা নাকি এগার বার এই হাউসে প্রস্তাব এনেছেন। উনারা তো পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, কিছুই তো করেন নি। আমার মনে আছে আমি যখন এ, ডি, সিতে ছিলাম তখন আমি সর্বসম্মতক্রমে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম কিন্তু উনারা কিছু করেননি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বলছেন যে এই প্রস্তাব মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবে। উনারা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে কিছুই করেন নি। এখানে কুম্ভীরাশ্রু দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি এই বিধান সভায় যখনই উপজাতি স্বার্থ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব আসে তখনই বিরোধী সদস্যরা নানা অজুহাত দেখিয়ে হাউস থেকে চলে যান। বিষয়টি সঠিক আলোচনায় উপস্থিত না থেকে নানা অজুহাতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এটা নুতন ঘটনা নয়। আপনারা কি দায়িত্ব

পালন করেছেন কোনদিন ? বক্তৃতা করা, আর কাজের দায়িত্ব পালন করা দুটো জিনিস। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, আজকে যদি আমরা ইনার লাইন পারমিট কার্যকরী করতে পারি তাহলে ট্রাইবেলদের মনের মধ্যে যে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে যে শংকার সৃষ্টি হয়েছে তা আনকংশে দূর করা যাবে। রাজ্যে যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সম্প্রীতির উপর যে আঘাত হচ্ছে, যে ষড়যন্ত্র চলছে সেটাও দূর করা যাবে। এবং গোটা ভারতবর্ষের তা একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি এটা বুঝার চেষ্টা করেন না। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষমতায় এসে উন্নতির নাম করে উপজাতিদের আরো অধঃপাতের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেরা বোঁচকা বেধে ঘরের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার। আমরা জানি, এই রাজ্যে একদিন উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কেন আজকে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হল ? এ ব্যাপারে বিরোধীরা কিছুই বলেন না। আজকে এ অবস্থার সৃষ্টি হত না, যদি ১৯৬০ এর যে আইনী হস্তান্তরিত জমির জন্য যে আইন হয়েছিল তা কার্য্যকরী করা হত। এটা না করার ফলে আজকে হাজার হাজার উপজাতিদের হাতে কোন জমি নাই। কংগ্রেসীরা তাদের রক্ষা করেনি। এই অক্ষমতা কেন স্বীকার করেন না বিধানসভায়। এর আগে আমরা মাত্র ১০ বছর ছিলাম। আর বর্তমানে আছি আড়াই বছর। কেন তাদের জমি উদ্ধার করা হল না ? স্বয়ং মহারাজাও বুঝতে পেরেছিলেন, এই ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে, এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। এই জন্যই ১,৯৫০ বর্গ মিটার এলাকা রিজার্ভ বলে ঘোষণা হয়েছিল। সমস্ত রিজার্ভ আইন টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিয়ে সুখময় রাজত্বের আমলে এটা হয়েছিল তা ত্রিপুরার মানুষ জানে। কিন্তু সেটাও আজকে বিরোধীরা স্বীকার করেন না। একবারও বললেন না এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। আরো কয়েকটা দিন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আছেন। সেখানে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে বলুন না। কেন্দ্রীয় সরকার আরমাত্র কিছুদিন ক্ষমতায় আছেন, কাজেই এই সুযোগটা সদব্যাবহার করে আপনারা কি কখনও দিল্লিতে গিয়ে বলেছেন যে আমাদেরকে ইনার লাইন পারমিট দাও। কখনও বলেন নিতো। এই কথাগুলি বলবার সাহস আপনাদের নেই। আমি অনুরোধ করব বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের যে এই ভাবে ট্রাইবেলদের আর সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, ওদেরকে রক্ষা করুন। ওরাও ভারতবর্ষের নাগরিক। ওরা ধ্বংস হয়ে গেলে ত্রিপুরাকে আর এগিয়ে নেওয়া যাবে না। ওদের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে, ওদের রাজনৈতিক অধিকার দিতে হবে, ঐক্যবদ্ধ সম্প্রীতি ওদের জীবনে মঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে, অগ্রগতিকে আরও বেশী করে মজবুত করে তোলা যাবে। আমি আশা করব আপনারা এর বিরোধীতা করবে না। আপনারা দিল্লিতে গিয়ে আপনাদের নেতাদের বোঝবার চেষ্টা করুন, প্রধানমন্ত্রীকে বলুন। আমি জানিনা ওরা আপনাদেত কথা শুনবেন কিনা, তবুওতো আমরা এখানে বলতে পারব যে আপনারা বলছেন। আমি আশা করব আপনারা এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করবেন। পাশাপাশি আমি এই কথা বলব যে বামফ্রন্ট সরকারই একমাত্র ট্রাইবেলর অধিকারকে গ্যারান্টেড করতে পারে এবং আমরা দিয়েছিও। আমরা এ, ডি, সি পুনর্গঠন

করেছি, ভিলেজ কমিটি গঠন এ্যাক্ট যেটা করা হয়েছে এবং তার নির্বাচনের ব্যবস্থা তারা দায়িত্ব নিয়ে করবেন। তার রাজ্য সরকারের সাহায্য চাইলে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্যের হাত প্রসারিত করব যাতে নির্বাচন করা যায়। তবে নির্বাচন করতে গেলে কিছু কিছু জিনিষ দেখতে হবে। এ, ডি, সি পুনর্গঠন করার ফলে আগের এ, ডি, সি এলাকাতে যে পঞ্চায়েত গুলি ছিল সেগুলিকে ডিলিমিটেশন করতে হবে। এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষ এটা ডিসাইড করবে । এ, ডি, সি এই ব্যাপারে সাহায্য চাইলে আমরা সাহায্য করব। এ, ডি, সিকে আমরা টাকা পয়সা দিচ্ছি না বলে এখানে অভিযোগ উঠেছে। আপনারা হিসাব করে দেখুন কংগ্রেস যুব সমিতির জোট সরকারের আমলেই এ, ডি, সিতে বকেয়া ছিল ৩০ কোটি টাকা আমরা বকেয়া করি নি, এটা জোট সরকারের আমলের বকেয়া। আপনারা কাগজপত্র খুলে দেখুন। আমরা সরকারে আসার সাথে উনারা যখন এ, ডি, সিতে ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমরা টাকা দিয়েছি। তার কারণ আমরা ট্রাইবেলদের উন্নতি চাই। শতকরা ৮০ জন মানুষ সেখানে যেটি পড়ে গরীব মানুষ, অভাবের তাড়নায় যাদেরকে সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রি করতে হয়, তাদের টাকা আমরা আটকিয়ে রাখতে চাই না। এ,ডি,সির সমস্ত টাকা আমরা তাদের হাতে দিয়ে দেব যাতে তাদের কাজকর্মে কোন অসুবিধা না হয়, জন সেবার কোন সুবিধা না হয় । কাজেই কোন বিভ্রান্তিমুলক তথ্য এই হাউসে উপস্থিত করা ঠিক নয় । আমি আশা করব এই প্রস্তাবকে আপনারা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার এ ব্যাপারে সরকারের কি বক্তব্য তা এখানে উপস্থিত করেছেন। আমি তার সঙ্গে রাজ্য সরকার কি [illegible] নিয়েছে এবং এ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে চিটি দিয়েছিলেন এবং বার বার তার রিমাইণ্ডার দিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করছি । গত ৪ঠা জুন, ১৯৮৪ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ চ্যাবনকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন— দি ইন্টোডাকশান অব এ্যাসিষ্টেন অব ইনারলাইন পারমিট ... .. ।

.. The introduction of a system of inner-line Permit to regulate the entry of entsiders to the area under the jurisdiction of the Tripura Tribal Areas Antonomuas District Council has been under the active consideration of

the State Government for sometime After eareful conciderațion the state Government is of the opinion that this is the only administrativ measure which would be able to safeguard the economic and cultural interests of of the Tribal communitise and also preserve communal harmony and low and order within the State. The un-regulated access of outsiders to the tribal areas has been noticed to introduced certain stressful relationship which existing laws have not been able to tack.e satisfactory.

I enclose a note detailing the reasons underlying the proposal of the State Government to introduce an inner-line permit system for the Tribal areas of Tripura. I trust this will receive immediate favourable attention of the Government of India.

৪ঠা জুন ১৯৯৪ তারিখের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লিতে সাক্ষাৎ করতে যান তখন এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং তারপর যখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন উত্তর নেই সম্পূর্ণ নীরবতা নিয়ে এটাকে এড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তারপর আবার ১২-৯-৯৫ইং তারিখে একটা রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে। তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন;

Kindly recall your letter No. 1761 (o) 94 NMP dated 16 June, 1994 regarding the proposal of the State Government to introduce inner-line permit system for the Tribal areas of Tripura.

I am yet to receive my further comunication from you in this regard.

মিঃ স্পীকার স্যার, কি নোট পাঠানো হয়েছিল, রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এবং রাজ্য সরকারের প্রস্তাব।

Unlike the other States in the North Eastern Region of the country. Tripura has a significant number of non-tribals in the tribal-non-tribal polation mix of the State. Even more significant is the fact fact

that Tripura is the only state in techcountry, in which the tribal populaton which was at one time in a majority has been reducéd to a monority by successive waves of migtation or of ers twhile East Pakistan. This has given rise to a large number of problams which idividulay and in concert with one another. have had the effect of disturbing the fragile equilibrium in the State. The non-tribal element of Tripura's population largely comprises persons who, for reasons of religion-based persecution and a sense of insecurity, crossed over from the erstwhile East Pakistan to Tripura. In the prossed, the density of Tripura's popnlation has over the Years' reached the some level as the level of average density in the country. In the non-tribal areas of the State, the density of population is mnch higher then the national average.

Most of those, who migrated Taipura, are non-tribals belonging to agricultural communities that had practised settled cultivation over several Years, Conseqently, their technical skills as well as the managerial skills in relation to agriculature wher far higher than those of the tribals, who continued th practhis shifting cultivation. The resultant economic disparity led to large-scal allenation of fartile land which had sor many years, belonged to the triblas. It also meant that the tribal population, on account of economic reasons, was pushed to the remote and inaccessible areas with the reltively more hospitable areas coming nnder the economic contrl of the non-tribal segment of the population. Over a period of time, this has also widened the economic gap between the tribals and the non-tribals.

68% of the total area of Tripnra, has been constituted as the Triqura Tribal Areas Autonomous District Council. A significant location of this area com prises Reserve Forests and hence the total area availale for

permanet settlement and for coultivation is much less than the existing population in the Council's area require for economic subsanance. Any substantial increase in the population within the area of the council sould not merely disturb the existing low-level equilibrium of the trible economy but wonld also set in motion forces inimical to the maintenance of law and order and communal hormony. Realising that in a largely agrarian economy ownership of land would be important for the portection of the tridal interest, the Goverment of India enacted the Tripura land Revenue and Land Reforms Act, 1960. The Act provided that transfer of land by a tribal to a nontribal, would be illegal without the permission of the Collector. Notwithstanding this restriction, large-scale transfer of land continued to take place. In a further attempt to ensure that alienation of tridal land did not increase rapidly, the second amendment to the T.L.R. & L.R. Act was enacted. The second amendment interalia provided for restoration of land alienated by tribals. Act provided that where the transfer of land and taken place on or after 1-1-1969, it would be restored to the tribal concerned. It has been notified that, notwithstaning this amendment, it has not been possible to proteet tribal interest on land. This is because it is unrealistia to assume that the ownership of land can be seen in isolation from other economie aspects. One of the major reasons for the inability of the tribal to retain the land either owned by him or restored to him, has been that he has been unable to find the resourees to put the land to productive use. Schemes formulated by the Government and implemented over the last few years have proved ineffective to ensure the fundamental requirement of retention of land by tribals.

The reduction of the tribals to a minority status in a state in which the erstwhile Ruler belonged to a tribal commun̈ty, has been parceived as

set backin the tribal Community's attempt at self governance. Between the accession to the Indian Union in 1949 and the Constitution of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council in 1979, the tribals of Tripura experienced a reduction in their participation in the system of governance.

Sri Saman Choudhury : In order to give them the right of self expression in the administrative process, the TTAADC was set up by legislation. The inadequacy of a legislative ceature in responding to the requirements of the tribals esured that the Government had to go in for a Constitutional Amendment to give a Constitutional Status to the Council.

In several other States of the country it has been found that the Constitutional provision for the Autonomous District Council has had the desired effect of giving the tribal community a sufficiently important role in determining their own affairs.

A structure such as the Antonomous District Council is by itself inadequate in the face of the owing population in the area under the Council's jurisdiction. Economic pressures in the long run would ensure that the tribals within the A.D.C. area would be economically overtun by the non-tribals unless the entry of the area of the council has a density of population less than that outside the Council, it is necessary to ensure that the council does not go the same way as the rest of the State. The less productive lands in the Council area cannot sustain a larger agricultural population than it presently does. This is a fundamental reason for ensuring that the entry of non-tribals to the tribal areas is restricted.

There are presently 19 Scheduled Tribes in Tripura in addition to a number of Sub-tribes. Each of then have its own cultural history and heritage

and its own forms of music dance and art. A strong cultural base is a part of the larger goal of Unity in Diversity and it is necessary to ensure that tribal culture is not subsumed by the cultural invasion from the non-tribals. This would also necessitate measures which seek to control the number of nontribals in the A.D.C. area.

Economic deprivation, cultural invasion and consequant insecurity often manifest themselves in the form of armed rebellion for which the tribal Community as well as the nest of the State has to pay a very high price. Disturbed conditions prevent the development process from making its impact in the remote areas where it most needs to make a major impact, Unless basic protection is afforded to the tribals at this stage, the tribal communities, cutting across political groups and inter-tribal difference, may optic for methods which can only be harmful to the Unity and Integrity of the State and the Nation. The introduction of the Inner-line Permit to regulate the entry of non tribals into the A.D.C. area is the only administrative intervention that is possible to ensure peaceful co-existence of tribals and non-tribals within the State.

Once the Inner-line Permit system is introduced in the A.D.C. area, persons from outside the area would be allowed nocess in a regulated manner. There will, however, be no permit reqired for any person passing from one area outside the Council to another area outside the Council. If he is to pass through an area falling within the jurindiction of the Council. The Inner-line permit. system Seeks to prevent the entry and stay of soutsiders but will, in no way, affect the, free movement of those, whose destination is not within the area of the Council. Non-tridals, who are already settled within the area of the Council, will not be outsiders and hence none of their existing rights would be adversely affected. Ironically, peace between the tribals and the non-tribals in the small state of Tripura

can be ensured only be preventing unlimited access by non-tribals to the tribal areas. It is in this context that the State Government strogly recommends the introduction of the Inner-line Permite for the Areas presently governed by the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council.

এইটাই হচ্ছে নর্মস্। এইখানে গভার্ণমেন্ট এর যে স্টাম্প এইটা পরিষ্কারভাবে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে যে প্রস্তাবটা এসেছে তারমধ্যে আরেকটা প্রস্তাব রয়েছে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের পুলিশ বাহিনী গঠন সম্পর্কে। এইখানে ষষ্ঠ তপশিলের মধ্যে আরো কিছু পাওয়ার বাড়াবার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি। স্যার, সিক্সথ. শিডিউলে যে প্রভিশন রয়েছে তাতে প্রয়োজনীয় পুলিশ বাহিনী গঠনের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। সেটাকে কি কি ভাবে কোথায় কোথায় সঠিকভাবে গ্রহন করা যায় সেটাও রাজ্য সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন। এখন শুধুমাত্র ষষ্ট তপশিলকে সংসোধন করে এইটার প্রভিশান করে ইনার-লাইন পার্মিট প্রথা যাতে চালু করা যায় তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সহায়তা, সাহায্য যা, যা দরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সে ধরনের কোন উদ্যোগ, সাহায্য না পাওয়া গেলে রাজ্য সরকারের তার যে প্রতিশ্রুতি সেটা বিঘ্নিত হয়। সেই দিক থেকে থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী আকারে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন সেই সংশোধীত আকারে প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং এই সংসোধিত প্রস্তাবকে সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করবেন এই কামনা করি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- এইখানে মূল প্রস্তাবক হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার রাইট আছে রিপ্লাই দেবার সেটা দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়; আমার আর কোন বক্তব্য নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এইটাকে আমি সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি এইটাকে এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলোঃ—

ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘু উপজাতি জনগোষ্টির স্বার্থে এবং ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সব অংশের জনগনের স্থায়ী ও সংগ্রামী

ঐক্যের স্বার্থের ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১) ইনার লাইন প্রথা চালু করা হউক।

২) এ, ডি, সির হাতে আরো বেশী স্ব-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হউক।

৩) এ, ডি, সির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠনের অধিকার দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় বিরোধীদল নেতা শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধীদল নেতা যে সংশোধনী প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন সেটা মূল প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ইটক্যান নটবি অ্যাড মিটেড়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এইটা জানেন না বিরোধীদল নেতা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটা ভোটে দিয়ে ফলস খ্রো করা হবে। এই সব ব্যাপারে উনি কিছুই জানেন না। শুধু আনন্দাসের ইণ্ডিয়ান প্রসিডিংস্ অ্যাণ্ড সার্ভিস পড়েন তারজন্য উনি আপনার উপর হেড মাস্টারি করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন মহোদয় কতৃক উৎথাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা মূল প্রস্তাবের বিরোধী। কাজেই এটি নিয়ে ভোটের কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, উনাকে পার্লামেণ্টারী প্রেকটিস এণ্ড প্রসিডিউর শেখান। আপনার উপর হেড মাস্টারী করছেন উনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা কতৃক উৎথাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরা উপজাতি ও অউপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার এটা মূল প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দল নেতা কতৃক উৎথাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরার উপজাতি ও অ-উপজাতি জনগোস্টীর স্বার্থে এবং সর্ব্বোপরি বৃহত্তর জাতিয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ড়িপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকায়

১) ইনার লাইন প্রথা আদৌ চালু করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং ত্রিপুরা ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তা চালু করা আদৌ সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে।

এবং

২) এ, ডি, সির হাতে সংবিধান মোতাবেক আরো অধিক ক্ষমতা দেয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে ষষ্ঠ তপশিলের ১৪ (১) ধাবা মোতাবেক কমিশন গঠন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক অনুরোধ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার মুল প্রস্তাবটি ছিল আমার। সেটার উপর সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া। কিন্তু রিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে সংশোধনীটি রেখেছেন সেটা তো আমার মূল প্রস্তাবের সম্প্রূর্ণ বিপরীত।

মিঃ স্পীকার :— আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবটিকে ভোটে দিচ্ছি।

(ধ্বনী ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়)

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কতৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি সর্বশেষ মূল রিজিলিউশানটি সংশোধীত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—

"The word" অবিলম্বে নিম্নলিখিত ১) ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হউক— "in the Fouth line of the Resolution be snbstituted by the word" নিম্নলিখিত বিগয়গুলো সম্পর্কে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

২) Last line of the resolution i.e.s.l. No 4 of the Resolution be deleted:-

(ধ্বনী ভোটে সভা কতৃত সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হলো)

আমি এখন মূল রিজিউলিউশানটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধীত আকারে রিজিলিউশানটি হলো :— "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যালঘু উপজাতি জনগোষ্ঠির স্বার্থে এবং ত্রিপুরার জাতি উপজাতি অংশের জনগণের স্থায়ী ও সংগ্রামী ঐক্যের স্বার্থে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন :—

১। ইনার লাইন প্রথা চালু করা হইক। ২। এ.ডি.সির হাতে আরো বেশী স্ব-শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হউক। ৩। এ.ডি.সির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠনের অধিকার দেওয়া হউক।"

(ধ্বনী ভোটে রিজিউলিউশানটি সংশোধীত আকারে সভা কতৃক গৃহীত হয়)

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশানটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক : — মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রিজিলিশানটি হলো, এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দিনের পর দিন উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বৃদ্ধির কারণে রাজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থা, জনগনের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই এই সভা সর্ব্ব সম্মতভাবে প্রস্তাব করছে যে, এই রাজ্যের জনগনের নিরাপত্তা, রাজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে রাজ্য সরকার যেন আগামী ৩১ শে অক্টোবর ১৯৯৫ ইং সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন এবং উগ্রপন্থী দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমলবাবু আপনিই আলোচনা শুরু করেন। যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত করবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হলো আজকে বিধানসভার মধ্যে এই পয়েন্টটা আনতে হয়েছে এইজন্য যেহেতু রাজ্য সরকার-এর ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। কারণে আমাদের আস্থাও ছিল বিশ্বাসও ছিল। এই সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর রাজ্যে যে একটা জলন্ত সমস্যা সেই সমস্যা সম্পর্কে এই সরকার কি সঠিক পদক্ষেপ নেবেন এবং নিয়ে রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে প্রায় আড়াই বৎসর এর

উপর হয়ে যাচ্ছে এই সরকার এই পর্যান্ত কোন কথাও বলছেন না, কোনও ব্যবস্থাও নিচ্ছেন না। আর যেটাও নিচ্ছেন সেটাও সঠিক পদক্ষেপ কিনা বুঝা যাচ্ছে না স্যার। আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি সবার মধ্যে সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষ সবার বক্তব্য একটা উন্নয়ন কোথাও হচ্ছে না। স্কুল কোথায় বন্ধ আছে? ট্রাইবেল এলাকায়।

এই সরকার যাদের জন্য বেশী চিৎকার করছেন ঘন্টার পর ঘন্টা মাইকে বক্তৃতা দিচ্ছেন আলাপ আলোচনা করছেন বৈঠক করছেন, যাদের স্বার্থের কথা এই হাউসের মধ্যে ২ ঘন্টা আলোচনা হয়ে গেল যাদের স্বার্থ নিয়ে নানান বক্তব্য রাখা হলো, চিৎকার করা হলো। আজকে আমার প্রশ্ন যে, ট্রাইবেল এলাকায় স্কুল বন্ধ কিসের কারণে? এটা কি কোন ঘূর্ণিঝড়ের কারণে, এটা কি কোন বন্যার কারণে? আজকে কোথাও হচ্ছেনা রাস্তাঘাট। ট্রাইবেল এলাকায় কোথায়ও পানীয় জলের জন্য ডিপ টিউব ওয়েল বস তে পারছে না, কোথাও মার্ক-টু টিউবওয়েল বসাতে পারছে না ট্রাইবেল এলাকায়। কোথায়ও জে, আর. ওয়াই-র কাজ হচ্ছে না, এস. আর, ই.পির কাজ হচ্ছে না, আইয়স প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে না ট্রাইবেল এলাকায় কোথায়ও পুর্ণবাসনের কাজ হচ্ছে না. ট্রাইবেল এলাকায় কোন অফিসার যেতে পারছেন না ট্রাইবেল এলাকায়। কোথায়ও মানুষের নিরাপত্তা নেই ট্রাইবেল এলাকায়, কোথায় মানুষ রাজ্যন্তরী হচ্ছে ট্রাইবেল এলাকায়। তাহলে আজকে যে সরকারটা সাংঘাতিকভাবে চিৎকার করছেন যে, ট্রাইবেলের উন্নয়ন, ট্রাইবেলের উন্নয়ন কাজেই আমার বক্তব্য এখানে যে ট্রাইবেলের জন্য বাজেট রচনা করা হয় আজকে তিন বৎসর চলে যাচ্ছে কিন্তু সেই বাজেটের টাকাটা ঠিকমত তাদের কাছে পৌছে কিনা কেউ দেখতে পারছেন না। সেটা বার বার সকলে স্বীকার করছেন। গত কালকে আনন্দমোহন রোয়াজা বলেছেন যে, উনার এলাকায় মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো যায় না, সেখানে ম্যাসেটারী পুলিশ না হলে মার্ক-টু বসানো যাবে না। মাননীয় সদস্য আশংকা প্রকাশ করেছেন সেখানে খাদ্য পৌছে না, রেশন পৌছে না কেরোসীন, লবন, চিনি এগুলির তো প্রশ্নই নেই। স্যার, এইগুলি শহরে নয়; গ্রামে যে গ্রামের জন্য উনারা চিৎকার করছেন, সেখানে উন্নয়ন দরকার। যারা লেংটি পড়ে থাকে তাদের উন্নয়ন করতে হবে। কিন্তু আজকে তাদের যে সাহায্যটা —এখানে বসে আইন তৈরী করে তাদের জন্য স্কীম তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার। তাদের পুর্ণবাসনের যে ব্যবস্থা করার কথা সেই কাজও গিয়ে পৌছে না। আরও পরিতাপের বিষয় স্যার, এই সরকারের কাছে কারা চাকুরী পাবে— যে জুমিয়া ট্রাইবেল আজকে জুম চাষ করে নিজের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। এই সরকারের কাছে মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেট জমা দিলে চাকুরী হবে না কিন্তু বন্দুক জমা দিলে হয়, সাইকেলের রড জমা দিলে হয় স্যার।

আজকে শিক্ষিত ট্রাইবেল যারা মাধ্যমিক পাশ তারা তাদের মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট জমা দিলে চাকুরী হবে না। চাকুরী তাদেরই হবে যারা বন্দুক ও আগ্নেআস্ত্র জমা দিতে পারবে। কাজেই এই রাজ্যে সরকারের ভুমিকা সম্পর্কে সরকারকেই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে স্যার, আজকে এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে। আজকে এখানে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে রাজ্যে প্রায় ৫২টা স্কুল বন্ধ

হয়ে আছে। উনি সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। উনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন হয়তো আরো অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। কারণ, উনার কাছে কোন সঠিক তথ্য নেই। যারজন্য তিনি কোন সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। এমন অনেক স্কুল আছে যা অনেক দিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে যা স্কুলের শিক্ষা দপ্তরও জানেন না। আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। লংতরাইভেলিতে সি, ডি পিও, কে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। তার নাম অনন্ত মুড়া সিং, তাকে নিয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে ১০৫টা সেণ্টারের মত বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে কিছুদিন আগেও সুপারভাইজার প্রথম ত্রিপুরাকে খুন করা হয়েছে। সেখানে একটা আতঙ্ক ভাব। সেটা ঘূর্ণিঝড়ের কারণে নয়, সেটা বন্যা বা বর্ষার কারণে নয়, কোন অনুপ্রবেশকারীর কারণে নয়। সেটা হচ্ছে, উগ্রপন্থীর কারণে। আজকে তা বার বার স্বীকার করা হচ্ছে এই জিনিসটার উপর চিন্তাভাবনা করার জন্য, একটা ভূমিকা পালন করার জন্য। কিন্তু তা দেখতে পাচ্ছি না। আজকে একটা লাইফ লাইন, আমরা কিছুদিন আগে এই লাইফ লাইন দিয়ে গেলাম স্যার, দিনে তিনবার এটার উপর দিয়ে গাড়ী যাতায়ত করে। এটার নামই আছে লাইফ লাইন এটার উপর দিয়ে তিনবার চলে আর সারাদিন স্টোক অবস্থায় পরে থাকে। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার বারবার এই সকল রাস্তার উপর বারবার স্টোক করে দিচ্ছে। স্যার, আমি যাবার সময় যখন রাস্তার পাশে দাড়িয়েছিলাম তখন আমি শুনতে পেলাম রাস্তার লোকেরা বলছে যে রেল যাচ্ছে, দিনের বেলায় যে রেলটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দশরথবাবুর রেল, আর রাতের বেলায় যে রেলটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সমরবাবুর রেল। রেল তো এই রাজ্যে আসবেনা, আপনারা এই রাজ্যে দুইটা রেল চালু করছেন। দিনের বেলায় একটা দশরথবাবুর রেল আর রাত্রের বেলায় একটা সমরবাবুর রেল। আজকে এই উগ্রপন্থীর কারণে এই লাইফ লাইন দিয়ে সঠিক ভাবে পণ্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না। যারফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এই অবস্থার মধ্যেও এই সরকারের কোন সঠিক ভূমিকা নেই স্যার। আজকে উগ্রপন্থীরা তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারী করে গ্রামে পাহাড়ে, যার ফলে সেখানে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামবাসীরা নিহত হচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরাতেই তা বেশী পরিমানে হচ্ছে। একটা সরকার আছে সেখানে তারা হুলিয়া জারী করেছে। একটা সরকার আছে সেখানে আরেকটা সরকার কায়েম করেছে। সেখানে উগ্রপন্থীরা শাসন করছেন। তারা মানুষের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন, আবার কাউকে বেত্রাঘাত করছেন আবার কাউকে টাকা জরিমানা করছেন। আবার কারো কারো কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করছে। আজকে সরকারটা কোথায় আছে তা আমরা বুঝতে পারছি না স্যার। এইভাবে তারা বিভিন্ন জায়গাতে অশান্তির সৃষ্টি করছে। আর অপহরন, তার কথাতো বলে লাভ নেই। অপহরন তো একটা নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে স্যার। এই প্রসঙ্গ এ আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ২৩,৩,৯৫ ইং তারিখে বলেছিলেন যে ১,৭;৯৩ ইং থেকে ১৫,২, ৯৫ ইং পর্য্যন্ত মোট ৩০৫ জন অপহরন হয়েছে। এই পর্য্যন্ত তা প্রায় ৪০০ এর উপর দাড়িয়েছে। আর

কারা অপহরন হচ্ছে, এই রাজ্য সরকার যাদেরকে দিয়ে গ্রামে পাহাড়ে কাজ করাবেন শুধু তারাই আজকে অপহরণ হচ্ছে। আজকে তারা যাদের জন্য চিৎকার করছেন এই উপজাতিদের জন্য তাদের কাজের জন্য যারাই যাচ্ছে তারাই অপহরন হচ্ছে। আজকে দেখা যায় যে ছামনুতে বৈরী আতঙ্কে রোগীরা হাসপাতালে থাকতে চায় না। তারা দিনের বেলায় চিকিৎসা করতে চায়। রাত্রের বেলায় সেই হাসপাতালে কেউ থাকতে চায না। কাজেই, আজকে এই অবস্থার মধ্যে আমার বক্তব্য রাস্তায় গাড়ি চলতে পারেনা, মানুষ চলতে পারেনা, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা বন্ধ, গাড়ি চলেনা উগ্রপন্থীর ভয়ে। গাড়ী চলতে পারে না, বিভিন্ন জাবগায় রাস্তা বন্ধ, উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য গত ১৩ জুলাই হামলার পর চাওমনু ছলেংটাতে দুই একটা জীপ ছাড়া আর কোন গাড়ী চলে না। এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায উগ্রপন্থীরা জাতি উপজাতি মানুষের উপর হামলা চালিয়ে একটা বিরাট আতংকের সৃষ্টি করছে। যার জন্য বর্ষীয়ান নেতা নৃপেন চক্রবর্তী আশংকা প্রকাশ করছেন যে এমন একটা কঠিন সময় আসছে যে সময়ে উপজাতিরা আগরতলা শহরে থাকতে পারবে না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কয়েকদিন আগে অম্পিতে এক জনসভায় বলেছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে এবং আশংকা প্রকাশ করেছেন যে এইরকম ভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে আগরতলারও অপহরণ হবে অথচ শাসক দল থেকে বলা হচ্ছে এটা কিছু নয় এরকম পাঞ্জাবে বিহারেও উগ্রপন্থী আছে বার বার বলছে যে উগ্রপন্থীরা টি, ইউ, জে, এসের লোক, কংগ্রেসের লোক। কতজন আছে কংগ্রেসের ? এই উগ্রপন্থীর সবাই শাসক দলের কারোর না কারোর শিষ্য। বলা হচ্ছে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিসের ব্যবস্থা ? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে এ.টি টি এফের সঙ্গে চুক্তি হচ্ছে। তারপর দেখা যায় বলছেন না দশটা উগ্রপন্থী দল আছে। পরবর্তী কালে দেখা যায় বি,ডি,ও, এস ডি,ও এর অফিসে বা বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করে হাজার হাজার উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করছে। তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবার দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় বৈরীদেরকে দিয়ে সাধারণ মানুষকে খুন করা হচ্ছে। বাগমা কুলাইতে এই ঘটনা হয়েছে ! অথচ অন্যদিকে বৈরীদের একটা বৃহৎ অংশকে আত্মসমর্পণ নাটকের মাধ্যমে মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই সরকারের ভূমিকা সন্দেহজনক, বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। এখানে হিসাব দিয়ে বলা হয়েছে যে ১৬/১০/৯৩ ইং থেকে ৩০/১২/৯৩ ইং ইং পর্য্যন্ত ১৬৩৮ জন এবং ৩১ ১-৯৫ ইং পর্য্যন্ত ২২২৫ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ১৬ ৩-৯৫ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই হাউসে হিসাব দিয়ে বলছেন যে ৬৬০ জন আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা কারা ? তাদের নেতা কে ? তাদের সংগে কি চুক্তি। বলছেন রাজনৈতিক মোকাবেলা করা হবে। এ,টি,টি,এফ, বলছে চুক্তি রূপায়ন করা কি চুক্তি ? এই দুর্নিতীবাজ সরকার এই সমস্যার সৃষ্টি করছে। যার ফলে ত্রিপুরাতে একটা ভযাভয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, অনুরোধ করছি আগামী ৩১শে অক্টোবরের আগে উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণের সময়সীমা বেধে দেওয়া হউক। ভাল কথা। সেই কারণে, আমি বলছি ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণের সময়সীমা বেধে দিয়ে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নিন। যাদের কথা বেশী

চিন্তা করেন, যাদের জন্য কান্না করছেন তাদের জন্য সত্যিকারের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন। এই জন্যই আমি এখানে প্রস্তাব এনেছি। আমি সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করব আমি এখানে যে প্রস্তাব এনেছি সেই প্রস্তাবকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করুন। এই বলেই ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS—Negatived

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর দাস। খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের হতে সময় খুব কম এবং আর একটি প্রস্তাব এখনও রয়ে গেছে।

শ্রীসুধীর দাস (সুরমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য অমল মল্লিক মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন যে, ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত উগ্রপন্থী সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা। উনার এই প্রস্তাবের মধ্যে সমস্যাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে বে-আইনী ঘোষণা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এই রকম কোন নজির বা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারলেন না। যদি তিনি এটা করতেন, তাহলে উনার যে প্রস্তাব এটা গ্রহণযোগ্য হত বলে আমি মনে করি। স্যার, এই সমস্যা আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা নয়। আজকে তা আন্তর্জাতিক সমস্যা। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ভয়ংকর সমস্যা হচ্ছে, উগ্রপন্থী সমস্যা এটা সকলের জানা। আমাদের রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যার জন্য আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। তেমনি ভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রেও আঘাত হানছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরেও উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাবেও উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ আমরা দেখি। যে সব ঘটনা ঘটছে তা খুবই মর্মান্তিক। আমাদের দুই জন প্রধানমন্ত্রী উগ্রপন্থীর হাতে নিহত হয়েছে। আজকে আমরা স্মৃতি অর্পণ করছি, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিংকে উগ্রপন্থীর হাতে জীবন দিতে হয়েছে। যেসব ঘটনা ঘটছে তা খুবই মর্মান্তিক। আমাদের দেশের দুই জন প্রধানমন্ত্রীকে উগ্রপন্থীর হাতে নিহত হতে হয়েছে। আজকে আমরা এখানে স্মৃতি তর্পণ করেছি, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিংকে উগ্রপন্থীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। আজকে যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিল্লীর শাসক শ্রেণী দেশ চালাচ্ছেন, ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে, কায়েমী শ্রেণীর স্বার্থে যে নীতি নিয়েছেন সেই নীতিতেই আজকে এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ ৪৭।৪৮ বছর ধরে এই নীতি চলছে। আজকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ দেশটাকে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা নিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল

রাজ্যের মধ্যেও এই উগ্রপন্থী কাজকর্ম খুব তীব্র। মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং আসামে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও বেশী মনিপুর, নাগাল্যাণ্ডে উগ্রপন্থীদের বে-আইনী ঘোষণা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। সমাধানের এটা রাস্তা নয় তা প্রমানিত হয়েছে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি, সেনা প্রধানরা বলেছেন, উগ্রপন্থী বে-আইনী ঘোষণা করে কি বা মিলিটারী বা পুলিশ দিয়ে তার সমাধান সম্ভব নয়। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবেলা করতে হবে। এই প্রশ্ন আজকে বিভিন্ন কায়দায় উপস্থিত হচ্ছে। এই প্রশ্নটা আজকে বিভিন্ন কায়দায় আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে। আমরা যতটুকু জানি এই রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যারা এই রাজ্যে উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছিলেন তারা একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়েই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ করে ১৯৮৮ ইং সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছিল। কাগজ পত্র তা পরবর্তী সময়ে প্রমান করে দিয়েছে যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটানোর পেছনে; উগ্রপন্থী তৈরী করার পেছনে কংগ্রেস, এবং টি, ইউ, জে, এস, টি, এন, ভি, কাজ করেছিল। ১৯৮৮ ইং সালের নির্বাচনের আগেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার বিজয় রাংখলকে চিঠি লিখেছিলেন যে আমাদের চুক্তি মত তোমারা যে মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং এই ভাবেই কাজ করে যাবে যাতে বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলায় জন্য আমরা রণকৌশলে সফল হতে পারি। এই ঘটনা শুধু আমাদের এই রাজ্যের মানুষই নয়, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ এই ঘটনা জানেন। আজকে উগ্রপন্থী দমন করার নামে বে-আইনী ঘোষণা করার সহজ রাস্তা যারা খোঁজার চেষ্টা করছেন সেই উগ্রপন্থীদের সৃষ্টির পেছনে এক সময় তাদের কালোহাত ছিল। ১৯৭৮ ইং সালে বামফ্রন্ট যখন প্রথম সরকারে অধিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই এই বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটা কৌশল করে এই রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী তৈরী করে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ নষ্ট করে দিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যকে উন্নত করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন; এ রাজ্যের মানুষ যাতে বামফ্রন্ট সরকারকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে না পারে, রাজ্যে যাতে একটা অস্থির পরিবেশ সব সময় বজায় থাকে, এই লক্ষ্যই তারা সেদিন নিয়েছিলেন এবং আজকে পর্য্যন্ত তারা এই কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আজকে আমি এই বিধানসভায় সবার কাছে আবেদন রাখতে চাই উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য, তাদের বে-আইনী ঘোষণা করে, তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে তাদেরকে সঠিক ফিরিয়ে আনার রাস্তা এটা না। তাদের প্রতি রাজনৈতিক সদিচ্ছার হাত প্রসারিত করতে হবে। আমি এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সমস্ত দলের সদস্যদের প্রতি বিশেষ করে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস সদস্যদের প্রতি আবেদন করব আপনারা যেভাবে রাজ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার জন্য উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছেন তারা এই জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকুন। তাহলেই আমাদের রাজ্যে শান্তির

বাতাবরণ আসতে পারে। সেই, দিক থেকে আমি বিরোধী দলের সমস্ত সদস্য মহোদয়দের প্রতি আমি আবেদন করব যে আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। প্রশাসন এবং জনগনকে একসাথে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এই আবেদন রেখে এবং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আমাদের হাতে আরও একটা প্রস্তাব আছে। সুতরাং, আপনি ২ | ৩ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় আজকে এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন যে ৩১ শে অক্টোবরের ১৯৯৫ ইং তারিখের মধ্যে রাজ্যে উগ্রপন্থী দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানে করা হোক। আমি উনাকে বলতে চাই যে ৩১ শে অক্টোবর, ১৯৯৫ ইং সালের মধ্যে উগ্রপন্থী দলকে বেআইনী ঘোষণা করে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করা যায়না। উনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে ফারাক আছে এটার ব্যাখ্যা করে আমি উনাদেরকে বুঝিতে দিতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীদের যে সমস্যা সেটা ২ | ১ দিনের সমস্যা না। এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। এবং এই উগ্রপন্থী সমস্যা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা না, এটা একটা জাতীয় সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন উগ্রপন্থী দল যে কাজকর্ম করছে তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম রূপায়ন করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে এটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা দেখছি সরকার এই উগ্রপন্থীদের মোকবিলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন। সরকার তার সদ-ইচ্ছার মধ্য দিয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন এটাই সবচেয়ে লক্ষনীয় জিনিষ। সরকার উগ্রপন্থীদের সমস্যার সমাধানের জন্য তাদের কাছে একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আইন কানুন না মেনে যারা জঙ্গলে গিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তাদের ঘরে ফিরে এসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার জন্য গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— সরকারের এই গুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়ার ফলে আমরা লক্ষ্য করেছি প্রায় আড়াই হাজার উগ্রপন্থী আমাদের সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্ত বিভিন্ন উগ্রবাদী দলদের তাদের স্বাভাবিক জীবনে

ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন কারন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরই তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য গুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং এই প্রস্তাব দেওয়ার ফলেই উগ্রপন্থীরা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পন করছে। আমাদের সরকারের পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন জায়গায় উগ্রপন্থী সমস্যা-সমাধানের জন্য কিছু সাফল্য এসেছে যেমন গণ্ডাছড়া কাঞ্চনপুর ধলাই জেলায় এবং অন্যান্য কিছু কিছু জায়গায়ও পুলিশ বাহিনী কিছু উগ্র পন্থীকে এ্যারেষ্ট করতে সাফল্য লাভ করেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা ঃ— কাজেই, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে সেটা যদি সঠিক ভাবে মোকাবিলা করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহার্য্য ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাব পাঠায়েছিলাম এই হাউস থেকে, তখন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থীর সমস্যা আছে বাস্তবে যদি সেই সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা সেটাকে স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের রাজ্য সরকারের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে মেনে নিযে সমর্থন জানাবেন। কারন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে পুলিশের যন্ত্রপাতি আছে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পুরানো মডেলের কাজেই আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদের রাজ্যের জন্য আনতে হবে। কিন্তু শুধু পুলিশের এ্যাকশানের মধ্য দিয়েই এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তারজন্য জনগণ এবং দলমত নির্বিশেষে সবাইকে গণতান্ত্রিকভাবে এগিযে এসে সাহায্য করতে হবে। কাজেই, ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে উগ্রপন্থীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, যেভাবে গণতান্ত্রিকভাবে করা যায় সেইভাবেই করা হোক। এই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, হাউস ত অ্যাক্সটেণ্ড করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে, অ্যাক্সটেণ্ড করুন। আমি বেশী সময় নেব না। ৫টা ৩০মিঃ পর্য্যন্ত করে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, তারপরে ত আর একটা প্রস্তাব আছে। ৫টা ৩০ মিঃ না দিয়ে যতটুকু সময় লাগে ততটুকুই অ্যাক্সটেণ্ড করা হল।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমাদের রাজ্যে উগ্রপন্থী নেই তা নয়, উগ্রপন্থী দল আছে, গ্রুপ আছে এবং এরা খুব সক্রীয়। তারা নানাভাবে রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে, আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানো, উন্নয়নের কর্মসূচীকে বানচাল করা তারজন্য তারা খুব সক্রীয়। প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে এই উগ্রপন্থীরা বিভিন্ন এলাকায় তারা মাটি পায় কোথায়? কোথায় তারা থাকে? এইটা কি সাধারন চোর ডাকাত যে একটা সময়সীমায় যাও ঘেরাও কর আটক কর এইটা হয়না। আজকে অল্পক্ষন আগে আমরা উপজাতি সমস্যা, ইনার লাইন পার্মিট নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে আলোচন করেছি। কি ভয়ঙ্কর বঞ্চনা, কি ধরনের অবহেলা, যার ভিতর দিয়ে ঘাটি তৈরী করা হয়েছে যে ঘাটির ভিতর দিয়ে উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ জন্ম নিয়েছে বিদেশী সহায়তায়, বিদেশীর মদতে টোট্যাল নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনের মধ্যে যে চক্রান্ত চলেছে, যে ষড়যন্ত্র চলেছে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে টুকরো টুকরো করে কিভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় তার চেষ্টা চলেছে। আজকে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পাঞ্জাবে কাশ্মীরে সমস্ত জায়গায় এইসব চলেছে। আমি এইসব রাজ্যের কথা আলোচনা করছিনা। রাজ্য সরকার একটা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে এই সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করেছে। আজকে ইনার লাইন পার্মিটের যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবও উগ্রপন্থী দমনের পক্ষে সহায়ক হবে। সমগ্র উপজাতি জনগণ সংখ্যালঘু জনগন, তাদের মনের মধ্যে যে আস্থার অভাব, যে অবিশ্বাস, সেই অবিশ্বাস দুর করতে না পারলে, আস্থার সৃষ্টি করতে না পারলে, তাহলে পরে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে। সেই আস্থা তাদের মনে সৃষ্টি করা দরকার। উত্তর পুর্বাঞ্চলের ৩টা রাজ্য সম্পূর্নভাবে ডিসটার্ব এরিয়া ডিক্লেরেশান দিয়ে আর্মি নামাতে হয়েছে। আজকে সেখানে টেকেল করতে পারছে না। সারা ভারতবর্ষের আর্মি জেনারেল তিনি এখানে গেছিলেন, তিনি বলে গেছেন রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। বিষয়গুলি বুঝতে হবে। আমরা রাজ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি সমগ্র সংখ্যালঘু বিশেষ করে উপজাতি অংশের জনগন তাদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করা। এইটা হচ্ছে, আজকে প্রধান কাজ। আজকে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা ইত্যাদি এই দৃষ্টিভঙ্গী কি কোন সমাধান? এবং আমি বলতে চাই মানুষের মনের মধ্যে যে বিশ্বাস, যে আস্থা সেটা ফিরিয়ে আনতে হবে। যারা বিভ্রান্ত এখনও, তাদের পেছনে যে ব্যাক্ গ্রাউণ্ড, পেছনের যে ভুমিকা, যে সমস্ত বিদেশী শক্তিগুলি কাজ করছে যে সমস্ত সংকীর্ন রাজনীতি সাহায্য নিয়ে, হতাশাগ্রস্থ রাজনীতির সাহায্য নিয়ে যেভাবে এই সমস্ত কাজ

করছে, এইটা সম্পর্কে যারা বিভ্রান্ত আছেন, সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের খুচিয়ে দেওয়া এইখানে এই রকম একটা প্রস্তার এইটা ভয়ঙ্কর। এইটা ঠিক নয়। এই পথ নয়। এই প্রস্তাব খারাপ দিকে নিয়ে যাবে, এইটা সারা রাজ্যে ক্ষতির সৃষ্টি করবে, এইটা ঠিক নয়, এইটা পথ নয়, আমরা রাজনৈতিক সমাধানে অল্প কয়েকদিন আগে কিভাবে কাজ করেছি সেই টি. এন. ভির আমল থেকে এখন পর্য্যন্ত। এখন তো সব উগ্রপন্থীর আউট.ফিল হিসাবে আধুনিকতম অস্ত্র নিয়ে যে এলাকা ডোমেনাইট করে বলে সকলের কাছে প্রচার খেদছড়া, রাঙ্গাইভেলী। সেই রাঙ্গাইভেলীতে আমি আমার সঙ্গে সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়েছিলাম, ওরা গিয়েছিল, মাঠে মাঠে সেখানে সোনার ফসল ফলতে শুরু করেছে। কি জমি কোথায় গিয়েছে সেখানে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে সেখানে রাস্তা ঢুকবে। বামফ্রন্ট সরকার শুরু করেছিল, কিন্তু সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। আশার সঞ্চার হচ্ছে, আত্মবিশ্বাস শুরু হচ্ছে। আমি সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছি, বেনীফিসারীরা বলছে আর জুম করতে যাব না এই মাটিতে, একবার এই মাটিতে যে ফসলের সন্ধান পেয়েছি এই ফসল আমরা যেন চাষ করতে পারি। আর এক প্রশ্নের উত্তরে ওরা বলেছে উগ্রপন্থী আসে কিন্তু আমাদের যে একতা গড়ে উঠেছে, কর্মসূচী ভিত্তিক আমাদের যে একতা, এই একতাকেই রক্ষা করার জন্য পাহাড়ী বাঙ্গালী একতা হয়েছে। ওখানে যেসব অফিসাররা কাজ করছেন তাদেরকে কে রক্ষা করছেন, উপজাতি ভাই বোনরা একসঙ্গে মিলেমিশে পাহারা দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করছে। ওদের কথা, কোন উগ্রপন্থী আক্রমণ করতে পারবে না আমরা চাই উন্নয়ন। এই যে ঐক্য, এই ঐক্যকে তারা চোখে দেখে না। এদিকে তাদের লক্ষ্য নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে ময়দানে মিছিল করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও টাকা চেয়ে যে দাবী সেই দাবী থেকে যারা দূরে সরে থাকে এইটাকে যারা সমর্থন করেন না, যারা চান ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আরও বেশী কাবু হয়ে যাক আরও বেশী অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হোক ত্রিপুরা রাজ্যে, যারফলে এখানে কোন ফোর্স দেওয়া হবে না, এখানে কোন টাকা দেওয়া হবে না। উন্নয়নের খাতে সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা আমাদের পরিকল্পনা বরাদ্দ ছিল সেই টাকাকে কেটে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ২৯৫ কোটি টাকার বেশী হবে না। এই রকম ধরনের বরাদ্দকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটা দপ্তরের বাজেট বরাদ্দকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। যারা এইগুলি চোখে দেখে না খালি উস্কানী দেয় উগ্রপন্থী এই করছে ঐ করছে। কি হবে এই প্রস্তাব দিয়ে ? এই প্রস্তাব-এ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে উগ্রপন্থীদের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাটি হারিয়ে ফেলছে উগ্রপন্থীরা, জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তারা মরবে না তাদের বিদেশী শক্তি আছে। তাদেরকে এ কে ৪৭ সাপ্লাই দেয়, মেশিনগান সাপ্লাই দেয়, এল, এম, জি সাপ্লাই দেয়, এই রকম করে বাইরে থেকে ট্রেনিং দিয়ে, সেই ট্রেনিং হয় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানার বাইরে অন্য দেশের মাধ্য। সেই ট্রেনিং সম্পর্কে সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্ট পর্য্যন্ত আর্মি পর্য্যন্ত তার রিপোর্টের মধ্যে উপস্থিত করে রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী একটা কথাও বলেন নি, একটা শব্দও উচ্চারণ

করেন নি। এগুলি সম্পর্কে কোথায় বিরোধী পক্ষ তাদেরইতো দল, তাদেরইতো দলের নেতা, তাদেরইতো সভাপতি একটা কথাও তো বলেননি। আর এদিকে এখনো প্রস্তাব তুলেছেন ৩১ শে অক্টোবর... ... ... এইখানে প্রস্তাব তোলেছেন ৩১শে অক্টোবর এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে সারা রাজ্যের মধ্যে চারদিক থেকে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যে সমস্ত যুবকরা উগ্রপন্থার মধ্যে চলে গিয়েছিল তাদের বিরাট অংশ যখন ছোটে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায়, তখন তারা বলছেন ওদের বন্ধ করে দাও, ওদের আটক করে রাখ। এইতো কোথাও কোথাও তারা এইটা বলেছেন। এইতো একটু আগে মাননীয় সদস্য অমলবাবু এই কথা বললেন। কি তাদের বক্তব্য এইটা নাকি নাটক, ড্রামা হচ্ছে। এই যে সারেণ্ডার এইটা নাকি ড্রামা। হ্যাঁ, ইটা উনাদের কাছে ড্রামা। এইভাবে একটা একটা করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তারা এইটাকে ড্রামা হিসেবেই ছাপান। আমি এইজন্য সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়েছিলাম খেদাছড়াতে যে দেখ এইটা কি ড্রামা। তখন তারা সকলে মিলে চোখ কচলে বললেন যে না এইটা বাস্তব সত্য মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ড্রামা নয়। আজকে সারা রাজ্যে এখন পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পন করেছেন কতজন তাদের সর্তগুলি কি? খোলামেলা কথাবার্তা বলুন, আমরা গোপন করে কথাবার্তা বলি না। এ, টি, এফ, ১৬৩৫ জন স্যারেণ্ডার করেছেন। এ, টি, টি, এফ, এর সম্পূর্ণ দল উগ্রপন্থা ত্যাগ করে এই ১৬৩৫ জন যুবক তাদের সম্পূর্ণ দলকে বাতিল করে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। আর উগ্রপন্থার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এইটা কি ড্রামা? এন, এল, এফ, টি স্যারেণ্ডার করেছে ১৭২ জন। ড্রামা? এ, টি, টি, ভি, এফ, এস, ডি, এফ, টি, টি, টি, ওয়াই এফ, টি, টি, ভি, এফ, এইখানে মাননীয় সদস্য রবিবাবু আছেন উনি তো এখন টি, ইউ, জে, এস এর নেতা পদাধিকার বলে এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা সমীরবাবুও আছেন উনিও যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তাদের উগ্রপন্থা চালিয়ে যাবার জন্য সহায়তা করেছেন। এইখানে এ, টি, টি, ভি, এফ, সারেণ্ডার করেছে ৯১ জন, এস, ডি, ১১৬ জন, টি, টি, ওযাই, এফ, ১৪৪ জন, টাইগার ১৭২ জন, টি, টি, এফ ২৮ জন, টি, আর, এ, ৪ জন, সেংক্রাক সারেণ্ডার করেছে ৪৮ জন, টি, টি, এ, ৪৪ জন, টিইউ, এস, এস, জি, ২০ জন, এ,টি, ভি, এফ,-৫১ জন। মোট সারেণ্ডার করেছে ২,৮৪৮ জন। এই যে লোক এরা সমগ্র উপজাতিদের শত্রু করেছেন, সমগ্র উপজাতিদের সর্বনাশ করেছে। কয় হাজার, মানে এই মুহূর্ত্তে ২৪০০০ উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে উচ্ছেদ করেছেন। ফরেষ্টের নাম করে। একটার পর একটা এলাকায় থেকে তাদের উচ্ছেদ করেছেন। সোস্যাল ফরেস্টি করেছিলেন, সেখান থেকেও তাদের উচ্ছেদ করেছেন আপনারা আপনাদের পাঁচ বছরের রাজত্বে। ঠিক এই রকম করে সমগ্র উপজাতি জনগণের জন্য সর্বনাশ করেছেন। আজকে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা, এইটাই হচ্ছে বড় কথা। আমরা মনে করি উগ্রপন্থী এইটা হচ্ছে রাজনৈতিক শুধুমাত্র কয়েকটা বন্দুক থাকলেই নয়, তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই যুবকদের বিভ্রান্ত করে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। আজকে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন তারা এক সময় টি, ইউ, জে, এস, এবং পরে কংগ্রেস করতো এবং

তারপর আস্তে আস্তে উগ্রপন্থায় পরিচালিত হয়ে আজকে সেখান থেকে মুক্ত হয়ে তারা ফিরে আসছেন। প্রত্যকটি ইন্টারোগেশনে একটার পর একটা করে এইটা প্রমাণিত হচ্ছে।

স্যার, আমি বলতে চাই যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে আজকে জনগণের একটা বিশ্বাস ও আস্তা সৃষ্টি করতে পেরেছে। একটা জনপ্রতিষ্ঠিত সরকার তার প্রতি যে আস্থা তার প্রতি যে জনগণের বিশ্বাস সেটা বিগত পঞ্চায়েত ইলেকশনে এবং তারপর এ, ডি, সি-র ইলেকশনেই প্রমানিত হয়েছে। কি বিরাট আস্তায়ে এই সরকার আজকে আজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠীত করার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। এইটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য, এইটাকে কারোর অস্বীকারকরার উপায় নেই।

স্যার, এই যে মানুষের আস্তা, তার সঙ্গে যখন আমরা উন্নয়নের সর্মসুচীকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি, উন্নয়নের কর্মসুচী গ্রামে গ্রামে ঢুকেছে। তার পাশাপাশি এইটাতে তো চোর ডাকাত আছে এই বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত এই সমস্ত উগ্রপন্থী আউটফিট্ এইগুলিতে আছে তারা নামারকম দুর্ঘটনা করানোর জন্য চেষ্টা করে। তারজন্য আমাদের ফোর্স দরকার। যথেষ্ট শক্তির দরকার। রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর পুলিশের যে শক্তি, আর্মসের যে শক্তি, সেখানে আমাদের আর্মসের শক্তির মধ্যে রয়েছে দুইটি টি, এস, আর, ব্যাটেলিয়ন। এ ছাড়া আমাদের আর কোন আর্মস শক্তি নেই। এই দুইটি টি, এস, আর, ব্যাটেলিয়ন দিয়ে রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত আক্রমন এই ধরনের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ এইটা বন্ধ করা যায় না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি বার বার। এবং কেন্দ্রীয় সরকার বারবারই সেটাকে অগ্রাহ্য করে চলছে। আমাদের রাজ্যে হিসেব করে দেখা গেছে কম করেও ৫৪ কোম্পানী সি আর, পি, এফ, বা প্যারা-মিলিটারী ফোর্সের দরকার।

আমরা হিসেব করে দেখেছি যে আমাদের রাজ্যে কমপক্ষে ৫৪ কোম্পানী সি.আর.পি,এফ অথবা প্যার মিলিটারী দরকার। স্যার, ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ পর্য্যন্ত সমগ্র বর্ডার রক্ষা করার জন্য ১১ ব্যাটেলিয়ান বি.এস.এফ ছিল। সিলেট ও চট্রগ্রামে উগপন্থীদের আশ্রয় শিবির ছিল। যখনই আমাদের জোওয়ানরা এনকাউন্টার করছে তখনই তারা ঐ স্থানগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল বর্ডার সিল কর বর্ডার সিল কর। কে বর্ডার বন্ধ করবে। এখান থেকে এটা গিয়ে পৌছেছে মাত্র ৬ ব্যাটেলিয়ানে ১৯৯৪-৯৫-এ। মঝখানে ৫ ব্যাটেলিয়ান ছিল। তারপর হৈ চৈ করার পর আরো এক ব্যাটেলিয়ান এখানে এসেছে। ১৯৮৮-৮৯ পর্য্যন্ত আসাম রাইফেলস এখানে ছিল ১৭ কোম্পানী। ১৯৯০,তে সেটা ছিল ১৮ কোম্পানী। ১৯৯১-৯২-তে ১৩ কোম্পানী। ১৯৯৪-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ কোম্পানী ছিল। তারপর সেই ৭ কোম্পানী তুলে তুলে নিয়ে গেল। তখন ত্রিপুরা রাজ্যে আসাম রাইফেলস্ সেই। ৯৮৮ সালে ৩৩ কোম্পানী সি.আর. পি.এফ। ১৯৯১ সালে সেটা হল ২২ কোম্পানী। আস্তে আস্তে সেটাও কমতে শুরু করল এই রাজ্যে। বিভিন্ন কনফারেন্সে এই ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার পর এখন ৩০ কোম্পানী সি,আর,পি,এফ, এই রাজ্যে রয়েছে। অরুনাচলের ইলেক্শানের জন্য ৫ কোম্পানী সি.আর.পি.এফ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বিহারের

নির্বাচনের জন্যও এখান থেকে জোওয়ানদের পাঠানো হয়েছিল। এইভাবে কমানো হচ্ছে। আমরা দাবী করছি আরও দেওয়ার জন্য এখনো, যে সমস্ত উগ্রপন্থী কর্যকলাপ চলছে সেগুলি প্রতিরোধ করার জন্য। যেখানে একটা পেট্রোল ফোর্স দেওয়া উচিৎ সেখানে আমরা কিছুই দিতে পারছি না। ফোর্স কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ব্যাপারে দাবী জানাচ্ছে রাজ্য সরকার। আমরা চাই উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের কর্মসূচী অনুসারে আরো সাহার্য্য করো। আমরা যে সকল ব্যবস্থা নিচ্ছি সেই ব্যবস্থাগুলিকে সহযোগিতা কর। পাশাপাশি আমাদের শক্তি দাও। ত্রিপুরা পুলিশের মর্ডানাইজেশ করার জন্য ১৯৯১ সালে সমীর বর্মণ যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন প্রস্তাব গিয়েছিল কেন্দ্রে। কিন্তু সেইমাত্র বামফ্রন্ট সরকার আসল তখন থেকেই সেটা কোল্ড স্টোরেজে ঢুকল। ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার সেই প্রস্তাব এখন পর্যান্ত আটকে আছে। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী নাগাল্যাণ্ড, আসাম ও মেঘালয় কেউ ১০ কোটি, কেউ ৮ কোটি আবার কেউ ১৪ কোটি সাহায্য পেয়েছেন একই ব্যাপারে। আমরা বার বার দাবী করছি অবিলম্বে দাও।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি কনক্লোড করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— কাজেই স্যার, এই যে প্রস্তাব সেটা আসলে সমাধান করার জন্য কোন প্রস্তাব নয়। যেভাবে আমরা উগ্রপন্থী মোকাবেলা করছি এই প্রস্তাব সেটা মোটেই সহায়ক নয়। বরং আরও উস্কিয়ে দেওয়া ও বিভ্রান্তি করা। কাজেই, এই প্রস্তাব তুলে নিন। রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা করুন। যারা এখনও বিপথে আছে, বিভ্রান্ত হয়ে আছে তাদের ফিরে আসতে সহায়তা করুন। যাতে আমরা একটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সারা রাজ্যের ঐক্যকে পাহাড়ী বাঙ্গালীর ঐক্যকে আরও দৃঢ় করতে পারি জাতীয় ঐক্যকে আরও দৃঢ় করতে পারি সারা ভারতবর্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি এইটুকু বলে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো,

এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দিনের পর দিন উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বৃদ্ধির কারণে রাজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থা, জনগণের নিরাপত্তা সম্পুর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই এই সভা সর্বসন্মতভাবে প্রস্তাব করছে যে, এই রাজ্যের জনগনের নিরাপত্তা, রাজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে রাজ্য সরকার যেন আগামী ৩০ শে অক্টবর ১৯৯৫ই সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত উগ্রপন্থী দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং উগ্রপন্থী দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা হ্যাঁ বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা না বলবেন।

আমি মনে করি যারা না বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব রিজিউলিশানটি বাতিল হলো।

মিঃ স্পীকার ঃ অন্য আর একটি রিজিউলিশান আছে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি অতি সংক্ষেপে জাষ্ট মন্ত্রের মতো পড়ে শেষ করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্যকে অতি সংক্ষেপের চেয়ে আরও সংক্ষিপ্ত করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রস্তাবটি হলো, "এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরার বৈধ ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্র প্রদানের কাজ আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করুন।"

স্যার, আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে উনারা বার বার বলেছেন গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য বিভিন্নভাবে কলাকৌশল এরা অবলম্বন করেছেন। যেখানে নির্বাচন কমিশন মিঃ সেশন সারা ভারতবর্ষে ঘোষণা করেছেন সচিত্র পরিচয় পত্র দিয়ে যাতে পরবর্তী নির্বাচন করা হয়। এই নির্দেশ আমাদের ত্রিপুরাতেও এসে গেছে। এবং সেই মেশিন ক্রয় করার জন্য যেটা জোটের সময়েও সেই মেশিন ক্রয় করার জন্য ৮০ লক্ষ টাকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এবং ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে করার জন্য অলরেডি এ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। কাজেই, আমরা দেখছি এইভাবে গণতান্ত্রকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যেমন রাজস্থান কর্ণাটক, উড়িশ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ বিভিন্ন জায়গায় নয় মাস আগেও যেখানে নির্বাচন হয়ে গেল কোন কোন জায়গায় সচিত্র পরিচয় পত্র দিয়ে নির্বাচন হয়ে গেছে। কাজেই, ভারতবর্ষের একটা অঙ্গরাজ্য এই ত্রিপুরা যেহেতু আমরা ভারতবাসী তথা ত্রিপুরাবাসী সেই আইনকে রক্ষা করার জন্যই আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি যাতে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হয়। কারণ, এই সরকার আসার এক বছরের মধ্যে আমরা দু দুটি নির্বাচন দেখেছি বিগত ১৯৯৩-৯৪ ইং সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং জেলা পরিষদ নির্বাচন। এই যে ১৯৯৫ ইং সালের জুলাই মাসে আমরা এ,ডি,সি, নির্বাচন দেখেছি, সেখানে কি দেখলাম স্যার ? গণতন্ত্রকে রক্ষা করার নামে গণতন্ত্রকে বুকের বাতাস বলে এবং বিভিন্নভাবে প্রচার চালিয়ে আমরা দেখেছি সেখানে যারা সঠিক ভোটার তারা তাদের ভোটাধীকার প্রয়োগ করতে পারেনি। একটি মাত্র উদাহরণ আমি দিতে চাই আমাদের আগের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সে ভোট দিতে পারল না। তাঁর পরিবারের কেউ ভোট দিতে পারল না। তাদের গোটা পরিবারে ৬ জন ভোটার রয়েছে একজনও ভোট দিতে পারল না। তাঁর বাবা মা, তাঁর ছোট ভাইয়ের বউ তারা যখন ভোট দিতে গেল তখন তাদের ঢুকতে দেওয়া হলো না। প্রাক্তন মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, তার স্ত্রী, তার মা, বাবা, তার ছোট ভাইয়ের বউ

তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হল না। তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের উপর হামলার ভয়ে নগেন্দ্র জমাতিয়া পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে তাদের নামের পাশে টীক মার্ক দেওয়া আছে। এর অর্থ হল তাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তারা ভোট দেয়নি অথচ তাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। এই হল নির্বাচন। এই হল অবস্থা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আপনি যখন বলেছেন, আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করব। দার্জিলিং-বাড়ী একটা ভোটকেন্দ্র। সেখানে ভোটার আছে মোট ৬০০ জন। সেই দার্জিলিং বাড়ী থেকে ৯ কি, মি, দূরে কাঁঠালিয়াবাড়ী—তাদের সেখানে গিয়ে ভোট দিতে হল। অথচ সামনে দুইটি ভোট সেন্টার রয়েছে। ভক্তিরামবাড়ী ও কঙাইবাড়ী, সেই দুইটি ডিঙ্গিয়ে গিয়ে তাদের দার্জিলিংবাড়ী ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে হয়েছে। তাহারা সবাই প্রায় ২০০ জন ভোট দিতে যাচ্ছিল তখন উগ্রপন্থীরা তাদেরকে গুলি করে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা সকলেই ভয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। কেউ আর ভোট দিতে সাহস করেন নাই। সুতরাং, এই ২০০ ভোটারের ভোট দেওয়া হল না। এখন দেখা যাচ্ছে যে ৬০০ জন ভোটার আছে তাদের মধ্যে ২০০ জন ভোটার ভোট দিতে পারে নাই, তারা ফিরে এসেছে অথচ দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ভোট পড়েছে ৪২০টা, এটা কি করে সম্ভব হয়েছে। এটা এই এ,ডি,সির নির্বাচন হয়েছে। কাজেই, এই জিনিষগুলির যাতে পুনরাবৃত্তি না হতে পারে তার জন্যই ভোটারদের জন্য সচিত্র পরিচয় পত্রের দরকার। কিন্তু অতিতে কি হয়েছে তা এখন দেখার বিষয় নয়। আপনারা কি করছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা এইভাবে বাধার সৃষ্টি করবেন না। উনাকে বলতে দিন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— নির্বাচন কমিশন তো আগে এই রকম কোন নির্দেশ দেননি যে ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্র দিতে হবে। এখন যেহেতু দিয়েছেন তা পালন করার জন্য যাতে সরকার তৎপর হল আমি সেই অনুরোধ রাখছি। এই কিছুদিন আগে হাইকোর্টে রায় দিয়েছেন পৌর নির্বাচন এর ক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌর নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনেও যাতে এই রকম ঘটনা না হয় তারজন্যই এই ভোটারদের সচিত্র পরিচয় দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এই পৌর নির্বাচনে সত্যিকারের ভোটাররা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তারজন্যই ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে পরিচয় পত্র দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— রতিবাবু আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এই ৩১ এ ডিসেম্বরের মধ্যে যেহেতু পৌর নির্বাচন করতে হবে, এই রকম যেহেতু নির্দেশ দেওয়া আছে সেইহেতু আমি এই সরকারের কাছে আবেদন করতে চাই যাতে সবাই একমত হয়ে ৩১ এ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিচয় পত্র দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন। লোকসভা নির্বাচন তো অনেক পরে হবে। আগে তো পৌর নির্বাচন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগন ইন্টারেপশান করবেন না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সকল ভোটারদেরকে আপনারা বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এখানে হাসি তামাসা করার জায়গা নয়। মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আপনারা ব্যবস্থা করেননি। এই মানুষিকতা আপনাদের তৈরী হয়নি। আপনারা আগে সেই মানুষিকতা তৈরী করুন এখানে বসে বসে হাসির তামাসা করবে আর অন্য দিকে রাজ্যের হাজার হাজার মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। এখানে খোদ আগরতলাতে মানুষ ভোট দিতে পারছে না। আর আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনরোধ করছি যে, এখানে আগামী পৌরসভার নির্বাচনের আগে সচিত্র পরিচয় পত্র পদানের কাজ যাতে শেষ হয় সেই দিকে যত্নবান হউন। আশাকরি হাউস আমার সংঙ্গে একমত হবেন এবং আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে এই কাজ শেষ হয় সেই জন্য সর্বসন্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের নির্বাচন মন্ত্রীকে সচিত্র পরিচয় পত্র প্রধানের কাজের প্রস্তুতি চলছে। এতদউদেশ্যে দর পত্র আহ্বান করা হয়েছে একং কযেকজন উন্নত মানের দর দাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দরদাতার নাম বাছাইয়ের কাজ চলছে। অ্যাড্ভাইজারী কমিটি এই সম্পর্ক মুল্যায়ণ করবে। শীঘ্রই এই প্রস্তুতি পর্ব শেষ হবে বলে আশাকরা যায়। ১৯৯৫ সালের ভোটার তালিকার প্রস্তুতি এবং ছাপার কাজ নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী ৪ঠা নবেম্বরের পুবে শেয় হবে না। ফটোসহ পরিচয়পত্র প্রধান করতে হবে সর্বশেযে ভোটার তালিকা অনুযায়ী। এই ভোটার তালিকা অবশ্য প্রয়োজন। কাজেই, প্রস্তাব অনুসারে ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সময় সীমা বেধেঁ দেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার দ্বারা এই কাজ যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য বিরুধীদের সহযোগিতা দরকার রাজ্য সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সংঙ্গে এগিয়ে চলছেন। কাজেই, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য অনাথায় পরিচয় পত্র প্রদানের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন এই প্রস্তাব ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরায় ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্র প্রধানের কাজ আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে (১৯৯৭) সম্পুন্ন করতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুণ।

(অতঃপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে বাতিল হয়ে যায়।)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

ANNEXURE- "A"

Admitted Starred Question No. 20

Name of Member :— Shri Madhab Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State.

Questions	Answers
১) সারা রাজ্যে কয়টি এস,ই, সেণ্টার S E.W. নেই ? (বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব)।	বর্তমানে সারা রাজ্যে মোট ৩৪টি এস, ই, সেণ্টারে S.E.W. নেই। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :— ক) সদর (বিশালগড়) ১০টি খ) বিলোনীয়া ৬টি বগাফা ২ বিলোনিয়া ৪ গ) কৈলাশহর ৫টি ঘ) কমলপুর ১৩টি ------ ৩৪টি
২) যে সকল এস, ই, সেণ্টারে S.E.W. নেই, সেগুলিতে S.E.W. দেওয়ার কি ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করা হয়েছে	ঐ সেণ্টারগুলোতে শীঘ্রই S.E.W. দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

Questions	Answers
৩) ব্যবস্থা না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ করা হবে ?	সেপ্টেম্বর মাসের মাঝেই S.E.W. দেওয়া হবে এ ব্যপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Addmitted Stait:d Question No- 67

Name of Nembea : - Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১) এ. ডি, সি, এলাকায় ভিলেজ কমিটির নির্বাচন কবে পর্য্যন্ত করা হবে ?	১) এব্যাপারে কোন প্রস্তাব আসেনি।
২) নির্বাচনের পূর্বে বে-আইনি উন্নয়ন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	২) বিষয়টি জেলা পরিষদের, রাজ্য সরকারের নয়।

Admitted Stsrred Question No- 69

Name of Member :— Sri Madhab ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Lripura Welfare Department be wleased to State

১) ইহা কি সত্য যে জুট আমলে এ, ডি, সি, এলাকায় প্রচুর ভুয়া ঠিকাদারী কাজ হয়েছে যার ফলে এ, ডি, সি, প্রচুর টাকা ঠিকাদারদের নিকট দেনা, এবং	১) এখন পর্য্যন্ত এ ধরনের কোন তথ্য নেই।
২) যদি সত্য হয়ে থাকে টাকার পরিমান কত, (জেলা ভিত্তিক হিসাব,)	২) প্রশ্ন উঠে না

Admitted Started Question No—82

Name of Member— Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be please to State—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, জোত ভূমিতে ফরেষ্ট দপ্তর থেকে গাছের বাগান করার পরিকল্পনা আছে।

২) সত্য হইলে উক্ত পরিকল্পনাটির বিস্তৃত বিবরণ,

৩) বর্তমানে গাছ ও রাবার থেকে বৎসরে আয় কত ?

১। জোত ভূমিতে ফরেষ্ট দপ্তর থেকে গাছের বাগান করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ম প্রশ্নের উত্তরের পর এই প্রশ্ন আসে না।

৩। ১৯৯৪-৯৫ ইং সনের গাছ থেকে বন দপ্তরের ১, ২০, ২৩, ০৯৭ টাকা আয় হয়।

রাবার থেকে বন দপ্তরের কোন আয় হয় না। টি, আর, পি, সি এবং টি, এফ. ডি, সি, যুক্ত ভাবে ১৯৯৪-৯৫ সনে ৫. ১৫, ৪৩. ৭৭৩, ৯০ টাকার রাবার বিক্রয় করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 83

Name of the Hon'ble Member :— Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State—

Question	Answer
১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে আরো অঙ্গনাদি সেণ্টার এবং বালোয়ারী সেণ্টার নূতন স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	১) ক) হ্যাঁ, নূতন আরও ৬৭৪টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। খ) নূতন কোন বালোয়াড়ী কেন্দ্র খোলার জন্য আপাতত সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 105

Name of M.L.A. : Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be to State

Queition

১) কাঞ্চনপুর মহকুমায় কলেজ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি না থাকে তাহলে তাহার কারণ এবং

৩) আর যদি থাবে তবে, কাবনাগাদ কাজকর্ম আরম্ভ করা যাবে বলে আসা করা যায় ?

Answer

১) বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২) অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No 110

Name of M.L.A. :— Sri Amal Mallik

Will the Hou'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to State

Qnestion

১) ১৯৯৩ ইংসনের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৬ই জুন ১৯৯৫ সনপর্যান্ত শিক্ষা দপ্তরের অধীন কত সংখ্যক শিক্ষক কর্মচারী বদলী হয়েছেন এবং

২) এতে কতজন নিজের সুবিধার্থে এবং কতজন পাব্লিকের সুবিধার্থে (পাব্লিক ইন্টারেষ্ট) বদলী হয়েছে (তার আলাদা আলাদা হিসাব)

Answer

১) ৩,৩৬৬ জন বদলী হয়েছেন।

২) ২,৬৭২ জন (জনস্বার্থে) ৬৯৪ জন (নিজ সুবিধার্থে)

Admitted Starred Question No--111
Name of M.L.A :— Shri Amal Mallik
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to State;—

Qusetion

১) ১৯১৩ ইংসনের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৬ই জুন ১৯৯৫ ইং সন তারিখ পর্যন্ত রাজ্য কয়টি নতুন জে. বি, স্কুল খোলা হয়েছে ?

২) উক্ত সময়ের মধ্যে কয়টি জে, বি, কে এস, বিতে. কয়টি এস, বি, কে হাই এবং কয়টি হাইকে এইচ. এস, এউন্নীত (আপগ্রেডেশনা) করা হয়েছে ? (তার আলাদা আলাদা হিসাব)।

Answer

১) ১৯৯৩ ইংসনের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৬ই জুন ১৯৯৫ ইংসন তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি নতুন জে, বি, স্কুল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২) উক্তসময়ের মধ্যে রাজ্যে মোট ২৫ (পঁচিশ) টি জে. বি. স্কুলে উন্নীত (আপগ্রেডেশান) করা হয়েছে, ২৮টি এস. বি. স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত (আপগ্রেডেশান) করা হয়েছে এবং ১৩টি (তের) হাইস্কুলকে এইচ. এস. স্কুলে উন্নীত (আপগ্রেডেশান) করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No--123
Name of Member : Shri Ashok Deb Brama
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে এ, ডি, সি, এলাকাতে অ-উপজাতিদের ভূমি বন্দোবস্তের অনেকগুলি আবেদনপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, এবং	১) হ্যাঁ,

Question	Answer
২) যদি থাকে, তবে কবে পর্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ?	২) ক) ৬৭৪টি নূতন অঙ্গনাদী কেন্দ্র খোলার জন্য সম সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং সম সংখ্যক হেল্পারের নিযুক্তির জন্য পদ সৃষ্টি করার বিষয়টি বর্তমানে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। অর্থদপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই এই নূতন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি খোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি নূতন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র খোলার জন্য স্থান নির্বাচনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। খ) বালোয়াড়ী কেন্দ্র খোলার জন্য পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শিশু ওমায়েদের জন্য প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদি বালোয়াড়ী কেন্দ্রেও সম্প্রসারিত করার বিষয়টি সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No—94

Name of Member :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যে কত একর পরিমান জমিতে রাবার চাষ হচ্ছে ? সরকারী ও বে-সরকারী পরিচালনাধীন বাগানের আলাদা হিসাব।

২) সরকারী পরিচালনাধীন বাগানগুলিতে গড়ে প্রতি বৎসর উৎপাদিত রাবারের পরিমান কত ?

৩) বে-সরকারীভাবে যারা রাবার চাষ করছেন তাদেরকে সরকার কোন সাহায্য করেছেন ?

৪) এস,সি, এবং এস,টি, অংশের কোন বেকার যুবক যদি রাবার বাগান করতে চান তাহা হইলে সরকার তাদেরকে কোন বিশেষ সাহায্য করেন কিনা ?

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ২১,০০০ (একুশ হাজার) হেঃ ভুমিতে রাবরে বাগান আছে। সরকারী ও বেসরকারী রাবার বাগানের পরিমান নিম্নরূপ :

ক) সরকারী পরিচালনাধীন রাবার বাগান (৯৫-৯৬ অবধি) টি,এফ,ডি,পি,সি, ও টি,আর,পি,সি, এবং রাবার বোর্ডের নিজস্ব বাগান ১২,২২৭,৭২ হেঃ।

খ) বে-সরকারী পরিচালনাধীন রাবার বাগানের আনুমানিক পরিমান, ৮,৭৭২,১৮ হেঃ।

২) সরকারী পরিচালনাধীন রাবার বাগানগুলি (টি,এফ,ডি,পি,সি, এবং টি,আর,পি,সি,) গত ৩ (তিন) বৎসরে ড্রু গড় উৎপাদন ১৪,১৭ মেট্রিক টন।

৩) বেসরকারী ভাবে যারা রাবার চাষ করছেন, তাঁদেরকে রাবার বোর্ড নির্দিষ্ট হারে অনুদান দিয়ে থাকেন। ইহা ব্যতীত, রাজ্য সরকার ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর ও তপশীলি জাতি এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানায় রাবার বাগান করার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। এস,সি, এবং এস,টি অংশের কোন বেকার যুবক রাবার বাগান করতে চান, তাহা হইলে তাহারাও অনুরূপভাবে পূর্ব উল্লিখিত পরিকল্পনায় রাবার বোর্ড এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য পাবেন।

Admitted Starred Question No. 100

Name of M.L.A. :— Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

Question

১) ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

২) যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাত বাস্তবায়ীত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) যদি এই ধরনের পরিকল্পনা না থাকে তবে এবিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা নেওয়া হবে কিনা ?

Answer

১) ১৯৯৪-৯৫ ইংসনে কাঞ্চনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালযের প্রাথমিক বিভাগে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২) প্রশ্ন আসেনা।

৩) ঐ।

প্রশ্ন	উত্তর
২) যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি ?	২) যে সমস্ত অ-উপজাতি আবেদন কারীর নাম ১৯৭১ ইং সনের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি বন্দোবস্তের নিয়মাবলীর বহির্ভূত তাদের আবেদন পত্র অনুমোদন দেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 124
Name of Member :-- Shri Ashok Deb Barma
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Dedartment be pleased to State

প্রশ্ন	উত্তর
১) উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য কোন্ কোন্ অঞ্চলের কতটা উপজাতি পরিবারও নিজ বাসভূমিও বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে,	১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২) তাহাদের মধ্যে এ পর্যন্ত কয়টা পরিবারের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, (কোন্ কোন্ স্থানে কত পরিবান) এবং	২)
৩) ইহা কি সত্য, উগ্রপন্থী কার্যকলাপের ফলে অনেক উপজাতি পরিবার ত্রিপুরা হইতে রাজ্যান্তরী হইতে বাধ্য হইয়াছে ?	৩)

Admitted Starred Question No. 123
Name yf M.L.A :-- Shri Makhan Lal Chaktraborty
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Ebucation Department be dleased to State :

Question

১) রাজ্যে নুতন করে স্কুল বোর্ডিং নির্মান করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,

২) থাকিলে কতগুলি ও কোথায় কোথায় নির্মান করা হবে, (এস,টি, ও এস সি, আলাদা আলাদা হিসাব)

৩) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত আমপুরা হাইস্কুলের বোর্ডিং ও সুপারিণ্টেণ্টে এর কোয়াটরের নির্মান কাজ শেষ করে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৪) কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসের বাউণ্ডারী ওয়াল সহ ভিতরের পাটিশান নির্মান করে বোডিংটির উন্নতি সাধন করা হবে কিনা ?

Answer

১) হ্যাঁ, আছে।

২) নিম্নলিখিত স্কুলগুলিতে বোর্ডিং হাউস নির্মান করার পরিকল্পনা আছে। তারমধ্যে এস,টি, ৬টি এবং এস, সি, ৩টি।

এস,টি,

ক) কাতলামারা হাইস্কুল (৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি, বালক)

খ) বড়কাঁঠাল হাইস্কুল (৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি, বালক)

গ) হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি, বালক)

ঘ) বাগমা সমতলপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি, বালক)

ঙ) যতনবাড়ী উঃ মাঃ বিদ্যালন (৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি, বালক)

চ) মনুঘাট উঃ মাঃ বিদ্যালয় (৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি; বালক)

এস,সি,

ক) মহারাণী তুলসীবতী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় (১০০ আসন বিশিষ্ট এস.সি, বালক)

খ) বোধজং উঃ মাঃ বিদ্যালয় (জগন্নাথ বাড়ী রোড) (১০০ আসন বিশিষ্ট এস,সি, বালক)

গ) সাক্রম উঃ মাঃ বালিকা বিদ্যালয (২০ আসন বিশিষ্ট এস,সি, বালিকা)

৩) খোয়াই মহকুমার হাইস্কুলের ২০ আসন বিশিষ্ট এস.টি, বোর্ডিং হাউসের নির্মান কাজ শেষ হইয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেটের কোয়াটার ও বাউণ্ডারী ওয়ালের নির্মান কাজ চলিতেছে। উক্ত কাজ বর্তমান অর্থ বৎসরে শেষ হইবে এবং বোর্ডিং হাউস চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪) কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ৫০ আসন বিশিষ্ট এস,টি, বাউণ্ডারী ওয়াল সহ ভিতরের পাটিশন নির্মান করিয়া বোর্ডিং হাউসের উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা বর্তমান অর্থ বৎসরে সরকারের বিচারাধীন নাই।

Addmitted Started Question No. 150

Name of M.L.A, :-- Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Educatian Department be pleased to state,

Questions

১) খোয়াই সরকারী মহাবিদ্যালয়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে।

২) উপরোক্ত মহাবিদ্যালযের ইতিহাস দর্শন ও জীবনবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার কথা সরকার বিবেচনা কিনা ?

Answers

১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংস্কৃত বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে।

২) ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে। ঐ কলেজে পাসকোর্স জীবনবিজ্ঞান শাখা এখনও চালু হয়নি। তাই ঐ বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলার প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Stsrred Question No. 149

Name of M L.A. :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Lripura Welfare Department be wleased to State

Questions

১) খোয়াই সরকারী দ্বাদশশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে বর্তমানে কতজন ছাত্রী পড়াশুনা করছেন ?

২) উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহটি কোন সালে নির্মিত ?

৩) ইহাও কি সত্য যে বিদ্যালয়ে গৃহের ভগ্ন ও জীর্ণ দশাজনিত কারণে পড়াশুনা প্রতিনিয়ত ব্যহত হচ্ছে ?

৪) এই বিদ্যালয়টির জন্য পাকাবড়ী নির্মানের পরিকল্পনা আছে কিনা? এবং

৫) থাকিলে কবে নাগাত তার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

Answers

১) খোয়াই দ্বাদশশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে ১১০০ ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

২) উক্ত বিদ্যালয়টি ১৯৫২-৫৩ সালে নির্মিত।

৩) ইহা সত্য নহে।

৪) পাকাবাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে নাই।

৫) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 158

Name of M.L.A :— Shri Debabrata Koloy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be please to State :

Question

১) সারা রাজ্যে মোট কয়টি English Medium High এবং Higher Secondary School (স্কুল) আছে ?

২) EnglishMedium High School থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কতজন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পাশ করেছে, এবং

৩) উক্ত মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এখনও Class XI এ ভর্ত্তি হতে না পারার কারণ কি ?

Answer

১) রাজ্যে ১১টি মাধ্যমিক এবং ৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। (তালিকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল)

২) ৩৫৩ জন ছাত্রছাত্রী বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুল থেকে পাশ করেছে।

৩) সরকার পরিচালিত English Medium Higher Seconbaay School Class XI এ ভর্ত্তি হতে পারছে না।

High School

Sl. No	Nome of School	Name of Block/ Town	Modum of Instruction
1.	St Pauls' Badarghat	Agartala	English
2.	Holy Cross	Mohanpnr	English
3.	St Jame's High School (Madhya Ghaniamara)	Bishalgarh	English
4.	Ram Krishna Mission Vidyalaya, Amtcli.	Bishalgarh	English (III to X)
5	Darchu High	Kumarghat	English
6.	Kondriya Vidyalaya, Panisagar	Panisagar	Both English & Hindi
7.	Hmawag Chuar High	Kanchagar	Both Eng. & Mizo
8.	St. Thomas Eng Modium High	Kanchanpur	Eenglsh
9.	Sabual High School	Kanchanpur	Both Eng. & Lashai
10.	Navodaya Vidyalaya Kakiaban	Matabari	English
11.	Kondriya Vidyalaya	Bagafa	Both Eng. & Hindi

English Modium H.S. School

1.	Sishu Bihar	Agartala	English
2.	Kondriya Vidyalaya [ONGC Complox]	Bishalgarh	Both Eng & Hindi
3.	Kondripa Vidyalapa (Khejur Bagan)	Mohanpur	Both Eng. & Hindi
4.	Jawhar Navodaya Ramohandraghat	Khowai	Both Eng. & Hindi
5.	Jampui H S. School	Kanchanpur	English.

Admitted Starred Question No. 94

Name of M.L.A :— Shri Debabrata Koloy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to State

প্রশ্ন

১) বর্তমানে শিক্ষা বিভাগে মোট কতজন D.R.W. হিসাবে কাজ করছেন।

২) এর মধ্যে কতজন S,T ও S,C সম্প্রদায় ভুক্ত রয়েছেন এবং

৩) এই D,R,W ও Contingency নিয়োগের ক্ষেত্রে Rostes point মানা হয় কিনা ?

উত্তর

১) শিক্ষা বিভাগে মোট D,R,W এর সংখ্যা = ৭০ জন এর মধ্যে

ক) উচ্চশিক্ষা বিভাগে = ২১ জন

খ) বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগে = ১৬ জন

গ) শারীর " " = ১৫ জন

ঘ) সমাজ শিক্ষা " = ১৮ জন

মোট সংখ্যা = ৭০ জন.

২) এর মধ্যে

S,T = ৮ ও SC = ১১ জন,

৩) পূর্বে কখনও D,R,W, Contingent worker নিয়োগের ক্ষেক্ষে Roster point মানা হয় নাই। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা বিভাগে কোন D,R.W Contingent worker নিয়োগ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No 169
Name of Member : -- Shri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

Question		Answer
১) ইহা কি সত্য মোহনপুর উচ্চবুনীয়াদি বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মিড্ ডে মিল পাচ্ছে ?	১)	সত্য নহে
২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর কারণ কি ?	২)	প্রশ্ন উঠেনা।
৩) এবং কবে নাগাদ এই মিড ডে চালু করা হবে ?	৩)	প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 170
Name of Member : - Shri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সিধাই থানাধীন ভায়া বাজার হাইস্কুলে বহুদিন ধরে প্রধান নেই ? এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ ঐ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে ?

উত্তর

১। শিক্ষা দপ্তরে সিধাই থানাধীন ভায়া বাজার হাইস্কুল নামে কোন স্কুল নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 189

Name of M.L.A. :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State'

Question

১। রাজ্যে আগে একটি পলি টেকনিক ইনিষ্টিটিউট খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের তাছে নাকি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ খোলা হবে ?

Answer

১। হ্যাঁ;

২। এখনও স্থির হয় নাই।

.

ANNEXURE "B"

Admitted Starred Question No. 1

Name of M.L.A. : Shri Mati LalSaha

Will the Hon'ble Minister-in-chaıge of Education Department be to State

উত্তর	প্রশ্ন
১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩ শে মার্চ্চ, ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত এস,টি, কর্পোরেশন থেকে কতজন উপজাতি লোককে ঋণ বা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?	১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১শে মার্চ্চ ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত এস,টি, কর্পোরেশন থেকে মোট ২৯৪০ জন উপজাতি লোককে অর্থঋণ বা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।
২। যারা অর্থ ঋণ বা আর্থিক সাহায্য পেয়েছে তারা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন কি ?	২। অর্থঋণ বা আর্থিক সাহায্য পেয়ে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছেন না- এই ধরনের কোন তথ্য দপ্তরের গোচরে নাই।
৩। ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে কতজন উপজাতি লোককে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে ?	৩। ১৯৯৫-৯৬ ইং বর্ষে ৩১৬৫ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 4
Name of M.L.A. :— Sri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) কংগ্রেস ও টি.ইউ.জে.এস. পরিচালনাধীন এ.ডি সি. গত ৩১শে জুন পর্যন্ত কতজনকে চাকুরী দিয়েছেন তার হিসাব,	১) তথ্য সংগ্রহাধীন।
২) এসব চাকুরীর জন্য কতটি নূতন পদ সৃষ্টি করতে হয়েছে তার বিবরণ,	২) তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩) এই নিয়োগ সম্পর্কে গৌহাটী হাইকোর্ট কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা, যদি নিয়ে থাকেন তা কি ?	৩) এই নিয়োগ সম্পর্কে গৌহাটী হাইকোর্ট কোন সিদ্ধান্ত নেয় নাই।

Admitted Starred Question No. 6
Name of M.L.A :- Shri Madhab Ch Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

Qusetion

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষে এবং ৯৫-৯৬ ইং শিক্ষাবর্ষের বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট কয়টি এস,বি. স্কুলকে হাইস্কুলে এবং কয়টি হাইস্কুলকে এইচ, এস, স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় ঘর ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

৩) না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

১) ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে মোট ১৩টি এস. বি স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে মোট ১৬টি এস.বি, স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ ইংসনে কোন হাইস্কুলকেই এইচ, এস, স্কুলে উন্নীত করা হয় নাই, তবে ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে ১৭টি হাইস্কুলকে এইচ, এস, স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। (বিভাগ তিত্তিক হিসাব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল)

২) এবং ৩) যে সকল স্কুলকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করা হয়েছে, সে সকল স্কুলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া হয়েছে, এবং অবশিষ্ট স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

মহকুমা ভিত্তক	এস, বি, হইতে হাইস্কুলে উন্নীতকরুণ		হাইস্কুল হইতে এইচ, এস, স্কুলে উন্নীতকরণ	
	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১) সদর	১	৫	—	৩
২) সোনামোড়া	১		—	—
৩) খোয়াই	৫	১		৬
৪) বিশালগড়	২	২	—	১
৫) কমলপুর		—		—
৬) গণ্ডাছড়া	—	—	—	—
৭) লংথরাইভ্যালি	—	—	—	১
৮) কাঞ্চনপুর	১	২	—	—
৯) ধর্মনগর	—	১	—	১
১০ কৈলাসহর	—	১	—	-
১১) উদয়পুর	২	১	—	১
১২) বিলোনীয়া	১	—	—	২
১২) সাব্রুম	—	৩	—	২
১৩) অমরপুর	—	—	—	—
	১৩	১৬	—	১৭

Admitted Un-Starred Question No. 13

Name of M.L.A. :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the SC & OBC Welfare Department be pleased to State :—

Question	Answer
১। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে কতজন তপশীলি জাতিকে এস. সি কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন ধরনের গাড়ী, পাওয়ার টিলার ও পাম্প মেশিন ক্রয় করার জন্য আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কোনটায় কত জন তার হিসব ? এবং	১) ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে ৫ জন তপশীলি জাতির লোককে এস. সি. কর্পোরেশন থেকে জীপ, অটো রিক্সা, ডেকোরেটর ও নৌকা ক্রয় করার জন্য আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে। কোন্ কোন প্রকল্পে কত জন তা নিম্নে দেওয়া হলো :

১)	জীপ	১ জন
২)	অটো রিক্সা	১ জন
৩)	ডেকোরেটর	১ জন
৪)	নৌকা	২ জন
	মোট :	৫ জন

Question	Answer
২) উক্ত বর্ষে কতজন মঞ্জুরীকৃত টাকা পেয়েছে তার আলাদা আলাদা হিসাব ?	২) উক্তবর্ষে মঞ্জুরীকৃত ৫ জনের মধ্যে ২ জনকে ঋণ বিলি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ জনকে জীপ ক্রয় বাবদ নিগম থেকে মোট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭ শত ৭৬ টাকা এবং ব্যাংক থেকে ৬৭ হাজার ২ শত ২৩ টাকা ঋণ বিলি করা হয় এবং একটি যন্ত্রচালিত নৌকা বাবদ নিগম থেকে মোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ২ শত টাকা ঋণ বিলি করা হয়।

Admitted Starred Question No. 18

Name of M.L.A. :— Shri Amal Mrllik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Trioal Welfare Department be to State

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে রাজ্যে কতজন উপজাতিকে উপজাতি উন্নয়ন নিগম হইতে জীপ, বাস, ট্রাক, কেন্টার, অটোরিক্সা ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে ? এবং	১) ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে ত্রিপুরা উপজাতি উন্নয়ন নিগম হইতে মোট ৩০ জনকে ১৬টি অটো রিক্সা, ৬টি পাওয়ার টিলার, ৩টি মারুতী ভ্যান, ৩টি জীপ, ১টি মিনিট্রাক ও ১টি ডেকোরেটর এর জন্য ঋণ বণ্টন করা হয়েছে ।
২) এতে কোন ধরনের কয়জনকে কত টাকা করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব ?	২) উপরিউক্ত প্রকল্পগুলির রূপায়নের জন্য নিম্নে বর্নিত হিসাব অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে :—

প্রকল্পের নাম	মোট উপকৃতের সংখ্যা	প্রত্যেকের জন্য মঞ্জুরীকৃত নিগমের ঋণের পরিমান	মোট ঋণের পরিমান
১) অটোরিক্সা	১৬ জন	৩০, ৮০০ × ১১	— ৩,৩৮, ৮০০, ০০
		২৮, ৩.৫, ৪৫ × ১	— ২৮, ৩:৫; ৪৫
		৩২, ০০০ × ৪	— ১, ২৮, ০০০, ০০
			৪, ৯৫, ১১৫, ৪৫
২) পাওয়ার টিলার	৬ জন	৪১, ১০০ × ৩	— ১,২৩, ৩০০, ০০
		৪৭, ৮৭০ × ৩	— ১,৪৩, ৬১০, ০০
			২, ৬৬, ৯১০, ০০

৩)	মারুতী ভ্যান	৩ জন	১, ১৫, ৬১৮ × ২	— ২, ৩১, ২৩৬, ০০
			১, ২৩, ৬৯৬ × ১	— ১, ২৩, ৬৯৬, ০০
				৩, ৫৪, ৯৩২, ০০
৪)	জীপ	৩ জন	২, ০০, ৫০৪, ৪০ × ১	
			২, ১৯, ০৮৫, ৩৮ × ১	৫, ৯৪, ৭৫০, ৪৪
			১, ৮৪, ১৬০, ৫৬ × ১	
৫)	মিনি ট্রাক	১ জন	২, ৪৯, ৫০০, ০০ × ১	২, ৪৯, ৫০০, ০০
৬)	ডেকোরেটর	১ জন	৮৪, ০০০, × ১	৮৪, ০০০, ০০
				২০, ৪৫, ২০৭, ৮৯

Addmitted Started Question No. 21

Name of M.L.A. : – Shri Amal Mallik and
Shri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Labour Department be pleased to state.

Questions

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কত শিশু শ্রমিক বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত আছে ?

Answer

১। ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরায় মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৪,২০৪ জন। তবে কোথায় কত সংখ্যক শিশু শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত অথছ তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই।

Question

২। কোন কোন শিল্পে বা ব্যবসায় এই সকল শিশু শ্রমিকরা কর্মরত আছে ?

Answers

২। এগ্রিকালচার, সোপস এণ্ড এষ্টাব্লিষ্টমেন্ট, হোটেল রেষ্টুরেন্ট, চা ও রাবার প্লেনটেশন ষ্টোন ক্রাস্টিং ব্রিক ব্রেকিং বিড়ি মেনোফ্যাকচারিং, মেকানিকেল ওয়ার্ক সোপ মোটর ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদিতে এই সকল শিশু শ্রমিকরা কর্মরত আছে।

প্রশ্ন

৩। সরকার এই শিশু শ্রমিকের জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহন করছে কিনা ? এবং না করে থাকলে করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। ত্রিপুরা সরকার এই সকল শিশু শ্রমিকদের জন্য একটি Action plan তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন।

Admitted Starred Question No 29

Name of Member :- Shri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য কতগুলি (বয়েজ এবং গার্লসের আলাদা আলাদা) হোষ্টেল আছে ?

২। উক্ত হোস্টেগুলিতে কতজন ছাত্রছাত্রী আছে (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

৩। হোষ্টেলে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতি মাসে কত টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় এবং

৪। যে পরিমান ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে তাতে ছাত্রছাত্রীদের থাকা খাওয়া ঠিকভাবে চলে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৯২টি হোষ্টেল আছে। বয়েজ এবং গার্লস হোষ্টেল গুলির আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ।

এস টি, (বয়েজ)	৪২টি
" (গার্লস)	০৮টি
এস, সি,/ এস, টি, (গার্লস) (Combined)	৩০টি
এস, সি,/এস, টি, (গার্লস)	০৬টি
এস, টি, (বয়েজ/গার্লস) (in the same Complex)	০৬টি

২। উক্ত হোষ্টেল গুলিতে ৩০৭৪ জন ছাত্রছাত্রী আছে মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব "ক" তালিকায় প্রদত্ত হল।

৩। আবাসিক ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতি মাসে ৩৬০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

৪। হ্যাঁ।

ক—তালিকা

Sub-Division wise intake capacity in nespect of S.T. boarding House attached to schools showing the position of Boys & Girls.

SL. No.	Name of theto which the S.T. boardiing house are attached	Intake Capabity	Existing S T. board
1	2	3	4
	Exolusively for S.T. boys students.	Sadar Sub-Division	
1.	Ishanpur H S School	50	50
2.	Barkathalia H.S. School	30	30
3.	Tripura Lokashikshyalaya High	75	75
4.	Umakanta Academy	62	62
5.	Netaji Subash Vidyaniketan	32	03
6.	Jampayjala H S. School	08	08
7.	Sepoyjala H.S School	30	30
8.	Bishramganj H.S. School	50	50
	Khowai for S.T. boys		
9.	Srinath Vidyaniketan	15	
10.	Behalabari H.S. School	39	
11.	Chebri H.S. School	30	
12.	Khowai Govt. H.S. School (Pre-Matric Stage)	60	60
13.	Mungiabari High School	50	50
14.	Khowai Govt. H.S. School (for Post-Matric Stage)	30	08
	Amargur for S T boys		
15.	Nutanbazar H S. School	15	15
16.	Karbook Panjiham H.S. School	76	74
17.	Gandacharro H.S School	27	

1	2	3	4
	Belonia for S T. boys		
18.	Bagafa Ashram H S School	102	102
19.	Kalashi High School	15	15
20	Debdaru High School	30	14
	Sabroom for S.T. boys		
21.	Silachari H.S School	22	22
22	Harina Residential		
	Udiapur for S.T. boys		
23.	Chandropur Jr. Basic School	36	36
24.	Chandrapnr Colony School	30	25
25,	Mirza H S. School	30	30
	Dharmanagar for S T. boys students		
26.	Durgaram Reangpara High School	30	2R
27.	Damcharra High School	12	12
28.	Padmapur H.S. Sahool	50	14
29.	Kanchanpur Jr. Basic (for Jumia children)	15	15
	Dharmanagar for S.T boys students.		
30	Sabual High School	20	20
31.	Purnajoy C P.R. High School	100	100
32	Pecharthai H S.	16	10
33.	Anandabazar High School	20	16
34.	Kanchanpur H.S. School		
55.	Damchrra High School	40	40

1	2	3	4
	Kailasahar for S.T. boys students		
36	Chawmanu High School	66	49
37.	Madhabchandra H S. School	32	32
38	Kanchanbari H.S. School	20	13
39,	Pabischarra H.S, School	26	26
40.	Bhaibomcharra High School	20	20
	Kamalpur for S.T. boys students		
41.	Satyoram C P R. High School	100	99
42	Chandrapara H.S. School	30	
	S.T. boys & girls under Sadar Sub-Division		
43.	St Paul School	200	Boys—130 Girls—70
44.	St. James Jr. High	160	B—110 G- 50
	Khowai for S.T. boys & girls		
45.	Zion Hill Jr. High School	65	B—45 G—20
	Kailasahar for S.T. boys and girls		
46.	Darchawi Chnistian High School	125	B—100 G—25
	Dharmanagar for S.T. boys & girls		
47.	Jampui H.S. School	86	B 65 G- 20
48.	St. Thomas Eog. Mcd. Jr. High school	100	B—60, G—40
	for S.T. Girls nnder Khowai sub-Division		
49.	Khowai Govt. Girls H.S.	32	
50.	Ratanpur Class XII School	40	40

1	2	3	4
	for S.T. Girls under Udaipur Sub-Division		
51.	Udaipnr Girls H.S.	50	46
	for S.T. girls under Amarpur Sub-Division		
52,	Gandacharra H.S. School	20	
	for S.T. girls under Belonia ub-Division		
53.	Laxmichara High School	30	30
	for S.T. girls under Kailashar Sub-Division		
54.	Baibomcharra High School	20	
	for S.T girls unber kamalpur Sub Division.		
55.	Satyaram C.P.R. High school	100	99
56.	kanchanpur H S. school	40	21
	for SC/ST boys under Sadar Sub-Division.		
57.	Bodhjung H S. school	54	39
58.	Charipara H.S school	50	24
59.	Charilam H S, school	15	05
	for ST boys under khowai sub-Division.		
60.	Kalyanpur H S. school	50	40
61.	Teliamura H.S. school	30	16
	for SC/ST boys under Sonamnra Sub-Division		
62.	Melaghar H.S. school	60	32
63.	N.C Institution	30	

1	2	3	4
	for SC/ST boys under Bolonia Sub-Division		
64.	Muhuripur H.S. school	15	12
65.	Niharnagar High school	50	16
66.	Barpathari H.S. school	36	17
67.	B.K.I. Belonia	30	17
68.	Belonia Vidyapith	10	06
	for SC/ST boys students under Udaipur Sub-Division		
69.	K.B.I.	30	22
70	Chandrapnr Colony High	20	10
71.	Udaipur Ramash H S. School	38	27
	for SC/ST boys under Sabroom Sub-Division		
72.	Sabroom H.S. School	50	35
73	Sreenagar H.S. School	21	15
74.	Manu H.S. School	48	46
	for SC/ST boys students under Amarpur Sub-Division		
74.	Amarpur H.S. School	60	38
	for SC/ST boys under Xamatpur Sub-Division		
75.	Kulai H,S. School	30	20
76.	Harachandra H.S. School	23	19
77.	Salema H S School	10	05
78.	Kamalpur H.S School	25	
80.	Maracharra H.S. School	15	07

1	2	3	4
	for SC/ST boys under Kailashahar Sub-Division		
81.	Chailengta H S. School	12	09
82	Fatikroy H.S School	44	30
83.	R.K.I. Kailaasahar	24	24
	for SC/ST boys under Dharmanagar sub-Division.		
84.	B.B.I, Dharmanagar	31	
85.	Lednai Dewan H.S. school	40	26
86,	Kadamtala H,S	30	08
	for SC/ST girls under Sadar Sub-Division		
87.	M,T B, Girls H,S, school	132	111
	for SC/ST Girls under Udaipur Sub-Division,		
88,	Udaipur Girls H,S. school	40	07
	for SC/ST girls under Sabroom Sub-Division		
89.	Sabroom Girls H,S, sehool	30	22
	for SC/ST girls under Belonia sub-Division		
90.	Belonsa Girls H.S.	50	24
	for SC/ST girls under Kailasahar sub-Division.		
91.	Kailashahar Govt. Girls H.s,	20	20
	for SC/ST girls under Kamalpur sub-Division		
92.	K.C. Girls H,S. School	30	18

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 39
Name of M.L.A. : - Shri Makhan Lal Chakraborty
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Affairs and Sports Department be Pleased to State

Qusetion

১) রাজ্যে বর্তমানে সরকারের মঞ্জুরী কৃত প্লে সেন্টারের সংখ্যা কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)
২) ঐ প্লে সেন্টার গুলির খেলা ধূলার মান উন্নয়নে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ? এবং
৩) বর্তমানে কি কি খেলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছেএবং এর জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ করেছেন কিনা ?

Answer

১) রাজ্যে বর্তমানে সরকারের মঞ্জুরীকৃত প্লে সেন্টারের সংখ্যা ৩৪

ব্লক ভিত্তিক হিসাব :—

১)	মোহনপুর ব্লক	২টি
২)	জিরানীয়া ব্লক	২টি
৩)	তেলিয়ামুড়া ব্লক	৩টি
৪)	ডুম্বুর নগর ব্লক	৩টি
৫)	মেলাঘড় ব্লক	৩টি
৬)	মাতাবাড়ী ব্লক	৫টি
৭)	বগাফা ব্লক	২টি
৮)	রাজনগর ব্লক	২টি
৯)	সাতচাঁদ ব্লক	৩টি
	মোট	২৩টি

সহর অঞ্চলের হিসাব
নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষম কেন্দ্রের অধীনে আগরতলা শহরে ও শহরের আশেপাশে মোট ১১টি প্লে সেন্টার আছে

২) ঐ প্লে সেন্টার গুলির খেলাধুলার মান উন্নয়নে সরকার ত্রিপুরা প্লে স্পোর্টস কাউনসিলের মাধ্যমে বিভিন্ন সেন্টারে প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী দেবার ব্যাবস্থা করেছেন।

তাছাড়া ঐ সেণ্টার গুলিতে প্রশিক্ষনের জন্য স্থানীয় প্রশিক্ষক ও নিয়োগ করা হয় এবং আগরতলা ও আগরতলার আশেপাশে প্লে সেণ্টার গুলিতে স্থানীয় প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে ছে।

৩) বর্তমানে উক্ত সেণ্টার গুলির জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউনসিল নিম্নলিখিত সাতটি (৭) খেলার উপর অগ্রাধিকার নিয়েছেন।

১) ফুটবল, ২) ভলিবল ৩) এ্যাথলেটিকস্

৪) খো-খো ৫) কবাডি ৬) যোগ ৭) সাতার

তবে কাউন্সিল প্রত্যেক সেনটারকে এর মধ্যে যে কোন তিনটি খেলার সামগ্রী দিয়ে থাকেন এবং এন. এস আর পি সির কন্ট্রোলে যে সব সেণ্টার আছে সে গুলিতে পূর্বে উল্লেখিত খেলাগুলির প্রশিক্ষনের জন্য এন এস আর পি. সি. থেকে প্রশিক্ষক নিয়োগ করে থাকেন এবং অন্যান্য ব্লক সেণ্টার গুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষক ও শারীর শিক্ষকের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 4

Name of M.L.A. : – Shri Samir Deo Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State :—

Qnestion	Answer
১) সারা রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা কত ? (মহকুমা পঞ্চায়েত সমিতি/ব্লক নগর পঞ্চায়েত মিওনিসিপ্যালিটি ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)	১) সারা রাজ্যে বর্তমানে ২.০৫৫টি অঙ্গওয়াড়ী কেন্দ্র আছে। মহকুমা/পঞ্চায়েত সমিতি/ব্লক নগর পঞ্চায়েত ও মিওনিসিপ্যালিটি ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল

ক) মহকুমা ভিত্তিক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা :—

১) আগরতলা	৬১৩
২) খোয়াই	২০৬
৩) কমলপুর	১১৮
৪) লংতরাই ভ্যালী	১০৫
৫) কৈলাশহর	১১৪
৬) ধর্মনগর	১০০
৭) কাঞ্চনপুর	৫০
৮) গণ্ডাছড়া	৫২
৯) সোনামুড়া	১৫৮
১০) উদয়পুর	১৫৩
১১) সাব্রুম	১০২

—ঃ মহকুমা ভিত্তিক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা ঃ—

১২) বিলোনীয়া ৮৭

১৩) অমরপুর ১০৪

সর্বমোট ২০৫৫

খ) পঞ্চায়েত সমিতি ভিত্তিক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা

পঞ্চায়েত সমিতির নাম	অঃ কেন্দ্রের সংখ্যা
১) মোহনপুর	১৩৫
২) বিশালগড়	১১৯
৩) ডুকলী	৮১
৪) মেলাঘর	১৫০
৫) জিরানীয়া	৮৮
৬) খোয়াই	৪৯
৭) পানিসাগর	৮৭
৮) তেলিয়ামুড়া	১২১
৯) কদমতলা	১৭
১০) কুমারঘাট	১৪
১১) কমলপুর	১১৮
১২) মাতাবাড়ী	১২৫
১৩) অমরপুর	৯৯
১৪) রাজনগর	৯২
১৫) সাতচাঁদ	১২৫
১৬) রগাফা	১০২
সর্বমোট	১৬১৮টি

গ) ব্লক ভিত্তিক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা :—

	ব্লকের নাম	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা
১)	ছাওমনু	১০৫
২)	ডম্বুরনগর	৫২
৩)	তেলিয়ামুড়া	১২১
৪)	পানিসাগর	১০০
৫)	কাঞ্চনপুর	৫০
৬)	রাজনগর	৯২
৭)	সাতচাঁদ	১২০
৮)	জম্পুইজলা-টাকারজলা	৬৩
৯)	খোয়াই	৮৫
১০)	কমলপুর	১১৮
১১)	কুমারঘাট	১১৮
১২)	মোহনপুর	১৩৫
১৩)	মাতাবাড়ী	১৫৮
১৪)	বিশালগড়	২০০
১৫)	মেলাঘর	১৫০
১৬)	জিরানীয়া	১৫০
১৭)	বগাফা	৯১
১৮)	অমরপুর	১০৪
	মোট	১৯৫৫ টি

ঘ) নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক অঙ্গওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা :—

১) আগরতলা ১০০টি।

ঙ) মিউনিসিপ্যালিটি ভিত্তিক অঙ্গওয়াড়ী কেন্দ্রের সংখ্যা :—

১) আরবান প্রজেক্ট ১০০ টি।

Question	Answer
২) এসকল কেন্দ্রের কয়টিতে নিজস্ব ঘর আছে ?	২) বিভিন্ন ব্লকে কোথায় কয়টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর আছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। মোট ১,২৫৯ টি কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর আছে।

	ব্লকের নাম	নিজস্ব ঘরের সংখ্যা
১)	ছাওমনু	৭২
২)	পানিসাগর	৭১
৩)	কাঞ্চনপুর	২৫
৪)	ডম্বুরনগর	২০
৫)	তেলিয়ামুড়া	১১৪
৬)	রাজনগর	৯২
৭)	সাতচাঁদ	৭১
৮)	জম্পুইজলা টাকারজলা	৫৪ টি
৯)	খোয়াই	৭৭ টি
১০)	কমলপুর	৭৪ টি
১১)	কুমারঘাট	৫৩ টি
১২)	মোহনপুর	১০৮ টি
১৩)	মাতাবাড়ী	১২৫ টি
১৪)	বিশালগড়	৪৬ টি
১৫)	মেলাঘর	৪০ টি
১৬)	জিরানীয়া	৮৮ টি
১৭)	বগাফা	৫৬ টি
১৮)	অমরপুর	২২ টি
১৯)	আগরতলা আরবান	১ টি
	মোট	১,২৫৯টি

Addmitted Un:started Question No. 43
Name of M L.A. :— 1 Shri Mati Lal Saha,
2 Shri Amal Mallik,
3 Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা, পঙ্গু [illegible] ভাতা এবং এরকম আরও বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা কত? (স্কীম ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে ২৩,৫০০ জন বিভিন্ন ধরনের বার্ধক্য ভাতা ও বিকলঙ্গ ভাতা পেয়ে থাকেন।

স্কীমভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

১) বার্ধক্য ভাতা	১১.১৯১ জন
২) বার্ধক্য বিধবা ভাতা	০,৩৫ ,,
৩) বার্ধক কৃষি মজুর ভাতা	৩,[illegible]৩ ,,
৪) বার্ধক্য জুমিয়া ভাতা	১,৮৭৬ ,,
৫) বিকলাঙ্গ ভাতা	৩,৭১৯ ,,
৬) বার্ধক্য ঠেলারিক্সা চালকের ভাতা	১৮০ ,,
মোট—	২৩,৫০০ জন

প্রশ্ন

২) প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য বর্তমানে কত টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় এবং উক্ত ভাতার হার ও ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

উত্তর

২) প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য বর্তমানে প্রতি পেনশান প্রাপককে মাসিক ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়। উক্ত ভাতার হার ও ভাতাপ্রাপকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই।

প্রশ্ন

৩) ভাতা প্রাপকদের মধ্যে যদি কেহ মারা যায় তবে ঐ পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে ভাতা দেবার ব্যাপারে কোন রকম অসুবিধা আছে?

উত্তর

৩) আছে।

প্রশ্ন	উত্তর
৪) যদি থাকে তবে এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মনীতি প্রনয়নের মাধ্যমে মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?	৪) সরকারের বিবেচনাধীন আছে

Addmitted Un:started Question No. 46

Name of M.L A. :— Sher Len Praaad Malsai

Will the Hon'ble Minster-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের জুমিয়া এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে আছে,

২) যদি সত্য হয়, তবে সারা রাজ্যে মোট কতগুলি বিদ্যালয় বন্ধ অবস্থায় আছে. (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

৩) বন্ধ বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

২) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে

৩) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

TUESDAY THE 19TH SEPTEMBER, 1995.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Tuesday 19th September, 1995.

PRESENT.

Shri Bimal Singha, Speaker in the Chair. The Deputy Chief Minister, 13 Ministers and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৪৩।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ৪৩।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ৪৩।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ৪৩

প্রশ্ন

১। বর্তমান স্বস্তি সমিতির এলাকাধীন মোট জমির পরিমাণ কত,

২। উক্ত স্বস্তি সমিতি ১৯৮৫ ইং সনে অবৈধ কাজ কর্মের এবং বে-আইনী বলে তৎকালীন সরকার যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি সীল করে, কিন্তু জোট সরকারের সময় উক্ত সমিতি

বে-আইনী কাজ কর্ম সত্বেও কিভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়, সরকার তা সম্পর্কে অবগত আছেন কিনা,
৩। কাঞ্চনপুর স্বস্তি সমিতির বে-আইনী কাজ কর্মের তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে না?

উত্তর

১। বর্তমানে স্বস্তি সমিতির দখলী জমির মোট পরিমাণ, ৪,৯৫৩'৭১ একর।
২। ১৯০৬ সালে স্বস্তি সমিতির এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের অভিযোগমূলে ধর্মনগর এস, ডি, জে, এম, কোর্টের আদেশে ২৮শে মার্চ স্বস্তি সমিতির সকল কাগজ পত্র সীজ করা হয়। পরবর্তী সময়ে গৌহাটি হাই কোর্টের ২০।১১।৯০ তারিখের আদেশমূলে পুনরায় স্বাস্ত সমিতির বাতিল হওয়া ডাইরেকটরগণ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের স্থলে কাজ কর্ম শুরু করেন।
৩। স্বস্তি সমিতির বর্তমান কাজ কর্ম বিশেষ করে জমির স্বত্ব দখল ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন উৎথাপিত হয়েছে সে সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে সকল শর্তে স্বস্তি সমিতি রাজা সরকার থেকে জমির বন্দোবস্ত পেয়েছিলেন সেইসব শর্তের বর্তমান অবস্থাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রীঅনিল চাকমা ঃ-- বলা যায় স্বস্তি সমিতির এলাকাধীন আর একটি সরকার রয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? তাছাড়া স্বস্তি সমিতি থেকে যে সমস্ত পড়চ দেওয়া হচ্ছে সেখানে স্বস্তি সমিতির পক্ষে প্রেসিডেন্ট সই করছেন এটা ঠিক কিনা? এই পড়চা রেভিনিউ দপ্তরের কোন সীল বা সই থাকে না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? স্বস্তি সমিতিতে এই সমস্ত বে-আইনী কাজ কর্মের জন্য সরকার থেকে কোন তদন্ত কমিটি কিংবা কমিশন গঠন করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, স্বস্তি সমিতি একটি ল্যাণ্ড কো-অপারেটিভ গঠণ করে। স্বস্তি সমিতি সমবায় আইন অনুযায়ী গঠিত হয়েছে। কাজেই ল্যাণ্ড কো-অপারেটিভ গুলির নিজেদের টোট্যাল জমির উপর মালিকানা স্বত্ব থাকে। তারাই নিজের শেয়ার হোল্ডারও মেম্বারদের মধ্যে বন্টন করতে পারে। এর মধ্যে বে-আইনী কাজ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে বে-আইনী কাজ হচ্ছে বলে বহু আবেদন সরকারের কাছে এসেছে। আবেদনে বলা হয়েছে, যে ভাবে শেয়ার হোল্ডারদের জমি দেওয়া হচ্ছে

তাতে উপজাতিদের জমির অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না। এটা দেখা হবে। আর এদন্ত কমিশন গঠন করা হবে কিনা তার উত্তরে বলা যায়, এই রকম কোন সিদ্ধান্ত সরকার এখনও নেন নি।

শ্রীঅনিল চাকমা :— স্বস্তি সমিতি থেকে যে সব পড়চা বা জোত দেওয়া হচ্ছে বা খতিয়ান দেওয়া হচ্ছে তা সঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না এই তথ্য সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, এই রকম তথ্য সরকারের কাছে এসেছে এটা সঠিক কিনা তা দেখা হচ্ছে।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মালসই (কাঞ্চনপুর -- উত্তরে লালজুড়ী ও ... ব ...ছড়া এই সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর এলাকার মধ্যে স্বস্তি সমিতির এলাকা ছিল, স্বস্তি সমিতির আগে থেকেই সেখানে জমি ট্রাইবেলরা জমি ভোগ দখল করে আছেই এখন সেই সমস্ত জমি তারাই ট্রাইবেলদের নিকট বিক্রী করছে। সেখানে স্বস্তি সমিতি বাধা দিচ্ছে বা আপত্তি জানাবেই এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার এই সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে যে গুলি স্বস্তি সমিতির আগেকার দখলে ছিল। এগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকার ইতি মধ্যেই কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্তের পর আবার নূতন করে তারা পুরানো দখলদার ছিলেন তাদের সম্পর্কে আবার নূতন করে প্রশ্ন উঠায় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্বস্তি সমিতির এলাকার ভিতর যে সমস্ত রিয়াং পরিবার, চাকমা পরিবার বা অন্যান্য উপজাতি পরিবার আছেন যাঁরা নাকি স্বস্তি সমিতির শেয়ার হোল্ডার ছিলেন তাদের জমি সম্পর্কে যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে, বর্তমান ঐ এলাকাটি এ, ডি, সির অন্তর্ভুক্ত, রাজ্য সরকার, টি, এল, আর এবং এল, আর, অ্যাক্ট ১৮৭ কে লংঘন করা হচ্ছে কিনা, এগুলি খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার সুনির্দিষ্ট ভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী অনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্বস্তি সমিতি যারা পরিচালনা করেছেন তারা প্রতি কানিতে ২০ টাকা এবং এক একরে ৮০ টাকা করে খাজনা নিচ্ছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আছে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ স্যার, তারা এই ভাবে খাজনা সংগ্রহ করেছেন বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। সেই অভিযোগকে ভিত্তি করে শুধু মাত্র ট্রাইবেল না, নন ট্রাইবেল যারা স্বস্তি সমিতির শেয়ার হোল্ডার তাদের কাছ থেকেও ট্যাকস সংগ্রহ করায় তারাও প্রশ্ন তুলেছেন। সারা রাজ্যে ১৯৬০ ইং সালে যে ভূমি সংস্কার আইন, সেই আইনকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সাড়ে সাত কানি, পরে ১০ কানি পর্যন্ত জমির কোন খাজনা থাকবে না। তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদেরকে অবিলম্বে এই সুযোগ দেবার জন্য তারা দাবী তুলেছেন। এ বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।

শ্রী দেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :- স্যার, এই স্বস্তি সমিতি যখন গঠন করা হয় এবং তার মেম্বারসিপ যখন দেওয়া হয় এর মধ্যে কোন ট্রাইবেল সদস্য আছে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর একটু লম্বা হয়ে যাবে।

১৯৪০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের তৎকালীন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ান দেও নদীর উভর পার্শে লাল জুড়িছড়া এবং গছিরাম পাড়ার মধ্যবর্ত্তী সকল জমি আনুমানিক এক হাজার দ্রোন জোত স্বত্ব পাঁচ বৎসরের জন্য স্বস্তি সমিতিকে সুনির্দিষ্ট সত্বাবলীর মাধ্যমে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। সত্বগুলির মধ্যে বালানছড়া এবং শুকনাছড়া রিয়াং উপজাতিদের স্বস্তি সমিতির স্বত্ব যেনে নিলে সদস্য করার নির্দেশ ছিল। স্বত্ব গুলিতে নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা ছিল এলাকা বাসী রিয়াং এবং ত্রিপুরা উপজাতিদের সমিতির সদস্য করে নিতে বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। পাহাড়ী জনগণ সদস্য হওয়ার জন্য দেয় নগদ টাকা দিতে অসমর্থ হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে তাহারা সদস্যভুক্ত হবেন। বন্দোবস্ত প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পর এই সকল জমি হয় সমিতিকে অথবা সমিতিভুক্ত সদস্যদের ব্যাক্তিগত নামে তাদের পরস্পরের বুঝাপড়ার মাধ্যমে নূতন করে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। ১৯৭৪ সনে তৎকালীন রাজ্য সরকার সেটেলমেন্ট দপ্তর থেকে জরীপের পর স্বস্তি সমিতির মোট ৪,৯২২,৭০ একর জমির পরিমাণ চিহ্নিত হয় এবং এই জমি সেটেলমেন্ট অফিসারের কোর্টের আদেশ মূলে স্বস্তি সমিতি বন্দোবস্ত পায়। ১৯৬০ সালে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ত্রিপুরায় কার্যকরী হওয়ার পর রাজ্য ব্যাপী প্রথম জরিপে স্বস্তি সমিতির অধিকারভুক্ত এলকায় কোন জরীপ কার্য্য সমাধা হয় নাই।

স্বস্তি সমিতির সদস্যরূপে অল্প কিছু সংখ্যক যে উপজাতি পরিবার, রিয়াং এবং চাকমা এখনও বর্তমানে রয়েছে তারা ১৯৬৯ সনের ১লা জানুয়ারীর পর সমিতি থেকে প্রাপ্ত নামজারীসহ দখলী জমির উপর স্বত্বাধিকার হারাচ্ছে বলে কিছু অভিযোগ কাঞ্চনপুরের এস,ডি,ওর কাছে করেছেন। এছাড়াও অউপজাতি যারা সমিতির সদস্য শেয়ার হোল্ডার রয়েছেন নিজ নিজ দখলীয় জমির উপর তাদের অতিরিক্ত ভূমি রাজস্ব দিতে হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ জানাচ্ছেন। সমিতির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অন্যান্য কিছু অভিযোগ ডাইরেকটারদের বিরুদ্ধে সমবায় দপ্তরের কাছেও আছে বলে জানা যায়। সকল বিষয়ই নিজ নিজ এক্তিয়ার এ দপ্তরগুলি খতিয়ে দেখছেন ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার ।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০ ।

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার রাজনগর ও গণকী গ্রামে জনকল্যাণ সমিতির নামে মোট কত পরিমাণ জমি রেকর্ড ভূক্ত আছে,

২। উপরোক্ত সমিতির নামে রেকর্ডভূক্ত জমির কত পরিমাণ, বর্ত্তমানে কতটি পরিবারের দখলে আছে,

২। জনকল্যাণ সমিতির আইনগত অস্তিত্ব না থাকলে উপরোক্ত জমি দখলদারগণ ও বাকী ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। খোয়াই মহকুমার রাজনগর ও গণকী গ্রামে জনকল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের নামে ৩৭৭'১০ একর জমি আছে।

২। তার মধ্যে ২৪৮'০৬ একর জমি ১১৪টি পরিবারের দখলে আছে।

৩। ভূমি বন্দোবস্তের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে ।

শ্রীসমীরদেব সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন আমি তার সঙ্গে একটু ডিফার করছি। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি প্রশ্নটা সঠিক কিনা সেটা যাচাই করে নেবার জন্য। জনকল্যাণ সমিতি তার রেকর্ড-ভুক্ত মূলত যে জমি তার পরিমান আমি যতটুকু জানি রেকর্ডেড ৮০০'২৮৮ একর জমি। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে এই নিয়ে বারবার আলোচনা হয়েছে বিধান সভায়। জনকল্যাণ সমিতির রেকর্ডভুক্ত আছে যেটা সেটা মাননীয় মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন ১১৪টি পরিবার। সেখানেও কিছুটা বিভ্রান্ত তথ্য আছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে ৩৩৩ ৮২ একর জমি রেকর্ডভুক্ত আছে বলে আমরা জানি কারণ এই তথ্য নিয়ে আমরা স্থানীয় ভাবে বসেছিলাম অফিসারদের নিয়ে।

প্রথমতঃ আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানব তার যে, রেকর্ডভুক্ত জমি সেটা সঠিক কি এবং সরকারের সেই ভাবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কোথায়, না অফিসের কোন চক্র? এই বিস্তীর্ণ জমি শুধু ১৪৫টি পরিবারের নয়, প্রশ্ন যেটা বেড়িয়েছে ১০৯'৮৭ একর জমি সেটা কারোর দখলে নেই। জনকল্যাণ সমিতি নামে যে সমিতি আছে তার কোন অস্তিত্ব নেই এবং জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য উদ্যোগ স্থানীয় ভাবে আছে কিন্তু সেটাকে কার্যকরী করা যাচ্ছেনা। অর্থাৎ ভূমিহীন এবং গরীব কৃষক যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার মত কোন চক্র এখানে কাজ করছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটাকে ভালভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন উনি যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, সেই তথ্যগুলি আর একবার আমি পরীক্ষা করে দেখব। আমার দপ্তরকে বলব সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করতে আজকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে আমাকে, আমি এইখানে সেটা উপস্থিত করেছি, সেটাকে এখন আমি পরীক্ষা করে দেখব। স্যার, ওখানে যে সমস্ত জায়গাগুলি দখলে আছে সেগুলিকে অ্যালটমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা এবং যেসমস্ত জমি দখল নেই তা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য আমরা আগ্রহী। তার জন্য যতরকম বাধা, যতরকম সমস্যার সম্মুখীন হইনা কেন, সেই সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে আমরা অ্যালটমেন্ট দেব।

শ্রীসমীরদেব সরকার :- স্যার, জনকল্যাণ সমবায় সমিতি এইটার কোন অস্তিত্ব নাই বলেই জানি। সেই সমিতি কিছু কিছু লোন নিয়েছে এবং খাজনা বকেয়া সেই সমিতির নামে প্রচুর পরিমানে সরকারের আছে। খাজনা বকেয়া দাবীর ইস্যুতেও এবং বিস্তীর্ণ জমি সেখানে, যেখানে

সেই সমিতির অস্তিত্ব নেই বলেই জানি সেই জমি নিয়ে নেওয়া যায়। খুব আন্তরিকতা থাকলে আমি মনে করি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এইটা করা যাবে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব অন্ততঃ পক্ষে ১ মাস, ২ মাসের ভিতরে একটা টিমকে পাঠিয়ে দরকার হলে মাননীয় মন্ত্রী নিজে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে এই ব্যাপারটার সুরাহা করবার ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, যেহেতু এই ব্যাপারে আমরা কাজ নেমেছি, প্রস্তুতি নিয়েছি, খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে ১ মাস, ২ মাস করে বলা কোন দপ্তরের পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া মাননীয় সদস্য এইখানে উল্লেখ করেছেন যে, যেকোন জমি কোঅপারেটিভ, ল্যাণ্ড কোঅপারেটিভকে সরকার থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, তার রেকর্ড থাকে। সেই রেকর্ডকে ভাঙ্গতে হলে পরে প্রসিডিউর আছে। সেই প্রসিডিউর মেইনটেইন না করে সম্ভব নয়। কাজেই আমি আশা করি মাননীয় সদস্য যেন প্রসিডিউর অনুযায়ী আরো যেন স্পীড-আপ হয়, তাড়াতাড়ি হয়, আমি নিজে চেক-আপ করব, তবে তার জন্য সময় দিতে হবে এ টা মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই মেনে নেবেন।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে প্রসিডিউর মেইনটেইনের কথা বলা হয়েছে, রিভিশান সাবমিট ইতিমধ্যে হয়েছে। সমস্ত তথ্য সেটলমেণ্ট দপ্তরের কাছে আছে। আমি কিছু দিন আগেও সেটেলমেণ্ট ষ্টাফদের নিয়ে বসেছি তারা তথ্য দিয়েছেন যে এই জমিগুলি খাস পড়ে আছে, কারো দখলে নেই এবং এই সমিতির অস্তিত্ব নেই এবং তাদের প্রচুর পরিমানে খাজনা বকেয়া পড়ে আছে। বিভিন্নভাবে এই জমিগুলি নেওয়া যায়। সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী আছে সেটা আমি জানি ভূমি রাজস্ব বর্ষ হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এইটা উদ্যোগ নিয়ে কয়েক শত পরিবারের মধ্যে এই জমি বণ্টন করার সুযোগ আছে। কাজেই এইটাকে গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে চাই যে সবদিক বিবেচনা করে এইটা খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য একটা সময় ২ মাস বা ৩ মাসের মধ্যে করা যাবে কিনা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :- এইটা অলরেডী অ্যানসার দেওয়া হয়েগেছে, এইটা আর উত্তর দিতে হবেনা।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এইখানে মেম্বাররা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অধিবেশনে জমি বণ্টন, বিভিন্ন কোপারেটিভ, স্বতি সমিতি

এবং জনকল্যান সমিতি এইগুলি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে জমিগুলি ছিল সেইগুলিও হস্তান্তর হয়েগেছে বা নেই। এইভাবে দেখা যায় রাজ্যের আরো বিভিন্ন জমি ওয়াক্-অফ বোর্ডের কাছে আছে, বিভিন্ন সমবায় সমিতির আছে। এইগুলি সরকারের রক্ষনাবেক্ষন করা দরকার, কাজেই এইরকম ভাবে যে জমিগুলি আছে সেগুলি কি পরিমানে আছে, কি পরিমানে জমি হস্তান্তর হয়েছে, এইজন্য সরকার কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা নেবেন কিনা।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, এই প্রশ্ন এখানে আসেনা।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ৬০

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী):- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং - ৬০ স্যার।

-: প্রশ্ন :-

১) ইহা কি সত্য, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের কিছু কাজ রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২) সত্য হয়ে থাকলে, কোন কোন স্কীমে এবং ঐ সকল স্কীমে কত টাকা ব্যয়িত হবে।

৩) কোন কোন ব্লকের অধীনে ঐ সকল প্রকল্পের কাজ হবে ?

-: উত্তর :-

১) এবং ২) ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে ট্রাইসেম ইনফারষ্ট্রাকচার প্রকল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান মঞ্জুরীর বিধান রয়েছে। এই অনুদানের সাহায্য প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হয় যাতে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ট্রাইসেম প্রকল্পে যুবক ও যুবতীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যায়। এই প্রকল্পে রামকৃষ্ণ মিশনকে ২, ৪৭, ৯০৫ টাকা দেওয়া হয়েছে।

৩) ডুকলী ব্লকের অধীন রামকৃষ্ণ মিশন আমতলীতে ঐ প্রকল্পের কাজ হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :- সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, রামকৃষ্ণ

মিশনের মত এই রকম আরও অনেক সংস্থা আছে, এমন কি গর্ভমেন্টের রেজিষ্টার্ড বিভিন্ন সমবায়, বিভিন্ন সোসাইটি আছে। এই সমস্ত সোসাইটিগুলিকেও এই সমস্ত কাজে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার, ট্রাইসেম ইনফ্রাসট্রাকচার স্কীম আই, আর, ডি, পি স্কীমের অন্তর্গত একটি সাব স্কীম। এই স্কীমে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সমান হারে ফিফটি ফিফটি হারে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এই স্কীমের মূল লক্ষ্য হল ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন গুলিকে আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা, যার সাহায্যে এই সকল ইনস্টিটিউশানে নির্বাচিত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষন দেওয়া যায়। ইনষ্টিটিউশনগুলিকে আর্থিক সাহায্য পেতে হলে ষ্টেটলেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটির দ্বারা প্রকল্পের অনুমোদন করতে হবে।

বিভিন্ন সময়ে সেই প্রকল্পের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে ২, ৪৭, ২০৫ টাকা দেওয়া হয়েছে, দুইটা ভাবে এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৫-৯৫ এ এবং সেখানে ৫০ জন যুবক যুবতী অলরেডী প্রশিক্ষন পেয়েছেন। এই আর্থিক বৎসরে আরও ৫০ জন যুবক যুবতী সেখানে ট্রেনিং নিচ্ছেন মাননীয় সদস্য যেপ্রশ্নটা করেছেন, ৯৫-৯৬ এ ২০টা ইনষ্টিটিউশানকে এই প্রকল্পের জন্য অনুমোদন মঞ্জুরীর ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের এবং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৮ ৬০ লক্ষ টাকার একটা অনুদান পাওয়ার জন্য আবেদন করেছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :- স্যার, এই যে ২০টা ইনষ্টিটিউশানকে অনুদান দেওয়ার জন্য ঠিক করা হয়েছে, এইগুলি কি সব আগরতলাতেই, না কি সারা রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :- স্যার, ইতিমধ্যে শুধু আমতলীর রামকৃষ্ণ মিশনকে, বিভিন্ন আই টি আই ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশানে এই কাজটা করছে। আর বাকী যেগুলি আছে সেগুলি রাজ্যের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং উনি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলে আমি বলতে পারব সবগুলি আগরতলার মধ্যে নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার আর একটা প্রশ্ন হলো, এই রাজ্যের মধ্যে সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার বোর্ড কর্তৃক রেজিষ্টার্ড যে গুলিতে বিভিন্ন ধরনের স্কীম চলছে সেই সব জায়গায় দেওয়া যায় কিনা এবং বিভিন্ন সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার কর্তৃক যে সমস্ত সমিতি যেমন মহিলা সমিতি বা এই ধরনের আরও অনেক সোসাইটি আছে, যাদেরকে দেওয়ার মত সুযোগ

আছে তাদেরকে এই সমস্তগুলি দেওয়া যায় কিনা কারণ আই আর ডি, পি প্রজেক্ট সারা রাজ্যে এগুলির মাধ্যমে চলছে এবং আরও অন্যান্য সেন্ট্রাল প্রজেক্ট আছে সেগুলিও সেখানে চলছে। কাজেই সমস্ত সোসাইটিগুলিকে এইটাও দেওয়ার চিন্তা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, ষ্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেট কমিটি এগুলি ঠিক করে যে কোথায় কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং যে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশানগুলি থাকবে তাদের নিজস্ব ইনফ্রাসট্রাকচার থাকতে হবে, তা না হলে ট্রেনিং দেবে কি করে। তার নিজস্ব ইনফ্রাসট্রাকচার থাকলে পরেই এস প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষন দিতে পারবে। কাজেই সেই দিক থেকে যদি সেই ধরনের কোন ব্যবস্থা থাকে তো তারা এপ্লাই করতে পারে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার -৬২।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬২।

প্রশ্ন :- (১) : রাজ্যে মোট কয়টি নোটিফাইড কমিটি আছে ?

উত্তর :- রাজ্যে মোট ১২টি নোটিফায়েড কমিটি আছে।

প্রশ্ন :- (২) : নুতন করে কোন কোন বাজার বা শহর এলাকাকে নোটিফাইড এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে ?

উত্তর :- নতুন কোন বাজার বা শহর এলাকাকে নোটিফায়েড এরিয়া অন্তর্ভুক্ত কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নগর উন্নয়ন দপ্তরের নেই।

প্রশ্ন- (৩) : ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা বাজার এলাকাকে নোটিফাইড এরিয়া অন্তর্ভুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :- প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন কোন কণ্ডিশনের উপর ভিত্তি করে কোন বাজার বা শহর এলাকাকে নোটিফাইড এরিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় ? রাজ্যে যে ১৪টি

মহকুমা আছে সেই ১২টি মহকুমাকে নোটিফাইড এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, সংবিধানের ৭৫ তম সংশোধনীর মধ্যে রাজ্যে একটি মিউনিসিপ্যাল আইন তৈরী করা হয়েছে। এবং এই আইন অনুযায়ী তিন ধরনের মিউনিসিপ্যাল ব্যাবস্থা রয়েছে। যেমন- করপোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং নগর পঞ্চায়েত।

তারমধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে সেসব এলাকাকেই নগর পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যাল এরিয়া হিসেবে গণ্য করা হবে যেখানে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ নন্-এগ্রিকালচারিষ্টম্ যারা কৃষির উপর নির্ভর করে না, এই রকম। আর যেসব জায়গার পপুলেশন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে ৫০০ লোক বসবাস করেন সেখানে নগর পঞ্চায়েত গঠন করা যায়। কাজেই এই আইনে যে সব কনডিশন রয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখে সেগুলি ফুল্ফিল কর সেসব জায়গায় নোটিফাইড এরিয়া কমিটি করা হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য, শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এনেছেন। এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আইন আছে। কিন্তু আইনের ফাঁকও আছে স্যার। এই রাজ্যের মধ্যে আগরতলা ছাড়া উনি বলেছেন যেখানে নন্-এগ্রিকালচারিষ্ট পপুলেশন রয়েছে শতকরা ৫০ ভাগে সেখানেই এইটা করা হবে। কিন্তু আগরতলা ছাড়া ত্রিপুরার আর কোথায় এই কণ্ডিশনে পড়ে না। সব জায়গায়ই নোটিফাইড্ এলাকার মধ্যে গাঁও সভাও রয়েছে স্যার। কাজেই এই দিক থেকে বিবেচনা করে ধর্মনগরের কদমতলা সহ অন্যান্য বাজার বা শহর এলাকাকে নোটিফায়েড এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা এই বছরে বা আগামী বছরের মধ্যে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো আইনের কথা বল্লাম। আর এখানে মাননীয় সদস্য আইনের ফাঁকের কথা বললেন উনারা আইনের ফাঁক দিয়ে চলতে চলতে স্বাধীনতার পর এই ভারতবর্ষকে একেবারে শেষ করে দিচ্ছেন। এইটা আমরা দেখেছি। আইনের মধ্যে দিয়ে যা করা যাবে সেটা আমরা দেখব স্যার। আর মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনারা দায়িত্বশীল একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, তারা যেন আইনের ফাঁক দিয়ে না চলেন-তাহলে দেশের সর্বনাশ হবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৪ ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান--৬৪ ।

প্রশ্ন নং- (১) : আগরতলা পৌরসভার নির্বাচন কবে পর্যন্ত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :- আগরতলা পৌরসভার নির্বাচন এই বছরের শেষনাগাদ করার জন্য রাজ্য সরকার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।

প্রশ্ন নং (২) : এই সঙ্গে নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনও করা হবে কিনা ?

উত্তর :- আগরতলা পৌরসভার নির্বাচনের সাথেই নগর পঞ্চায়েত-এর নির্বাচন করারও পরিকল্পনা সরকারের আছে ।

শ্রীঅমল মল্লিক : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপারে সরকারের কোন ইচ্ছা ছিল না ইলেকশন করার কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী গৌহাটী হাইকোর্টে যাওয়ার পর সরকার এই নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছেন । এখন আমার বক্তব্য স্যার সরকার ঘোষণা দিয়েছেন, মন্ত্রীও বলেছেন হতে পারে ইলেকশন, কিন্তু ইলেকশন হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলি ডেলিমিটেশন করার ব্যবস্থা নেওয় হয়েছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ- এইটাতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ।

শ্রীঅমল মল্লিক - এটা কখন হবে সেটা বলা হয়নি তো স্যার । তাছাড়া সেটা করার জন্য কি নিয়ম কানুন থাকবে সেটাও জানা দরকার ।

মিঃ স্পীকার :- না, না এটা নিয়ে আর সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই । মাননীয় সদস্য মাধব চন্দ্র সাহা ।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার, ৭০ ।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০ ।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, এডমিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০ ।

প্রশ্ন

১. ইহা কি সত্য যে উদয়পুরের বনদুয়ার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ বন্ধ হয়ে আছে,

২. যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি, এবং

৩ কবে নাগাদ উক্ত ওয়াটার ট্রিটমেট প্ল্যান্ট-এর কাজ আরম্ভ করা হবে এবং কবে নাগাদ তাহা শেষ করা হবে ?

উত্তর

১. হ্যাঁ, সেই কাজটা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

২. কারিগরী অসুবিধা ও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যান্ট-এর কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

৩. বর্তমান বৎসরের অক্টোবর মাস থেকে পুনরায় ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যান্টটির কাজ আরম্ভ করা হবে এবং আগামী ১৯৯৬ইং সনে শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

-: প্রশ্ন :-

১. বর্তমান আর্থিক বৎসরে কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশানের জন্য টাউন হল নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২. যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ হল, নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

-: উত্তর :-

১, টাউন হল নির্মানের কোন প্রস্তাব নগর উন্নয়ন দপ্তরের নিকট নেই।

২. প্রশ্ন উঠে না।

৩. প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, নগর হিসাবে যে যে জায়গাগুলি ডিক্লেয়ার সেখানে সাধারণত নগর উন্নয়ন দপ্তর কাজ করছে। যেহেতু এটা ঘোষিত না সেইজন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া টাউন হল নির্মানের ব্যাপারে জানা আছে যে, ইদানিংকালে টাউন হল এইভাবে নির্মিত হয় না। আগে যেসব টাউন হল নির্মিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ, ত্রিপুরায় নোটিফায়েড অথরিটি এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল টি এরিয়ার এই টাউন হল নির্মানের জন্য টাকা-পয়সা সরকারের যা এসেছে এইগুলি তখন যে স্টেট লটারী ছিল সেই লটারীর টাকা থেকে এইগুলি নির্মান করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের নগর উন্নয়ন দপ্তর আর কোন এই লটারীর টাকা বন্ধ হওয়ার ফলে আর কোন টাউন হল তৈরী করার জন্য এই ধরনের বাজেটের পারমিশন করবার সুযোগ নগর উন্নয়ন দপ্তর পায়নি। তাছাড়া আমি আগেই বলেছি যে, কাঞ্চনপুরের মত এসমস্ত জায়গা আছে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখে আইন মোতাবেক যদি হয় তাহলে নিশ্চয় করা হবে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :- আর কি সাপ্লিমেণ্টারী ?

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টাউন হল নির্মান করার ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যেখানে নোটিফায়েড এলাকা সেই সব শহরের মধ্যেই এইগুলি করা হয়েছে। তাছাড়া উনি বলেছেন আইন-কানুন, আমি মনে করি আপনাদের কাছেই আইন-কানুন, আইন-কানুন তো বাইরে থেকে আসে না। কোন জায়গায় করলে ভালো হবে না হবে সেটার আইন কানুন তো নিজেরাই তৈরী করে, তাহলে সেই আইন কানুন তৈরী করে সেখানে টাউন হল করার পরিকল্পনা কেন নেওয়া হবে না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এইগুলি নগর উন্নয় দপ্তর নিজে করেন না। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন ইত্যাদি হয়ে গেছে বা যেখানে নির্বাচন হয়নি এ ডি, সি, এলাকার মধ্যে সেখানেও বি, এ, সি, গঠিত হয়েছে। সেই সব জায়গায় গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রাকশন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কীমে সেইগুলি করা যায় যদি এইগুলি করা সম্ভব হয়, তাহলে মাননীয় সদস্য নিজেই বি, এ, সিতে রয়েছেন এখন উনারা চিন্তাভাবনা করতে পারেন। এটা তো গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের কোন বিষয়না করতে গেলে এই দপ্তর করতে হবে। যেহেতু নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে কিছু বিষয়বস্তু আছে সেগুলি হয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বা বি, এ, সির মাধ্যমে সেইসব কাজ করানো যায় বা অনেক টাকা

ইনভল্ভ করা যায়। সুতরাং সেই জায়গায় এত টাকা দিয়ে করানো খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার তবু সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে টাউন হলের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। আমার সাপ্লিমেন্টারী হল, একটা হতাশাগ্রস্থের মধ্যে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, নগর উন্নয়ন দপ্তর আগেও লটারী ইত্যাদির টাকা দিয়ে টাউন হল করত। কিন্তু এখন এইগুলির কোন পরিকল্পনা ধরা হয়নি। কিন্তু টাউন হলের যে গুরুত্ব বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই অপরিসীম। সুষ্ঠ সংস্কৃতির বিকাশ করে দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে এখানে যে বিচ্ছিন্নতা-বাদী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেটাকে প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেখানে টাউন হলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যেসমস্ত জায়গায় টাউন হল আছে সেখানে সুষ্ঠ সংস্কৃতির সুযোগ সেখানে আছে। এই অবস্থায় এখানে যে এলাকায় নগর উন্নয়ন কমিটি করা হচ্ছে সেখানে সাধারণত ঘনবসতি এলাকা নিয়ে করা হচ্ছে। যেমন আমাদের তেলিয়ামুড়া নগর উন্নয়ন কমিটি।

এই সব কথা চিন্তা করে এই নগর উন্নয়ন কমিটিগুলির মধ্যে টাউন হল্ নির্মান করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবে কি? যেমন আমাদের তেলিয়ামুড়াতে একটা টাউন হল থাকলে সেখানে অনেক অগ্রগতি হতো, এই সব চিন্তাভাবনা করে মন্ত্রী মহোদয় তা বিবেচনা করবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, টাউন হল সাধারনত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য সাংস্কৃতির বিকাশের জন্য, মানুষের মনের খোরাকের জন্য এই টাউনহলের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা। এছাড়া আগে যে গুলি নটিফাইড এরিয়া ছিল এবং বর্তমানে নূতন আইন অনুযায়ী এই গুলিকে নগর পঞ্চায়েত করা হয়েছে। নূতন আইন অনুযায়ী সরকারী যা অর্থ আনুকূল্য থাকবে সেইগুলি আমরা মোটামুটি নগর পঞ্চায়েত গুলির সাথে দিয়ে দেব। কিছু পুরানো নটিফাইড এরিয়া বর্তমানে নগর পঞ্চায়েত আছে যে গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনে এস. এম. টি, স্কীমের মাধ্যমে অন্তরভূক্ত করা হয়েছে। আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি তেলিয়ামুড়ার জন্যও আই টি. এস. এম. টি. স্মল এণ্ড মিডিয়াম টাউন ডেভলাপমেণ্ট যে স্কীম আছে সেই সব স্কীমে। ঐ স্কীমের যদি অনুমোদন আসে তা হলে সে স্কীমে তা ধরা আছে সেখানে তা করার জন্য। এই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন নগর পঞ্চায়েত যেগুলি আছে তার মধ্যে উরা নিজেরা বসে সিদ্ধান্ত করে যে সেই গুলি করতে পারেন। কেন্দ্রীয় অনুমোদন পেলেও তারা তা করতে পারেন, এই গুলি করা যায়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য মাখনবাবু যে প্রশ্ন করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত পোষন করছি। নগর পঞ্চায়েত তেলিয়ামূড়া এবং রানীরবাজার দুইটাই নগর পঞ্চায়েতের মধ্যে পরে। এই সব স্থানে টাউন হল হবেনা কেন? আর তা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় তা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, টাউন হল হবেনা আমি একবারও সে কথা বলিনি। আমারা প্রতি বংসর বাজেটারী প্রভিশান করে দিচ্ছি। নূতন আইন অনুযায়ী রানীর-বাজার এবং তেলিয়ামুড়া তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করবেন তখনই হতে পারে। যদি টাকার সংকুলান না হয় অর্থাৎ আমরা যা টাকা দিচ্ছি তাতে যদি না হয় তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আই, টি. এস এম. টি. স্কীম যবে থেকে ইনট্রিডিউজ হবে তবে থেকে তা করা যাবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীমটা কবে ইন্ট্রিডিউজ হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিতে পারিনা। আমরা এইগুলি যতগুলি আছে সবগুলি পাঠিয়েছি আই. টি. এস এম. টি. স্কীমে অন্তরভুক্ত করার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন অনুমোদন দেবেন তেমন আমরা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা (চড়িলাম) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯

প্রশ্ন

১। এ. ডি. সি. এলাকা পুনঃর্গঠনের সময় এ. ডি সি. এলাকার অনেক অংশ নন্ এ, ডি, সি, এলাকাতে চলে গিয়েছে, যেখানে পূর্বে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময নির্বাচন হয় নাই (এ, ডি, সি, এলাকা থাকায়)। বর্তমানে এই আশিংক এলাকাতে কি পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিকল্পনা সরকারের আছে?

উত্তর

আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন

২। যদি থাকে তবে, ঐ অংশে কি একটা নূতন পঞ্চায়েত গঠন করা হবে, না অন্য কোন পঞ্চায়েতের ওয়ার্ড হিসাবে ধরা হবে?

উত্তর

পরীক্ষা করে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীঅশোক দেববর্মা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেমন এ, ডি, সি এলাকা পুর্ণগঠনের ফলে কিছু এলাকা নন্ এ ডি সিতে চলে গেছে তেমনই কিছু এলাকা এ ডি সির ভিতরে চলে গেছে এই রকম সব নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিকে কি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে না ইতিমধ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হবে এই রকম সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সময় কোন পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় নাই। এবং মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন তা হল এ, ডি সি, এলাকা পুর্ণগঠন এর ফল কোন কোন গ্রাম আংশিকভাবে বা সম্পুর্ণভাবে এ, ডি, সির এলাকার বাইরে আসবে এবং এ, ডি, সি এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করবে সেই সম্পর্কে পঞ্চায়েত দপ্তর তথ্য সংগ্রহ করছে এবং উক্ত কাজ চুড়ান্ত হলে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে।

শ্রীপবিত্র কর :- মিঃ স্পীকার স্যার, যে বিষয়টি এখানে এসেছে খুবই স্পর্শকাতর। এ, ডি সি এলাকায় যেগুলি ঢুকেছে সেগুলি পঞ্চায়েতে ছিলেন এবং অনেকগুলি এলাকা ছিল সেটা এ, ডি, সির ভিতরে ছিল যেটা পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নাই। এটা খুবই অসুবিধা হয়েছে প্রশাসনের দিক থেকে এটা মোনমেন্ট স্লিপ হয়ে গেছে। প্রসাশন কোন অংশ এখানে কাজ করবে এ বিষয়টি এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে আইন অনুযায়ী হবে আমরা কি জানতে পারি বিধানসভাতে এটা কত তাড়াতাড়ি আইন অনুসারে কাজ হবে?

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি পঞ্চায়েত দপ্তর তার প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছে এবং এটা খুব দেরি হবে না মাননীয় সদস্যদের আশংকার কোন কারণ নেই। আপনারা অবশ্যই দেখেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবং এ, ডি, সি, নির্বাচনে আমরা খুবই আগ্রহী। যেখানে এ, ডি, সি, এলাকা পুর্ণগঠনের জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন হবে সেখানে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনের ব্যবস্থা করছি।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিছু কিছু নটিফাইড এড়িয়া পুর্ণগঠনের ফলে যেমন তেলিয়ামুড়া এবং কুমারঘাটে এর কিছু কিছু এলাকা মানুষের চাহিদা মত যেখানে শ্রমিক এলাকা বা কৃষি নির্ভর এলাকা নোটিফাইড এরিয়া বা নগরপঞ্চায়েত

বাধ দেওয়া হয়েছে। যেগুলি এখনো কোন পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নাই। কাজেই একই সঙ্গে এই এলাকাগুলির কথা বিবেচনা করে পঞ্চায়েত আইনের বিধানে এইগুলিকে আনা হবে কি না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুমারঘাট নোটিফাইড এরিয়া থেকে ২টি এবং তেলিয়ামুড়া থেকে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজ্ঞপ্তি জারী হয়ে আছে এবং এগুলি আগামী এ. ডি. সি পুর্ণগঠনের ফলে যেসব পঞ্চায়েত গঠন হবে একই সঙ্গে পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন করার ব্যবস্থা করব।

শ্রীসমীর দেবসরকার:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যতদিন নির্বাচন না হয়, ততদিন পর্যন্ত সেখানে নমিনেটেড সদস্য রেখে প্রসাশনের দিক থেকে যে অসুবিধা তা দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী):— নমিনেটেড সদস্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীসমীর দেবসরকার:— স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যতদিন নির্বাচন হচ্ছে না ততদিন পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী):— আমি বলেছিলাম সেটি আইনে আছে কিনা আমরা খতিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ১৯৫। রেভেনিও ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ১৯৫।

প্রশ্ন:— ১] ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৯৫ ইং সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট কি পরিমাণ বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

২] এরমধ্যে কি পরিমাণ জমি উপজাতীদের দখলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে? এবং

৩] কি পরিমাণ উদ্ধারকৃত জমি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি?

উত্তর :— ১] ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯২ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট ১,১২৩.২৩ একর বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

২] এই পর্য্যন্ত ৯৬১.৫৪ একর ভূমি উপজাতীদের দখলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩] ১৬১.৬৯ একর জমি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে ১৬১.৬৯ একর জমি উপজাতিদেরকে ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নি। তার কারণ কি? যাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে উপজাতীদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে তাদেরকে কত টাকা ক্ষতিপুরন হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কতজন উপজাতিকে তাদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়ার জন্য দরখাস্ত আহ্বান হয়েছে?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : – স্যার, যে জমিগুলি ফেরত দেওয়া যায় নি সেটা ফেরত দেওয়া হবে, প্রচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন কোর্টে গিয়ে কেস্ করেছে সেই জন্য এগুলি আটকে আছে। উপজাতিদের জমি ফেরত দেওয়ার ফলে যে সমস্ত কৃষক ভূমি হীন হয়ে পরবে, সরকারী স্কীম আছে, কিছু টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। কত টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। ৩য় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯২ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট ১৬২৯ জনের উপজাতীদের ১১২৩.২৩ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৫৭০ জনের ২৬৩.৭০ একর। উত্তর জেলায় ২৬০ জনের ৩১৫.১৬ একর এবং দক্ষিণ জেলায় ৫৯৬ জনের ৪১৬.১৩ একর এবং ধলাই জেলায় ১৯৮ জনের ১২৮.১৪ উক্ত সময়ে ৯৬১.৫৪ একর ভূমি ১২০২ জন উপজাতিকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৪১৫ জনের ২৩১.৯২ একর, উত্তর জেলায় ১৬৩ জনের ২৬৮.১৪ একর, দক্ষিণ জেলায় ৪৭১ জনের ৩৫৯.১৪ একর এবং ধলাই জেলায় ১৫৩ জনের ৯৮.৩১ একর ভূমি ফেরত দেওয়া হয়েছে। ৪২৭ জনের ১৬১.৬৯ একর ভূমি ফেরত দেওয়া হয় নি। কারণ আদালতে ৯৪.১৪ একর ভূমি বিচারধীন থাকায় দেওয়া যায় নি। এবং ৬৭.১২ একর ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি আইন মোতাবেক পরবর্তী বছরের ১লা বৈশাখ এর পর প্রত্যর্পণ করা হবে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সম্পর্কে মীমাংসা দরকার। কেন না, ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত তাহলে অপেক্ষা করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি আইন সংশোধন করে পাঠান, তাহলে আমরা সে মুহুর্ত্তেই উপজাতিদের হাতে জমি ফেরৎ দেওয়া সিদ্ধান্ত নেব। সেই জন্য আমরা আইন সংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি। এই আইনের সম্মতি আসলেই আমরা কার্য্যকরী করব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন তা

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার হিসাবে প্রায় ২৭ - ২৮ মাসের ঘটনা। কিন্তু বিগত ২ বছরে উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি কত উদ্ধার হয়েছিল তার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :-- এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :- মিঃ স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২১০

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২১০

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :-- স্যার, আমার কাছে যা আছে তা আন-ষ্টার্ড।

শ্রীসমীরঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— স্যার, উনার কাছে আন-স্টার্ড আছে এটা কি রকম কথা ? উনাকে পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী শেখান। কি আছে আন-ষ্টার্ড রিপ্লাই এখন পড়ুন। কারণ, আপনি এটা ষ্টার্ড হিসাবে ডেকেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্যরা যদি এভাবে স্পেশালাইজ করেন, তাহলে মনগড়া হবে।

শ্রীরতিমোহন জামাতিয়া :— হ্যাঁ, এটার উত্তর মনগড়াই হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এ ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার: মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা যদি এই ভাবে প্রেসারাইজ করেন তাহলে তো এটা মনগড়া রিপ্লাই হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এটা মনগড়া রিপ্লাই হবে কেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন:— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন মনগড়া রিপ্লাই হবে, তার মানে উনার কাছে রিপ্লাই নেই। স্যার, আপনি এটাকে স্টার্ড হিসাবে ট্রিট করেছেন, হি ইজ টু গিভ রিপ্লাই। রিপ্লাই মন গড়া হবে কেন ?

মিঃ স্পীকার : - এটা এসেমব্লী সেক্রেটারিয়েট থেকে স্টার্ড কোয়েশ্চান হিসাবে অলরেডি টিকেড। সেই জন্য আপনাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি দেখছি আমার দপ্তরের কোথাও ভুল হয়েছে কিনা। আমি এখানে এস্যুরেন্স দিচ্ছি যে নেকস্ট সেশানে এটার রিপ্লাই দেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাকে আনস্টার্ড হিসাবে তাছে বলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলছেন এটা স্টার্ড।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— আমি আনস্টার্ড হিসাবে আছে এই পর্যন্তই বলেছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখন এই প্রশ্নের রিপ্লাই দিন।

মি: স্পীকার : আমি টোটাল হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি একজন রেসপনসিবাল মেম্বার রিপ্লাই চেয়েছেন। প্রশ্নটা খুঁজতেই এতক্ষন সময় লাগল, সেকেণ্ড, স্টার্ড আনস্টার্ড কনট্রোভার্সি। তাহলে টোটাল ইমপ্রেসনটা কি হবে? অনডাউটেডলী এটা একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন হবে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের আমি অনুরোধ করছি তদসংশ্লিষ্ট এই ক্রুটিগুলি যাতে রীপিটেড না হয়। যে সমস্ত তবকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্ন গুলোর লিখিত উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।
[ANNEXURES "ACB"]

MATTERS RAISED BY MEMBERS,

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :- স্যার. একটা বিষয় নিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মধ্যে এখন ভোটার লিষ্টের হিয়ারিং চলছে। এই নিয়ে এখানে বহুবার আলোচনা হয়েছে। ভোটার লিষ্ট থেকে মানুষের নাম বিরাট ভাবে বাদ গেছে। এখন তাদের কাছে আরেকটা সুযোগ এসেছে। স্যার, আপনিও এখানে বলেছিলেন এটা সামগ্রিক সমস্যা। কাজেই এখন যেহেতু হিয়ারিং চলছে বিভিন্ন অংশীল গুলির মধ্যে. রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কোন কোন জায়গায় রেশন কার্ড হবে, কোন কোন জায়গায় রেশন কার্ডে হবে না অন্যান্য কাগজপত্র চইছে এই ভাবে নানা ধরনের একটা বিতর্ক জুড়ে দিয়েছে কোথাও কোথাও উল্টাপাল্টা কাজ হচ্ছে, কোথাও কোথাও এই নিয়ে মারামারি হচ্ছে। এই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে পুলিশের ভূমিকা কে সচল ও সঠিক করার জন্য, অফিসাররা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ফলো করেন এই জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর নিকট থেকে এই হাউসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানতে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, এখানে যে অনুরোধ এসেছে, সেই অনুরোধ আমি খুঁজে দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :- স্যার, এটা খুঁজে দেখার ব্যাপার নয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় খাইখাড়া জিরানীয়া ৫০, সি, নগর কলোনী, বীরচন্দ্রনগর, রজাগ্ন বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ঘটনাগুলি হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই এসেম্বলীর একটা প্র্যাকটিস আছে এবং এসেম্বলীর চেয়ার থেকে রুলিং হয়ে এই সিদ্ধান্ত ছিল ভিজবো (•) আওয়াবে যদি কোন প্রশ্ন তুলতে হয় যায় জন্য রেফারেন্স পিরিয়ড। রেফারেন্স ফর্ম এইগুলি সুনির্দিষ্ট ছিল, সেই কায়দায় যে পদ্ধতিতে আসা উচিত। স্যার, হঠাৎ করে যখন প্রশ্ন উঠছে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুজে দেখব যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সেই প্রশ্নগুলি কোথায় কোথায় কি অবস্থায় আছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। একজন অভিযোগ করলেই হয় না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- স্যার, আপনি এলাউ করেছেন, আপনার উপর উনি হেডমাষ্টারি করছেন।

মিঃ স্পীকার মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি, উনি বলেছেন দেখবেন। দেখবেন না বলে তো উনি দেখলে তো হবে না। কাজেই, দেখবেন অর্থটা হচ্ছে এটা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- স্যার, আপনার মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত আপনি স্পীকার হয়ে যদি নির্দেশের কথা বলেন আর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি বলেন খুঁজে দেখব তাহলে আপনারই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বসুন।

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :- স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতা থেকে সুষ্ঠু ভাবে কথা বলা আমরা আশা করতে পারি না ?

মিঃ স্পীকার :- প্লিজ, এই সমস্ত ইরিলেভেন্ট মেটার তুলবেন না।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :- এই হাউসে আপনি হচ্ছেন সর্বময় কর্তা। এখানে এই হাউসে একটা প্রবনতা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মাননীয় মহোদয়রা সবসময় প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে চান তাই,

বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তরের সময়ই বলেন তথ্য সংগ্রহাধীন আছে, না-হয় বিবেচনাধীন আছে, না-হয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আর একজন মাননীয় মন্ত্রী তো প্রশ্ন ষ্টার্ড না আন-ষ্টার্ড এটাই বলতে পারলেন না এবং আমাদের ভাবপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন খুঁজে দেখবেন। আসলে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বিধানসভাকে এড়িয়ে চলা বা এখানে সরাসরি যে একটা দায়িত্ব আছে সেটাকে রোধ করে রাখা। স্যার, তাই এই রাজ্যের মানুষ এখন এই সরকারের কাছে প্রশংসা করার কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীমতিলাল সাহা [কমলাসাগর] :- মিঃ স্পীকার স্যার, ৬ মাস পর যাও একটা মিটিং হয় তাও আবার ২/৩ দিনের জন্য, আমরা কি করব বলুন স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- এইগুলি হচ্ছে কি স্যার, এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। দায়িত্বশীল সদস্য দায়িত্বশীলের মত কথা বলা উচিত।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমি আশা করব আপনি এইভাবে আমাদের আদেশ দেবেন যে, যেদিন যে প্রশ্নটা থাকবে তার কিছু কাগজপত্র দলিল এখানে উপস্থিত করে• পত্রিকার রেফারেন্স

[গণ্ডগোল]

স্যার, পত্রিকার রেফারেন্স দিয়ে যদি কথা বলতে হয়, এই রকম ঘটনা আছে যা পত্রিকায় উঠেছে সেটার উপরে হয়।

[গণ্ডগোল]

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এই সমস্ত জটিল বিষয়গুলি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উনি লেখাপড়া জানেন এবং উনার জ্ঞান-গরিমাও আছে, উনাকেই দেওয়া উচিত।

শ্রীঅমল মল্লিক :- মিঃ স্পীকার স্যার, বিধানসভায় এক মুখ্যমন্ত্রী আর বিধানসভার বাইরে এক মুখ্যমন্ত্রী এই রকম তো হবেই স্যার

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, অমলবাবু ইরিলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি বসুন। এটা তো হয়েই গেছে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :- স্যার, আমার বক্তব্য হল, আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে আজকের প্রভাতী খবরের কাগজে সারা দেশের মানুষ আপনারা জেনেছেন আবার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার ইণ্ডিয়া ২০ শতাংশ বিমান ভাড় বাঁড়িয়েছে। এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের আমাদের পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই বিধানসভা থেকে বেশ কয়েকবার প্রস্তাব পাঠিয়েছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে ৫০ বৎসর হতে চলল দেশ স্বাধীন হওয়ার অথচ এই রাজ্যের রাজধানী পর্যান্ত আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার একটি রেল লাইন এখনও দিতে পারেনি। এই রাজ্য থেকে একটা মুমূর্ষ রোগীকে আমরা পাঠাতে পারিনা, বিমানের টিকিট পাইনা, বিমানের ভারা দিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমাদের একমাত্র জরুরী যে বিষয় বিমান তার যে ভাড়া আরো ২০ শতংশ আগামী ১ তারিখ থেকে ইনট্রডিউস হবে এই ব্যাপারে আমি মনে করব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যারা অছেন তারা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে থাকেন, আমরা সর্ব্বসম্মত ভাবে একটা প্রস্তাব পাঠাব, প্রয়োজনবোধে আমরা স্পীকারের মাধ্যমে দিল্লীতে গিয়ে মন্ত্রীর সংগে আলোচনা করব যে এই বিমানের ভাড়া আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়, ত্রিপুরার জন্য ভর্ত্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ত্রিপুরা থেকে মুমূর্ষু রোগীদের যেতে হয়, ছাত্রদের পড়াশুনা করবার জন্য বাইরে যেতে হয়, সমগ্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঔষধ ইত্যাদি বিমানে করে আনতে হয়। ফলে এই অবস্থা বিবেচনা করে একটা সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব এইখান থেকে পাঠানো হোক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- মাননীয় সদস্য পবিত্রবাবু যে অনুরোধ রেখেছেন মাননীয় স্পীকারের কাছে যে কেন্দ্রীয় সরকারে সংগে আলাপ আলোচনা করার জন্য একটা প্রতিনিধি দল এখান থেকে আপনার মাধ্যমে যাওয়া উচিত আমি এইটাকে সমর্থন করি। মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংগে এখানকার উভয় দলের সদস্যদের নিয়ে আপনার নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল গিয়ে তাদের কি ব্যাপার, কি পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংগে আলাপ আলোচনা করে, আমাদের কি সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়ে বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেটা সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে যিনি আছেন উনাকে অনুরোধ করছি সরকারের এই ব্যাপারে মতামত আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— আমাদের বিধানসভাতে অনেকগুলি এই ধরনের খুব

নির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছে। আমি এই ব্যাপারে পূর্ণসমর্থন করি। আমাদের স্পীকারের নেতৃত্বে বিধানসভার একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে আমাদের যেসমস্ত বিধানসভার সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহন করেছি, সবগুলিকে কার্যকরী করার জন্য যেতে পারি। তার মধ্যে রেল আছে, অন্যান্য বিষয়ও আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- স্যার, প্লেইনের ১০ শতাংশ ভাড়া সম্বন্ধে আপনার নেতৃত্বে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইন-চার্জ বলেছেন সেটাকে সমর্থন করছি। সেটার জন্য একটা প্রতিনিধি দল আপনার নেতৃত্বে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ত্রিপুরার ২০লক্ষ মানুষকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তার জন্য আমাদের একটা টীম যেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- আমি স্যার, নির্দিষ্টভাবে বলেছি প্লেইন ভাড়া ত বটেই, একটা বিষয় নিয়ে সমস্ত দল বেঁধে যাব সেটা ত ঠিক না ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে যে বিষয়গুলি আছে, যে প্রস্তাবগুলি উঠেছে সেগুলি সবগুলি নিয়ে যাব।

মিঃ স্পীকার :- যেহেতু পবিত্রবাবু এই প্রস্তাবটা তুলেছেন, হোল হাউস একমত হয়েছেন এই সম্পর্কে কমিটি গঠন করার প্রস্তাবও অলরেডী গৃহীত হয়েছে। সেই কমিটিতে কে কে থাকবেন সেটা দ্বিতীয় বেলায় প্রকাশ করব।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :- আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি। রেফারেন্সটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল: "আমবাসায় টি, এস, আর, দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের একদল উচ্ছৃঙ্খল জওয়ানের তাণ্ডব, বহু আহত, এ, ডি, এমের গাড়ীতে আগুন, শূন্যে গুলি এই শিরোনামে অদ্য ১৯।৯।৯৫ইং তারিখে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে সকাল পর্য্যন্ত যে তথ্য আমার কাছে পৌঁছেছে তাতে ঘটনার বিবরনে প্রকাশ যে, গত ১৮।৯।৯৫ ইং তারিখে আমবাসা

থানার এস, আই, শ্রী এস পি ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যা প্রায় ৬টা থেকে ৬-৩০ মি. এর সময় আমবাসাতে মোবাইল ডিউটিতে ছিলেন। এস, আই, ভট্টাচার্য্য যখন চন্দ্রাইপাড়া স্কুলের নিকট আসেন তখন জানতে পারেন যে, কতিপয় টি. এস, আর-এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের কতিপয় জোয়ানকে আমবাসা বাজারের কতিপয় লোক মারধর করে। তিনি তৎক্ষনাৎ আমবাসা বাজারে যান এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, টি, এস, আর-এর একজন জোয়ান যথা দুলাল দেবনাথকে তাহার গায়ের শার্ট ছিড়া অবস্থায় এবং গায়ে জুতাবিহীন আহত অবস্থায় পরে আছে এবং কিছু সংখ্যক লোক তাহাকে ঘিরে আছে। এস, আই, ভট্টাচার্য্য তাহার নিকট থেকে জানিতে পারেন যে, একজন পাতলা চেহারার লম্বা উস্কখুস্ক চুলওয়ালা লোক তাহার সহিত এবং অন্যান্য তিন জনের সঙ্গে ঝগড়া করে এবং তাদেরকে মারধর করে। তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা ঘটনার বিষয়টি জানানোর জন্য টি, এস, আর ক্যাম্প-এ যায়। এস, আই, ভট্টাচার্য্যও ডলুবাড়ীস্থিত টি, এস, আর ক্যাম্প-এ যায় এবং সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাহিরে যাবে বলে বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জেলার এস, টি, সেকশন-এ গিয়ে আমবাসার সি, আই এবং আমবাসা থানার ও, সি যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে ঘটনাটির বিষয়ে অবগত করান। উভয় অফিসারই তাহাকে আমবাসা থানা থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক সি, আর, পি, এফ, সহকারে আমবাসা বাজারে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এস, আই ভট্টাচার্য্য আমবাসা থানায় এসে থানার এস আই শ্রীবিনয় দেকে থানাতে পান এবং শ্রীদে তাহাকে বলেন যে, কতিপয় টি, এস, আর, জোয়ান যাদের মধ্যে কেহ কেহ টুপি এবং বেল্ট ছাড়া পোশাক পরিহিত এবং কেহ কেহ সাদা পোষাকে লাঠি সহকারে আমবাসা বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলে তিনি তাহাদিগকে আটকান। কিন্তু টি, এস, আর-এর এই সমস্ত জোয়ানরা তাহাকে ও তাহার গাড়ীর উপর আঘাত করে। তাহার সঙ্গী সি, আর, পি এফ-এর জোয়ানরা এতে খুবই উত্তেজিত হয় এবং গুলি করার অনুমতি চায়। শ্রীদে পুনরায় থানায় আসেন। এরমধ্যে আমবাসার সি, আই, শ্রীঅংকুশ দেববর্মা থানায় এসে জানায় যে, আমবাসা বাজারের লোকজন তাহাকে লাঠি ও ইট দ্বারা আঘাত করে আহত করে।

বাজারে আগুন লাগার একটি মিথ্যা খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস লোকজন গাড়ীসহ বাজারে গেলে তাদের উপরও জনসাধারন আক্রমন চালায় ফলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমবাসা থানার ও, সি, থানার অন্যান্য স্টাফ ও সি, আর, পি. এফ. সহকারে আমবাসা বাজারে গেলে ফরেষ্ট ড্রপ গেইটে রাস্তা অবরোধ অবস্থায় দেখতে পান। বে-আইনী জমায়েতকে প্রতিহত করে পুলিশ সেখান থেকে রামদাও সহ জনৈক লিটন রায়কে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সেখানে ধলাই জেলার এডিশন্যাল ডি, এম-এর গাড়ীটিকে পুড়তে দেখে এবং জানতে পারে যে, জনৈক দিলীপ সরকার এ, ডি, এমকে জনতার হাত থেকে রক্ষা করে।

উক্ত ঘটনায় পাঁচটি গাড়ী জনতা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১২ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের ৫ জন এবং পুলিশের ৫ জন জনসাধারনের মধ্যে ৪ জন আহত হয়।

ঘটনাটি এস, আই, এস, পি ভট্টাচার্য্যের অভিযোগমূলে আমবাসা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৪, ৩২৫, ৪২৭, ৩৫৩, ৪৩৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (খ) ধারায় মোকদ্দমা নং ৫৬, ৯২ নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করা হয়।

বর্তমান এলাকার পরিস্থিতি আয়ত্বাধীন আছে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরন সংগ্রহাধীন আছে ও ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

এখন পরিস্থিতি আয়ত্বাধীন, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে। এই এলাকায় এই যে ঘটনা, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই ঘটনার যে তদন্ত হচ্ছে, সেই তদন্তে সুনির্দিষ্ট ভাবে যদি কোন টি. এস. আর. এর জোয়ান জড়িত থাকেন দেখা যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অন্যান্য যারা জড়িত আছেন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এইটা সুনিশ্চিত ভাবে এই বিধানসভায় আমি বলতে পারি।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তদন্ত চলছে। এই ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্তে টি, এস. আর, এর যে সমস্ত জোয়ান এই কাজের সংগে যুক্ত ছিলেন তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে কি না এবং যারা এই ঘটনায় আহত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরন হিসাবে এবং তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না বা ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল রাত্রে এই ঘটনা হয়েছে সন্ধ্যার সময়। আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে মাননীয় সদস্য যা আশা করছেন ততটুকু অগ্রগতি ঘটা সম্ভব নয়। সরকার এই ব্যাপারে সচেতন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসার জন্য তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের যে অফিসার আহত হয়েছেন তাকে জি, বি, হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং সেখানেই তার চিকিৎসা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :- আমি মনেকরি এই ব্যাপারে সাফিশিয়েন্ট ইনফর্মেশন এই অল্প সময়ের মধ্যে ফিনিশ করা হয়েছে। এরপরে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

এইখানে আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীমাধব সাহা শ্রী সাহা উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : "বিগত ১০ই আগষ্ট উদয়পুর মহকুমার লক্ষ্মীপতি গ্রামে উগ্রপন্থী কর্তৃক এক ব্যক্তি নিহত হওয়া এবং জনগণের প্রতিরোধে এক উগ্রপন্থী নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তবে তিনি যদি আজ এই নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে না পারেন তবে আগামী কাল দিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন-কারন আগামী কালই বিধানসভার এই অধিবেশনের শেষ দিন। কাজেই এর অল্প সময়ের মধ্যে এই ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে যেটুকু সম্ভব ইনফরমেশন কালেকসন করতে পারি তা' আগামী কালকে দিতে চেষ্টা করব। আর নতুবা পরে তথ্য সংগৃহীত হলে মাননীয় সদস্যের কছে সেটা পাঠিয়ে দেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :- মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে একটু আগে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ঘটনার উপর বিবৃতি দিয়েছেন সে ঘটনাটি গতকালকে ঘটেছে। অথচ সে ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে আজকেই তিনি বিবৃতি দিতে পেরেছেন। স্যার এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা যে ঘটনার উপর নোটিশ এনেছেন সে ঘটনাটি ঘটেছে গত ১০ই আগষ্ট তারিখে। এতদিন আগের ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা আগামী কালকের মধ্যে সম্ভব নয় এটা কি করে হয়, স্যার, উনার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর) কাছে নিশ্চয়ই এই ঘটনার সমস্ত তথ্য রয়েছেন-তিনি এইটা দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই ঘটনাটি ঘটেছে ১০ই আগষ্ট, কাজেই এই ঘটনার তথ্য আগামীকালকের মধ্যে সংগ্রহ করে হাউসে দেবার চেষ্ট করবেন বলে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- মিঃ স্পীকার স্যার প্রত্যেকটি ঘটনারই কেইস ডায়েরী পুলিশের কাছে থাকে। সেটা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী কালকেই এই ঘটনার উপর বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী কালকে যতটুকু পারি তথ্য

সংগ্রহ করে হাউসে বিবৃতি দেবার চেষ্টা করব।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি এইটার উপর আর কিছু না বলার জন্য কারণ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন তিনি যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে আগামী কালকে হাউসে তা পেশ করবেন।

মিঃ স্পীকার :- আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর একটি নোটিশ পেয়েছি-

শ্রীরতন চক্রবর্তী ও শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- গত ৯ই আগষ্ট রাত্রি আনুমানিক ৯:৩০ মিনিটে অমরপুরের বীরগঞ্জ থানার ও, সি কর্তৃক রামপুর গ্রামের কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী শ্রীঅমৃত পাল, শ্রীঅর্জুন দাস, শ্রীহরিধন দাস এবং শ্রীসুনীল দেকে বাড়ী থেকে এনে গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্যে এবং থানার ভেতরে অমানুসিক অত্যাচার করা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :- স্যার, এটাও আগেরটার মত। তবে আমি বলছি যে আমি যতটুকু পাবি ততটুকুই আগামীকালকে এই হাউসে বলতে পারব। এর বেশী কিছু বলতে পারবনা যেহেতু আমার হাতে সময় খুবই অল্প। আমি আশাকরি মাননীয় সদস্যদেরও এই বিবেচনা থাকবে। যতটুকু পাব ততটুকুই দেব এবং এছাড়া আমার আর কোন পথ নেই।

শ্রীনরারঞ্জন বর্মন :- পুলিশের যেখানে এত বড় একটি মাথাভারি প্রশাসন রয়েছে এবং সেই বাহীনিতে ওয়ারলেসও রয়েছে - সটার পরও মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে যতটুকু পারি ততটুকু দেব এটা কি ধরনের কথা স্যার পত্রিকাওয়ালারা যেখানে এটা নিয়ে অতি সহজেই রিপোর্ট করতে পারেন আর পুলিশ সেখানে তথ্য দিতে পারেনা, সেটা হতে পারে না। এটা খুবই দুঃখজনক। হাউসে এসব কি হচ্ছে

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :-স্যার, আমি বিরোধী দলনেতাকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে বলছি মাত্র।

[গণ্ডগোল]

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখানে পারসন্যাল ব্যাপার নিয়ে কিছু টানবেন না। হাউসের মর্যাদা রক্ষা সবাইকে করতে হবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি যেহেতু এটা হাউসে এডমিট করা হয়েছে সেহেতু অসুবিধা সত্বেও যতটুকু পারবেন তিনি যেন ততটুকুই হাউসে বলবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- স্যার, হাউসের কাজ করতে হলে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে করতে হয় এই হচ্ছে অবস্থাটা।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- "বিগত ১৭ই আগষ্ট ধলাই জেলার সালেমা থানাধীন কাটালুংমা গ্রামে এন. এল. এফ. টি. সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনে দুইজন কৃষক নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭ই আগষ্ট বেলা সাড়ে দশটায় ইন্দ্রমনি চৌধুরী পাড়ার কাটালুংমার গোপাল দেব, বয়স ৫০ বৎসর এবং রামু দেব বয়স ২৫ বৎসর তাদের জমিতে চাষের কাজে যখন নিযুক্ত ছিল তখন ১০-১২ জনের একটি উগ্রপন্থীদল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র সহকারে সেখানে উপস্থিত হয়ে বিনা প্ররোচনায় তাদের অস্ত্র থেকে গুলি বর্ষন শুরু করে। ফলে গোপাল দেব ও রামু দেব ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। উক্ত ঘটনার সংবাদ সালেমা থানায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গে থানা হইতে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে এবং দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য বিশেষ চিরুনী তল্লাসী অভিযান চালায়। এই ঘটনাটি ইন্দ্রমনি চৌধুরী পাড়ার কাটালুংমার নিবাসী শ্রীশুধাংশু পালের অভিযোগমূলে সালেমা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৪

এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকাদ্দমা নাম্বার ৩৫, ৯১ নথীভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্তকার্য শুরু করে। তদন্তে জানা যায় উক্ত ঘটনাটি জনৈক পুতুল সিং দেববর্মা নেতৃত্বে এন, এল, এফ, টি, উগ্রপন্থী দলের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে।

এই ঘটনাটি ইন্দ্রমনি চৌধুরী পাড়ার (কাটালুংমা) নিবাসী শ্রীশুধাংশু পালের অভিযোগ গন্ডাছড়া সালেমা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকাদ্দমা নং ৩১.৯৫ নথিভুক্ত করা হয় এবং পুলিশ তদন্তকার্য শুরু করে। তদন্তে জানা যায় যে. উক্ত ঘটনাটি জনৈক পুতুলসিং দেববর্মা নেতৃত্বে এন, এল, এফ. টি, উগ্রপন্থীদলের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। ঘটনায় জড়িত কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

উক্ত ঘটনার পর এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একটি পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, মৃতের পরিবারের প্রত্যেকে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের সহায়তার জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকারী আইন অনুযায়ী তাদের যেভাবে টাকা প্রাপ্য একটা স্কীম আছে, সেই স্কীম অনুযায়ী তাদের টাকার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের দরখাস্ত আসলে পরে সেই টাকা তারা পাবেন।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৭ই আগষ্ট কাটালুংমার যে ঘটনা, এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত বলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কিছু চক্রান্ত আছে। এই চক্রান্তের বিষয় হলো এই যে, গোপাল দেব এবং রামু দেব এরা ট্রাইবেলদের জমি বন্ধক রেখে জমি করতে গিয়েছিল এবং এই জমিটা ছিল অন্য একজনের, মণ্টু পাল। এই মণ্টু পালের সাথে এন, এল, এফ, টির লেনদেনের ব্যাপার ছিল। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :- স্যার, এখন এই মুহূর্তে আমার কাছে কোন তথ্য নেই। মাননীয় সদস্য এর কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলি তদন্তকারী অফিসারকে দিলে পরে এইসমস্ত বিষয়গুলি তদন্ত করা হবে।

শ্রীসুধীর দাস (সুরমা) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ১৭ই আগষ্ট এন, এল, এফ, টি, দ্বারা রামু দেব এবং গোপাল দেব নিহত হওয়ার যে ঘটনা এই ঘটনা ঘটার পর এলাকাবাসীর মধ্যে যে প্রচার বা কথাবার্তা এন, এল, এফ, টি, বারবার এই এলাকার মাধ্যমে চাঁদা সংগ্রহ করে নিচ্ছেন এবং যারা জমি বন্ধক রাখেন তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেয় এবং ঐ চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে কংগ্রেস (আই)-এর একজন কর্মী যার নাম বিধু দেব তার মাধ্যমে তারা চাঁদা

তুলত এবং তার দোকানে তাদের সমস্ত লোকদের আড্ডা। কিন্তু মাঝখানে বিধু দেব ঐ চাঁদা আটকে রাখেন যার পরিনতিতে ঐদিন গোপাল দেব এবং রামু দেব-এর এই মর্মান্তিক খুনের দুর্ঘটনা ঘটে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্যকে বলছি উনি যেটা বলেছেন সেইসমস্ত তথ্য তদন্তকারী অফিসারকে জানালে এবং তদন্তের সময় এইসমস্ত পরীক্ষা করে দেখবে।

শ্রীসুধীর দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার দিন বিকেলবেলা হালাহালি বাজার থেকে ফেরার পথে নিরীহ ট্রাইবেল লোক মোদির বাসিন্দার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য হেমন্ত দেববর্মা সহ ৪ জন লোক ঐ এলাকার সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হন এবং আত্মসমর্পনকারী এ. টি টি. এফ সংস্থা শুহন দেববর্মা সেও তাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সেই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঐ এলাকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা স্বাভাবিক ভাবেই ঐ এলাকাটার মধ্যে একটা চক্রান্ত চলছে এটা পরিষ্কার। এত সমস্ত তথ্যগুলি সেখানকার ইনভেষ্টিগেশন অফিসার যিনি ন কি এই ঘটনাকে ভিত্তি করে সমস্ত এলাকার পরিস্থিতি তার তদন্তের মধ্যে অন্তরভুক্ত করেছেন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব এই সব তথ্য সেখানে দেওয়ার জন্য।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, কমলপুর-এ যে ঘটনা ঘটেছে তা এন. এল. এফ. টি. এর সাথে যুবসমিতির কোন যোগসূত্র আছে কিনা? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই মূহুর্তে আমার কাছে এই রকম কোন তথ্য নেই। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে সব তথ্য আছে তা পুলিশকে দিন, তা তদন্তে দেখবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই রকম কোন তথ্য আছে কিনা যে তা এন এল এফ. টি. এর কাজ নয়, তা হচ্ছে এ. টি. টি. এফ. যারা আত্মসমর্পন করেছিলেন তাদেরকে ঠিক ঠিক মত চাকুরী এবং পুনরবাসন না দেওয়ার কারণে তারাই এই সমস্ত ঘটনাগুলি করেছে, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানা আছে কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, পুলিশের তদন্তে আমার কাছে যা রিপোর্ট এসেছে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে, তাতে আছে জনৈক প্রতুল সিং দেববর্মার নেতৃত্বে এন. এল. এফ. টি, দলের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছে এটা পুলিশের রিপোর্ট। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা উনার নিজেরই মনের কথা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সংলেম) : পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে যে প্রতুল সিং দেববর্মার কথা বলা হয়েছে সে কে? তার পরিচয় কি? সে আগে কি ছিল? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, পুলিশ যা জানিয়েছে তার অতীত সম্পর্কে তিনি টি ইউ, জে. এস করতেন। তার পর তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উগ্রপন্থী দলে যোগদান করেন। টি.এন. ভি. এর সঙ্গে ও তিনি ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত এবং তিনি টি, এন, ভি, দল করতেন এবং তারপর সর্ব্বশেষে এই এন, এল, এফ, টি, দল যখন তৈরী হয় সেই এন এল, এফ, টি দলও ভাঙ্গাচুড়া হয় তার মধ্যে। এখন তিনি নির্দ্দিষ্টভাবে, সক্রিয় ভাবে এন. এল. এফ. টি করে, তাদের মধ্যে একজন উগ্রপন্থী।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আজ একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "বিগত ১লা আগষ্ট ফটিকরায় থানাধীন মরাছড়াতে উগ্রপন্থী আক্রমনে ৭ জন শিশু নারী পুরুষ ও মহিলা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১লা আগষ্ট ফটিকরায় থানাধীন মরাছাড়াতে উগ্রপন্থী আক্রমনে ৭ জন শিশু নারী, পুরুষ ও মহিলা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১লা আগষ্ট ১৯৯৫ ইং তারিখে সকাল আনুমানিক ৬ ঘটিকায় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি উগ্রপন্থীদল ফটিকরায় থানাধীন মরাছড়া গ্রামের শ্রীসুনীল দেবনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর লোকজনদের গত ২৬শে জুলাই পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় (ফটিকরায় থানায় দায়ের কৃত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ৩৮৫, ৩৯৮ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬০/৯৫) খোয়া যাওয়া রাইফেল বুলেট সম্পর্কে জিজ্ঞসা বাদ করে। কিন্তু বাড়ীর লোকজন এই সম্পর্কে কোন প্রকার

আলোকপাত করতে না পাড়ায় উগ্রপন্থীদল তাদেরকে স্থানীয় নেতাদের ডেকে আনার জন্য বলে। উগ্রপন্থীদের কথামত মরাছড়া গ্রামের নেতৃত্ব স্থানের ব্যক্তি সর্বশ্রী কাজল দেবনাথ ও উপেন্দ্র দেবনাথকে ডেকে আনাব এবং তাদেরকেউ উগ্রবাদিরা একই প্রশ্ন করিলে তাহার এই ব্যাপারে কোন প্রকার অলোকপাত করিতে পারে নাই। তাদের নিকট থেকে এই ব্যাপারে কোন প্রকার উওর না পাওয়ায় উগ্রপন্থীরা তাদের সয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালিয়ে নিম্ন লিখিত ব্যাক্তিগণকে নিহত ও আহত করেন।—

নিহত ব্যাক্তির নাম ঃ—

১। কাজল দেবনাথ (বয়স ৬২) গ্রাম মরাছড়া

২। গিরীশ দেবনাথ (বয়স ৬২) ,,

৩। অম্বিকা দেবনাথ (বয়স-১৩) ,,

৪। সুপ্রিয়া দেবনাথ (বয়স-৪) ,,

৫। সরলা দেবনাথ (বয়স-২৫) ,,

৬। কালীচরণ দেবনাথ (বয়স-২৫) ,,

৭। উপেন্দ্র দেবনাথ (বয়স-৩২) ,,

আহত ব্যাক্তির নাম :—

১ শ্রীমতি শেফালী দেবনাথ (বয়স-২২) গ্রাম মরাছড়া

১। শ্রীমতি সাবিত্রী দেবনাথ (বয়স-) ,,

৩। শ্রীসুরেশ দেবনাথ (বয়স-১২) ,,

আহতদের সংগে সংগে কৈলাশহর হাসপাতালের জেলা হাসপাতালে প্রথমে প্রেরণ করা হয় এবং তারপর ভাল চিকিৎসার জন্য আগরতলা হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

উগ্রপন্থীদলটি উক্ত ঘটনার পর ফিরার পথে শ্রীসুনীল দেবনাথের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

উক্ত ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই কমিশনার থানা হইতে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে। জেলার অন্যান্য উচ্চ পদস্থ অফিসারগণও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং সংগে সংগেই উগ্রপন্থীদের শিঘ্র গ্রেপ্তারের জন্য এলাকায় বিশেষ তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। তদন্তে প্রকাশ করে উক্ত ঘটনাটি এন, এল এফ, টি উগ্রপন্থীদলের দ্বারা সংগঠিত করা হইয়াছে এবং তার নেতৃত্বে ছিল এন, এল, এফ, টি আঠারমুড়া পাহাড় এবং ফটিকরায় নিবাসী উপজাতি যুবসমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীজয়ন্তমুনি দেববর্মার ছোট ভাই বিশু দেববর্মা।

এই ঘটনাটি মরাছড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীসুনীল দেবনাথের অভিযোগমুলে ফটিকরায় থানায়

ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬, ৩০২, ৪৩৬, এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬২/৯৭ নথিভুক্ত করা হয়।

ঘটনার সংশ্রবে এখন পর্যান্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :- ... ...

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা এলাকায় যখন এইরকম ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন পুলিশ মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ব্যবস্থা গ্রহন করে রাজ্যের পুলিশের যে সংখ্যা সেটা আরও বাড়ানো দরকার, পুলিশের শক্তি খুব কম। মাননীয় সদস্যগণ জানেন এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে এ এলাকায় মানুষের নিরাপত্তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা পুলিশ নিচ্ছে। পুলিশ সমস্ত স্পটের দিকে লক্ষ্য রাখছে এবং সমস্ত জায়গায় পুলিশের তৎপরতা আছে। সেই দিক থেকে পুলিশ অনেক সচেতন। আমরা পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, উক্ত ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছে তার মধ্যে একজনের অবস্থা খুব খারাপ। এই আহতদের চিকিৎসার জন্য কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ? এবং নিহতদের জন্য কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী]:- সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আমরা পনের হাজার টাকা যারা আহত হয়েছে তাদেরকে দিয়েছি চিকিৎসা করার জন্য। শেফালী দেবনাথকে কলিকাতা চিকিৎসার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণতহবিল থেকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এখনও চিকিৎসা চলছে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :- মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো -বিগত ২০শে আগষ্ট খোয়াই থানাধীন বাইজল বাড়ীতে এ, ডি সির নির্বাচনে সি, পি, আই (এম) প্রার্থী রঞ্জিত দেববর্মার গাড়ীতে উগ্রপন্থী হামলায় একজন নিহত ও একজন আহত হওয়া সম্পর্কে। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী [মন্ত্রী] :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার যে সময়ের ঘটনা সেই সময়ে

উনি বিরোধী দলের নেতা এ, ডি, সিতে। গত ২০/৫/৯০ ইং তারিখে খোয়াই থানাধীন বাইজল বাড়ীতে সি, পি, আই (এম) এর প্রার্থী রঞ্জিত দেববর্মার গাড়ীতে উগ্রপন্থী দ্বারা কোন প্রকার হামলা হয় নাই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— তাহলে ঘটনা যা আসছে তাতে তার সঙ্গে ত নিশ্চয়ই পাইলট কার থাকবে, সিকিউরিটি থাকবে। কাজে কাজেই সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যাচ্ছে না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না, তা হবে কেন। তারিখটা শুধু ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— স্যার, কলিং এটেনশানটা আমার ছিল। আমাকেই তারিখটা দিতে ভুল হয়েছে। এটা জুলাই মাস হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু ড্রাফটটা হাতে লেখা তাই একটু ভুল হয়েছে। এখানে আমি সংশোধন করে নিচ্ছি।

স্যার, গত ২০,৮,৯৫ ইং তারিখে খোয়াই থানাধীন বাইজল বাড়ীতে এ, ডি, সি, র সি, পি, আই, (এম) এর প্রার্থী শ্রীরণজিৎ দেববর্মার গাড়ীতে উগ্রপন্থীদের দ্বারা কোন প্রকার হামলা হয় নাই। তবে গত ২০, ৭, ৯৫ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১০ ঘটিকার সময় এ, ডি, সির বিরোধী নেতা শ্রীরণজিৎ দেববর্মা নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে খোয়াই হইতে বাইজল বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বেলা ১১ ঘটিকার সময় তাহারা বাইজল বাড়ী নগর সর্দার পাড়ায় পৌছামাত্র একদল সশস্ত্র বৈরী [অপরিচিত] অতর্কিতভাবে টি. আর,-০১-০৯২৬ জীপ গাড়ীর উপর গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। যার ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর নায়েক প্রমথ নাগদত্ত [টি এ আর. ওয়েষ্ট] ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং গাড়ীর ড্রাইভার হাবিলদার শিশির কুমার সাহা [এম, টি, পুল] গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত গাড়ীর অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীগণ পাল্টা ১৮ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করে। যার ফলে বৈরীরা নিরাপত্তা বাহিনীর কোন অস্ত্র নিতে পারে নাই।

উক্ত ঘটনাটি খোয়াই থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩৫৩, ৩০২, ৩২৬ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫৮, ৯৫ খোয়াই থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে উক্ত ঘটনার সংশ্রবে এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য চিরুনী অভিযান চালানো হইতেছে।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, সরকার মৃত নায়েক প্রমথ নাথ দত্ত এর পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করিয়াছেন। তাছাড়া আহত হাবিলদার শ্রীশিশির সাহাকেও ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করিয়াছেন। ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এমন কোন তথ্য আছে কিনা যে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন বানচাল করার জন্যই এই সব চেষ্টা করা হয়েছিল ? কারণ এটা ঠিক ঐ এলাকার সেদিন রঞ্জিৎ দেববর্মার নির্বাচনী মিটিং ছিল এবং সেই মিটিংয়ে যাওয়ার পথেই তাকে আক্রমন করা হয়। খবর আছে, অনেক আগে থেকেই পথে ২/৩টি গ্রুপ ঘাপ্টি মেরে বসেছিল, রন্জিৎ দেববর্মাকে খুন করার জন্য ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সন্দেহ প্রকাশ হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, উনার কাছে যে সব তথ্য আছে তা পুলিশকে দেওয়ার জন্য যাতে পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করতে পারে। তবে এটা ঠিক, রন্জিৎ দেববর্মাকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়েই আক্রমণ করা হয়েছিল, যাতে নির্বাচন বানচাল করে দেওয়া যায়।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার সঙ্গে টাইগার ফোর্স জড়িত কিনা এবং ঐ এলাকায় তারা দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করছে। ঐ রূপিনী নামে টাইগার ফোর্সের একজন উগ্রপন্থী এই এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে মিটিং করছে টাইগার ফোর্সের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সেখানে পতাকা উত্তোলন করেছে, এ সমস্ত কাণ্ডগুলি করেছে এবং টিকেন্দ্র দেববর্মা নেতৃত্বে ১০।১২ জনের একটা গ্রুপ মারাত্বক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে ছিলেন এই আক্রমন করার জন্য এবং আক্রমনের ঘটনার পরবর্ত্তী সময়ে এরা খোয়াই নদীর পূর্ব অংশে রাজনগর-কলাবাগান হয়ে চাম্প্যাহাওয়র-বেহালবাড়ী মধ্যে প্রবেশ করে। টিকেন্দ্র দেববর্মার বাড়ী বেলছড়া এলাকায় এবং তারাই টাইগার ফোর্সের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তারা পরিকল্পিত ভাবে একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রঞ্জিৎ দেববর্মার উপর আক্রমন করে এবং তাদের চৌবা নামক পত্রিকাতে যে সমস্ত লিটারেচার প্রকাশ করেছে, সেখানে পরিষ্কার ভাবে পাহাড়ী-বাঙ্গালী বিদ্বেশ সৃষ্টী করে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টী করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। টিকেন্দ্র দেববর্মা, কমল হালাম এবং ঔ রূপিনী এই তিন জনে টাইগার ফোর্সের তিনটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টী এবং পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন সেই সব তথ্য আমি পুলিশকে দেব যাতে পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা গুলি জেনে নিতে পারেন।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনার পরবর্ত্তী সময় রাজনগর এবং কলাবাগান এলাকায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা যারা আছেন তাদেরকে হুমকি দিচ্ছে। ওখানকার পার্টির নেতা শীরেশ দেববর্মা, ক্ষীরোদ দেববর্ম্মা, বাড়ীতে থাকতে পারছে না। পরিকল্পিত ভাবে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের উপর আক্রমন করছেন শুধু তাই না, ইতিমধ্যে ধলাবিল এলাকা থেকে দুইজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারকে তারা কিডন্যাপ করেছে এবং বাচাইবাড়ী ও লক্ষীছড়া এলাকা থেকে গত তিন দিন আগেও একজন গাড়ীর মালিককে কিডন্যাপ করেছে এই টাইগার ফোর্সের সদস্যরা। তারা পরিকল্পিত ভাবে এই সমস্ত ঘটনাগুলি করছে। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা বা তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি সব বিষয়গুলি পুলিশের কাছে তুলে ধরব যাতে পুলিশ তদন্তের সময় এই সমস্ত ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECES AT 2 00 P.M.

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্ট্যাটমেন্ট এই হাউসে দিতে চান তার জন্য আপনার অনুমতি চাইছেন।

মিঃ স্পীকার :— কিসের ষ্ট্যাটমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— একটা সরকারী ষ্ট্যাটমেন্ট।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, বলুন।

STATEMENT BY CHIEF MINISTER

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য-সরকারী কর্মচারীদের ডি. এ, সম্পর্কে আমি একটা ষ্ট্যাটমেন্ট দিচ্ছি। রাজ্য সরকার কর্মচারীদের আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা আগামী ১লা অক্টোবর, ১৯৯৫ হইতে মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৩৫০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীগণ অতিরিক্ত ৯ (নয়) শতাংশ হারে, ৩৫০০ টাকা হইতে ৬০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল বেতনের কর্মচারীগণ অতিরিক্ত ৭ (সাত) শতাংশ হারে এবং ৬০০০ টাকার উপর মুল বেতনের কর্মচারীগণ অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে এই মহার্ঘভাতা পাইবেন।

গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের এই মহার্ঘভাতা নগদে দেওয়া হইবে। গ্রুপ এ, বি, এবং সি, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ইহা তাহাদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা হইবে। যে মহার্ঘভাতা ১-৮-৯১ হইতে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা হইতেছে, তাহা ১-১০-৯৫ ইং হইতে নগদে দেওয়া হইবে।

পেনসনারদেরও একই হারে ডিয়ারনেস্ রিলিফ দেওয়া হইবে। অনিয়মিত কর্মচারীরা দৈনিক এক টাকা হারে বেতন পাইবেন।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো" লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড-কোয়েশ্চানস্" বিধানসভার গত অধিবেশনে নগর উন্নয়ন দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান স্ নম্বর ১১৭ ও ৪৩৩ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নম্বর ১১৭ ও ৪৩৩-এর উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বারস্ ১১৭ এবং ৪৩৩ আমি হাউসে পেশ করছি। ANNEXURE "C"

GOVERNMENT BILL-Introduced.

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-

"The Tripura [Courts] [Third Amendment] Bill, 1995 [Tripura Bill No. 11 of 1995.]

উত্থাপন। আমি এখন আইন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার

জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Samar Choudhuri [Minister] :- Mr, Speaker sir, "The Tripura [Courts] [Third Amendment] Bill, 1995 [Tripura Bill No. 11 of 1995.]

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- "The Tripura [Courts] [Third Amendment] Bill, 1995 [Tripura Bill No. 11 of 1995.]

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় আইন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Sri Samar Choudhury [Minister] :- Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House for leave to introduce "The Tripura [Courts] [Third Amendment] Bill, 1995 [Tripura Bill No. 11 of 1995].

মিঃ স্পীকার :- এখন মাননীয় আইন মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :- "The Tripura [Courts] [Third Amendment] Bill, 1995 [Tripura Bill No. 11 of 1995.]

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। (ভোটে দেওয়ার পর)

মিঃ স্পীকার :- এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

অধ্যক্ষ মহাশয় :- আজকের সভায় উত্থাপিত বিলটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

GENERAL DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR THE YEARS 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 AND 1986-87.

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- " ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩ ৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, এবং ১৯৮৬-৮৭ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ডস

ফর একসেস গ্রান্টস) উপর সাধারন আলোচনা।

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় মোশানের যে নোটিশ দিয়েছেন তাহা সভার উত্থাপিত হয়েছে বলে গন্য করা হল। আমি সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর (ডিমাণ্ডস ফর একসেস গ্রান্ট) উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীপ হুইপদের অনুরোধ করব তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ আলোচনায় অংশগ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা [redacted]য়'র জন্য।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :- স্যার, সবগুলি মোশান আইটেম অনুযায়ী না করে, সবগুলি একসঙ্গে আলোচনা করলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে, আপনারা যেটা ভাল মনে করেন সেটাই করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, সকলেরই জানা আছে যে যদি কোন অর্থ বৎসরে কোন কাজের খরচ ঐ বৎসরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশী হয়, তার জন্য সংবিধানের ২০৫ নং ধারা অনুযায়ী ঐ অতিরিক্ত ব্যায়ের [অ্যাক্সেস অ্যাক্সপেনডিচার] জন্য বিধানসভার মঞ্জুরী নিতে হয় এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল পাশ করার দরকার হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ [১৯৮১-৮২ সাল হইতে] এইরকম অতিরিক্ত ব্যয়কৃত অর্থের জন্য বিধানসভার অনুমোদন নেওয়া হয় নাই এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান অ্যাক্ট হয় নাই। ফলে ঐসমস্ত ব্যয় অনিয়মিত থেকে গেছে। পি, এ, সির বিভিন্ন রিপোর্টে ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, এবং ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, এবং ১৯৮৬-৮৭, সালের অতিরিক্ত ব্যায় রেগুলারাইজ করার জন্য বলা হয়েছে

আমি রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমে এই ৬বৎসরের [১৯৮১-৮২ হইতে ১৯৮৬-৮৭] পর্য্যন্ত এর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এই সভায় পেশ করছি। ১৯৮১-৮২ সালের জন্য ১৭.৮৫ কোটি টাকা, ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য ২১.৭২ কোটি টাকা,১৯৮৩-৮৩ সালের জন্য ৯.৬৯ কোটি টাকা, ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য ৭.১৬ কোটি টাকা ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য ২.৬০ কোটি টাকা, ১৯৮৬-৮৭ সালের জন্য ৯.৯১ টাকা চার্জড অ্যাক্সপেনডিচার বাদ দিয়ে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের মঞ্জুরী পাওয়ার পর নিয়মানুগ পদ্ধতিতে চার্জড অ্যাক্সপেনডিচার সহ অ্যাপ্রোপিয়েশান বিল আনা হবে বিধানসভার অনুমোদনের জন্য।

১৯৮৭-৮৮ সাল এবং তার পরবর্তী বৎসরগুলিতে যে অতিরিক্ত ব্যায় করা হয়েছে সেগুলি রেগুলারাইজেশন করা যাবে পি, এ. সির সুপারিশ পাওয়ার পর। ৮৬-৮৭ এই সমস্ত বৎসরগুলিতে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে যে বাজেট হয় সরকারের বাজেটের বহির্ভূত হতে গেলে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মাধ্যমে কাজ করে নেন। কিন্তু তার পরেও যে হিসাব থেকে যায়, তার পরেও যে একসেস টাকা থেকে যায়। যেটা রাজ্যবাসী অনেক বৎসর পরে জেনেছে, আমরা ও হাউসে এসে জানতে পেরেছি। স্যার, আজকে দশ বার বৎসরপর এই যে জিনিষটা এইটা পুরোটাই স্যার্ অর্থনৈতিক দুর্নীতি। যেখানে সরকারকে সুযোগ দেওয়া আছে বাজেট তৈরী করার, সরকারকে সুযোগ দেওয়া আছে খরচ করার, তার পরেও যদি অতিরিক্ত হয় তার জন্যও দেওয়া আছে কিন্তু তার পরেও দেখা যাচ্ছে আজকে ১৬, ১৭ বৎসর পর জানতে হচ্ছে, আমরা এখানে জানতে পারছি যে, কোন বছর ৯ কোটি টাকা, কোন বছর ১০ কোটি টাকা, কোন বছর ১১ কোটি টাকার হিসাব নাই। কাজেই যারা দেশকে চালাবে, যারা মানুষকে সতর্ক করবে, যারা বলবে দুর্নীতি করবেনা, যারা গোজামিল দেবেনা তারাই দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত পথে যাচ্ছেন স্যার, যে টাকাগুলি একসেস খরচ হয়েছে সেগুলির প্রায়গুলিই টি এ, ডি, এ, আনুসঙ্গিক বেশী কোন কাজ নাই। দুই চারটা ক্ষেত্র আছে যেমন আমরা দেখতেপাই ৮১-৮২, ৮২-৮৩ এইটা নির্বাচনী বছরে বেশী টাকা, আবার ৮৬-৮৭তে বেশী টাকা ঠিক ইলেকশানের আগের বছর গোপনে টাকা খরচ করে গেছেন। আবার মাঝেমাঝে চিৎকার করেন সব টাকার আমরা এরিয়ার টানছি, কংগ্রেস জোট সরকারের ঋণ টানছি আমরা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা পি এ, সি মিটিং-এ যাওয়ার পর ধরা পরেছে, যার কোন হিসাব নাই, গোজামিল দিয়ে গেছেন। তাহলে আজকে এই সরকারের সতর্ক হওয়া দরকার খরচ যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ গ্রাণ্ট নাম্বার ২২ তে বছরের প্রথমে কোন টাকাই ধরেনি, কিন্তু এই টাকা খরচ করে দিয়েছে ৫,৬৫২ টাকা। তারপর গ্রান্ট নাম্বার ২৯ এবছরের প্রথমে টাকা খরচ হয়নি, অথচ ২৩ হাজার টাকার মত খরচ হয়েছে। তারপর গ্রান্ট নাম্বার ৩৬ এ নীল অথচ, দিয়েছে ১,৭৬,৫০০ টাকা, কনষ্টাকশান অফ্ গোডাউন। এই সমস্ত জিনিষগুলির যেগুলিতে পরিকল্পনা সরকারের থাকা দরকার। যেগুলিতে সরকার পরিকল্পনা করে বছরের প্রথমে চিন্তা করে যে, আমি এবছর কয়টা গোডাউন করব। সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে আগে দিয়েছে নীল আর শেষ মুহুর্তে গিয়ে এই টাকাগুলি খরচ করেছেন। তারপর গ্রান্ট নাম্বার ২২ হতে ৮২-৮৩ সালে প্রথমে ছিল নীল। সেখানে পরে খরচ করে ফেললেন ৩, ৭৯, ৭১২ টাকা। এই রকম ভাবে দেখা

যাচ্ছে ৮৩-৮৪ এ গ্র্যান্ট নাম্বার ৪১ এ, সেখানেও প্রথমে ছিল নীল, পরে এক্সেস খরচ করলেন ১,২১,২১৮ টাকা। কেন করা হল বেটার প্রোগ্রেস অফ্ ওয়ার্ক তারপর ইমপ্রোভমেন্ট অফ্ ইমপরটেণ্ড মারকেট এই সমস্ত জিনিষ দিয়ে একটা হিসাব দেখিয়ে দেওয়া হল। কাজেই স্যার, এই যে একটা অর্থনৈতিক দুর্নীতি এইটাকে মানা যায় না। কাজেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বেতনভাতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। দুই একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনাহীনভাবে একটা সরকার তার বাজেট তৈরী করছে। ফলে বাজেটের উপর যে টাকা ধার্য্য করেছে এখন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা লেগেছে। তারপর অনেক জায়গায় দেখা গেছে যেমন পাবলিক ওয়ার্কস্ এর রোড্ অ্যাণ্ড বিল্ডিংস্ এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে যেখানে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮ কোটি ২০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সেখানে এক্সেস্ খরচ হয়েছে ৯ কোটি ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯১ টাকা। আমাদের পরিকল্পনা থেকে ডাবল খরচ হয়েছে। তারপর মেইনটেনান্স অব রিপেয়ারিং ওয়ার্কস্। এইখানে আমাদের সন্দেহ রয়েছে স্যার, আমরা সন্দেহ করতে পারি যে এর মধ্যে দিয়ে দলীয় লোককে-ক্যাডারদের টাকা পাইয়ে দেবার জন্য বাজেটের বহির্ভুতভাবে খরচ করা হয়েছে এবং রাজ্যবাসীর নজরকে ফাঁকি দিয়ে, বিধানসভাকে ফাঁকি দিয়ে বিশেষকরে দলীয় ক্যাডারদের সমৃদ্ধ করার জন্য, দলীয় তহবিলকে মজবুত করার জন্য, এইটা করা হয়েছে। যেখানে এই খাতে বাজেট বরাদ্দের অর্থ থেকে কিছু বেশী লাগতে পারে ৮ (আট) কোটি টাকা লাগতে পারে সেখানে আরো ৬ কোটি টাকা বেশী লেগেছে।

তারপর ৮১-৮২ আর্থিক বছরে গ্র্যান্টস্ নাম্বার ৩২ সেখানে ৩৭ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে আরো ১৯ লক্ষ্য ৬১ হাজার টাকা বেশী লেগেছে। তারপর গ্র্যান্ট নাম্বার ৪১ সেখানে ১৯৮১-৮২ সালে ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে সেখানে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৩৭ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১ লক্ষ্য ৮ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে। কাজেই এইটা কোনমতেই মানা যায় না স্যার। এই সমস্ত জিনিস দ্বারা দলীয় ক্যাডারদের সমৃদ্ধ করার জন্য এবং দলীয় তহবিলকে আরো মজবুত করবার জন্য করা হয়েছে। ৮২-৮৩ আর্থিক বছরে পূর্ত দপ্তরে যেখানে ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, সেখানে ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৬০০ টাকা বেশী খরচ করা হয়েছে দেখানো হয়েছে স্যার। কাজেই এইটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে যে সরকারী টাকাকে ইচ্ছামত নয়ছয় করার জন্য এইভাবে হিসাব বহির্ভুতভাবে খরচ করা হয়েছে। গত ১৪ বছরের সরকারের দুর্নীতি, যে অর্থনৈতিক অপরাধ তাকে ঢাকবার জন্য আজকে আমাদের এইটা

অনুমোদন করতে হচ্ছে। কাজেই এইটা স্যার বন্ধ রাখা উচিত। বাজেট এর উপর বিতর্কের মাধ্যমেযে টাকা ধরা হয়েছে সে টাকার মধ্যে সরকারের খরচ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কাজেই এইটা স্যার, আমি মানতে পারি না। এই অর্থনৈতিক অপরাধকে আমরা মানতে পারি না স্যার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আর কেউ কি বলার নেই ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যারা বক্তব্য রাখবেন তাদের নামের তালিকা পেশ করছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এখানে ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের যে হিসাব পেশ করেছেন সেটা নিয়ে মাননীয় বিধায়ক অমল মল্লিক মহোদয় নিজেদের অপকর্মগুলি ঢাকার জন্য অহেতুক বামফ্রন্টের জনকল্যানমূলক কর্মসূচীকে দোষারূপ করেছেন। আমি জানি স্যার, এই ব্যয়-বরাদ্দের ব্যাপারটা পি, এ, সি, কমিটিতে আলোচনা হওয়ার পরই আজকে এই হাউসের সামনে পি, এ, সির অনুমোদন পাওয়ার পরই তাদের সুপারিষক্রমে উৎথাপিত হয়েছে। স্যার, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত পি,এ,সির চেয়ারম্যান বিরোধী পক্ষেরই ছিল। তাদের সুপারিশক্রমেই এটা এখানে আনা হয়েছে। আর আজকে এটাকে নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে দোষারূপ করছেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যে ধরনের উন্নতি হয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিটি পয়সা জনগনের কাজেই, খরচ করেছে। বিগত জোট রাজত্বে সব লণ্ড-ভণ্ড করে দেওয়া হয়েছিল। জনকল্যানমূলক কাজগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তার প্রমানও আমরা পেয়েছি। এখন সেটার উপরই নির্মানকার্য্য চলছে। আবার তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ধরনের জনকল্যানমূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বিরোধীরাও সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। আমি আশাকরি এই ব্যয়-বরাদ্ধকে বিরোধী দল থেকেও সমর্থন করা হবে। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন মহোদয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট ও নৃপেনবাবুর মুখ্য মন্ত্রীত্বে যে ছয় বছর ৮২ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত ব্যাজেটের বাইরে যেভাবে ইচ্ছাকৃত খরচা করা হয়েছিল অর্থাৎ সে সময়ে যে ধরনের অর্থনৈতিক অনিয়ম হয়েছিল সেগুলি শুদ্ধ করার জন্য মোশান ফর ডিমাণ্ড ফর এক্সেস্ গ্র্যান্ট ফর এক্সপেণ্ডিচার এই হাউসে আনা হয়েছে। এটা খুবই ভাল কথা। কারন ঐ সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় শ্রদ্ধেয় নেতা নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয়। এখনকার অনেকেই তখনকার মন্ত্রীসভায় ছিলেন। ঠিক মত প্রসাদ না পেলেও বাতাসা, কদমা, কলা, চিনি টুকটাক ঐ সময়কার মন্ত্রীরা পেয়েছিলেন। নৃপেনবাবু প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু দিয়েছেন। কাজেই, নৃপেনবাবু ওদেরকে বারবার অসভ্য বর্বর অগণতান্ত্রিক বলার পরও নৃপেনবাবুর এই এক্সেস্ এক্সপেণ্ডিচারকে সমর্থন করতে হবে। যদিও নৃপেনবাবু পত্র-পত্রিকায় বলেছেন যে ওরা সব অসভ্য-বর্বর-অগনতান্ত্রিক-জানোয়ার ইত্যাদি। তারপরও তাকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় নেই। যদিও স্যার, নৃপেনবাবু গত পরশুদিন বলছেন যে কেন্দ্রে আগামী নির্বাচনে বি, জে, পি, আসছে এবং আসাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জ্যোতি বসু দুর্নীতির ঝর্ণাধারা আজকের পত্রিকায় উঠেছে। জ্যোতি বসুকে দুর্নীতির ঝর্ণাধারা বলার পরও ওদের উপায় নেই ওদের সমর্থন করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কোন বিষয়ের উপর উনি আলোচনা করছেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা এই ফিনান্সীয়াল ইরেগুলারটিজ শুদ্ধি করণের জন্য যে প্রস্তাব আজকে চৌদ্দ বছর থেকে দশ বছর পর এই হাউসে আনা হয় তা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কেন পারছি না, আমি সে বিষয়ে আসছি নৃপেনবাবু বলেছেন এক পত্রিকার পত্রকার এখানে আছে যে, আমার গামছা'র দরকার নেই আমার কাপড় এর দরকার মানে বড় পত্রিকার দরকার মানে গামছা মার্কা পত্রিকার আমার দরকার নেই। কথাপ্রসঙ্গে নৃপেনবাবু আরও বলেছেন যে, আজকে যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছে এইসমস্ত মুরগারা ধান খেয়েছে যাবে কোথায় আমাকে সমর্থন করতে হবে। আমার অপকর্ম যাই বলব সেগুলি সুকর্ম হবে। ওদের বলতে হবে ওদের দরকার কোন উপায় নেই না বলে। কিন্তু আমরা যারা বিরোধী দলে আছি স্যার, আমরা ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যান্ত মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবুর আমলে এটা আজকে নতুন কিছু না। তখনও আমরা উনাকে বাজেট ব্যয় বরাদ্ধ যেভাবে আনা

হয়েছিল তখন মাননীয় বিরোধী সদস্য যারা ছিলেন, রতিবাবু ছিলেন অন্যান্য যারা ছিলেন তখন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল প্রত্যেকটি বাজেটকে আমাদের কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, থেকে বিরোধীতা করা হয়েছে। এটা আজকে নতুন কিছু না। আমরা কেন করেছি? আমরা বলেছি এই বাজেট অবাস্তব জনস্বার্থের বিরোধী, ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্যের বিরোধী এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে। এই বাজেটকে আমরা বলেছিলাম, আমাদের বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছিল এটা পরবর্তীকালে প্রমাণীত হয়েছে।

আমরা তখন বলেছি যে অবাস্তব বাজেট তৈরী করা হয়েছে পার্টি ফাণ্ডকে বাড়ানোর জন্য এবং এইসমস্ত নৃপেনবাবুর সঙ্গে যেসমস্ত এম, এল, এ, স্যার, আমি আর একদিন বলেছি যে স্নেহ নিম্নবিঙ্গি ঐ স্নেহে খগেনবাবুর মত বিধায়কদের ওদের পকেট ভারী করার জন্য দলীয় ফাণ্ডকে স্ফীত করার জন্য এই বাজেট করা হয়েছিল এবং এই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে যে, এক্সেস গ্র্যান্ট এই হাউসে আনা হয়েছে এটা ইরেগুলারিটিজ গ্রোথ রেগুলার করার জন্য বে-আইনী কাজগুলিকে চৌদ্দ বছর লেগেছে রেগুলার করার জন্য আজকে হাউসে এনেছেন। বিরোধী দল হিসাবে আমরা তখন এও বার বার বলেছি যে, এক ডিমাণ্ডের টাকা অন্য ডিমাণ্ডে খরচ করা সম্পূর্ণ বে-আইনী। এমনকি এক্সেস্ এক্সপেণ্ডিচার ফিনান্স দপ্তর যদি এই ধরনের এক্সপেণ্ডিচার-এর কনকারেন্স দেয় সেটাও বে-আইনী আমরা পরিষ্কার বলেছি। তখনকার বিধানসভার প্রোসিডিংস যদি থাকে তাহলে বুঝা যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার সামনে এটা ধরা পড়বে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ক্যাগ রিপোর্ট এই যে ৬ বছর ৭ বছর-এর ক্যাগ রিপোর্ট আমার কাছে। ঐ ৬ বছরে ওদের আমলে স্বচ্ছ প্রশাসক নৃপেনবাবুর আমলে জামা কাপড় ওর পরিষ্কার কিন্তু প্রশাসনের ক্ষেত্রে ততো পরিষ্কার নয় তা ক্যাগ রিপোর্টে আছে। তাতে প্রমানিত হবে এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। তার কারণ এবং হিসাব ক্যাগ কন্ট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল সি, এ, জি, বার বার রাজ্য সরকারকে রিমেণ্ডার দিয়েছে। দুর্ভাগ্য, ব্যাপক জনসাধারণ এবং বিরোধী দলের সৌভাগ্য ওর আণ্ডারে যারা ছিল মন্ত্রী কিংবা বিধায়ক হিসাবে তাদের ক্যাগ থেকে বার বার বলা সত্বেও... রিজেন্ট ফর এক্সপেণ্ডিচার হেড নট বিন ইনফরমড্ টু দি সি. এ, জি, হন ... ।

এই কথা বলেছে অন্তত একশবার, এই কথাটা বলা হয়েছে ইনস্পাইট অব্ রিপিটেড রিকুয়েস্ট টু দি স্টেট গভর্ণমেন্ট, কি কারণে খরচ হয়েছে তার হিসাব দাও। ক্যাগকে রাজ্য-সরকার নৃপেনবাবুর আমলে দেয়নি।

স্যার, প্রত্যেক বৎসরে অর্থাৎ যে কয় বৎসর ফিনান্সিয়াল ই-রেগুলারেটি গুলিকে রেগুলার করতে চাওয়া হয়েছে তার উপর বৎসর ভিত্তিক যে কমেন্স করা আছে তা যদি আপনি চান আমি পড়তে পারি। আমার বইয়ে আমি তা টেন দিয়ে রেখিছি। কিন্তু আমি তা পড়ে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। কিংবা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী-ইন-চার্জ তা দেখতে চান তাকে আমি দিতে পারি কি ভাবে ঐ সময়ে অর্থের নয়ছয় হয়েছে তা কন্টোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আজকে উনি বি, জে, পি-র প্রবক্তা হয়েছেন। আজকে উনি বলছেন কংগ্রেসের দরকার নেই। এটা আপনারা আগামী দিনে টি. ভি. তে দেখতে পাবেন, কংগ্রেসের দরকার নেই, সি. পি এম, এর দরকার নেই, কেন্দ্রে বি, জে পি, দরকার এটা আমি চাই। এটা উনার বক্তব্য। একটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্টের ঐ সময়ট মুখ্যমন্ত্রীর-কথাবথিত স্বচ্ছ এবং সৎ প্রশাসন নৃপেন বাবুর ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত ভাবে বিধানসভাকে ঘুমে রেখে এবং বিধানসভার মাধ্যমে জনগনকে অবহিত না করে যথেচ্ছ ভাবে জনসাধারনের তহবিল থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকার অনুমোদন চেয়েছেন এবং ৯০ কোটি টাকা উনি সেই সময় খরচ করেছেন। এই টাকা উনি যথেচ্ছ ভাবে খরচ করেছেন। স্যার, আমি মনেকরি গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় যারা বিশ্বাসী তারা তা বুঝতে পারেন যে, কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ওর মত স্ট্যালিনবাদী, স্বৈরাচারী সেচ্ছাচারী নেতারা কোন অফিসারকে দিয়ে হাউজের ফিনান্সিয়াল ক্ষমতার হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেই। স্যার, একটা কথা যে ঐ সমস্ত অফিসাররা যারা ওর মত মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কাজ করেছে হাউজকে পাশ কাটিয়ে, হাউজ হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, এই ক্ষমতাকে যে সমস্ত অফিসারেরা যথেচ্ছ ভাবে খর্ব করে সেই সব অফিসারদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে হাউজে ক্রিমিনাল মোশান আনা হবে কিনা, সেটা চিন্তা করার সময় আজকে এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা ব্যাপারে আমি বুঝাতে পারছিনা,, আমি জানিনা আজকে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন, তারও আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা, কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী বা ঐ রাজ্যের অর্থ সচিব, মুখ্যসচিব, বা পরিকল্পনা সচিব প্রত্যেক বৎসরই প্রতিটি ডিমাণ্ডের জন্য এবং অধিকাংশ ডিমাণ্ডের গ্রেণ্ডের এক্সেস, এক্সপেনডিসার ইনকারড করতে পারে এটা কি ধরনের বাজেট। এই সমস্ত অফিসার এবং ঐ পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের সঙ্গে রাজ্যের জনগনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন প্রতিবৎসর ওর মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে।

এই রাজ্যের কর্মসচিব, অর্থসচিব, পরিকল্পনা সচিব প্রত্যেক বছরেই অধিকাংশ ডিমাণ্ডের জন্য এবং প্রতি ডিমাণ্ডের গ্রেণ্ডেড একসপেণ্ড একস্‌পেণ্ডিচার ইনকার করতে হয় এটা কি ধরনের বাজেট। এইরূপ পরিকল্পনা অফিসার, ফাইন্যান্স অফিসার, অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনসাধারণের

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে প্রতি বছর। ইহাতে বুঝা গেছে ভুল বাজেট এই হাউজকে দিয়ে পাশ করিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যের জনসাধারণকে ফাকি দিয়ে এই হাউসকে উল্টা পাল্টা বুঝিয়ে সুজিয়ে বাজেট পাশ করিয়ে নিয়েছেন। একবার হতে পারে দুবার হতে পারে তিন বার হতে পারে, একবছর, দুবছর তিনবছর প্রতি বছর ওদের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৭ থেকে ৮৮ পর্য্যন্ত প্রতি বছর প্রমাণিত হয়েছে জনসাধারণকে ফাকি দিয়ে তা করে নেওয়া হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আজকে মুখ্যমন্ত্রীর ইনচার্জ একটি মূল্যবান কথা বলেছেন আমি তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল ২০৫ বি ধারা মোতাবেক এটা হাউসে এয়েছে এখানে বলা আছে, the Governor himself if any money hed been spend on any service during a financial year in excess of external granted for the service grand for the year cause to be paid before House of the House of Legislature of the State. Another statement showing the Stameted amount of that expenditure or first to be represented to the Legislative Assembly of the State. Their demand of such stage where they gets may be, this provision only in absebsional circumstances. A civilised Government should take selter under this provision, otherwise not running under the article 205. A civilized Government there are rear Chief Minister take selter under the article 205 & B এটা ক্রমান্বয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী থাকেন তারপক্ষে এর সেল্টার নেওয়া খুব গৌরবের কথা। এইসব ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া দরকার। অবশ্য বর্তমান যুগে চোরের বড় গলা। অধ্যক্ষ মহোদয় কোন কোন ক্ষেত্রে ২০৫ এর সেল্টার দেওয়া যেত, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউজে এসেছেন আমরা সবাই দেখেছি, কেন জানিনা উনি কেন চলাফেরা করতে পারেন না ভগবান উনাকে সুস্থ্য করুন। কিন্তু উনি যে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে কেন যে বাজেট এলোকেশনে ৫০ ই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কথা বলতে হচ্ছে। নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য খরচ করবেন ১৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ্য করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর অসুস্থ্যতার কারণে অফিসে যেতে পারেননা। তারজন্য লিফট করতে হবে নিশ্চই, সেট কোন প্রশ্ন না। বাজেট ধরা সেচ বলে মুখ্যমন্ত্রী অফিসে যাবেনা সেটি হয় না, আমি সেটাকে সমর্থন করি। ২০৫ এর যখন সেল্টার নেবে কোন কিছু ইন্সিডেন্ড অগ্নি সংযোগ এই সব কারণে নিশ্চই নিতে পারেন। কিন্তু যখন তখন ২০৫ এর সেল্টার নেওয়া কোন প্রশাসনের পক্ষে শুভবুদ্ধি বা শুভচেতনার পরিচায়ক নয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৮১-৮২ সালে উনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এই রিপোর্ট উনার

আমলে। দুই এক বছরের কথা বলব। ২৮/৯/৯৩ তারিখে কেগ রিপোর্ট দিয়েছে যে, আনজাসটিফাইড একসপেনডিচার বলে। উনি তখন এই রিপোর্ট উনার চেয়ারের নীচে রেখে চেপে বসেছিলেন। এই সরকার ক্ষমতায় এসে এখন সেই আবর্জনা পরিষ্কার করছে, ঝাট দিচ্ছে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে ১৯৫০-৮৬ সালে। উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে দিয়েছে। এটা এখন কেন দশরথবাবু এবং সমরবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পি, এ, সি রিপোর্ট দিয়েছে হাউসে ২৮/৯/৮২ ইং তারিখে এবং ৪৫র্থ রিপোর্ট অব দি পি, এ, সি সেটা দিয়েছে ১৯৮৫/৮৬ সালে। এটা আমার কথা নয়। এই এসেম্বলি সেক্রেটারীর সামনে বই আছে ৪র্থ অ্যাডিশন কাউল এবং সারদার, পেজ ৬৭৭, সেখনে বলা হয়েছে, the demands for excess grants have to the presented to the House in the session in which the Public Accounts Committee presents its report thereon or in the following session

কেগ রিপোর্ট দিয়েছে ২৮/৯/৯৩ ইং তারিখে। উনি এই অবস্থার মধ্যে এটাকে চেপে বসেছিলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার অনেক কিছু বলার ছিল, উনাকে শ্রদ্ধা করি, উনি যখন অনুরোধ করছেন, আর বলবো না। তবে কংগ্রেস এবং টি. ইউ জে এদের পক্ষ থেকে আমরা এই একসপেনডিচারকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমি তার বক্তব্য সংক্ষেপ করলাম। মাননীয় শ্রদ্ধেয় নেতাকে সুযোগ করে দিচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বসে বলছি। আমি অনেক ধৈর্য্য সহকারে অ্যাডভোকেটের বক্তব্য শুনতে হলো। ওকে আমি জিজ্ঞাসা করছি অডিটর ও কনট্রোলারের দপ্তরটাকে রেখেছে কেন? রেখেছে এই কারণে যে প্রতি বছর যে ইরেগুলারিটিজ হচ্ছে সেগুলি ডিটেইল করে গভার্ণমেন্টর কাছে রিপোর্ট করবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— বামফ্রন্ট রাজত্বের শেষ যে বছর হয়েছে তার পরের বছর থেকে আরম্ভ হল প্রায় জোট আমল। এবং এটাও নিয়ম, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি দেখবে অডিট অ্যাণ্ড কম্পট্রলারের রিপোর্ট। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির দায়িত্ব হল, কম্পট্রলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট চেক্ করে অ্যাসেম্বলীতে রিপোর্ট দেওয়া। এই পি, এ, সি, র চেয়ারম্যান হন, বিরোধী দল নেতা। আমি জানি না, সে সময় কে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— সুধীর বাবু)

সুধীর বাবু, সমীর বাবু যেই হউক একজন ছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা, তারা শুধু লুঠ করেছেন। তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, লুঠ, সন্ত্রাস করা। অঙ্গের ভূষণ।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— সমীর বাবু চলে গেছেন)

হ্যাঁ, চলে গেছে? এই হল। তাঁরা এটা আনলেন না। অঙ্গের ভূষণই হচ্ছে, লুঠ এবং সন্ত্রাস। আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্টের এটা দুর্বলতা, আরো আগে এটা জানা উচিত ছিল। এটা ওদের গলা টিপে ধরার অস্ত্র। এটা জোট সরকারের গলা টিপে ধরার অস্ত্র। আমাদের গায়ে জল থাকবে না। তাহলে অডিটর অ্যাণ্ড কম্‌ট্রোলার কেন? তুলে দেওয়া হউক? তাঁদের দায়িত্ব সরকারের দোষ ত্রুটি তুলে ধরা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির মাধ্যমে। কিন্তু কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জোট বাধাপ্রাপ্ত করেছে। এটাই হচ্ছে, মূল বক্তব্য। পলিটিক্যাল বক্তব্যে উনি চলে গেলেন। ইলিটারেটের মত কাজ করেছেন। পলিটিক্যাল কাণ্ড জ্ঞান নেই? তাঁদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ফেব্রুয়ারীর আগে কোন ইলেকশান নয়। এবং প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন, বি. জে. পি. চ্যালেঞ্জ। এটাও বলেছেন, বি, জে, পি, যদি চ্যালেঞ্জ হয়, তবে বি, জে. পি, কে সাপোর্ট করবে কে? বাসকেট। কংগ্রেস বলুন, বামফ্রন্ট বলুন, যে কোন ফ্রন্ট বলুন, সবাইকে একই বাস্কেটে যেতে হবে। বি, জে, পি, আমেরিকার গুন রেজিমেন্ট। সে আসলে রক্ষা আজে? কাজেই বি. জে পি. কে মোকাবেলা করার জন্য ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক নরসীমার বাসকেটে ঢুকতে হবে। জ্যোতি বাবু, সুরজিতের কিছু করার থাকবে না। ফেব্রুয়ারীতে ইলেকশান। আর কয়দিন? আর যা বলেছেন। সে খবরত রাখেন না। কংগ্রেসে লাইন পড়ে যাচ্ছে, বি, জে. পি, তে ঢুকার জন্য। চ্যবন এত বড় নেতা, সে লাইন দিচ্ছে, বি, জে, পি, তে ঢুকার জন্য।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারি বেঞ্চ :— বি. জে, পি. চ্যবনের জন্মদিন করছে)

বি, জে, পি, ক্ষমতায় আসলে কংগ্রেসে আর লোক থাকবে? আর কংগ্রেসত এখন ত টুকরা, উনি কোন কংগ্রেসের?

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— উনি মধ্যপন্থী)

বি, জে. পি, তিন টুকরা। আমি ত দেখছি, ওয় ফ্রন্ট যদি ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও চায়, তাহলে কংগ্রেসে নেওয়ার লোক নেই।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— কেন আপনি ত আছেন)

এই জন্য তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য। আমি প্রায় ৩৫ বছর রাজনীতি করছি। আর নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমার শেষ হয়ে গেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং [মন্ত্রী] :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে ১৯৮১ ইং সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই ৬ বৎসরের বাজেট যে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে সেটা অনুমোদনের জন্য আজকে এখানে পেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষ থেকে অনেক যুক্তি উৎথাপন করা হয়েছে যে বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতার জন্য এই এ্যাকসেস গ্র্যান্ট আমরা এখানে পেশ করতে পারি নি। এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয়রা সবাই জানেন যে প্রত্যেক আর্থিক বছরের যে বাজেট হয় সেই বাজেটে বছরের শেষে আবার রিভাইসড বাজেট হয়। সেই বাজেটও ঠিক থাকে না আবার এদিক-সেদিক করতে হয়। সেটা পাবলিক একাউন্টস কমিটি দেখে। পাবলিক একাউন্টস কমিটি সেটা বিচার বিবেচনা করেন। পাবলিক একাউন্টস কমিটি এই বিধান সভারই অঙ্গ। তাঁরা ডকুমেন্ট হিসাবে অডিট রিপোর্ট এবং অডিটর জেনারেল এ্যাণ্ড কণ্ট্রোলার অব্ ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট দেখেন। সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের নিয়েই পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠন করা হয় এবং চেয়ারম্যান বিরোধী পক্ষের সদস্যই থাকেন। তারা অডিট রিপোর্ট এবং কনট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটার জেনারেল অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট বিচার বিবেচনা করে টাইম টু টাইম রিপোর্ট হাউসের কাছে পেশ করেন এবং তাদের যে রিকমণ্ডেশান নিয়ম মত সঙ্গে সঙ্গে ডিসপোজ আপ করা দরকার। কিন্তু এই কাজটা হয় নি। পাবলিক একাউন্টস কমিটির যে রিকমণ্ডেশান, তাদের যে ফাইণ্ডিংস, যেসব ইরেগুলারিটিজ বা এ্যাকসেস গ্র্যান্ট দেখেছেন, তারা অবজেকশান রেইজ করেছেন সেটা ক্লীয়ার আপ হয়ে যাওয়ার পর ঠিক ভাবে রিপোর্ট করলে এটা এই ভাবে নাও আসতে পারত। ত্রিপুরা বিধানসভাতে এটা এই বারই প্রথম এসেছে। অত্যন্ত পুরানো আর্থিক বছরের খরচ গুলি আবার নিয়ম মাফিক করার জন্য আমরা আবার হাউসের বিবেচনার জন্য পেশ করেছি। এই ধরনের ঘটনা পার্লামেন্টেও বিরল। এখানে কি কি বেসিসে এ্যাকসেস গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে সেটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ করে দেখানো হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বলা হয়েছে যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হয়েছে তাতে এ্যাকসেস পেমেন্ট হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বলা হয়েছে যারা রিটায়ার্ড

হয়েছেন তাদের ভাতা দিতে গিয়ে এই সব বিরাট খরচ হয়েছে। এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্র এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আজকে এখানে বামফ্রন্ট সরকারে না থেকে যদি বিরোধী পক্ষের সদস্য মহোদয়রা ট্রেজারী বেঞ্চে থাকতেন তাহলে তাদেরকেও এটা রেগুলারাইজ করতে হত।

কোন দল সরকারে আছে, কোন দল বিরোধী দলে আছে সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। এটা একটা আর্থিক বছরের ব্যয়-বরাদ্দের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে কাজেই এটাতে এত বিতর্ক করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। এই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখলাম এবং দপ্তরের দায়িত্বে যিনি সরকারে আছেন, উনি সরকারের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য রাখবেন এটাই নিয়ম। গত ৫ (পাঁচ) বছর এখানে জোট সরকার ছিলেন তাদেরও এই ধরনের কিছু এ্যাকসেস গ্র্যান্ট যেহেতু তারা সরকারে থেকেছেন তাঁরাও করেন নি এটা কি আপনারা গ্যারান্টি দিতে পারবেন? ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৭ সনের পরে যারা সরকারী ক্ষমতায় ছিলেন বিশেষ করে এখন আমাদের বিরোধী আসনে যিনি বসে আছেন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তথা আইন-মন্ত্রীও ছিলেন নৃপেনদা, উনাকে ইঙ্গিত করে বা ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমন করে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগত নৃপেনদাকে তার জন্য কিছু বলছি না কারণ অডিট রিপোর্ট রয়েছে এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট রয়েছে কারণ এত দিন যারা ছিল সেই ১৯৮১-৮২ সালে ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্য্যন্ত তাঁরা তো পারতেন তাদের নজর সে দিকে দিতে এবং তাঁরা তো হাউসেও সেই পয়েন্ট তুলতে পারতেন। একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে প্রত্যেক সদস্যই অডিট রিপোর্ট হাউসে তুলতে পারেন এটা তাদের অধিকার কিন্তু ১৯৮১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্য্যন্ত কেউ সেটা করেন নি। তাই এটার যদি দায়িত্ব নিতে হয় তাহলে শুধু নৃপেনদার একার নয় সবার নিতে হবে। এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটবে না এই দায়িত্ব কেউ নিতে পারবেন না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন এই প্রস্তাবকে উনারা সমর্থন করতে পারছেন না কিন্তু মনে রাখবেন এটা কোন চুরির ব্যাপার নয়। এখানে সমস্ত আইটেমগুলিই সরকারী আইটেম তাই কাজ করতে গিয়ে টাকা খরচ হয়েছে সেখানে তো চুরির প্রশ্নই উঠে না। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যানের জন্য যে অতিরিক্ত গ্র্যান্ট এই হাউসে চাওয়া হয়েছে সেটাকে সবাই সমর্থন জানাবেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এইখানে

হাউসের সামনে ১৯৮১-৮২ সন থেকে ৮৬-৮৭ সন পর্য্যন্ত যে অ্যাক্সেস অ্যাক্সপেনডিচার হয়েছে তাকে রেগুলারাইজ করার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি সেটাকে সমর্থন করে ১-১টি কথা বলছি। আমি বুঝলাম না মাননীয় সমীর বর্মন সাহেব উনি বিরোধী দলনেতা, তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন বটে, হঠাৎ তিনি এত উতলা হয়ে গেলেন কেন? এইটা ত নিয়মকানুন ইত্যাদির ব্যাপার আছে। উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক হাল সম্পর্কে উনার অজানা থাকার কথা নয়। অবশ্য উনি জানেন, জেনে না জানার ভান ধরে থাকেন। আমি বলতে চাই, এটাই শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপার নয়, একটা দুর্বলতা আছে ঠিকই, দুর্বলতা হচ্ছে এত বৎসর পরে সেটা রেগুলাইজ করতে হল কেন? যে কারনে রেগুলারাইজ করতে হয়েছে, সেটা অন্যরা বলেছেন, আমি সেদিকে বলতে চাইনা। আমি এখানে বলতে চাই আমাদের যা বাজেটরী প্রভিশান চাওয়া হয় ব্যয় বরাদ্দের জন্য বিধানসভার, ব্যয় বরাদ্দ চাওয়ার পরও বৎসরের এই মাথায়, ঐ মাথায় এবং মাঝখানে বাজেট আবার করতে হয়, রিভাইজড করতে হয়। এইটা শুধু ত্রিপুরার বিষয় না। ভারতবর্ষের অডিটর জেনারেলের যে রিপোর্ট সেটা সমীর বাবু দেখেছেন কিনা জানিনা। সেখানে রিজার্ভ ব্যাংকের যে রিভিউ আছে সেটা দেখেছেন কিনা জানিনা। দেখলেও উনি এইটা বলবেন না। কারন এটাই সত্যি কথা, এইরকম সমীরবাবুর মত সং নির্ভীক ভাবে মিথ্যা কথা কেউ বলতে পারেননা আমি অন্ততঃ শুনিনি। স্যার, ভারতবর্ষের চেহারাটা কি? ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে যখন বাজেট আসে তখন দেখা যায় হয়ত ৯ হাজার কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি। ৩ বৎসর পরে খবর পাওয়া গেল সমীর বাবুকে বলব লাস্ট রিজার্ভ ব্যাংকের ইকনমিক রিভিউটা দেখুন তাতে দেখা ৯১-৯২, ৯২-৯৩ তার যে রিভিউ বেরিয়েছে সেখানে বাজেটরী প্রভিশান কি ছিল ভারতবর্ষের? ওখানে ঘাটতি বাজেট দেখানো হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকা। ৯২-৯৩তে ৭ হাজার কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি দেখানো হয়েছিল। অ্যাকচুয়েলি ঘাটতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ৬৫ ক্রোরস অফ রুপিস। সেটা আমার কথা নয়, সেটা পার্লামেন্টের ব্যাপার। সমীর বাবুকে বলব এইটা দেখার জন্য। সমীর বাবু সেখানে কি বলবেন? এইটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতি। এইখানে কনস্ট্রাকশানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়েছে, ডি, এইচ, সির জন্য অতিরিক্ত অর্থখরচ হয়েছে। কনস্ট্রাকশানের জন্য কেন অতিরিক্ত খরচ হবেনা? ইনডেক্সটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে? প্রাইস লেবেলটা কি থাকে? ইনডেক্সটা কোন জায়গা দাঁড়িয়ে আছে? ভারতবর্ষের ইনফ্লেমেশান এর অবস্থা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে? সমীর বাবু খবর রাখেন? ত্রিপুরা রাজ্যের

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে শুধু মিথ্যা কথা বলে চীৎকার করতে ত হবেনা। গত সপ্তাহে প্রাইস ইনডেক্স ছিল ৩১টাকা ৫০ পয়সা এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে? ৩৭ টাকা ৮০ পয়সা। ১ ডলারের উপর। ডলারের জন্য হন্যে হয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে যখন থাকে তখন উনাকে পার্লামেন্টের দরজায় গিয়ে হন্যে দিয়ে দাঁড়াতে হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। সেই জায়গায় গিয়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতি দাঁড়িয়েছে। এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে গোটা অর্থনীতিকে স্বাধীনতার পর থেকে ইনস্টেবল করে দেওয়া হয়েছে, গোটা অর্থনীতিকে মার্কিন অর্থনীতির উপর ডিপেনডেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জিনিস ঠিক থাকতে পারেনা। এইটা কেউ বললে আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করবনা। যারা অন্ততঃ পক্ষে এ, বি, সি, ডি ও জানেন তারাও বিশ্বাস করবেনা। যারা সামান্যতম লেখাপড়া জানে তারা বিশ্বাস করবেন না যে, ভারতবর্ষের এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এইটা করতে পারা যায়। আমি বুঝতাম যদি এইটার সমালোচনা করতাম যে, কেন এতদিন পরে এইটা আনা হল, এইটা নিশ্চয়ই দুর্বলতা যে এত দিন পরে আনা হয়েছে যেটা সেটাও কেমন সুন্দর করে মিথ্যা কথাটা বলে দিলেন। আমার জানা আছে পি এ সি যেগুলি রিভিউ করেন, যেমন বৈদ্যনাথ মজুমদার যখন পি এ সির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিও শুরু করেছিলেন। সমর চৌধুরী এখানে আছেন, তিনি ও পি এ সির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনিও এগুলি শুরু করেছিলেন, এগুলি এরকম হওয়ার কথা না। এইটা হওয়ার কথা ছিল সুধীর বাবুর আমলে. পি এ সি এগুলি দেখে, আমি জানি না এখনতো তারা পি এ সিতে আছে আজকে আড়াই বছর চলে গেছে চেয়ারম্যান আছেন। কয় বৎসরের হিসাব ওরা রেগুলারাইজ করেছেন আমি জানি না। কেন নিজেদের দুর্বলতাটা বলছেন না। এখানে উল্টাপাল্টা বলেতো বিভ্রান্ত করার কোন সুযোগ নাই। সুতরাং এই প্রস্তাবটা দেওয়া যায় না এইটা অ্যাডজর্নমেণ্ট। আমি এই সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু বলব এইটা এখানে গলা ফাটানোর ব্যাপার না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অর্থনৈতিক একটা ভিট তৈরী হচ্ছিল আপনাদের পাঁচ বছরেতো সেটাকে শেষ করে দিয়েছেন, সেটা আমরা বলব না, সেটা পরে বের হবে, ওখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোন সুযোগ নাই, এতে মানুষ বিভ্রান্ত হবেন না। যদি বিভ্রান্ত হত তাহলে বামফ্রন্ট সরকারকে তাড়ানোর জন্য সন্তোষ বাবু ও রাজীব গান্ধীদের এনে ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিজয় রাংখলদের তৈরী করতে হত না। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভোটের তিনদিন আগে ৯১ জন মানুষকে খুন করবার প্রয়োজন হত না। বিজয় রাংখলের নাম করে এই সমীর

বাবুদের বাহিনী বন্দুক হাতে নিয়ে কালো কাপড় পরে রাস্তায় রাস্তায় অন্ধকারে গিয়ে মানুষকে খুন করার প্রায়োজন হত না। এইগুলি জানে ত্রিপুরার মানুষ। সুতরাং সেই জন্য এই সব কথা বলে কোন লাভ নাই। আজকে নৃপেন চক্রবর্তী সম্পর্কে শ্রদ্ধায় একেবারে গদগদ হয়ে যাচ্ছেন, এই হাউসে পুরানো সদস্য যারা উপস্থিত আছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের যারা এই হাউসে এটেণ্ড করে থাকেন, এই হাউসে যদি কোন সংবাদিক থেকে থাকেন যারা পুরানো দিনে হাউসে এটেণ্ড করেছিলেন তারা কি জানেন না সমীর বাবুর শ্রীমুখ থেকে কি রকম বর্বরোচিত কথা বেরিয়েছিল এই বয়স্ক মানুষটা সম্পর্কে। নূতন করে কি এইটা আবার বলতে হবে? আজকে খুব সম্মান দেখাচ্ছেন, বার বার বলছেন যে আমি সম্মান করে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ওনাকে সময় ছেড়ে দিচ্ছি। এইটাও তিনি বলেছিলেন আমরা শুনেছি এই হাউসে ক্রমুক্ত করা হবে পিটিয়ে খুন করবার জন্য এই সমস্ত চেষ্টা করা হয়েছে। এই হাউস জানে ঐ সময়ে কি হয়েছে। সুতরাং সেই জনা আমি এই সম্পর্কে কিছু এখানে বলতে চাইনা, উনি যতই বলুন না কেন, ব্যক্তিগত চরিত্র হননের এই জুড়ি ওনার নাই, কারন এই সব করতে করতে তো সুধীর বাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাকে তাড়িয়েছেন, তারপর উনি সেখানে এসে বসেছেন, ওনার কোন বিকল্প নাই ত্রিপুরা রাজ্যে। এই যেখানে পরিস্থিতি সমীর বাবুর, আমি মাননীয় বিরোধী নেতাকে এই কথা বলব যে, বিভ্রান্ত করার জন্য এই সব বলে কোন লাভ নাই। যা গঠনমূলক, যা বাস্তব, ভারতবর্ষের পরিস্থিতি যে জায়গায় চলে গেছে, ওরা যে জায়গায় নিয়ে গেছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলতে হলে ভাবতে হবে। বিধান সভায়তো আমরা এমনি আসিনি, এখানে এসেছি আমরা ত্রিপুরার মানুষকে কিছু জানাবার জন্য যে ভারতবর্ষের যা চেহারা, আমাদের রাজ্যের যা চেহারা, আমরা কি করতে পারি না পারি সমস্ত অর্থনৈতিক ইত্যাদি যাই হচ্ছে না হচ্ছে, এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করতে অনেকক্ষন সময় লাগবে। আমরা বাজেট করে বেরিয়েছি আর তার ঠিক পরেই খবর এসেছে দিল্লী থেকে যে, টাকা কেটে গেল এবছর ও আমরা বাজেট করে বেরিয়েছি এদিকে খবর এসেছে আপনাদের ২০ পারসেন্ট কমে যাবে, আপনারা পাবেন না টাকা। কেন না আমরা নয়া অর্থনীতি দিয়ে ভারতবর্ষের চেহারাটাকে মজবুত করছি, এদিকে এইটা করতে গিয়ে আমাদেরকে বিদেশী যে মাল্টিন্যাশানেল করপোরেশান গুলি আছে, কোম্পানী গুলিকে আমাদের দেশে আসার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, যে টেকস ছাড় দেওয়া হচ্ছে তার জন্য জাতীয় অর্থনীতি যেমন এফেকটেড হচ্ছে তার পরিনতি হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিতে তার ঘা পড়ছে। প্রতি

বছর আমাদের এখান থেকে বাজেট বরাদ্দ কমছে। আমরা যা নিয়ে শুরু করছি তা নিয়ে দাঁড়াতে পারছি না। এই অবস্থা এসে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতি যেখানে তৈরী হয় সেখানেতো গলাবাজী করে এইটাকে সরানো যায় না। এইটাকে সরাতে হলে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবটা দেখতে হবে, ভাবতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে গঠনমুলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবটাই দেখতে হবে, সবটাই ভাবতে হবে। আমরা জানি দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সেটা কনট্রাকসনের কষ্ট বেড়ে যাওয়া। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণকে জিজ্ঞেস করি ইলেকসনের পূর্বে উনাদের এশিয়ার মুক্তিসূর্য্য যুগাবতার কত কিছু ওরা বলেন, সেই রাজীব গান্ধীকে এইখানে আনানো হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ম্যাজিশিয়ানের ব্যাটা ম্যাজিশিয়ানের মত বলে গেলেন যে আমরা ১০০ দিনের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেব। তা আমি সমীরবাবুকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে-ক্যালেণ্ডার কি আপনারা দেখেছেন? যে রাজীবগান্ধী এই কথা বলার পরে কত ১০০ দিন পেরিয়ে গেছে। তিনিই তো এর মধ্যে খরচ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তবু এই অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে? এইটা কোনদিন কমবে? কোন পাগল এইটা বিশ্বাস করে ভারতবর্ষে? এই অবস্থা যতদিনবজায় থাকবে, এই অর্থ-নৈতিক কাঠামো যতদিন বজায় থাকবেতত দিন জিনিসপত্রের দাম কমবে না। সুতরাং কনস্ট্রাকশন আজকে সেটা আবার কি রকম ফারাক তৈরী হয়েছে-আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেটা দেবার কথা নয়। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইটা আমার দপ্তরের বিষয় বলে আমি উদাহরণ দিচ্ছি।

শ্রীঅমল মল্লিক:— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী ভারতের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন যে,তিনি নিজেই খরচ হয়ে গিয়েছেন, এই ধরনের কথা বলতে পারেন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আমি অত্যন্ত দুঃখীত, এই কথা বলার জন্য, এইটা বলা ঠিক না তার জন্য আমি দুঃখীত।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮৬ ইং সালে গোমতী আপ্-গ্রেডিং এর জন্য যেখানে এস্টিমেট করা হয়েছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা তখন আমরা কাজ শুরু করতে পারিনি টাকার সংকুলান না হওয়ার জন্য। সে কাজটা যখন ১৯৯৫ ইং সালে শুরু করা হয় তখন তার খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ কোটি টাকাতে। কাজটা নতুন কিছুই নয় এই কয় বছরের ফারাক ১৯৮৬ থেকে ৯৫ পর্যান্ত এই কয় বছরে সেটা সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা থেকে

বেড়ে ১৯ কোটি টাকাতে গিয়ে পৌঁচেছে এবং এইটা বেড়ে ২৫ কোটি টাকাতে গিয়ে পৌঁছাবে বলে মনে হয়। এইটাই হচ্ছে ইণ্ডিকেশন। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে এই অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কি করে সমীরবাবু এইটা আশা করেন। উনি আবার ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিনের কথা বলেছেন। ফিনান্সিয়েল ডিসিপ্লিন এই লেফট্‌ফ্রন্ট এর চাইতে বেশী এই দেশে, এই ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে? ফিনান্সিয়েল ডিসিপ্লিন আমি উনাদের জিজ্ঞেস করি উনারাতো গত পাঁচ বছর এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন উনারা যে ফিনান্সিয়েল ডিসিপ্লিন দেখিয়ে গিয়েছেন সেটা এই রাজ্যের মানুষ জানে এই বিধানসভা জানে। কাজেই এই হচ্ছে অবস্থা কিন্তু উনারা আর ক্ষমতায় আসতে পারবেন না সারা ভারতবর্ষে উনাদের এখন যে অবস্থা- আর আপনাদের পাঁচ বছরের বোঝা আমাদের নিয়ে আসতে হবে। এইটা আমাদেরই করতে হবে। আজকে কংগ্রেসের কি অবস্থা ১৯৮০ সালে আমরা দেখেছি এই কংগ্রেস রাতারাতি আমরা বাঙ্গালী দলের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং তখন আমরা বাঙ্গালী এক হও বলে শ্লোগান দিয়েছেন। আর রতিমোহনবাবুরা টি, ইউ, জে, এস, করে দুনিয়ার পাহাড়ী এক হও বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলেন। আর এখন দেখছি উনারা সব এক হয়ে এইখানে বসে চমৎকার কাজ করছেন। আজকে তাদের যে চেহারা সেটা বুর্জোয়াদের চেহারা সাধারণতঃ এই রকমই হয়। আজকে কংগ্রেস যখন দেখলেন যে আমরা বাঙ্গালী দলের সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের কোন বেইস নেই তখন এইখানে ঢুকে কোন গতি নেই বুঝে তারা বি, জে, পি, দিকে ঢুকেছেন। আর টি, ইউ, জে, এস, ঢুকেছেন কংগ্রেসের ভেতরে।

(গণ্ডগোল)

শেষ পর্য্যন্ত আপনারা যাবেন বি, জে পি,তে। আপনারা যেতে শুরু করছেন। যাচ্ছেন বলেই এইখানে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়বেন বলে আপনারা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নরসীমা রাওকে দিয়ে আপনারা কোন স্টেপ নিতে পারেন নি। গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি নরসীমা রাওয়ের উপর ভার দিয়ে বলেছিলেন যে সারা ভারতবর্ষে যাতে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় থাকে, ভারতবর্ষের ঐক্য বজায় থাকে সেজন্য এইখানে যাতে অন্যায় না হয় তার ব্যবস্থা আপনি (নরসীমা রাও) করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু কিসের মধ্যে কি সব বলছেন এই ধরণের বল্লে কি হবে এইভাবে উনি হাউসের সময় নষ্ট করছেন। উনি কি ডিসকাসন করবেন আর কি করছেন?

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সেই জন্যই গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা উনারা নিয়ে এসেছেন। সেই জায়গায় অর্থনীতির স্টেবেলিটি, রাজনীতির স্টেবেলিটি ভারতবর্ষে আজকে আর নেই। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যেভাবে বাইরের উপর নির্ভর করছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা ত্রিপুরায় বলি যে না যা আমাদের আছে সব কিছু ঠিক ঠাক চলবে। তাহলে সেটা মুর্খের রাজত্বে বসবাস করার সামিল হবে। এ শুধু আমাদের এখানে নয়। সমীর বর্মনদের রাজত্বে তাই হবে। ভারতবর্ষের পার্লামেন্টেও তাই হচ্ছে। সুতরাং এগুলি সমালোচনার বিষয় নয় তাদের। বাস্তব দিক দিয়ে এই নিয়ে ভাবতে হবে। আমি আশা করব এই হাউসে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেগুলি খরচ হয়ে গিয়েছে এগুলো আমরা এখানে পাশ করিয়ে দিতে পারব। বিরোধীরা অন্তত সমীর বর্মন যে বুদ্ধি দিয়েছেন সেই বুদ্ধিতে চলবে না। অন্য সদস্য যারা আছেন ভারতবর্ষের চেহারেটা ভেবে রাজ্যের কথা ভেবে এগুলিকে সমর্থন করবেন এই আশা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন মাননীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই মোশানের উপর সকলেই আলোচনা করে গিয়েছেন যেটা খরচ হয়ে গিয়েছে সেটা রেগুলারাইজড করার প্রশ্ন। অডিট রিপোর্ট সভায় পেশ হয়েছে। পি, এ, সিতে পোষ্টমর্টাম করা হয়েছে। পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট ও এখানে পেশ করা হয়েছে। কখনই এই নিয়ে আলোচনা হলো না। এখন আর এই নিয়ে আলোচনার কোন অবকাশ নেই। পি, এ, সির পরামর্শ অনুসারে এই এক্সেস গ্র্যাণ্ডের মোশান। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এক্সেস এক্সপেণ্ডিচারের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন খুব। ১৯৮৮-৮৯ইং সালে তখন রাজ্যে জোট সরকার এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা তখন একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী। উনার সময়ে ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছিল। ১৯৮৯-৯০ইং সালে ৮৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। ১৯৯০-৯১ইং সালে ৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯১-৯২ইং সালে ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, ১৯৯২-৯৩ইং সালে ৮৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এখনও সেটা পি এ, সিতে পোষ্টমর্টাম হয় নাই। তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সেটা আবার বিধান সভাতে আসবে। এক্সেস্ এক্সপেণ্ডিচার বামফ্রন্ট সরকার যেমন কর্মসূচীর ভিত্তিতে খরচ করেছে, জনগণ সেটা গ্রহন করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে কথা বলেছেন তাদেরতো

যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বর্জন করেছে। কাজেই এটা নিয়ে কোন আলোচনার প্রশ্ন উঠেনা। যে ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে সেটাতে সকলের সমর্থন আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHORT DISCUSSION MATTERS OF UNDER PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আজকের কার্য্যসূচীতে ছুটি শর্ট ডিসকাশন নোটিশ আছে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : সিমেণ্ট এবং জে. সি, আই, সির অপ্রতুলতার জন্য রাজ্যে নির্মান কাজ ব্যহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং (মন্ত্রী) :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে এক্সেস একস্পেণ্ডিচার নিয়ে আলোচনা হলো তারতো ভোট হবে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- কালকে হবে, আজকে সাধারণ আলোচনা। মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা শুরু করতে।

শ্রীবিধুভুষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস চলছে। সিমেণ্ট এবং জে, সি, আই, সির সীটের অভাবে যাবতীয় উন্নয়ন মূলক কাজ যেমন ব্যক্তিগত বা সরকারী সমস্ত কাজ অচল হবার উপক্রম। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরাতে সিমেণ্ট নেই। এমন অবস্থায় দাড়িয়েছে যে, একটা মাঠে ওয়াল তৈরী করে তার টিনের ছানি দেবার সময় টিন আর পাওয়া যায়না, বাজারে নেই। এই জায়গাটার মধ্যে একটা সমস্যা হলো ন্যায্য দামে টিন পাওয়া যায় না। সরকারী দামে আর সিমেণ্ট পাওয়া যায়না। ছুইশ আড়াইশ টাকা ব্যয় করলে পরে হঠাৎ রাত্রি বারটার সময় পাওয়া যায়। এই জায়গাটার মধ্যে যে ঘটনাটা আমি আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিসের কথা বলছি, এক সময় ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা যে দীর্ঘদিন ছিল। হঠাৎ করে গ্যাট চুক্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দিয়ে দিলেন যে, সমস্ত কিছু ডি-কনট্রোল হয়ে যাবে, কনট্রোলের আর দরকার নেই। ডি-কনট্রোল হয়ে যাবে সেই কারণে ঘোষনা হওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জন এই সাপ্লাইয়ের টেণ্ডার নেয়, নিতে গিয়ে তারা তাদের খুশীমত জিনিষগুলি সরবরাহ করে। যেখানে খুব বেশী কাজ চলে ড্রাই সিজনে এই সময় তারা সিমেণ্টটা আমদানী করলেন না। তাহলে অধীক মূল্যে আমদানী না করে কাজের গতিটাকে স্তব্দ করে দিলেন, এই

অবস্থাতো একটা রাজ্যে চলতে পারে না। কারণ আজকে এই যে সরকারী কাজ বলুন, সরকারী কাজ আজ অর্দ্ধ সমাপ্ত হয়ে আছে সিমেন্ট নেই সমস্ত উত্তর ত্রিপুরায়। নেই বললে এই কথাটা ঠিক না। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন চাইছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যাক ভারতবর্ষ, ব্যবসাটা যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যাক এই কৌশলের জন্য যেহেতু আর ডি-কণ্ট্রোল ঘোষনা করলেন ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য একজন দুইজন। আর বড় ব্যক্তিগত মালিকানা ঐ সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ঐ যারা বেনীয়া তারা এখানে এসে কোন কোম্পানী দখল করবেন কতটুকু তার দর হবে, এই দর সাব্যস্ত করতে করতে গিয়ে এখন মালগুলি স্টক করে রেখেছেন। যারা প্রডাকশান করেন তারাও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। আমারটা কিনবে কে? আচ্ছা যদি বাড়িয়া যায় দাম, ঠিক আছে তাহলে নতুন প্রডাকশানের দরকার নেই, সিমেন্ট, জে. সি, আই, সি, এটা দরকার নেই। আর যেটা আছে এটাকে স্টক করে পরবর্তী সময় তিন গুন দামে বিক্রি করব। যেমন ধরুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা জিনিষ হয়, গতবছর এবং এর আগের বছর দেখলাম পেঁয়াজ এখানে উৎপাদন হয় তখন আমাদের এই রাজ্যের চাষীদের পেঁয়াজের দাম থাকে চার টাকা পাঁচ কেজি। ফড়িয়াদের হাতে যাওয়ার পর গুদাম জাত হওয়ার ত্রিপুরা রাজ্যে পেঁয়াজের কেজি হয়ে যায় ১০ টাকা কেজি। তাহলে এইরকম করে এই কৌশল গ্রহন করেছেন যে, আমার যতটুকু আছে সেটাকে আমি রক্ষা করব। একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে পারবেন কি পারেন না এই অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ে গেছি। এই জায়গাটার মধ্যে আজকের প্রস্তাবটা আনতে হয় যেভাবে হউক অত্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার-এর এই দায়িত্বটা নেওয়া দরকার। কারন গ্যাটের সঙ্গে তারা চুক্তি করেন আর আমাদের রাজ্যে কি ভাবে তা ইমপ্লিমেণ্ট হবে তারাই দেখবেন। তারপর তা আমাদের রাজ্যবাসীর জানা দরকার আছে, তা সত্যি কিনা। আজকে এই প্রস্তাবটা বিরোধীরা রাখতে পারতেন কিন্তু তা তারা পারেন নি। তাদের এখন এইটাই কথা আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই। এটা হয় এদের দেশ প্রেমের প্রথম ভূমিকা, আবার তালেহলে এদের সঙ্গে সম্পর্ক। এখন হয়তো সিমেণ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষ পেতে পারে কিন্তু যদি তা সার্বিক ভাবে দেখেন, আমরা যতটুকু জানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এর অভাব এই ভাবেই কাজ চলছে। এখন যদি বিভিন্ন দপ্তরে খোঁজ নেওয়া হয় তা হলে তারা বলবে যে সিমেণ্ট আছে, প্রচুর আছে। আর যদি প্রচুরই থাকে তাহলে তা ন্যায্য দামে পাওয়া যায়না কেন? যারা এই ন্যায্য দামে বিক্রি না করে বেশী দামে বিক্রি করে তাদেরকে ধরতে গেলে সঙ্খ ঘণ্টা বাজে। বিভিন্ন মাতব্বররা থাকেন, সেখানে উকিল বাবুরা থাকেন। বিরোধী দলনেতা নিজেও একসময়

উকালতি করেছেন তিনি হয়তো মামলা মোকদ্দমা করে দিতে পারেন- সর্ব্বনাশ, আমার মাহাজনটাকে ধরে নিয়েছে। অতএব সিভিল সাপ্লাই কণ্টাক রুল মানছে না, গ্যাট চুক্তি মানছেনা। অতএব এইসব কারনেই কালোবাজারীরা সারা ভারতবর্ষে এতটুকু সুযোগ সুবিধা পায়। নতুবা ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই একশান কমোডিটির ক্ষেত্রে এই ধরনের অকাল মূল্য হতে পারেনা। এই কথাটা সকলের কাছে প্রতিয়মান যে বেশী দাম হলে পরে পাওয়া যায়, কম দামে হলে পরে পাওয়া যায়না, তা হলে কি সত্যিকারে জিনিসটা নেই। না থাকলেতো বেশী দামে পাওয়া যেত না কিন্তু বেশী দামে পাওয়া যাচ্ছে। এখন বড় বড় মাহাজনেরা বিপদে পড়েগেছে। টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা এরাও বিপদে পড়েগেছে এই গ্যাট চুক্তির ফলে। এখন আমাদের দেশে ন্যাশানালাইজড যে সমস্ত কারখানা আছে তারা উৎপাদন করবে কি করবে না এই নিয়ে হয়তো সমস্যা। এইযে সংকট এই সংকটের মধ্যে একদিকে মুদ্রাস্ফীতি আরেক দিকে উৎপাদন হীনতা এর ফলে দেশের একটা চরম ভয়াবহ অবস্থা। এমন একটা মানুষিকতা অবস্থা তৈরী করেছেন পরশ্রমনীতিটাকে যে আমরা শ্রম করব না, উৎপাদনহীনতা, শ্রমবিমুখতা এই প্রচারের মধ্যদিয়ে আজকে দেশের সেবা করতে চাইছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। উৎপাদনহীনতা, পরশ্রমবিমুখতা, পরনির্ভরতা এই প্রক্রিয়ায় কোন জাতী বা দেশের পরাধীনতা প্রথম সোপান, তার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ চিংকার করছে যে, না এই রাজ চলতে পারেনা। এই রাজ বদল হউক। অর্থনীতি নিয়ে সমালোচনা চলছে কিন্তু না এর পরিবর্তন হচ্ছে না। আজকে গ্যাট চুক্তি কি সর্ব্বনাশ হবে কৃষকদের এই কথাটা বিরোধীরা অবশ্যই ব্যাখ্যা করবেন। তিনি তো আইনের বই নিয়ে আছেন, একটা আইনও পড়েন না শুধু আইনের পাতা দেখান। বইটা দেখান। আমি এই কথাটা বলতে চাই সার্বিক নীতির ফলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েগেছে এবং উৎপাদনহীনতা মানুষিকতা কলকারখনা, মাঠেময়দানে, সর্বত্র এটার জন্য কে দায়ী ? রাষ্ট্র যারা পরিচালন করেন তারাই তার জন্য দায়ী। ভারতবর্ষ মূলধারায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তারা চলেন তাদের নেতার উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের স্থায়িত্ব তাদের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের সমৃদ্ধি। বিদেশীকে ডেকে এনে আমাদের দেশের সমৃদ্ধি হবে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এটা হতাশা দেখা দিয়েছে। এই হতাশার মধ্যে দিয়ে আজকে যারা কাল বাজারী করে তারা আজকে ভাবছে কোথায় যাবে। তাদের আজকে সুযোগ করে দিচ্ছে। আজকে আমরা যারা রাজ্যে আছি আমরা তো সংখ্যায় বেশী আছি। কিন্তু এটা ভাবতে হবে ১০ জনের দ্বারায় দেশ পরাধীন হয়ে যায়। বড় লোকদের কোন চিন্তা নেই তারা দেশ বিদেশে বড় বড় শহরে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে রেখেছেন গাড়ী বাড়ী করে রেখেছেন যারা কোন মতে

খেয়ে বেয়ে আছেন তাদের প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা, তাদের প্রয়োজন ভেজালমুক্ত দেশ, তাদেরকেই ভাবতে হবে দেশের খাদ্য উৎপাদন কি করে বাড়ানো যায়। আজকে এইজায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্য এবং ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্য এবং সরকারের কাছে এটাই আবেদন রাখব রাজ্যের যে উৎপাদন বাড়ানো যায় সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সিমেন্ট-এর জে, সি, আই সি এই দুটি নির্মান সমাগ্রি রাজ্যে সাংঘাতিক ভাবে অভাব দেখা দিয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে দিকে আমরা যাই দেখা গেছে সিমেন্টের অভাবে কাজগুলি অসমাপ্ত দেখা গেছে এবং টিনের অভাবে অনেকটি ঘর কাঠের স্ট্রাকচার শেষ হয়ে গেলেও ছানির দেওয়া সম্ভব হয় নি। যারফলে কাঠের স্ট্রাকচারগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ করে দেখা গেল উত্তর ত্রিপুরায় সিমেন্ট নেই, কারখানা থেকে সিমেন্ট আসছে না। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে গত ৫/৭ বছরে সারা ভারতবর্ষে টাটা বিরলা এমন বড় বড় কম্পানীর সিমেন্টের ফ্যাক্টোরী খোলা হয়েছে। আগে যা ছিল সেটিত আছেই। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে সিমেন্টের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে উৎপাদন বাড়লেও অভাব দেখা দিয়েছে। মূল কথা হল কেন্দ্র সরকারের সুষ্ঠ বন্টনের অভাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নির্মাণ কার্যে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সংস্তদর বাবার জন্য আমি অন্ততঃ আমাদের ত্রিপুরা বাসীর কাছে কি বিরোধী কি শাসক দলের প্রত্যেকের কাছে আমি অনুরোধ রাখব অন্ততঃ এই নির্মান কার্য যাহাতে ব্যাহত না হয় তারজন্য সকলেই একজোট হয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে এই দাবীগুলি রাখা দরকার। যে সামগ্রিকগুলি নির্মান কার্যের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক সেই সামগ্রিকগুলি যাহাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সঠিকভাবে বরাদ্ধ থাকে এবং ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে ব্যবস্থা করেন এই দিকে আমাদের এক হয়ে দাবী করতে হবে। কারন আমরা শুধু শাসক দল বা এই ত্রিপুরার যারা বিরোধী আছেন তারাও এই ত্রিপুরার। কাজেই যাহাতে ত্রিপুরাতে একটি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টী হয়। তাহাতে উভয় দল লাভবান হবেন। সরকার পাল্টাতে পারে কিন্তু যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি তো থেকে যাবে ৫০ বৎসর ১০০ বৎসরের জন্য। ছোট একটা এস, পি, টি ব্রীজ ছিল এই ব্রীজটা স্থায়ী করার লক্ষ্যে যখন পদক্ষেপ নেওয়া হলো তখন দেখা গেল সিমেন্ট বাজারে নেই। এই কাটের ব্রীজটা তিনবার ঠিক করা হয়েছিল। এতে ডাবল খরচ হয়েছে।

পাকা ব্রীজ করতে যে টাকা খরচ হতো তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছি করছি যে এই সমস্ত জিনিস তৈরীর ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় সিমেণ্ট ইত্যাদি ন্যায্য দামে পৌঁছা দরকার। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সিমেণ্ট এবং জে, সি আই শিট রাজ্যের উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এ ব্যাপারে লক্ষ্য করছি বিগত পাঁচটা বছর জোট সরকারের আমল গেছে ধ্বংস করার রাজনীতি। বামফ্রণ্ট সরকার নূতন করে আসার পর যখন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিলেন, গরীব মানুষের জন্য ইন্দিরা আবাসন তৈরী করা, তখন দেখা গেল টিনের জন্য সেই কাজটা সম্পূর্ণ করা গেল না গ্রামের রাস্তা, স্কুল ঘর ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় বাজারে সিমেণ্ট নাই। টিন পাওয়া যাচ্ছেনা। এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাসুরেন্স স্কীম তার একটা নির্দিষ্ট নির্মানের কাজ করা যাচ্ছে না এই সমস্ত জিনিসের অভাবে এই সমস্ত জিনিস না পাওয়াতে রাজ্যের উন্নয়নমুলক কাজ হচেছ না। কাজেই এই ব্যাপারে আজকে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা এই অসুবিধাগুলি সৃষ্টি করছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার। যারা বরাবরই সরকারী মালিকানাধীন সব কিছুকেই আজকে বে-সরকারী মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আর তারা কালোবাজারী করছে, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। কাজে কাজেই আমি সরকার পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, এই যে ক্রাইসিস্ সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম ব্যহত হচ্ছে সে দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। কেন না, কেন্দ্রীয় সরকারই আজকে সরকারী সংস্থাগুলি বে-সরকারীদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। কাজে কাজেই গরীবের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে এবং এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা যাতে সর্বসম্মত ভাবে পাশ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান যায় সে জন্য সবার কাছে এই হাউসের মাধ্যমে অনুরোধ থাকবে। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক

বিধুভূষণ মালাকার এবং আর একজন মাননীয় বিধায়ক মধুসূদন দাস মহাশয় এই হাউসের সমানে একটি প্রস্তাব এনেছেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে, "সিমেন্ট এবং জি, সি, আই সিটের অপ্রতুলতার জন্যে রাজ্যে নির্মাণ কার্য্য ব্যহত হওয়া সম্পর্কে।" বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। অগ্রগতির মূল কথাই হচ্ছে আমরা সব দিক থেকে কাজ করব, এগিয়ে যাব। সে জন্য কাজ করতে গেলে কাজের উপাদান গুলির প্রাপ্তিতে যদি বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে অগ্রগতি হতে পারে না। কাজ চলতে পারে না সিমেন্ট এবং জি, সি, আই, সিট এগুলিকে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার ডি-কন্ট্রোল করে দিয়েছেন। তার অর্থ, এই ভারতবর্ষের যে কোন মানুষ, যে কোন রাজ্যে এগুলির ব্যবসা করতে পারে। ব্যবসা করার অধিকার আছে। কিন্তু সামান্য কিছু দায় দায়িত্ব আমাদেরও আছে। তা হচ্ছে, তারা যদি সোর্স প্রাইস যা আছে অর্থাৎ মাল যে দরে কিনে আনে, আনার যে খরচ হয় তার সঙ্গে কিছু মুনাফা ধরে বিক্রী করে, তাহলে আমাদের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু যদি দেখা যায়, তারা অতিরিক্ত মুনাফা লুঠছে বা জিনিস পত্র স্টোর করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে, তাহলে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকে তাকে যখন খুশী কেন্দ্রীয় সরকার ফ্যাকটরী করার সুযোগ দিয়ে দিচ্ছেন আমরা চিনি না, জানি না, যাকে খুশী এজেন্সি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা শুনেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নামে এজেন্সি নিয়ে বাইরে বিক্রী কর করে দিচ্ছে। আমার দপ্তরকে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে বলছি। এটা জানার আমাদের রাইট আছে। ত্রিপুরার কোটা নিয়ে বাইরে বিক্রি করা এটা অন্যায়। এটার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিতে হবে।

এই যে নির্মান সামগ্রী গুলি বিশেষ করে সিমেন্ট, জে, সি,আই শীট সম্পর্কে হাউসের বিভিন্ন দিক থেকে মাননীয় বিধায়করা প্রশ্ন তুলছেন অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই। কারন তারা জন প্রতিনিধি, জনগনের কাজ করতে গিয়ে তারা জনগনের এই সমস্ত অসুবিধা গুলি দেখেছেন। কিন্তু এই ধারনের অভিযোগ গুলি আমার দপ্তরে নেই। থাকলে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারতাম। কিন্তু আজকে যেহেতু হাউসে প্রস্তাব এসেছে কাজেই আমরা তদন্ত করে দেখব। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা সিমেন্টের, জে, সি, আই শীটের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টী করেছে কিনা সেটা আমি তদন্ত করে দেখব। সেই সঙ্গে সমস্ত জিনিষ গুলি আনার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার রয়েছে। রেলওয়ে ওয়াগন পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যদি মনে করেন যে তারা ওয়াগন পাচ্ছেন না, তার জন্য আনতে পারছেন না এই বাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করলে আমরা কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের সাথে কথা বলব। আমরা এই

ভাবে কাজটা করতে চাই। আজকে হাউসের সামনে যে প্রশ্ন এসেছে সেটা অত্যন্ত সঙ্গত। আমাদের নির্মান সামগ্রী আমাদের চাহিদা অনুসারে এই রাজ্যের নায্য মূল্যে পাওয়া যায় কোম্পানীর দামের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবহন ব্যয় যোগ করে এবং তার সাথে ব্যবসায়ীদের মুনাফা যোগ করে যে দামটা হবে সেই দামে যাতে পাওয়া যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে। এই প্রস্তাবের সাথে আমি একমত এবং আমি আশা করব আমরা সবাই এক হয়ে রাজ্যের এই অসুবিধাগুলি দূর করবার চেষ্টা করব। আর আমার দপ্তর থেকে আমরা খোঁজ নেব বাজারে কেন এই সমস্ত সামগ্রীর অভাব এই প্রতিশ্রুতি আমি হাউসকে দিয়ে, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শর্ট ডিসকাশন নোটিশের দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়। দ্বিতীয় নোটিশ টির বিষয়বস্তু হলো :—

"বর্তমানে বিভিন্ন রকম সার এবং কীটনাশক ঔষধ এর অপ্রতুলতাহেতু কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে আজকে একটি শর্ট নোটিশ ডিসকাশনের জন্য এনেছি। আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—"বর্তমানে বিভিন্ন রকম সার এবং কীটনাশক ঔষধ এর অপ্রতুলতাহেতু কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।" স্যার, বর্তমানে রাজ্যে কৃষকদের যে অবস্থা খররা জন্য আউশ ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকরা আউস ফসল ঘরে তুলতে পারে নি। সেই ক্ষতি তারা কোন রকমে কাটিয়ে উঠেছে। এখন বর্ষা এসেছে, বর্ষা আসার সাথে তারা আমন ফসল রোপন করেছে এবং বৃষ্টি যে ভাবে হচ্ছে তাতে ফসলের সম্ভাবনা বিরাট উজ্জল। ফসল ফলাতে গিয়ে যে সমস্ত উন্নত মানের বীজ কৃষকরা সংগ্রহ করছেন, কৃষি বিভাগ থেকে সেগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে যাতে রাজ্যে আমন ফসল ভাল হয় এবং কৃষকরাও সেই ফসল করছেন। অন্ততঃ আমাদের ব্লক থেকে উন্নত মানের স্বর্ণ মাশুরী বীজ ব্যাপক ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলনও ব্যাপক ভাবে হয়েছে। গত বছরও কৃষকরা প্রতি কানিতে ২৫/৩০/৩৫ মন ধান পেয়েছেন। কৃষকরা ব্যাপক ভাবে আমন ফসল করেছেন ঠিকই কিন্তু রাজ্যের সারের অপ্রতুলতা একটা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। আমন ফসলের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল আজকে সারের অভাবের জন্য তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

স্যার, এখানে এই সারের সমস্যা তীব্র আকার ধারন করেছে। হ্যাঁ, সরকার তা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সার সরবরাহ করছে তার অসুবিধা সত্বেও। যে সার সরবরাহ হচ্ছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কারণ একজন কৃষককে কানি প্রতি এখন ১০ কে,জি ইউরিয়া দিতে পারে তহলে কানি প্রতি ৪/৫ মন ধান বেশী হবে। আর যদি এখন দিতে না পারে তাহলে ধান ভাল হবে না, আর না দিতে পারলে একদম কম হবে তাহলে এটা একটা বিরাট সমস্যা। এখন যে ভাবে সার সরবরাহ হচ্ছে সেটা কানি প্রতি ১০ কে,জি কিন্তু সেটাও ঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না যার জন্য সমস্যা হচ্ছে। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই হাউসে আলোচনা করবেন। তবে স্যার, আমরা দেখছি এখানে কিছুটা ত্রুটি দেখা যাচ্ছে বন্টনের ক্ষেত্রে, কারন সব এলাকায় সমান ভাবে ফসল হয় না তাই তদন্ত করে কোন জায়গায় ফসল বেশী হয় সেই সমস্ত জায়গা গুলিতে বেশী সার দিলে কৃষকরা উপকৃত হবে আর যে সমস্ত জায়গায় ফসল কম হয় সেই সমস্ত জায়গায় চাহিদা অনুযায়ী ফসল দেওয়া যেতে পারে। তাই আমরা গাঁওসভা ভিত্তিক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কমিটি করেছি কোন কৃষককে কতটুকু সার দেওয়া যাবে। স্যার, সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না কারণ কিছু কিছু জায়গায় ১/২ জন কৃষক গেলে তাদের মনোমত ব্যক্তিকে বেশী বেশী করে সার দিয়ে দেওয়া হয় ফলে কৃষকদের সমস্যা সৃষ্টি হয়। মূল কথা হচ্ছে এই যে সংকট এই সংকট থেকে কৃষকরা কি ভাবে পরিত্রান পেতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হওয়া। এখন মালিকরা এই সার সরবরাহ করছে কিন্তু আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই স্যার সরবরাহ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সার সরবরাহ করতেন, আমরা কোথা থেকে সার পাব এবং কি ভাবে পাব সেটা কেন্দ্রীয় সরকারই ঠিক করতেন কারন তার একটা গাইড লাইন ছিল। তাছাড়া আমরা এই ডিপার্টমেন্টের ডিরেকটারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিস্তারিত জানতে পারতাম কিন্তু বর্তমানে আমাদের সার এই সুবিধা এখন নেই। তার জন্য লিষ্টও থাকত কিন্তু এখন আমরা অগ্রিম টাকা দিয়েও সার পচ্ছি না।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার লাগামহীন ভাবে এই অবস্থার সৃষ্টি করছে। একটাই চুক্তি গ্যাট চুক্তি। এইটাই আজকে এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির সমস্ত চলে গেছে। যার ফলে আজকে ভারতবর্ষের কৃষকের মাথায় হাত। স্যার, ভর্তুকী পর্য্যন্ত তুলে দিয়েছে। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ত্রিপুরা সরকারকে সীমাবদ্ধ

ক্ষমতার মধ্যে থেকেও সারের জন্য ভর্তুকী দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে কৃষকরা খুশী। অন্যদিকে লক্ষ্য করছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দিলেও সার দিচ্ছেনা। তার জন্য নিশ্চয়ই কেন্দ্রের কাছে দাবী করতে পারি যে, তুমি ত্রিপুরার জন্য সার দেওয়ার ব্যবস্থা কর, সার দেওয়ার গ্যারান্টি সৃষ্টি কর এবং সার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নাও। শুধু সার নয় স্যার, খাদ্য উৎপাদন এর ক্ষেত্রেও দেখছি উন্নতমানের যে বীজ এই বীজ পর্যান্ত বহু জাতিক সংস্থার কাছে। এই যে গ্যাট চুক্তি, তারা বলছে দেশের খাদ্য উৎপাদন কমাও, অর্থকরী ফসল ফলাও। খাদ্যের উৎপাদন বেড়ে গেছে, খাদ্যের ভাণ্ডার মজুত আছে, খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে বলে চীৎকার করে বলছে খাদ্যের উৎপাদন কমাও। এইগুলি সমস্ত ডি-কন্ট্রোল করে বিদেশী কোম্পানীর হাতে আজকে তুলে দিয়েছে। এইটা একটা সর্বনাশা নীতি। এই নীতিতে ভারতবর্ষের কৃষির বনিয়াদ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। স্যার, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় কয়েকদিন আগে পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে গত ৪ বৎসরে কিভাবে ক্রেতাদের রেশনের চাল পর্যন্ত খরিদ করার ক্ষমতা নেই। ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ৯১-৯২ সনে রেশনের গ্রহীতা ছিল ৮২৭ জন. এই ৮৭ জন পর্যান্ত রেশন তুলতে পারতেন, বর্তমানে ৯৪-৯৫ সনে ৫৫ জন মানুষ রেশন তুলেছেন। কি অবস্থায় দাড়িয়েছে। মানুষের রেশন তোলার মত ক্ষমতা পর্যান্ত নেই। একদিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বলেছেন যে খাদ্য উৎপাদন বেড়ে গেছে, খাদ্য উৎপাদন কমাও ফসল করোনা, বাগান লাগাও, ফলের বাগান কর। চাষের জমিকে আজকে, অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে দেশের শষ্য উৎপাদন কমিয়ে আমেরিকা থেকে আনতে হচ্ছে। আজকে আমাদের দেশে আমেরিকার নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এইটা সাংঘাতিক ব্যাপার। একদিকে আমরা লক্ষ্য করছি গত ৯৫ এর এপ্রিল থেকে জুন এই ৩ মাসের বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশষ্য। এই ৩ মাসে গ্রহীতারা তুলেছেন মাত্র ৩৩ লক্ষ টন। কোন অবস্থায় যাচ্ছে দেশ। বর্তমানে এই রাজ্যে যারা ক্ষুদ্র চাষী সার, বীজ টাকা দিয়েও কিনতে পারছেনা। কেন্দ্রীয় সরকার সেই সাহার্য্য করছেন না. গ্যারাটির সৃষ্টি করছেনা সেই জন্য সামনে রবি মরশুম সেই মরশুমে যাতে সার বীজ কৃষকরা পেতে পারে তার একটা সুব্যবস্থার জন্য আমি এই নোটিশ এনেছি, হাউস এইটাকে সমর্থন করবেন এই বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- স্যার, আমি এই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- ঠিক আছে বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী যেটা বলেছেন সেটা তথ্য ভিত্তিক নয়। কারণ আমাদের কোন কোন স্টেট থেকে আসছে, প্রথমত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্র ও উড়িষ্যা মূলত এই চারটা স্টেইট-এ বাড়তি খাদ্য আছে। এছাড়া অন্যান্য কোন স্টেইটে বাড়তি খাদ্য নাই। অন্যান্য স্টেইট গুলিকেও অন্য স্টেইট থেকে আনতে হয়। কেরালাতে ৪০ পারসেন্ট খাদ্য অন্য জায়গা থেকে আনতে হয়। কাজেই আলোচনাটা এই রকম হওয়া দরকার, এই যে খাদ্য বাড়তি হয়েছে এইটা ঠিক, কৃষকের মাধ্যমে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে এটাও ঠিক। চারটা স্টেইটে খাদ্য বেশী আছে বলেই সে পাঠাতে পারে অন্যান্য স্টেইটকে। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী যে কথাটা বলেন নি সেটা হল খাদ্য থাকলেই খাদ্য পৌঁছ না মানুষের ঘরে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১০০ জনের মধ্যে ৮০ হচ্ছে দারিদ্র্য সীমার নীচে। এখন কথা হচ্ছে তারা কারা, তারা কোথায় থাকে, কারা ভূমিহীন, কাদের ঘরে খাদ্য নাই আমি অনেক বলেছি, কিন্তু সেখানে মাননীয় বিধায়ককে সেখানে পাঠাতে পারিনি, উগ্রপন্থীর ভয়। খাদ্য দপ্তরের অফিসাররা সেখানে যেতে পারেন না, উগ্রপন্থীর ভয় আছে। প্রথমে তারা গেছে মিজোরামে, সেখানে জায়গা পায়নি, আবার ফিরে এসেছে ত্রিপুরায়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, আমি যে বিষয়টা এখানে আলোচনার জন্য এনেছি এবং আলোচনা করেছি উনি এইটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : — এইটা পয়েন্ট অফ্ অর্ডার হয়না। ওনাকে কথা বলতে দিন। ওনাকে বাধা দেবেন না। তাছাড়া প্রসঙ্গটা আপনিই এনেছেন। আপনিই তুলেছেন এইটাকে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি, আপনারা হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— খাদ্য দপ্তরকে আমি অনুরোধ করছি খাদ্য থাকলেইতো হয় না, খাদ্য পৌঁছাতে হয় সে ব্যবস্থা কঠিন। যেহেতু রাস্তাঘাট নাই, ব্রীজ নাই। কোথায় কোথায় রাস্তা-ঘাট নাই, ব্রীজ নাই তার হিসেবটা আমি হাউসের সামনে আনিনি, কারণ

আমি জানতাম যে, এই আলোচনাটা শুরু হবে। যেমন ধরুন দক্ষিন এলাকার কথাই যদি বলি সেখানে নাই তাদের কাছে।

দক্ষিণ এলাকায় খাদ্য যেসব জায়গায় রয়েছে জুমিয়াদের এলাকাতে সেখানে একখানা কার্ডও নেই। কার্ড নাকি আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তা-কে কিনবে খাদ্য কে কিনবে সেখানে বরাবর সেখানে বাকিতে খাওয়ানো হতো। এইবছর সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের সমরবাবু বলতে পারবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাকিতে খাদ্য দেওয়ার ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- (নেপথ্যে) হ্যাঁ, নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : আমার যতটুকু মনে পড়ে, হয়েছে। কারণ সেখানে খাদ্য নিয়ে যেতে পারেনা উগ্রপন্থীদের ভয়ে। আমি এখন কোন রিপোর্টই দেখছিনা। আমি এখন বিতাড়িত। আগে তো আমি বিতাড়িত ছিলামনা। পার্টির আলোচনায় পার্টির বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টএ আলোচনায় আমি বরাবর কমেন্ট করে পাঠাতাম যে, আপনারা তা সব লিখছেন, কিন্তু যারা না খেয়ে আছে তাদের সম্পর্কে তো একটা কথাও দেখিনা। পদযাত্রার কথা দেখছি, অন্যান্য যাত্রার কথা দেখছি, সব যাত্রার কথা দেখছি, কিন্তু যারা গরীব উপজাতি খাদ্য তাদের ঘর পৌছাচ্ছে কিনা সেটা একদম লিখছেন না। উত্তরে তো কোন সমস্যা নেই। উত্তরে যেহেতু ধর্মনগর সামনে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে খাদ্য পৌছানো হয় আমাদের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ রায়সাহেব তার অনুমতি নানিয়েই আমি বলছি এইটা যদি আপনি না দেখেন যে খাদ্য সেখানে পৌছাচ্ছে না, খাদ্য আছে, কিন্তু খাদ্য সেখানে পৌছাবার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। আমাদের যে সমস্ত সরকারী ট্রাক আছে বলছি সেই ট্রাকগুলি যদি খাদ্য দপ্তর নিয়ে নিতে পারে যে ট্রাকগুলি আমরা ব্যবহার করব। আমি যতটুকু জানি এখন পর্যন্ত সেই ট্রাকগুলি নেওয়া হয়নি। ডঃ রায় বলতে পারেন সে ট্রাকগুলি নেওয়া হচ্ছে কিনা। কমিউনিকেশনের ডিফিকালটিজ, তারপর খাদ্য পৌঁছান এবং এরপর সে খাদ্য ক্রয় করার প্রশ্ন আছে। খাদ্য যে সমস্ত জায়গাতে আছে সে সমস্ত জায়গা থেকে যে সমস্ত জায়গাতে খাদ্য নেই সেখানে খাদ্য পৌঁছানো এইগুলি আমাদের খাদ্য দপ্তরের দেখতে হবে। এইটা আলোচনার প্রসঙ্গে কতটুকু হয় আমি জানিনা। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে এই যে সমস্যা তুলেছেন মিঃ চক্রবর্তী যে সারের প্রশ্ন গাড়ী ভর্তি সার চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই সারের প্রশ্ন এইটার সঙ্গে মিলবেনা। সেটা বাংলাদেশে ক্রাইসিস্ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সারের ক্রাইসিস্ এবং সারের এই ক্রাইসিসের ফলে সোনামুড়া দিয়ে

ট্রাক ভর্তি হয়ে সার বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে স্যার, আমাদের এইখানে সার আসে, ব্ল্যাক প্রতিরোধ করার মত যে সংগঠন সে সংগঠন নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী এখানে যে আলোচনা এনেছেন সার কীটনাশকের অপ্রতুলতা সম্পর্কে এবং ফসলের ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আমিও একমত। কেননা এবারের মত সারের জন্য ক্রাইসিস আর কখনও দেখা যায় নাই। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পঞ্চায়েতের বন্টন ঠিকভাবে হচ্ছেনা। সেন্ট্রাল গোডাউন থেকেও ঠিকভাবে বন্টন হচ্ছেনা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও এই কথা বলেছেন। ইউরিয়া এখানে দরকার। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছেনা। যেগুলির প্রয়োজন নেই সেগুলি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। যে স্বর্ণমাশরী ধান চার-পাঁচ মাস আগে দেওয়ার কথা ছিল সেটা জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে ১০ কে, জি, ১৫ কে, জি, করে বিলি-বন্টন করা হয়েছে খাওয়ার জন্য। আসলে সেটা হচ্ছে বীজের জন্য। এই ভাবে বিলি করে ধানের বীজটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সার বিলি-বন্টন ঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা সেটার দেখার জন্যতো মন্ত্রী রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে রয়েছে তার দপ্তর। সেটা না দেখে শুধু শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু আবোল-তাবোল কথা বলা হচ্ছে। আমি জানি যে সারের জন্য ভর্তুকী এখনও রয়েছে। ভর্তুকী বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা ঠিক না। মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ভারতবর্ষে এখন কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি দেশ। দেখতে হবে কৃষি জমিতে যাতে ভাল ফলন হয় এবং কৃষকরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমানে কৃষিজ সার পায় সরকারের সেটা দেখার কথা থাকলেও সরকারেরই গাফিলতির কারণে এখানে সারের ক্রাইসিস্ সৃষ্টি হয়েছে। এজেন্সি রয়েছে সার বিক্রি করার জন্য। কিন্তু যে দামে বিক্রি করার কথা তার থেকে বেশী দামে বিক্রি করা হচ্ছে। বিলেনীয়াতে এই ব্যাপারে এক ডিলারের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। দপ্তরের গাফিলতির কারণেই মানুষকে অযথা এই ব্যাপারে হয়রানি হতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা দিয়ে ট্রাকে বোঝাই হয়ে ঐ পারে সমস্ত সার ও কীটনাশক চলে যাচ্ছে। সরকার নির্বিকার এই ব্যাপারে। যেখানে এইগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেখানে বলা হচ্ছে যে বহুজাতিক সংস্থাকে বরাত দেওয়া হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থার কথা বলে লাভ নেই। সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দরকার। বহুজাতিক সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে জ্যোতিবাবু আমেরিকাতে গিয়ে কথা বলে আসেন। তারা কলিকাতায় সল্ট লেকের জ্যোতিবাবুর বাড়ীতে বসে লাঞ্চ ডিনার করে আলোচনা করে যান। এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলেও হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা এখনও হোটেল কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে পাওয়া। আজকে বহুজাতিক সংস্থার কথা বলে কংগ্রেসকে

নিয়ে অপপ্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ঠিক কাজ হচ্ছে না। কৃষকদের এই ব্যাপারে আসলে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাখনবাবু পরিষ্কার একটি কথা বলেছেন যে ডিলাররা কিছু লোককে ঔষধ দিয়ে দিচ্ছেন। কিছু লোক কারা তারা? তাহলে পঞ্চায়েতগুলি কেন করা হয়েছে? মন্ত্রীরা কেন বসে আছেন? দপ্তরগুলি রয়েছে কেন? ঔষধগুলি সঠিকভাবে বিলি-বটন করার জন্যই মানুষ তৈরী করে দিয়েছেন পঞ্চায়েত ও সরকার। এখানে মূল সমস্যাকে আড়াল করে বিধান সভায় আলোচনা করলেই সমস্যার সমাধান হবেনা। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তথা উনার মন্ত্রী সভার সেটা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে দেখা দরকার। অনেক গো-ডাউনে সার পড়ে রয়েছে কিন্তু সেই সার দরকারে আসে না কৃষকদের। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ক্রয়ক্ষমতা নেই। কোথা থেকে থাকবে ক্রয়ক্ষমতা? স্যার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে, ক্রয় ক্ষমতা নেই কোথায় থেকে থাকবে ক্রয় ক্ষমতা. আমি বলছি এই জন্য মাখনবাবু যেটাকে বলতে চেয়েছেন খাদ্য নেই এই জন্য তুলতে পারছে না. সেখানে যেটা সেটা সঠিক নয়। এখানে ইয়েস প্রোগ্রামের টাকা, জে আর, ওয়াই, এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, বলুন এই সমস্ত টাকা যেখানে খরচ হওয়া দরকার সেখানে খরচ হচ্ছে না, সঠিক জায়গায় যেতে পারছে না যেটা আশংকা প্রকাশ করেছে বা হচ্ছে ঘটনা নিত্যনৈমত্তিক। আজকে বিধানসভায় ও কলিং এটেনশান, রেফারেন্স পিরিয়ড-এ উগ্রপন্থীদের কথা আপনারাও আলোচন করেছেন, আশংকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাস্তব সমস্যা যেটা সেটা আপনাদের তুলে ধরতে হচ্ছে যেহেতু বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তার কাজের জন্য জনসাধারণকে জবাবদিহি করতে হবে, স্বাভাবিক, করছেন এখানে। কাজেই এই সমস্ত জায়ায় আপনারা কিছু কিছুলোক যারা মদত দেন তারা এটা বন্ধ করুন সকলের উপকার হবে, মঙ্গল হবে এটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। কাজেই এই জায়গায় সঠিকভাবে যাতে সার এবং কীট নাশক ঔষধ মানুষের কাছে গিয়ে পৌছে এই রাজ্যের মধ্যে রাজ্যসরকার অর্ডার দেয়, যারা ডিলারশীপ পেয়েছে। সরকারের কাছ থেকে তাদের লাইসেন্সের পারমিশন নিতে হয়েছে। কোন ডিলার যদি আমার রাজ্যে বেনিয়ম কাজ করে আমার রাজ্যের কৃষককে বঞ্চিত করে ফটকাবাজীর করে তাকে ধরার দায়িত্ব কি কেন্দ্র নেবে? তাকে ধরার জন্য কি নরসিমা রাও কিংবা বলরাম জাখর আসবে? তাদের ধরার জন্য এখানে এনফোর্সমেন্ট ফোর্স আছে তারা কি করছে? আজ পর্যন্ত রাজ্যের মধ্যে কটা ঘটনা ঘটেছে? কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় চেক করছেন? মন্ত্রী গিয়ে স্টোর ভিজিট করছেন কৃষকরা পারচ্ছেন কিনা বা কি পরিমাণ মজুত আছে, কোথায় মাল পচে যাচ্ছে এগুলি দেখছেন কিনা? মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আমার মনে আছে গত বিধানসভা অধিবেশনে বলেছিলেন এক সারের

পরিবর্তে আর এক স'রের বস্তা চলে গেছে আর এক জায়গায়। উনারও অনেক কিছু মনে আছে তারপরেও কেন এইগুলি সঠিকভাবে হচ্ছে না। কাজেই এইসমস্ত জিনিষ গুরুত্ব-সহকারে মাননীয় মন্ত্রী এবং সরকারকে দেখা দরকার। তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। গাফিলতি প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই আমরা আশা করি এইসমস্ত প্রশাসনিক গাফিলতি দূর করে কৃষকদের হাতে যেন সঠিক সময় সঠিক পরিমাণ জিনিষ গিয়ে পৌছ তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

শ্রীপবীত্র কর :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্তী মহোদয়, আমাদের রাজ্যে সার কীটনাশক ঔষধ-এর যে অপ্রতুলতা এবং তাতে যে কৃষকদের সমস্যা এই সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ দিয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং যে কথাটা বলতে চাই মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এখানে আছেন আশা করি জবাব দেবেন। এই সমস্যাটা আমাদের রয়েছে এবং বিধানসভা যে হেতু আমাদের কোরাম সেখানে আমরা আলোচনা করছি। আমি দুঃখিত যে, আমার বন্ধু অমলবাবু এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আসল বিষয়টাকে অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যে প্রমাণ তিনি দিয়েছেন যে আসল আসামী আড়াল করে তার পক্ষে যেভাবে উকালতি করেছেন উনার এটা বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি যেটুকু জানি কেন্দ্রীয় সরকার এই সার কীটনাশক যে ঔষধ তা উৎপান এবং তার যে বিলি বণ্টন বেসরকারী হাতে ছেড়ে দিয়েছেন বাজার অর্থনীতির কারণে। যারফলে সারা ভারতবর্ষে এই সার এবং কীটনাশক ঔষধ এটা চলে যাচ্ছে বেসরকারী মালিকদের হাতে সার, কোন কন্ট্রোল নেই সরকারের তার কন্ট্রোলের মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বলেই আজকে আমাদের রাজ্যে সেই সমস্যার মধ্যে পরতে হচ্ছে। আজকে গ্যাটচুক্তির ফলে এবং এই বাজার অর্থনীতির ফলে সারের উপর সাধারণ কৃষকদের ভুর্তুকি দেওয়া হত তা সবটুকু তুলে দিয়েছেন। এই সার যখন বিভিন্ন রাজ্যসরকার নিয়ন্ত্রন করতেন আমাদের এই সরকারের মত, একমাত্র ত্রিপুরারাজ্য ব্যতিক্রম। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যসরকার এই সারের বিলি বণ্টন কীটনাষক ঔষধ বিলি বণ্টন তা বেসরকারী মালিকদের হাতেতুলে দিয়েছেন। সর্বশেষ ছিল সিকিম তাও গত বছর তারা এটা বেসরকারী মালিকদেরহাতে তুলে দিয়েছে। একমাত্র রাজ্য ত্রিপুরা যেখানেতৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে পুনরায় সিদ্ধান্ত নিয় সার কীটনাশক ঔষধ তার সমস্তটাই সরকারের হাতে রেখেছেন এবং তার বিলি বণ্টনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তারজন্য এই কৃষকদের প্রায় ৫ কোটি টাকার মত তার বাজেট বরাদ্দ আছে। সার কীটনাশক ঔষধ যে সাবসিডিও আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, উনি বললেন যে সবই প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে তা ঠিক নয়।

শ্রীপবিত্র কর ঃ— স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। সেই জায়গায় রাজ্যসরকার যে বিরাট দায়িত্ব নিয়েছেন সেখানে অসুবিধা হচ্ছে যেহেতু প্রাইভেট মালিকদের হাতে সেই সমস্ত সারের বিতরণ, এর জন্য রাজ্যসরকারের অসুবিধা হচ্ছে। তো আমাদের এখানে যেহেতু সরকারী সংস্থাগুলি নেই তাই আমরা সরাসরি সেটা কিনতে পারি না। আমি সঙ্গে সঙ্গে জানি বিভিন্ন কর্পোরেশান-এর দ্বারা উৎপাদন আমাদের দেন এবং তাঁরাও ঠিকমত তা সাপ্লাই করেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার জবাব দেবেন। এখানে নিশ্চই যদি কোন ত্রুটি হয়, বাংলাদেশে চলেবার নিশ্চই সেটা দেখার দায়িত্ব সরকারের আছে নিশ্চই, বিভিন্ন জায়গায় যদি অফিসারদের গাফিলতির জন্য কৃষকদের কাছে সেই সার না পৌঁছায় তা নিশ্চই দেখার দায়িত্ব সরকারের রয়েছে। সেই জন্য যদি কোন অফিসার দায়ী থাকেন নিশ্চই তা মাননীয় মন্ত্রী আপনি তা দেখবেন। তবে মূল বিষয়টা যেটা, যে কারণে আজকে আমার কৃষকরা সার পাচ্ছে না, যেমন এই বৎসর আমরা একটা বিরাট উদ্যোগ নিয়েছি ফসল বাড়ানোর জন্য একটা নতুন ধান আমদানী করা হয়েছে তার নাম স্বর্ণবাসমতী। তা সময় মত প্রয়োজনীয় সার এবং কীটনাশক ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন। এবং তা না হলে একটা বিরাট অসুবিধা হচ্ছে, প্রতিটা কৃষক এই অসুবিধা ভোগ করছেন, তা আমরাও দেখতে পাচ্ছি সামনে আমাদের আলুর মরশুম আসছে, রবীর মৌসুম আসছে, যদি এই সময় চাহিদা মত প্রয়োজনীয় সার না দেওয়া যায় তা হলে আমাদের কৃষকরা বিরাট অসুবিধা ভোগ করবে। এই যে অপ্রতুলতা সেটাকে আমাদের দেখতে হবে। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। একে আড়াল করা যাবেনা। এবং এখানে আমরা জোট সরকারের আমল দেখেছি যে প্রয়োজনীয় কথা বলা যেতনা। তখন কোন জায়গায় গিয়ে দাবী করতে পারতামনা। এত সম্মেলন, এত কথাবার্তা। শেষ পর্যন্ত যখন কৃষকরা সার পায়না এই কালোবাজারীর এলাকাতে আমরা সমস্ত কৃষকদেরকে সংগঠিত করলাম। এবং আমরা দেখেছি যে সেখানে কোন দলমত ছিল না, সেখানে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সমস্ত কৃষকরা তারা এই সারের দাবীতে সেই সময়ে রাস্তা রোধ করেছে। রাস্তা রোধ করে ঐ সার আদায় করেছে। আমরা যেহেতু সার পাইনা তার জন্য তাই করা হয়েছিল। সরকারের মধ্যে বামফ্রন্ট থাকলেও নিশ্চই আমরা এ কথা বলব সেটা দেখার জন্য আমাদের সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। যদি সরকারের কোন ত্রুটি থাকে নিশ্চই এটা আলোচনা হওয়া উচিৎ এবং তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন। আমি আর বেশী আলোচনা করতে চাইনা, ঐ কেন্দ্রীয় সরকার তার যে

নীতি, তার যে খোলা অর্থনীতি, সমস্ত সারের উৎপাদন, এই বিদেশী কম্পানীগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যেরও তো একটা সারের কারখানা হওয়ার কথা ছিল, হতে পারত, কেন কেন্দ্রীয় সরকার তা দিচ্ছে না, আমাদের সেই ব্যাপারে কোন সাহায্য করছে না। আমাদের দেশের সমস্ত সার কারখানা গুলিকে বলা হচ্ছে যে আর সার উৎপাদন এর দরকার নেই। আমরা এর চেয়ে কম দামে আমেরিকা থেকে সার আমদানী করতে পারব। এর কারনে আজকে আমাদের সারের অ-প্রতুলতা দেখা দিচ্ছে। আজকের ইউরিয়া সারের দাম ৬.৯০ টাকা হয়েছে। আর তা আমাদের রাজ্য সরকার ৯০ পয়সা ভর্তুকী দিয়ে ৬ টাকা দরে দেওয়া হচ্ছে। আপনি তা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখতে পারবেন না। তবে সেই জায়গায় আমরা মনে করব সরকারের কাছে দাবী করব যেখানে অসুবিধাটা থাকুক সেটাকে দেখে যাতে সরকার সমস্ত কৃষকদের হাতে তার প্রয়োজনীয় সার, কীটনাসক ঔষধ তুলে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ।

শ্রীপবিত্র কর:— বিভিন্ন জায়গায় সাধারন মানুষ কৃষি ক্ষেত্রে সার দিতে পাচ্ছেনা। প্রতি কেজি ৬.৯০ পয়সা হয় ইউরিয়ার দাম। আমাদের রাজ্যে ৬ টাকা করে পাচ্ছি আমরা। আমাদের সরকার প্রতি কেজিতে ৯০ পয়সা ছেড়ে দিচ্ছে এমন করে প্রতিটি সারের ক্ষেত্রে সরকার এই ভর্তুকী দিচ্ছে। আপনারা দেখতে পারবেন ভারতবর্ষে কোন রাজ্য কোন সরকার এই ভর্তুকী দিয়ে থাকেন। কাজেই আমি দাবি রাখব কৃষককে প্রয়োজন অনুসারে সরকার সার কীট নাশক ঔষধ সময়মত দিতে পারেন এই আশা রেখে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী যে স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন যে—সার কীট নাশক ঔষধ অপ্রতুলতা হেতু কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে। আমি মনে করি এই প্রস্তাব গুরু হয় উপযুক্ত কারন এই মাত্র কৃষকরা ধান রোপন করে উঠেছে। এই অবস্থায় গত বছরও আমরা দেখেছি সার ও কীট নাশক ঔষধের অভাবে কৃষকরা যতটুকু ফসল যে ক্ষেত্রে প্রতি কানিতে ১৬,১৭ মন হওয়ার কথা সেই ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় ৮,৯ মণ করে উৎপাদন হয়েছে। এইগুলির একমাত্র কারণ বিলি বণ্টন বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে যেগুলি আলোচনা করে গেছেন বি এল ডব্লু অফিস থেকে সারগুলি বণ্টন করে দেওয়ার হচ্ছে না। গতবারও দেখা গেছে এবারও দেখা গেছে এবারও তাদের একটি চিহ্নই হবে ঐ লোকটা কোন দলের। যদি কংগ্রেস করে না, টি ইউ, জে, এস করে না, সি, পি, এম করে না কোন দল করে। এই একটা বৈষম্য নিয়ে যত দিন খেলা ধুলা করবে ততদিন পর্যন্ত

এই সার কীট নাশক ঔষধ সঠিক ভাবে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যে শতকরা ৭২ ভাগ মানুষ কৃষি নির্ভর করে চলছে। কাজই সার প্রয়োগ করে কীট নাশক ঔষধ প্রয়োগ করে কীট পতঙ্গ যদি ধ্বংস করতে না পারে বছরের উৎপাদন বাড়াব তো কথাই নয় বরং বেশী করে উৎপাদন কমবে। এখানে দেখা গেছে উদয়পুর জিল্লার দিকে এই মাত্র কয়েকদিন হয়েছে ধান রোপন শেষ হয়েছে কিন্তু ধান লালচে হয়ে গেছে। কারণ কীট নাশক ঔষধ পাচ্ছে না কৃষকরা। এখানে মাননীয় সদস্য মাখনবাবু স্বীকার করেছেন যে সার কীট নাশক ঔষধ ঠিকভাবে বিতরন করা হচ্ছে না। যার ফলে কৃষকরা ঠিক ভাবে ফসল ফলাতে পারছে না।

এখানে দেখা যাচ্ছে সমস্ত সার কীট নাশক ঔষধ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে প্রথম রোধতে হবে যেভাবেই হউক। মানুষকে বুঝিয়ে হউক বা প্রশাসনিক দিয়ে হউক। যতদিন না আমরা এটাকে রুখতে না পারব আমাদের রাজ্যে একটি অভাব দেখা দেবে। কাজেই সরকারকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। যাহাতে আমরা অন্য রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু এখানে মাননীয় মাখনবাবু কীট নাশক ঔষধের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এসে গেছেন সেই খাদ্য মজুত, গ্যাট প্যাট রক্ষা, এটা কিন্তু কথায় আনে ধান বানতে শিবের গীত। এটাই তিনি গেয়ে গেছেন।

এটা কিন্তু উনি ধান বানতে শিবের গীত গেয়েছেন। যার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীকে বলতে হয়েছে খাদ্য মজুত এ সব কি বলছ। আসল কথা হলো সার এবং কীটনাশক ঔষধ মজুতের কি অবস্থা তা না বলে উনি গেটে চলে গেছেন। রাজ্য সরকারের মানসিকতা দরকার। কৃষক ঠিকমত ফসল ফলাতে পারছে কি না, সার ব্যবহার করতে পারছে কি না। এই বিষয়ে দপ্তরের মন্ত্রী দেখাবেন যাতে কৃষকদের মধ্যে কোন বৈষম্য না হয়, এখানে যেন পার্টি ফিলিং না আসে। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জিতেন সরকার।

শ্রীজিতেন সরকার (তৈলিয়ামুড়া) :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মাখন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। এই সমস্যা একটা গভীর সমস্যা কৃষকদের জন্য। আমি কৃষকের ছেলে আমি উপলব্ধি করতে পারি। ছেলেমেয়েকে যেমন মা বাপ ভালবাসেন তেমনি কৃষকেরা সময় মতো জমিতে সার প্রয়োগ করতে ভাল বাসেন। প্রয়োজনের সময়ে সার কীট নাশক ঔষধ না পেলে তাদের মানসিক অবস্থা কি হয় আমি বুঝি। রতিবাবু সমীর বাবুদের সঙ্গে থাকমা মেওয়ার খরণ করে বসে আছেন। আসলে গেটের ফলে সমস্ত কিছু পালটে গেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্থা সার উৎপাদন করতো এখন তৈরী করছে আমেরিকা,

বৃটেন, ফ্রান্স জার্মাণ প্রভৃতি দেশ। সাপ্লাই টা কোথা থেকে আসবে। কিছু কিছু রাজ্যে এখনও ভর্তুকী আছে। রাজ্য সরকারগুলির সার নিচ্ছে ফড়িয়াদের হাতে। জেট আসলে সমীরবাবুরা সাওটি লাইসেন্স দিয়েছেন। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ভর্তুকি নিয়ে কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এর সুফল সব জায়গায় পৌঁছে যায়নি। ত্রিপুরা রাজ্যে তীব্রভাবে সংকট দেখা দিয়েছে। বন্টন ব্যবস্থায় এখনও গলদ রয়েছে। এবং এটা ঠিক যে সরকারের যেটুকু সার আছে তার মধ্যে কিছু বন্টন ব্যবস্থায় গলদ আছে। বি, এল, ডাব্লু, থেকে যে সার বন্টন হয় সেখানে দেখা যায় যেখানে দরকার বেশী সেখানে যাচ্ছে না। কাজেই বন্টন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তার কিছু কিছু চুরি হচ্ছে। তবে এটা ঠিক সবটাই চুরি হচ্ছে বলে যা বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। এদিকে রাজ্য সরকার দেখছেন। আমি জানি, এতবার যে পরিমাণ সার চাহিদা ছিল তার তা থাকছে না কম। মাননীয় সদস্য রতিবাবু বলেছেন, বি-ডাব্লু, স্টোর থেকে কংগ্রেস কমিটিকে দিয়ে সার দেওয়া হয়। এটা কি ঠিক, আপনি দিচ্ছেন আর ফিল্ড থাকি। সব লোক ট্রাইবাল, ট্রাইবাসে সার দেখা দেওয়া হয় না। এ জাতীয় কোন অভিযোগ নেই। সার নষ্ট থাকে উদ্ভাদ হয়ে যায় সেবে জন্য ক্ষতি। এই জন্যই বন্টন ব্যবস্থা সাজাতে হবে। কৃপা করুন, সরকার যেন বন্টন ব্যবস্থা ঠিক করে।

(ভয়েস স্যার মন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীঃ— পঞ্চায়েতের কোন কাজ নেই?)

হ্যাঁ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। পঞ্চায়েতকেও এর সঙ্গে যাতে যুক্ত করা হয় সেটা দেখতে হবে। এটা করা উচিত।

নৃপেন চক্রবর্তীঃ - এটা কেন হচ্ছে না?

এটার প্রচেষ্টা চলছে। সার বন্টন ব্যবস্থা যদি পঞ্চায়েতকে দেওয়া যায়, তাহলে সুফল পাওয়া যাবে। শুধু সার কেন, কোন বন্টন ব্যবস্থাই যদি পঞ্চায়েতকে দেওয়া যায় তাহলে সুফল পাওয়া যাবে। কৃষক যাতে উপকৃত হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ। পাঁচ মিনিট বলবেন।

শ্রী পান্নালাল ঘোষঃ— রাধানগর, শালবুনি) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিধান সভার মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহাশয় একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ এনেছেন। বিষয় হচ্ছে বর্তমানে বিভিন্ন রকম সার এবং কীটনাশক ঔষধ এর অপ্রতুলতা হেতু কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে। স্যার, আমি তাঁর সঙ্গে একমত। একটু আগে মাননীয় সদস্য নিজের সরকার মহাশয় নিজেকে কৃষক ঘরের ছেলে বলে বলেছেন। এবং এও বলেছেন, কালকে তাঁর

কাছে ছেলেমেয়র মত। সত্যি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যদি সার পাওয়া না যায়, তাহলে কৃষকদের মধ্যে উন্মাদনা দেখা দেয়। এখন সারের যে সংকট আছে তাকে কৃষকদের জন্য সার আনা খুবই প্রয়োজন। এটা ঠিক, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ সার পাওয়ার দরকার সেটা তারা পাচ্ছেন না। এর ফলে বি. এম ডব্লু স্টোর অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। রতিবাবু যা বলেছেন, সার ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া হচ্ছে কথাটা সোজা নয়। সারের যখন ক্রাইসিস দেখা দেয়, তখন, উন্মাদনার ক্ষেত্রে কোন বিভাজন হয় না। আমরা গোটা অঞ্চলে দেখছি, এই বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সারের অভাব হলে সবাই একত্রিক হয়েছে। কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট বলে কোন কথা নেই। কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এ। জোটও এটা দূর করতে পারে নি।

আজকে সংকট কৃষকদেরকে রাজনৈতিক দিক থেকে আলাদা করতে পারেনি যে সেটি ইউ, জে, এসের কৃষক, সে কংগ্রেসের কৃষক, সে বামফ্রন্টের কৃষক এই ভাবে আলাদা করতে পারেনি। আজকে সারের সংকট একত্রিত করেছে সমস্ত কৃষকদেরকে আজকে যেমন সারের অভাব আছে এবং বিলিবন্টন ব্যবস্থারও কিছু কিছু ত্রুটি আছে গ্যাট চুক্তির কারণে। আগের রাজ্য সরকার অনেক পরিমাণে সারের ব্যবস্থা করতেন এবং সেই ভাবে বিলিবন্টও করতেন। কিন্তু এখন সে অবস্থা নেই অনেক সারের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে সার লাইসেন্সও দেওয়া হচ্ছে। সারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ভুর্তুকী দেওয়া হত আজকে গ্যাট চুক্তির ফলে সেগুলি তুলে দেবার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে নীতির প্রশ্ন। আজকে বিভিন্ন যদি সব নূন্যতম যেমন পিডি এস প্রশ্ন হোক, বা সি আই শী টার প্রশ্ন হোক, সমস্ত কিছুর ব্যাপারে যে সমস্ত সাবসিডি থাকত সেগুলি তুলে নেওয়া হচ্ছে। আজকে রাজ্য সরকারের পক্ষে যে পরিমাণ আর্থিক সংকট আছে, তাতে কৃষকদের চাহিদা অনুসারে তাদেরকে সার সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার নিশ্চয়ই বন্টন ব্যবস্থা এবং যারা সারের লাইসেন্স পাচ্ছে তারা কি ভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশী পয়সা নিচ্ছে এবং আমাদের গরীব কৃষকরা দুর্ভোগের শীকার হচ্ছেন সেটি নিশ্চয়ই দেখবেন। এটা নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের উদ্বেগের মধ্যে আছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন সেটা আমাদেরকে নিশ্চয়ই বলবেন। কিন্তু আজকে কৃষকদের যে অবস্থা, খরা গিয়েছে; এখন যে ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে কৃষক ফসল ফলাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সামনে যদি সঠিক সময়ে সার পৌঁছে দিতে না পারি—ইউরিয়ার সময় ইউরিয়া; সুপার ফসফেটের সময় সুপার ফসফেট তাহলে কৃষক ফসল ফলাবে কি করে। আজকে এই উদ্বেগটাই হাউসের সামনে যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমি আশা করব আজকে সারের কেন্দ্র

[illegible], কৃষকদের সার দেওয়ার ক্ষেত্রে ; আর কৃষকদের বরাদ্দ [illegible] হয়েছে তার সাথে [illegible] সংযুক্ত করে একটা তদারকি ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এ ব্যাপারে আমাদের জানাবেন কংক্রীট কি করা যায় যাতে কৃষকরা প্রয়োজনীয় সময়ে সার ও কীটনাশক ঔষধ পেতে পারে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীবাজুবন রিয়াং।

বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সার ও কীটনাশক ঔষধ নিয়ে আজকে হাউসে আলোচনা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমি সরকারের বক্তব্য উপস্থিত করছি। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ ইং সালের আগষ্ট মাসে সার উৎপাদন নীতি ও সার বা বিলিবন্টন পরিবর্তন করে [illegible] বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার যে [illegible] বিলি বন্টন করতেন বছরে দুই বার [illegible] ডেকে একটা খারিফ সেশনে এবং আর একটি রবি সেশনে কোন রাজ্যের কত চাহিদা সেই ভাবে এলটমেন্ট করতেন। এলটমেন্ট করার সাথে সাথে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন সার কারখানা থেকে সরাসরি সংগ্রহ করতেন।

বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন সার কারখানা থেকে এলটমেন্ট করে দেওয়া হয় এ কারখানা থেকে এত পরিমাণ সার আপনারা পাবেন এই ভিত্তিতে চলছিল। কিন্তু নূতন নীতিতে উৎপাদন [illegible] বেসরকারী মালিকানার হাতে দেন। [illegible] নিয়োগ করে তারা কাজ শুরু করেন। [illegible] কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। [illegible] মধ্যে [illegible] একটা আর একটা কামরূপ। [illegible] এবং কামরূপেরটা প্রায় অচল। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে সমস্ত [illegible] আছে হয়তো। এগুলি অচল হয়ে আছে বা এটা হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের অধীনে [illegible] এটা তারা কনেট্রাল করছেন। যার ফলে আমাদের রাজ্যে [illegible] সম্ভবত আমাদের আগে যারা সরকার চালাতেন তাঁরা এটা [illegible] করছেন। সেই নিয়ম [illegible] লাইসেন্স প্রথা [illegible] লাইসেন্স ইস্যু করে দেওয়া হয়েছে এই। [illegible] এই লাইসেন্স বন্ধ করে দিলাম। আবার যে ৭টা [illegible] সেন্ট্রালের যে ফার্টিলাইজার এজেন্সি সেই এজেন্সি অনুযায়ী [illegible] সার ডিলারদের [illegible] একটা কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে [illegible] প্রাইভেট ডিলার [illegible]

আ গ্রালাইসেন্সের জন্য তাঁদের দেওয়ানী ছিল এখন আর সেই সেই কারণ সত্বেও দাম কম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি সরকারে যখন ডি এ, পি। এই ডি.পি., এই ডি.এ.পি সারের দাম আগে ছিল ও টাকা [illegible] থেকে কিছু বেশী কিন্তু এই সার এখন ৮ টাকার প্রতিটি সাথে তিন গুণের মত বাড়িয়েছে ১৯৯১ সাল থেকে এই কয়েক বছরে ইউরিয়া বাদে সব সারের দাম তিন গুণের মত বাড়িয়েছে। ফলে আমাদের এখানে ডিলাররা যা বিক্রি করেছে তা কৃষককে বিক্রি করেছে আর আমরা সবসিডাইজড রেটে বিক্রি করতি সেটা কেন্দ্র সরকারের প্যান থেকে ভর্তুকি দিয়েছে। এখানে মাননীয় বিধায়ক বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকী বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা [illegible] করে দিয়েছেন এই কথা বলে এটা শুধু বলা হবে না তবে দেওয়ার পরিবর্তন করেছেন। আগে ছিল সেই ভর্তুকী যে কোম্পানি উৎপাদন করত তাকে সরাসরি ভর্তুকী দিয়ে বলা হত সারের দাম প্রতি কেজি এক হবে এক দাম কোম্পানিকে দিতে হবে। কিন্তু এখন সেই পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। এখন সরাসরি ভর্তুকি পাচ্ছে যে সব উৎপাদনকারী যারা বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্লাই করছে।

সেই ভর্তুকী পাচ্ছে সেইসব সাপ্লায়াররা বা উৎপাদনকারী বিশেষ করে সাপ্লায়াররা যারা বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্লাই করছেন তাদেরকে রাজ্য সরকার সার্টিফিকেট দেবেন কত পরিমাণ কোন ধরনের সার [illegible] দেওয়া হয়েছে. তার সার্টিফিকেট পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি ঐ ডিলারকে [illegible] টাকা দিলেন। ফলে যারা আসল কৃষক, [illegible] ভর্তুকী পাচ্ছেন না পাচ্ছেন, না কৃষকরা জানেন না এবং যারা রিটেইলার, [illegible] খোলা বাজার থেকে রিটেলভাবে [illegible] কোন সময় ভর্তুকীর টাকা বাদ দিয়ে বিক্রী করবেন না। আমাদের রাজ্য [illegible] ভর্তুকি [illegible]। যার পাপোসেনটিজ [illegible] ১৩ কোটি ২১ [illegible] একটার দাম বলে দিচ্ছি। যেমন ইউরিয়া আমি প্রথম [illegible] কস্ট [illegible] সাবসিডাইজ কস্ট। ইউরিয়া অন্যরা বিক্রী করেন ৫টাকা ৯১ পয়সা আমরা [illegible] টাকা [illegible] অন্যরা বিক্রী করে ৭টাকা ৯৭ পয়সা আমরা বিক্রী করি ২ টাকা, অন্যরা বিক্রী করে ২টাকা ৫২ পয়সা আমরা বিক্রী করি ১টাকা ৫০ পয়সা, [illegible] বিক্রী করে ৮টাকা ১১ পয়সা আমরা করি ৫টাকা ৫০ পয়সা, অন্যরা বিক্রী [illegible] অন্যরা বিক্রী করে ৮ টাকা ৬৭ পয়সা আমরা বিক্রী করি ৭ [illegible] এইভাবে ভর্তুকি বিক্রী করি। আমাদের সমস্যা হচ্ছে [illegible]। আমরা [illegible] করে যারা সাপ্লাই করবেন তাদের থেকে অনুমতি দিয়ে সার কিনি। আগে ব্যবস্থা ছিল আগে রাজ্য [illegible] দিলে সার পাঠাত, সারের দাম সরকার দিত। এখন সেই [illegible] সাপ্লাই করবেন [illegible] টাকা দিতে

হবে। তারপর তারা বুক করবেন, তারপর আমাদের এইখানে আসবে। এই পদ্ধতি চালু হওয়ার পর এই গত কয়েক বৎসর ধরে সার কিনবার জন্য টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছে এবং দেখা যায় সাপ্লাই করবার সময় এই কোম্পানী পুরাটা সাপ্লাই করলনা। এই রকম ঘটনাও আছে। তা আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। কারণ অতীতে এই কোম্পানী থেকে সার কিনতে গিয়ে বাকী রাখা হয়েছিল। ওরা বলছেন যে আমরা আগের পাওনাটা মিটিয়েছি। তা আমাদের আমলে না আমাদের আগের আমলে। তখন যে সরকারই থাকুক না কেন তা আমাদেরই দেনা. তাই আমাদের মানতে হচ্ছে। তার জন্য কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী এইখানে স্টক করে বিক্রী করার প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা নীতি গ্রহণ করেছে যে সরকারী নিয়ন্ত্রনে বি.এল. ডব্লিউ; স্টোরে কিছু বিক্রী করানো, সব প্রাইভেট ডিলার করবে। আমাদের বলা হয়েছে যে একমাত্র আমাদের রাজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রনে সার বিক্রী হচ্ছে, এইটা বন্ধ করুন। সব প্রাইভেট ডিলার নিয়োগ করুন। আমরা বলেছি আমরা করবনা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে প্রাইভেট ডিলাররা যে উৎসাহ এবং সুযোগ নিয়ে বিক্রী করতে পারছেন আমাদের রাজ্যে তা নাও হতে পারে। আমাদের রাজ্যটা এমন একটা জায়গায় সার উৎপাদন কারখানা থেকে অনেক দূরে। আসাম থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত সার পৌছানো খুব কঠিন ব্যাপার। তাই প্রাইভেট ডিলার বা অ্যাজেন্সি যদি হয় তারা কখন করবে যখন লাভ থাকবে, দাম বেশী পাবে তখনই পৌছাবে আমাদের এইখানে। আমরা যদি এই নীতি গ্রহণ করি, আমাদের সরকার যদি সবকিছু প্রাইভেট ডিলারের হাতে ছেড়ে দেয় তাহলে হবেটা কি?

কিন্তু সেটা করলে হবেটা কি? আমাদের ধারণা এই ডিলাররা সেইভাবে করবে। আমাদের এখানে যে সাতজন ডিলার আছে, যাদের লাইসেন্স আছে তারাও নিয়মমত করে না। আপনারা বলতে পারেন, দপ্তরকে দোষারূপ করতে পারেন, বলতে পারেন যে আইন মোতাবেক করুন; আমরা করার চেষ্টা করছি। আমি এইটা বলব না যে ডিলাররা ফাঁকি দিল, আইনমত সব জায়গায় হস্তক্ষেপ করতে পারছি আইনমত সব কিছু আমরা কার্যকরী করতে পারছি আমি এইটা বলব না। অসুবিধা আছে অনেক। তবে আমরা এইটা চাইছি আমাদের বি, এল, ডাবলিউ স্টোর যে জায়গা থেকে আমরা সার বিক্রী করি, সেখানে যদি আমরা প্রয়োজন মত সার রাখতে পারি তাহলে ডিলারদের কাছে কেউ বেশী দামে কিনতে যাবে না এবং ঘটনাও হয়েছে তাই। বিভিন্ন জায়গায় আপনারা আছেন আপনারা একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন অতীতে প্রাইভেট ডিলাররা যারা সার বিক্রী করত তার বেশীর ভাগ ডিলার হচ্ছে সোনামুড়া, আগরতলা, ধর্মনগরের একটা, আর বিলোনীয়ার আর বাকী কোথায়ও নাই। তবে এইটা ঠিক যে সার যা দরকার তার চেয়ে অনেক কম আছে এবং এখানে অনেকে বলেছেন যে,

এখানে এ সি সি প্রচুর আছে, ইউরিয়া দরকার; ইউরিয়া থাকলে ভাল হত। ইউরিয়াও আছে। আমরা ইচ্ছা করেই দপ্তর থেকে এই নির্দেশ দিয়েছি যে এস এস পি আলুর ফসলের জন্য সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, অন্য ফসলেও লাগে, কিন্তু আলুতে এইটা ছাড়া হয় না, তাই আমরা বলেছি যে এস এস পি এখন বিক্রী বন্ধ রাখুন। দপ্তরের এই নির্দেশের ফলে যেখানে সেখানে এই সারটা আগে থেকে স্টোর আছে এখন সেটা বিক্রী বন্ধ। আর দুই এক মাস পর এইতো অক্টোবরেই আলু লাগানো শুরু হবে তখনই দরকার হবে এবং তখন থেকেই আমরা বিক্রী করব। ইউরিয়া সম্পর্কে অনেকে এই তথ্য দিয়েছেন যে, ট্রাক ভর্তি হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে, হয়ত যেতেও পারে, এইটা যাতে বন্ধ হয় তার জন্য আমরা বলেছি পঞ্চায়েত লিষ্ট ঠিক করবে কোন কোন কৃষক ধান ফসলে দেওয়ার জন্য ইউরিয়া নেবেন। পঞ্চায়েত সেই লিষ্ট করে বি এল ডব্লিও যখন বিক্রী করবেন তখন পঞ্চায়েত মেম্বারও উপস্থিত থাকেন, তাদের সামনেই সার বিক্রী হচ্ছে। কাজেই এইটাতে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা অনেকে অভিযোগ করতে পারেন যে হয়তো পঞ্চায়েত মেম্বাররা তাদের দলের লোকদের দেখে দেখে দিচ্ছেন। আমি এইটা সেইভাবে নিচ্ছি না। আমার কাছে সেই রকম কোন অভিযোগ নাই, এলাকার নির্বাচিত মেম্বাররা উপস্থিত থেকে এলাকার কে কে কৃষক দেখে তাদেরকেই দিচ্ছে এবং কারা কারা নিচ্ছে এইটা তাদের লিষ্টভুক্ত আছে। আপনাদের অভিজ্ঞতা আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য যে কোন বি এল ডব্লিও অফিস পরিদর্শন করুন, করে কৃষকদের নাম এবং তাদেরকে কত দেওয়া হয়েছে আপনারা মিলিয়ে দেখলে বুঝবেন। তবে যেখানে একশ কেজি দরকার সেখানে হয়তো ৪০ কেজি দিচ্ছি, কারণ সবাইকেতো আমাদের দিতে হবে এবং এইটা নয়, যে, আজকে দশ কেজি পেলে সে আবার কালকে দশ কেজি পাবে না। কালকে আবার সেখানে সার যাচ্ছে। কারণ আমাদের স্টোর গুদামটা এত বড় নয় যে সেখানে এলাকার কৃষকদের প্রয়োজন মেটানোর মত পুরো সারটা রাখতে পারে। একশ বস্তা সেখানে আজকে রাখলে পরের দিন আবার সেখানে একশ বস্তা যাচ্ছে। মূল ষ্টোর ডিষ্ট্রিক্ট স্টোর, বিভাগ চৌরে এখানে থেকে আসে। পাঠাচ্ছি, কম হল আবার পাঠাব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি হাউসের কাছে আলোচনা চাইছি শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাউস চলবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— আমার আর অল্প একটু সময় লাগবে। আমাদের অসুবিধা আছে, একদম নাই তা নয়। সামনে রবি মৌসম এখন ধানে ইউরিয়া দরকার, আপনারা হতাশ হবেন ইউরিয়া আমাদের আছে। যেখানে ইউরিয়া দরকার আপনারা রিপোর্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইউরিয়া পাঠানোর চেষ্টা করব। কোন বি এল ডব্লিউ স্টোরে থাকতে পারে, কিন্তু একদম নাই তা ঠিক নয়। এখনও স্টেটের এই ক্ষমতা আছে যে কৃষকদের মোকাবেলাতে পাঠানো যাবে, এই ব্যবস্থা আছে।

তবে এইটা ঠিক উপজাতি এলাকায় ব্যবহার অনেক কম। উপজাতি কৃষকরা অনেকেই সার প্রয়োগ করে ফসল প্রস্তুত করার মত অভ্যস্ত নয়। তবে দপ্তরের তরফ থেকে ও এই চেষ্টা হচ্ছে তারাও যাতে সারের ব্যবহার শিখেন। সেজন্য আমরা গত মরশুমে মিনি কিট করে অর্থাৎ ধানে পয়সায় কিছু সার আমরা বিলি করেছি এবং সেই সার আমরা জুমিয়াদেরও দিয়েছি যারা জুম চাষ করেন। ইদানিং যদি আপনারা কেউ জম্পুই গিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা সেখানে খোঁজ করে দেখবেন তারা বলবে যে — এইবার ইউরিয়া সার ব্যবহার করে আমরা ভাল ফসল পেয়েছি জুমে। এইবার খরা যখন দেখা দিয়েছিল তখন চিৎকার উঠেছিল যে এইবার জুম শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এখন জুমের ফসল উঠেছে। এখন খবর নিয়ে দেখুন তুলনামূলক ভাবে যতটা ক্ষতি হবে ভাবা হয়েছিল সেটা হয়নি যদিও বাম্পার কিছু হয়নি, তবে ক্রপস্ ভালই হয়েছে। এখন অনেক জায়গায় কৃষকরা ইউরিয়া সার ব্যবহার করছে।

সমতলে উপজাতি চাষী যারা আছে তারা সারের ব্যবহার করছে কম,মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে কোন জায়গায় সার বেশী রয়েছে, কোন জায়গায় সার নেই। হয়ত আমরা কোন উপজাতি এলাকায় সার পাঠালাম আমরা নিয়মমত সব সময় পাঠাই সেখানে হয়তো ব্যবহার করার লোক নাই সেখানে সার বেশী থাকবে। আর যেখানে প্রত্যেক দিন ব্যবহার চলছে সেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা ঘটতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে একটা স্টোর থেকে আরেকটা পাশাপাশি অবস্থিত স্টোরে সার নেওয়ার মত ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু পত্র পত্রিকায় যারা লিখেন তাদের বলব যেখানে সার নেই সেসব জায়গার কথা লিখতে, আমরা সেখানে সার পাঠিয়ে দেব। আর ইদানিং কালে পত্রপত্রিকায় এইটা দেখিনা যে বাংলাদেশে ট্রাক কে ট্রাক করে সার পাচার হয়ে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে তা পত্রপত্রিকায় বের হত। আমার চোখে অন্ততঃ এইটা পড়েনি। তবে হতে পারে অল্প কিছু হয়তো যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে ট্রাক ভর্তি হয়ে সার বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে এইটা ঠিক নয়। হতে পারে ডিলাররা যে সাতজন আছে তারা যে সার কৃষকদের কাছে বিক্রি করতে পারছে না এখন বেশী দাম পাচ্ছে বলে বাংলাদেশে পাচার করতে পারে। তবে এই ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। তবে আমি বলছি দপ্তর সেটাকেও তদন্ত করে দেখবে। তাছাড়া যে ডিলাররা আছে তাদের কাছে আমাদের যে নিয়ম কানুন আছে তাতে তারাও সেটা করতে পারবেন না। কখন তারা কোন সার কতটুকু কার কাছে বিক্রি করেছে এখন তাদের কত স্টক আছে এই সব তথ্য দপ্তরকে জানানোর কথা।

আর ঔষধ দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ফসলের পোকা লাগলে পোকা দমনের জন্য এইটাকে সাধারনতঃ প্যাস্টিসাইটস্ বলে। আরেকটা হচ্ছে রোগ ধরলে সেই রোগটাকে দমন করা সেটাকে বলে ফাংগিসাইট। ফাংগিসাইট এর অনেক ধরনের ঔষধ আছে এবং প্যাস্টিসাইটস্

-এর ও অনেক ধরনের ঔষধ আছে। এইটা একটা সমস্যা যে বছরের কোন জায়গায় কোন ধরনের পোকা লাগে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঔষধ রাখাও কঠিন। কারন একএকটি ঔষধের এক এক বোতলের দাম পড়ে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা করে। এইজন্য অবস্থা বুঝে, আবহাওয়া দেখে আমরা সেই ভাবেই ঔষধ এনে থাকি। কিন্তু এখন এইটার খুব শর্টেজ-এর কোন রিপোর্ট আমার কাছে নেই। তবে থাকতে পারে কোন এলাকায় সেটা বলব দেখতে। আর এক সময় আমাদের রাজ্যে প্যাস্টি-সাইটিস্ হিসেবে বি, এইচ, প্যারসেট, এই পাওয়ারটা খুব পপুলার ছিল। এবং তার দামও খুব কম। এবং এটা খুব এফেক্টিভ সবকার বিশেষ করে গান্ধী পোকার ক্ষেত্রে। কিন্তু সেটা কেন্দ্রিয় ব্যাণ্ড করে দিয়েছেন। এইটা ব্যাণ্ড হওয়ার ফলে এইটা আনা বন্ধ, সরকারীভাবে বন্ধ; হয়ে গিয়েছে প্রায়।

ব্যাণ্ড হওয়ার ফলে সরকারীভাবে এই ভাবে ঔষধ আনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাইভেটভাবে বিক্রেতা বা ডিলাররা সেটা বিক্রি করছে এবং ভালো পয়সা পাচ্ছে। ব্যাণ্ড করলে তো উৎপাদন বন্ধ করা উচিৎ ছিল। যুক্তি হিসাবে বলেছেন বিজ্ঞানীরা যে; ধান হলেও ধানে সেই বিষটা থেকে যায়। তারপর সেটা মানুষের পেটে গেলে ক্ষতি হয়। এই সব যুক্তি দেখিয়ে এটা ব্যাণ্ড করে দেওয়া হয়েছিল। যদি গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে কৃষকরা এটাই চায়। পোকার আক্রমন এখন আংশিক। গত বছরও ছিল; এবার কিছু কিছু আছে। তবু আমাদের রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে ঔষধ ও কীটনাশক সরবরাহ নিয়মিত করার জন্য। আশা করি সবাই এই ব্যাপারে আরো নজর রাখবেন এবং কোথায়ও কোন কৃষক অসুবিধায় পড়লে আমাদের দপ্তরকে খবর দেবেন। আমি আশা করি আজকের হাউসের এই আলোচনার পর আমার দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারীরাও কৃষকদের সাহায্য আরও অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। হাউসকে আমি বলছি বর্তমানে কৃষি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নিয়েছেন তাতে কিছু বড় কৃষক লাভবান হতে পারে কিন্তু সাধারণ কৃষক মার খাবেই। যাদের জমি, ট্রাক্টর, পুঁজি রয়েছে তারা লাভবান হবে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার কৃষকদের এই অবস্থা নেই। সরকারী স্তরে যতগুলি মিটিং কৃষকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গত আড়াই বছর করেছে আমি যেখানে একটি কথাই বলেছি কৃষকদের মধ্যে বিল বন্টন রাজ্য সরকারের হাতেই থাকুক। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শুনছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আমাদের কিরূপ কোন রাস্তা নেই। অন্যদের হাতে ছেড়ে দিলে তারা লাভটাই দেখবেন। কৃষকদের স্বার্থ দেখবেন না। আমি আশা করব সবাই এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করবেন। এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আজ সকালে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় ২০ শতাংশ বিমান ভাড়া বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে সর্বদলীয় একটি কমিটি গঠন করার জন্য। সমস্ত হাউস এতে একমত হয়েছেন। সর্বদলীয় কমিটি যাতে এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও সিভিল এভিয়েশান মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে তার প্রতিকার চাওয়া হয়, সেই জন্যই এই সর্বদলীয় কমিটি গঠন। সেইজন্য এই হাউসের ১০ জন মাননীয় সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব আমি রাখছি। এতে রয়েছেন,

১. শ্রীবিমল সিনহা— অধ্যক্ষ

২. শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন, বিরোধী দলনেতা।

৩. ডঃ ব্রজগোপাল রায়, মন্ত্রী।

৪. শ্রীপান্নালাল ঘোষ; বিধায়ক

৫. শ্রীদেবব্রত কলই, বিধায়ক।

৬, শ্রীঅরুণ ভৌমিক, বিধায়ক।

৭: শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া, বিধায়ক।

৮. শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, বিধায়ক।

৯. শ্রীপবিত্র কর, বিধায়ক।

১০ শ্রী কণক মজুমদার, চীফ হুইপ।

এই দশ জনের আমি প্রস্তাব রাখলাম। কমিটি কবে যাবে পরে সেটা জানানো হবে। এই হাউস আগামীকাল বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE — "A"

Admitted starred Question No. —52

Name of Member — Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minster-in-Charge of the "CO-OPERATIVE" Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। সমবায় দপ্তরের অধীনে কতজন মোট অডিটরের সংখ্যা কত এবং অডিটর

বর্তমানে বিভিন্ন সমিতির অডিটের কাজে নিযুক্ত আছে ?

উত্তর

১১৯ জন অডিটর বর্তমানে কারত আছেন। এর মধ্যে ৮১ জন বর্তমানে বিভিন্ন সমিতির অডিটের কাজে নিযুক্ত আছেন।

প্রশ্ন

২। ১৯৯৩—৯৪ ইং এবং ১৯৯৪—৯৫ ইং অর্থ বৎসরে সারা রাজ্যে কয়টি সমিতির অডিটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

২। ১৯৯৩—৯৪ ইং এবং ১৯৯৪—৯৫ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে যথাক্রমে ৬১৭ এবং ৫১১টি সমিতির অডিটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

		১৯৯৩—৯৪	১৯৯৪—৯৫
১।	উদয়পুর	১৪টি	১৬টি
২।	গণ্ডাছড়া	১ "	১ "
৩।	অমরপুর	১১ "	১০ "
৪।	বিলোনীয়া	৬৩ "	১৩৫ "
৫।	সাব্রুম	২০ "	৮ "
		১০৯	১৭০
৬।	সদর	৩৪৮ টি	১২৮ টি
৭।	সোনামুড়া	৭ "	৫ "
৮।	খোয়াই	৫২ "	৪৪ "
৯।	ধর্মনগর	৪৯ "	১০৩ "
১০।	কমলপুর	২০ "	২২ "
১১।	কৈলাশহর	৩২ "	৩৯ "
	মোট :—	৬১৭ টি	৫১১ টি

প্রশ্ন

৩। খোয়াই প্রাইমারীর মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির অডিটের কাজ বর্তমান বৎসরে শুরু করা হবে কি না ?

উত্তর

হঁ্যা

Admitted starred Question No—53

Name of Member :—Shri Samir Deb Sarkar,

Question No—209

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রুদ্র মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি চেবরী, খোয়াই বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। রুদ্র মৃৎশিল্প সমবায় সমিতির লিমিটেড চেবরী (খোয়াই) বর্তমানে Dorment অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন

২। ইহা কি সত্য যে, এই সমিতির বর্তমান কমিটি পুণর্গঠনের জন্য ১৯৯৫ ইংতে যে সভা ডাকা হয়েছিলো তা বেআইনী ছিলো।

উত্তর

২। হঁ্যা। ত্রিপুরার সমবায় আইন ও নিয়ম মোতাবেক ঐ সভা ডাকা হয় নাই।

প্রশ্ন

৩। ইহাও কি সত্য যে এ সমিতিকে পুণরায় চালু করার জন্য একজন এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক হওয়া সত্বে তা করা হচ্ছে না ?

উত্তর

না। এই সমিতির কাজ পুনরায় চালু করার জন্য শ্রী রঞ্জিত কিশোর দেববর্মা (Field Assistant, খোয়াই ব্লক) প্রশাসক নিয়োগ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 58

Name of Member :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Rural Development Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ১৯৯২—৯৬ ইং সালে রাজ্যে জে, আর, ওয়াই এবং ইন্দিরা আবাসন যোজনা প্রকল্পে কত সংখ্যা বাড়ী বানিয়ে দেওয়া হবে, এবং

২। এর জন্য কত টাকা ব্যয়িত হবে।

Name of the Minister — Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১। ১৯৯৫—৯৬ সালে ১৩৬১টি বাড়ী বানিয়ে দেওয়া হবে।

২। এর জন্য ব্যয়িত হবে ২১১,৮৭ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question No. 61

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। এ রাজ্যে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ লোক বিলো পোভারটি লাইন (BPL) এ আছে।

২। ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ লোক বি, পি, এল, এ আছে এই তথ্য রাজ্য সরকারের নিকট থাকিলে তার বিবরন ?

Name of Ministor :—Shri Tapan Chakraborty

উত্তর

১। মিউনিসিপালিটি ও নোটিফাইড এরিয়া এলাকায় বি, পি, এল ফেমিলির সমীক্ষা গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে করা হয় নি। কেবল গ্রামীন এলাকার বি, পি এল, পরিবারের সমীক্ষা করা হয়েছে। এই কারণে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ লোক বি, পি, এল, লাইনে আছে বলা সম্ভব নয়। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ব্লক এলাকার সমীক্ষা অনুযায়ী (নভেম্বর ১৯৯৩) ৭৩,৫৮ শতাংশ পরিবার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারের মধ্যে বিলো পোভারটি লাইনের অন্তর্গত।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Questien NO. 180

Name of Member :— Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Departmen be pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে যে সমস্ত নতুন নতুন গাঁওসভা গঠিত হয়েছে অথচ পঞ্চায়েত অফিস গৃহ নাই এবং তৈরীর জন্য কোন ভূমি দান করেননি বা খাস জমি ও পাওয়া যায়না— সেই সমস্ত অফিসগুলি করার জন্য উক্ত দপ্তর ভূমি খরিদের জন্য টাকা মঞ্জুর না করার কারন কি ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েত পুর্ণগঠনের পূর্বে পঞ্চায়েত অফিস নির্মানের উদ্দেশ্যে, কোনও ভূমি খরিদের প্রশ্ন উঠেনি। সেহেতু ভূমি খরিদের জন্য দপ্তরের বাজেটে কোনও আর্থিক বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয় নাই। ১৯৯৩ ইং সনের পঞ্চায়েত আইনানুসারে পঞ্চায়েত এলাকা পুর্ণগঠনের পর কোনও পঞ্চায়েত অফিস ঘর নির্মানের জন্য ভুমি খরিদের প্রয়োজন আছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি। কোনও পঞ্চায়েত থেকে অফিস গৃহ নির্মানের উদ্দেশ্যে ভূমি খরিদের কোনও প্রস্তাব দপ্তরে এখনো আসেনি। সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া গেলে তদনুক্রমে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

Admitted starred Question No. 183

Name fo Member :– Shri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Rural Development Department be pleaesd to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য (ধর্মনগর) গঙ্গানগর চা বাগানের নিকট হাতির দেয়াল নামক ছড়াতে এবং চেষ্টা সত্বেও পি, ডব্লিও, ডি অথবা পানিসাগর বক, কোন দপ্তরেই বাঁধের জন্য কোন উদ্যোগ করেন নাই ?

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে কারণ কি ?

Name of the Minister :— Shri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর :—ইহা সত্য নহে।

২নং প্রশ্নের উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

৪৩) খাসনন্দনপুর সার্ভিস কো, অ, সো, লিঃ
৪৪) রঞ্জিতনগর খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ শিল্প স, স, লি,
৪৫) ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো, অপ, স, লি'
৪৬) উদবাস্তু সমবায় তাঁত শিল্প স, লি,
৪৭) জগৎপুর সমবায় তাঁত শিল্প স; লি,
৪৮) ইন্দ্রনগর মহিলা গ্রাম উদ্যোগে শিল্প স, স, লি
৪৯) ৭৯ টিলা তাঁত শিল্প সমবায় স, লি,
৫০) অভয়নগর পিতল শিল্প স, স, লি.
৫১) সম্মিলিত নারী " " " "
৫২) শিল্প শ্রী সমবায় স, লি;
৫৩) ত্রিপুরা গ্রামীন মহিলা শিল্প স, স, লিঃ
৫৪) রামকৃষ্ণ কনজিউমার্স কো, অপ, সো, লি,

নুতননগর সার্কেল :—

৫৫) এয়ার পোর্ট কো, অপা, কনজিউমার্স ষ্টোরস্ লিঃ
৫৬) রামঠাকুর কো, অপ, কনজিউমার্স ষ্টোরস্ লি,
৫৭) লোকনাথ ব্যবহারিক সমবায় সমিতি লি,
৫৮) বড়জলা ওয়েন কো, অপাঃ সোসাইটি লি,
৫৯) শ্রমজীবী তাঁত শিল্প স, স, লি;
৬০) নুতননগর সমবায় তাঁতী সমিতি লি,
৬১) মধ্যভুবন তাঁত শিল্প স, স, লি,
৬২) সর্ব্বমঙ্গলা মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৬৩) উত্তর রামনগর মহিলা হস্ত শিল্প স' লি;
৬৪) মহিলা শিল্প স, স, লি,
৬৫) উদ্বাস্তু মহিলা স, স, লি,
৬৬) চান্দিনামুড়া মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৬৭) গুড খাদেশ্বরী সমিতি লিঃ
৬৮) পূর্ব্ব বড়জলা সমার্থ সাধক সমিতি লিঃ
৬৯) শানমুড়া সার্ভিস কো, অপা, সোসাইটি লি,

১৮) জিরানীয়া ব্লক এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ সঃ লিঃ

১৯) জম্পুইজলনগর সেবা স সঃ লিঃ

২০) বোরখাঁ প্রাণীপালনী বহুমুখী খামার উন্নয়ন সঃ সঃ লিঃ

২১) উপজাতি [illegible] জুমিয়া কলোনী সঃ সঃ লিঃ

২২) সদর পূর্ব অঞ্চল [illegible] ইন্ডা [illegible] কোঃ সঃ লিঃ

২৩) চেতনা সংঘ [illegible] সঃ সঃ লি

২৪) বোরখা কাষ্ঠ শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

তাঁত শিল্প

২৫) শচীন্দ্রনগর তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

২৬) রাধাপুর উপজাতি মহিলা তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

২৭) চম্পকনগর মহিলা [illegible] তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

২৮) শান্তিনগর তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

কুঞ্জবন মার্কেট

২৯) শ্রী অরবিন্দ [illegible] লিঃ

৩০) শ্যামলীবাজার [illegible] পাড়িয়া টিলা [illegible] তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

৩১) নয়ানিয়াগড়া তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

৩২) অভয়নগর মাটি [illegible] সমবায় সমিতি লি

৩৩) পশ্চিম [illegible] শিল্প সঃ সঃ লিঃ

৩৪) আবাসিক মহিলা হস্ত তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ

৩৫) ভাটিঅভয়নগর কনজিউমার্স কো, অপ. সো. লিঃ

৩৬) সুকান্ত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

৩৭) খেজুর বাগান [illegible] উৎপাদক স, স, লিঃ

৩৮) কুঞ্জবন, [illegible] বাগান [illegible] স স লিঃ

৩৯) গভর্ণমেন্ট কলেজ [illegible] কনজিউমার্স স্টোর্স লি.

৪০) বলাকা [illegible] কো, অপ, সো, লিঃ

৪১) অনামিকা ট্রান্সপোর্ট কো. অপ. সো. লি.

৪২) কৃষক সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

সদর মহকুমা (জিরানীয়া সার্কেল)

মৎস্য সমিতি

১) পূর্ব বড়জলা মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ

২) চম্পকনগর মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ

৩) শান্তিনগর মৎস্যজীবি সঃ সঃ লিঃ

দুগ্ধ সমিতি

৪) বিবেকানন্দ দুগ্ধ সঃ সঃ লিঃ

৫) চম্পকনগর উপজাতি দুগ্ধ উৎপাদক সঃ সঃ লিঃ

পরিবহন

৬) জিরানীয়া মটর শ্রমিক সঃ সঃ লিঃ

৭) উপত্যকা পরিবহন সঃ সঃ লিঃ

৮) রাণিপুর কোটাল উপজাতি পরিবহন সঃ সঃ লিঃ

কনজিউমার্স

৯) ত্রিপুরা গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কনজিউমার্স সঃ সঃ লিঃ

১০) জনকল্যাণ কনজিউমার্স কোঃ সঃ লিঃ

শূকর পালনকারী

১১) জম্মুজয়নগর শূকর পালনকারী সঃ সঃ লিঃ

১২) ভগুদাস বাড়ী শূকর পালনকারী সঃ সঃ লিঃ

১৩) চন্দ্রমাধুপাড়া শূকর পালনকারী সঃ সঃ লিঃ

বেকারী

১৪) চম্পকনগর বেকারী শিল্প সঃ সঃ লিঃ

১৫) জিরানীয়া বেকারী শিল্প সঃ সঃ লিঃ

অন্যান্য ঃ—

১৬) বোরাখাঁ মহিলা সাবান শিল্প সঃ সঃ লিঃ

১৭) জম্মুজয়নগর উপজাতি জুমিয়া সেবা সঃ সঃ লিঃ

১১। ঈশানপুর প্যাক্স লিঃ
১২। মোহনপুর নোয়াগাও প্যাক্স লিঃ
১৩। কলকলিয়া প্যাক্স লিঃ

৩। উদয়পুর মহকুমা
১) মথ পুস্করীনি প্যাক্স লিঃ

৪। অমরপুর মহকুমা
১) করবুক ল্যাম্পস লিঃ
২) চেলাগাঙ ল্যাম্পস লিঃ

৫। গণ্ডাছড়া মহকুমা
১) গোমতী প্যাক্স লিঃ
২) গঙ্গা নগর প্যাক্স লিঃ

৬। সোনামুড়া মহকুমা
১) চৌমুহনী প্যাক্স লিঃ
২) খাস চৌমুহনী প্যাক্স লিঃ
৩) কুলু বাড়ী প্যাক্স লিঃ
৪) উদয়ন প্যাক্স লিঃ
৫) নলছড় প্যাক্স লিঃ

৭। খোয়াই মহকুমা
১) গিলাতলী ল্যাম্পস লিঃ
১) তেলিয়ামুড়া ল্যাম্পস লিঃ

৮। কমলপুর মহকুমা
১) আমবাসা প্যাক্স লিঃ

৯। সাব্রুম মহকুমা
১) বনকুল ল্যাম্পস লিঃ
২) শিলাছড়ি ল্যাম্পস লিঃ

১নং উত্তরঃ— ৪৪১টি সোসাইটি বাকী আছে ।

তাহাদের মধ্যে ল্যাম্পস, পেক্সগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল

১। কৈলাশহর মহকুমা ঃ—

১। শ্রী লক্ষী পেক্স লিঃ
২। ইরানী " "
৩। ছমনৈল " "
৪। জনকল্যান " "
৫। কুমারঘাট " "
৬। কাঞ্চনবাড়ী " "
৭। কৃষ্ণনগর " "
৮। টিলা বাজার " "
৯। লক্ষীভেলি " "
১০। সমাজ কল্যাণ " "
১১। প্রগতি পেক্স লিঃ
১২। ফুলসী পেক্স লিঃ

২। সদর মহকুমা ঃ—

১। গ্রাম বিকাশ ল্যাম্পস্ লিঃ
২। গাবরদী ল্যাম্পস্ লিঃ
৩। কবরা খামার ল্যাম্পস্ লিঃ
৪। ডলডলি ল্যাম্পস্ লিঃ
৫। জনকল্যাণ প্যাক্স লিঃ
৬। কাশীপুর প্যাক্স লিঃ
৭। রানীরবাজার প্যাক্স লিঃ
৮। রানীর গাও মোহনপুর প্যাক্স লিঃ
৯। জিরানীয়া প্যাক্স লিঃ
১০। ইন্দ্রনগর প্যাক্স লিঃ

জেলা শাসক, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এডিসির প্রতিনিধি ও পাবলিক হেলথের প্রতিনিধিদের নিয়ে পানীয় জলের কর্মসূচী পর্যালোচনা করছে। ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে।

৫। ১৯৯৭-৯৪ সালের জন্য পানীয় জলের একশন প্লেন চূড়ান্ত হয়েছিল জেলাস্তরে বিভিন্ন দপ্তরের কো অর্ডিনেশন মিটিং এর মাধ্যমে এবং পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের অনুমোদন নিয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালের একশন প্লেন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Q. No 12

Name of Member — Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ই,এ,এস মোতাবেক তালিকাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত তার ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব ?

Name of Minister—Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১। ই, এ এস, এ তালিক ভুক্ত ব্লক ভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা সংগ্রহাধীন।

জেলা থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী তালিকাভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এইরূপ :—

জেলা	শ্রমিকের সংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা	১,১৩,৬০০
উত্তর ত্রিপুরা	৮৮,৬২১
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১,০০,০৩৫
ধলাই জেলা	৩২,৫১৯
মোট	৩,৩৭,৭৮৫

Admitted Un Starred Question No- 14

Name of Member :—Sri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "CO-OPERATIVE" Department be pleased to state :—

১নং প্রশ্ন :—মেয়াদ পার হয়ে যাবার পরে ও এডভাইজরী বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ভাবে নির্বাচন করা হয় নাই এমন কতকগুলি সোসাইটি এখন ও বাকী আছে এবং তাহাদের নাম ?

জেলা ভিত্তিক যে মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো হয়নি তার হিসাব নিম্নরূপ :

পশ্চিম ত্রিপুরা	— —
দক্ষিণ ত্রিপুরা	— ২৫ টি
উত্তর ত্রিপুরা	— —
এডিসি	— ১৩১ "
মোট =	১৫৬ টি

৩। ১৯৯৫-৯৬ সালে মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয়েছে এরূপ :— লক্ষ্য মাত্রা জেলা স্তরে করা হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা	— ১৯৭ টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	— ১৬১ "
উত্তর ত্রিপুরা	— ১০২ "
ধলাই ত্রিপুরা	— ৬৯ "
মোট =	৫২৯ টি

এছাড়া এডিসির জন্য মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয়েছে ১০৯ টি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে বর্তমান বৎসরে স্যানিটারি ওয়েলের লক্ষ্য মাত্রা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন)

৪। পানীয় জলের সংকট সমাধানে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলো হল :—

১। পানীয় জলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য ১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে এই প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। এছাড়া ব্লক, জেলা ও রাজ্য স্তরে জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র ইত্যাদি পদের সৃষ্টি করে পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। বরাদ্দের ৮০ শতাংশ পানীয় জলের অভাবগ্রস্থ, এলাকার জলের উৎস সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। মার্ক টু টিউবওয়েল বসানোর কাজ ত্বরান্বিত করার পক্ষে লক্ষ্যমাত্রার একটি অংশ রিগ-ওদের মাধ্যমে বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৪। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীর সভাপতিত্বে পাবলিক হেলথ এবং এ, ডি, সির প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্যস্তরে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি প্রতিমাসে

Admitted Un- starred Question No. 8

Name of Member :— Sri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Rural Development Deparement be pleaesd to state.

প্রশ্ন

১। পানীয় জলের সংকট সমাধানে বিগত বৎসর পর্যন্ত (১৯৯৪-৯৫) অর্থ বৎসরে রাজ্যের কোন ব্লকে কতটি মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা ছিল।

২। এর মধ্যে কতটি বসানো হয়েছে এবং কতটি বসানো হয় নাই (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। বর্তমান ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বৎসরে আরো নুতন করে কতটি বসানো হবে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৪। পানীয় জলের সংকট সমাধানে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

Name of the Minister :— Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে এডিসি সহ জেলা ভিত্তিক মার্কটু টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ ছিল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা	—	৩৭০ টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	—	২৯৫ টি
উত্তর ত্রিপুরা	—	২৩৬ টি
এডিসি	—	২৫০ টি
মোট	—	১১৫১ টি

২। জেলা ভিত্তিক যে মার্কটু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা	—	৩৭০ টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	—	২৭০ টি
উত্তর ত্রিপুরা	—	২৩৬ টি
এডিসি	—	১১৯ টি
মোট	—	৯৯৫ টি

ঘ) সোনামুড়া মহকুমায় শস্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক ১৪২ মেট্রিক টন যার আনুমানিক মূল্য ১৪,৮৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া মৎস্য চাষ প্রকল্পে ক্ষতির আনুমানিক মূল্য ৭৫,০০০, (পঁচাত্তর হাজার) টাকা।

২। বন্যার জল ২৪ ঘন্টার ও কম সময় স্থায়ী ছিল।

৩। ক) আগরতলা এলাকায় মোট ৮৯,৯১০, টাকা ক্ষতিগ্রস্থদেরকে ত্রান সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

খ) সদর মহকুমা (আগরতলা ব্যতিত) ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে মোট ৮১'৫৮১ টাকা ত্রান সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

গ) সোনামুড়া মহকুমায় লোকজনের বাড়ীতে জল না উঠায় প্রাথমিক ত্রানের সাহায্য দেওয়া হয়নি। কৃষি দপ্তর তাদের বিশেষ স্কীমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীজধান ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ইত্যাদি।

১। ক) বিলোনীয়া মহকুমায় কৃষি ধান ক্ষেতে ফসল হানি হয়েছে তার আনুমানিক মূল্য ১১,২৮,০২১ টাকা।

বন্যার জল দাঁড়িয়েছিল ২ দিন এবং ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে ৮,৪৬৯ টাকা ত্রান সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

খ) উদয়পুর মহকুমায় কোন ভারী বৃষ্টিপাত হয় নাই, জল ও দাঁড়ায় নাই এবং তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতিও হয় নাই।

গ) অমরপুর ও সাব্রুম মহকুমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান তেমন উল্লেখ যোগ্য ছিল না। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি দপ্তর তাদের বিশেষ স্কীমের দ্বারা সহায়তা দিয়েছে।

ধলাই জিলার ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ ইত্যাদি।

১। ক) ধলাই জিলায় ভারি বৃষ্টিপাত হয় নাই। জল ও দাড়ায় নাই এবং সমতলে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি ও হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সংগ্রহাধীন।

স্বাস্থ্য	১৫,০০	১৫,০০
স্বরাষ্ট্র	২৫.০০	২৫,০০
প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	২৫০০০	২৫,০০
মোট :—	১০০৯,৬৩	৮৯১,৫০

Admitted un Starred Question NO. 3.

Name of the M.L.A. :—Shri Nripen Chakraborty.

Will tha Hon'ble Minister-in Charge of the Ravenue Depatt, be Pleaesd to state :—

১। গত ১৭ই জুন রাত থেকে আগরতলা ও ত্রিপুরা অন্যানা অংশে ভারী মৌসুমী বৃষ্টির ফলে কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ? (আগরতলা ভিত্তিক এবং অন্যান্য বিভাগ ভিত্তিক বিবরন)'

২। বন্যার জল কয়দিন স্থায়ী হয়েছিল ?

৩। বন্যায়ক্ষতি গ্রস্থদের জন্য সরকার মোট কত টাকা ব্যয় করেছেন ? (তা আগরতলা ভিত্তিক ও অন্যান বিভাগ ভিত্তিক বিবরণ) ?

ANSWER

Ministe--in-charge of the Revenue Department:

(Shri Samar Choudhury, Revenue Miristeer.)

১। গত ১৭ই জুন ১৯৯৫ ইং রাত থেকে আগরতলা ও ত্রিপুরার অন্যান্য অংশে ভারী মৌসুমী বৃষ্টির ফলে কোন্ জেলায় কি কি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, বন্যার জল কয়দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সরকার মোট কত টাকা ব্যয় করেছেন তা আগরতলা ভিত্তিক ও অন্যান্য জেলা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) আগরতলায় উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি হয় নাই।

খ) সদর মহকুমায় (আগরতলা ব্যতীত) শস্যহানি হয়েছে ৫৩০.৪২ মেট্রিক টন যার অনুমানিক মূল্য মোট ৩৭,৮৬ লক্ষ টাকা।

গ) খোয়াই মহকুমায় উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে ভারি বর্ষনের ফলে শস্য হানি হয়েছে আনুমানিক ২৫৬,৭৪ মেট্রিক টন যার আনুমানিক মূল্য ১৫,২২ লক্ষ টাকা। এছাড়া ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) টাকা।

Annexure—V

উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ-বার্ষিক পরিকল্পনা-১৯৯৪-৯৫ ইং
(North Eastern Counil-Annual plan/1994-95

লক্ষ টাকা

দপ্তরের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের হিসাব
১	২	৩
কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষন)	০'১৩	১৪.৮১
বণ	—	—
বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ও পরিবেশ	—	—
বিদ্যুৎ	২৩৪৮,২৩	২৫৭৬.১৩
পূর্ত		৫২৪,৮৬
রাজস্ব		২৫,০০
শিক্ষা (ক্রীড়া ও যুব কল্যান)	২০,০০	৫,০০
স্বাস্থ্য	১১.৫৬	৭'৯৭
কৃষি/প্রানী সম্পদ/মৎস্য	৩,০০	৪,২৫
মোট :—	২৯৫০,৯২	২৯২৮,১২

Annexure—VI

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ১৯৯৪-৯৫ ইং
(Border Area Development project—1991—95)

লক্ষ টাকা

দপ্তরের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের পরিমান
১	২	৩
পূর্ত	৭১৬,৯৯	৫৩৯,৩২
জল সম্পদ এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরী	১৩৯,০০	১৯৮, ১
রাজস্ব	১,৬৭	১,৬৭
গ্রাম উন্নয়ন	৮৬,৬৭	৮৬,৬৭

১	২	৩	৪	৫	৬
১৯.	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন	১৭৬,০০	১৮৪,৬৯	৮,৬৯	—
২০,	পরিসংখ্যান	৩০,০০	২১,৬০	—	৮,৪০
২১.	বিদ্যালয় শিক্ষা	৩৪২৪,০০	৩৭০৮,৬৫	২৮৪,৬৫	—
২২,	উচ্চতর শিক্ষা	১ ৩,০০	১৮,১;২৭	—	১,৭৩
২৩,	সমাজ কল্যানও সমাজ শিক্ষা	২৮৮,০০	২৯১.৪৮	৩;৪৮	—
২৪,	ক্রিড়া ও যুব কল্যান	১০০.০০	১০০,৬০	০.৬০	—
২৫,	স্বাস্থ্য	৯০০,০০	৯০০.০০	—	—
২৬,	স্বায়ত্ব শাসন	৬৬৩,৭৬	৬৬৪,৭৬	—	—
২৭.	তফসিলী উপজাতি কল্যান	১৬১১,০০	১৬১২,০০	—	—
২৮,	তফসিলী জাতি ও পশ্চাৎপদ জাতি কল্যান	৩৬০,০০	৩৬০.০০	—	—
২৯	আইন	৫,০০	৪,৫০	—	০,৫০
৩০	মুদ্রনও স্টেশনারি	১৫,০০	৮,৭৭	—	৬.২৩
৩১,	নিয়োগ ও সেবা	২.০০	০,৫৩	—	১,৪৭
৩২,	কারাগার	৩.৬২	—	—	৩,৬২
৩৩,	স্বরাষ্ট্র	৭০'০০	৫০,০০	—	২০,০০
৩৪.	শ্রম	৩০.০০	২৯,৮৭	—	০,১৩
৩৫,	কর্ম সংস্থান	১৮'০০	১২,৬৫	—	৫,৩৫
৩৬,	কারখানা	১,৫০০	১৪,১৭	—	০,৮৩
৩৭.	যোজনা ও সমন্বয়	৭৫.১৩	৭২.০৯	—	৩.০৪
	মোট :-	২৪৪৫৭,০০	২৫৭১৪.২৫১	১৩৫৯'৭০	৬২.৫৫

Annexure—IV

বার্ষিক পরিকল্পনা—১৯৯৪-৯৫ ইং (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	১৯৯৪—৯৫ অর্থ বর্ষ যোজনা খাতে বরাদ্দ অর্থ	যোজনা খাতে মোট ব্যয়	অতিরিক্ত খরচ	অব্যাহিত
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	কৃষি	৮২৫,০০	৯১০,২০	৮৫,২০	—
২.	উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ	৭৫০,০০	৭৫০·৪৯	০.৪৯	—
৩.	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	৪৪০.০০	৪৬৪·৩২	২৪,৩২	—
৪.	মৎস্য	৩৭৫,০০	৩৮০.৫৬	৫.৫৬	—
৫.	বন	৩৯৬·০০	৪০৫·২৯	৯·২৯	—
৬;	আদিম জনগোষ্ঠী প্রকল্প	১৫০,০০	১৪৩,১৯	—	৬·৮১
৭.	সমবায়	২৬০,০০	২৬০,০০	০.০১	—
৮.	খাদ্য ও জন সংভরন	১৫.০০	১৭.৫০	২.৫০	—
৯.	গ্রামীন উন্নয়ন	২৫১৩,৩১	২৫৬৪·৫৬	৫১·২৫	—
১০	পঞ্চায়েত	২১৬,২৮	২১৪,৩০	—	১৯৮
১১.	ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ	১৯৮০,০০	১৯৮০.০০	—	—
১২.	সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জন স্বাস্থ্য কারিগরি	১৪২৪,০০	১৪৪২,৬৮	১৮,৬৮	—
১৩,	বিদ্যুৎ	২৬০৮·৪০	৩২৫৯,০১	৬৫০,৬১	—
১৪,	শিল্প ও বাণিজ্য	১০৪৫,০০	১০৪৯,২৮	৪,২৮	—
১৫,	পরিবহন	৩০১,৫০	৩০১,৫০	—	—
১৬,	রাজস্ব	২৫২,০০	২৫৯'৮৫	৭,৮৬	—
১৭;	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ	১৫০,০০	১৪৭,৫৪	—	২,৪৫
১৮,	পূর্ত	২৭৮৪,০০	২৯৭৬.২৪	১৯২·২৪	—

কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ)	৬৫,০০	২২,০৯
বন	৭২,৩৩	৭২,৫০
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি পরিবেশ	৩.৬৮	—
বিদ্যুৎ	—	—
পূর্ত	৫৫২,২২	১৮৪,৯৪
রাজস্ব	৫৫,০০	৩০,০০
শিক্ষা (ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ)	—	—
স্বাস্থ্য	১০,০০	—
কৃষি/প্রাণী সম্পাদ উন্নয়ন/ মৎস্য	৫,০০	৫,৬
মোট :—	৭৩৩,২৩	৩১৫,০৯

Annexure—III

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প— ১৯৯৩—৯৪ ইং
(Border Area Development project—1993—94)

দপ্তরের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের হিসাব
১	২	৩
পূর্ত জল সম্পদ এবং	৫৭৫,৮৬	১৬২,২৯
জনস্বাস্থ্য কারীগরী	২০০,০০	১০১,৫৪
স্বরাষ্ট্র	১৮,০০	—
মোট:-	৮০৩.৮৬	২৬৩.৮৩

[illegible] ৪১৫.৯৩ লক্ষ টাকা ১৯৯৩-৯৪ ইং সনের বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বে ও কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত টাকা ১৯৯৪ ইং সনের এপ্রিল মাসে রাজ্য কোষাগারে জমা করে ।

১৮। পরিকল্পনাও সমন্বয়	২২,০০	১৮,৭৭	০		৩,২৩
১৯। তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন	১৭৪,৫০	১৭০,৭৪			৩,৭৬
২০। পরিসংখ্যান	২৫,৫০	২৪,৫২	০	০	
২১। শিক্ষা (বিদ্যালয় শিক্ষা; উচ্চতর শিক্ষা, ক্রীড়া ও যুবকর্ম সূচী)	২৯০০,০০	২৮৮০,৩৪	০	১	
২২। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা	২১৫,০০	২২১,৬০	৬,৬০	০	
২৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৮০০,০০	৮১০,০১	১০,০১	০	
২৪। স্বায়ত্ত শাসন	১১৩৬.০০	১২৫১,২৭	১৫,২৭	০	
২৫। তফসিলী জাতি ও পশ্চাদপদ জাতি কল্যাণ	৩৬০.০০	৩৬০,০০	০	০	
২৬। তফসিলী উপজাতি কল্যাণ	৮৭০,০০	৮৫১,২৫	০	১৮,৭৫	
২৭। শ্রম, শ্রম, কর্ম বিনিযোগ ও কারখানা ও কয়লার সংস্থা)	৫০,০০	৫০,৫৬	৯,৫৬	০	
২৮। আইন	২৫,০০	৫,০০	০	২০,০০	
২৯। মুদ্রন ও স্টেশনারী	২১,৩৪	২১,৩৪	০	০	
৩০। গ্রাম উন্নয়ন	১৮৫০,৭৬	১৮১৬,৮৮	০	৬৩০৮৮	
মোট—	২২০২১.৩২	২২৪১৮,২০	২২৭,৫৭	১৩০,৬৯	

Annexure—II

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ-বার্ষিক পরিকল্পনা-১৯৯৩-৯৪ ইং
(North Eastern Counil-Annual plan/1993-94

		লক্ষ টাকা
দপ্তরের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ব্যয়ের হিসাব
১	২	৩

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Question's & Answer's)

Annexure—I

বার্ষিক পরিকল্পনা —১৯৯৩—৯৪ ইং (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	১৯৯৩ যোজনা খাতে বরাদ্দ অর্থ	৯৪ যোজনা খাতে মোট ব্যয়	অর্থ বর্ষ অতিরিক্ত খরচ	অব্যাহিত
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষনসহ)	১৪২৫,০০	১৪৪৩.৪১	১৮,৪১	০
২।	বণ	৪৬৫,	৪৭৪,৭৪	৯,৭৪	০
৩।	পশু পালন	৩৫০.০০	৩৫১.২১	১,২১	
৪।	মৎস্য	২৫০,০০	২৫২.৯৪	২,৯৪	০
৫।	আদিম জনগোষ্ঠীর প্রকল্প	১৫০,০০	১৪৯,৫২	০	০,৪৮
৬।	সমবায়	২০০,০০	১৯৯.২৩	০	০.৭৭
৭।	খাদ্য ও জন সংভরন	১৫.০০	১৫.০০	০	০
৮।	বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ	১৫০.০০	১৪৪;০৬	০	৫,৯৪
৯।	রাজস্ব	২৩২.২১	২১২,৫৯	০	১৯৬.৩
১০।	পঞ্চায়েত	১৫৭,০০	১৫৫,৪৫	০	১০৫৫
১১।	ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ	১৯৮০,০০	১৯৮০.০০	০	
১২।	সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন স্বাস্থ্য কারিগরী	১৬১২,০০	১৬৩৬,৪৩	২৪;৪৩	০
১৩।	বিদ্যুৎ	৩২০০.০০	৩২০৪,৩৭	৪,৩৭	০
১৪।	শিল্প	১০২১,০০	১০১৮.৯৪	০	২.০৬
১৫।	পূর্ত	২২০৫,০০	২৩৩৯,০৩	১৩৪.০৩	০
১৬।	পরিবহন	৩৩৯,০০	৩৩৯,০০	০	০
১৭।	স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা যোগাযোগ)	২০,০০	২০,০০	০	০

হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার শর্ত অনুসারে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে।

বর্ষ ভিত্তিক যোজনা বহির্ভুত খাতে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক) ঋন :—	Actual 1993—94	Pre Actual 1994—95
১। বিভিন্ন সংস্থা থেকে	৩৩,৭৯,৯৬,০০০	৩১;৭২,০০,০০০
২। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে —	১৬,২১,৪২,০০০	১৫,৫৫,০০,০০০
মোট :—	৫০,০১,৩৮,০০০	৪৭;২৭,০০,০০০

(খ) অনুদান ও অন্যান্য	Actual 1993—94	Pre Actual 1994—95
১। আয় কর —	২৩,৩৫,৪৬,০০০	২৪,৮৬০০,০০,০০০
২। কেন্দ্রীয় করে রাজ্যের অংশ।	১,৯৫,৯৪৭৫;০০০	২,১৮,২৮,০০০
৩। কেন্দ্র হতে যোজনা বহির্ভুত অন্যান্য অনুদান	১,০০,৫৩,১৬,০০০	৯৩,৯৮,০০,০০০
মোট :—	৩,১৯,৮৩৩৭,০০০	৩.৫৭,১২,০০.০০০

এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে কত টাকা পেয়েছে, বিভিন্ন দপ্তর ভিত্তিক তার আলাদা আলাদা হিসাব।

উত্তর—ঃ ১৯৯৩-৯৪ইং এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন, উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ এবং সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে যে টাকা পেয়েছে তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

ক। ১৯৯৩—৯৪ ইং বর্ষে রাজ্য পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন মোট ২২৩২১৩২ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছে এবং যোজনা বাবদ কেন্দ্রীয় সাহায্য মোট ২১৯৩৭.২৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। যোজনা বরাদ্দ মোট ২২৩২১.৩২ লক্ষ টাকা তৎসহ মোট ব্যয় ২২৯১৮.২০ লক্ষ টাকার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—I এ দেওয়া হল।

খ। ১৯৯৩-৯৪ইং বর্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ মোট ৭৩৩.২৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় মোট ৩১৫.০৯ লক্ষ টাকার দপ্তরভিত্তিক হিসাব Annexure—II তে দেওয়া হল।

গ। ১৯৯৩-৯৪ ইং বর্ষে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ মোট ৮০৩.৮৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ে মোট ২৬৩.৮৩ লক্ষ টাকার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure — III তে দেওয়া হল।

ঘ। ১৯৯৩-৯৫ ইং বর্ষে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশম রাজ্য যোজনা খাতে মোট ২৪৪৫৭.০০ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছে। মোট যোজনা বাবদ ২৪৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ২৫৭৫৪,১৫ লক্ষ টাকার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annenure —IV এ দেওয়া হল।

ঙ। ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যদ থেকে প্রাপ্ত মোট ২৯৫০.৯২ লক্ষ টাকা এবং তৎসহ মোট ব্যয় ২৯২৮.১২ লক্ষ টাকার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure —V

চ। ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত মোট ১০০৯.৩৩ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৮৯১,৫০ লক্ষ টাকার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexuer —VI এ দেওয়া হল।

১৯৯৩-৯৪ ইং এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে রাজ্য যোজনা বহির্ভূত খাতে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে যে অর্থ পেয়েছে তা প্রধানতঃ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র ফেরৎ যায় না?

পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা হইতে রাজ্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করেছে সেই অর্থ যোজনা খাতে ব্যয়ভার মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্ত অনুদানের পরিপূরক

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই সমস্যা দূরীকরনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER.

Minister-in-charge of the Revenue Department
(Shri Samar Cnoudhury) Revenue Minister.)

১। না সত্য নয়।

ত্রিপুরা বিক্রয়কর আইন ১৯৭৬ইং অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে ডিলারদের উপস্থিত থাকার জন্য নোটিশ দিয়ে থাকেন। যদি কতৃপক্ষ কোন জরুরী কাজ নিয়োজিত থাকার ফলে সেই তারিখে সময়ে Assessment করা সম্ভব না হয় তবে পুনরায় তারিখ ও সময় ঘোষনা করে নোটিশ দেওয়া হয়।

২। কোন সমস্যা সম্পর্কে সরকার অবহিত নয়।

Admitted Starred Question NO. 205.

Name fo the M.L.A. :—Shri Ratan Lal Nath
Will the Hon'ble Ministor-in Charge of the Ravenue Departmentbe Pleaesd to state :—

১। ইহা কি সত্য যে জায়গা জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে রেজেষ্ট্রী করার ক্ষেত্রে সারা রাজ্যে সরকার এলাকা ভিত্তিক বিক্রয় দর নির্ধারন করেছেন ?

২। যদি সত্য হয় তবে জমির বাজার দর নির্ধারনের পদ্ধতি ও ভিত্তি কি ?

ANSWER.

Minister-in-charge of the Revenue Department:
(Shri Samar Choudhury), Revenue Minister.)

১। হ্যাঁ।

২। জমির দর নির্দ্ধারন করা হয় জমির বর্তমান বাজার দর, জমির অবস্থান, জমির শ্রেণী এবং জমির ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর।

"ANNEXURE—"B"

Admitted uns tarred Question No. —2
Name of Member — Shri Amal Mallik

১। প্রশ্নঃ— ১৯৯৩-৯৪ ইং, ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে রাজ্য পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বহির্ভূত ঋণ, অনুদান সহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থা ও উত্তর-পূর্ব পর্ষদ

Admitted starred Question No. 190.

Name of the M.L.A.— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Deptt, be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য ইদানিং সিধাই থানাধীন মোহনপুরে সরকারী জায়গা দখলের প্রবণতা বাড়ছে ?

২। এর ফলে বহু সরকারী অফিসের সামনে এবং রাস্তার পাশে সরকারী জায়গা বে-আইনি ভাবে দখল করে পাকা ও কাঁচা ঘর বিনা বাধায় তৈরী করে নিচ্ছে ?

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কতটি ঘর তৈরী হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER.

Minister-in-Charge of the Revenue Department.

(Shri Samar Choudhury Revenue Minister.)

১। সিধাই থানা এলাকায় সরকারী জায়গা অবৈধভাবে দখলের প্রবনতা বাড়ছে এমন তথ্য নাই।

২। রাস্তার পাশে সরকারী জায়গা বে-আইনী ভাবে দখল করে পাকা ও কাঁচা ঘর বিনা বাধায় তৈরী করে নিচ্ছে এমন কোন অভিযোগ কোন সরকারী দপ্তর থেকে পাওয়া যায়নি। তবে পশ্চিম সিমনা তহশীলের জায়গা দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩। পশ্চিম সিমনা তহশীলের জায়গা দখলকারীর বিরুদ্ধে টি, পি, পি, আইন অনুযায়ী একটি উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Admitted starred Question No. 203

Name of the M.L.A. :– Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Development be pleaesd to state.

১। ইহা কি সত্য যে ব্যবসায়ীরা Sales Tax Return দেওয়ার পরেও যথা সময়ে Assessment করা হচ্ছে না এবং এর ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে ?

৭) নারায়ণপুর হাঁস উৎপাদক সমবায় সমিতি লি:

৭১) আগরতলা কো: অপা: ট্রান্সপোর্ট সোসাইটি লি:

৭২) ত্রিপুরা যাত্রী পরিবহন সমবায় সমিতি লি

৭৩) নারায়ণপুর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লি:

৭৪) লংকামুড়া কলোনী মৎস্যজীবি সমবায় স লি:

৭৫) পশ্চিম নারায়ণপুর পল্লীমঙ্গল মৎস্যজীবি সমবায় স লি

৭৬) নরসিংগড় রিক্সা শ্রমিক সমবায় সমিতি লি

সেকের কো: সার্কেল :—

৭৭) ও. এন. জি. সি এমপ্লয়িজ কো অপা লি

৭৮) ত্রিপুরা সংস্কার মুদ্রণ বিক্রেতা কো: অপা: লি

৭৯) পাণ্ডবপুর মৎস্যজীবি স: স লি.

৮০) দরিদ্র কল্যাণ মৎস্যজীবি স: স লি

৮১) সূর্যমনি নগর মৎস্যজীবি সঃ স লি

৮২) দক্ষিণ বাধারঘাট মৎস্যজীবি সঃ স লি:

৮৩) বৈকুন্ঠ গাঁওসভা মৎস্যজীবি সঃ স লি:

৮৪) বিবেকানন্দ মৎস্যজীবি স: স লি:

৮৫) কাঞ্চনমালা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি

৮৬) বিক্রমনগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি

৮৭) কমলাসাগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি:

৮৮) বৃন্দাবন মিল্ক প্রডিউসার কো স লি:

৮৯) রাজেশ্বরী মণিপুরী তাঁত সমবায় সমিতি লি

৯০) জয়ন্ত কনডিউর্জমা কো: অপা: স: লি:

৯১) আনন্দময়ী মিল্ক প্রডিউসার কো: অপা: সমিতি লি

৯২) গণ পরিবহন সমবায় সমিতি লি:

৯৩) ও, এন, জি, সি দিন মজুর কো: অপা: সমিতি লি

৯৪) বেলতলী কো: অপ: সমিতি লি:

৯৫) ত্রিপুরা চটকল এস, সি কো: অপা: স: লি

৯৬) জতিয়া মৃত্ত শিল্প সমবায় সমিতি লি:

৯৭) চিত্তরঞ্জন বি, এস, এস, লি:

৯৮) মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লি:

৯৯) আন এনরয়েড মালটি পারপাস কো: অপা: সমিতি লি:

১০০) এ, ডি, নগর মিল্ক প্রডিউসার কো: সমিতি লি:

১০১) বেলাবর মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১০২) ত্রিপুরা ব্যাম্বো এণ্ড কেনই ণ্ডাসট্রিয়াল কো: অপা: সমবায় সমিতি লি:

১০৩) আগরতলা বয়ান শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১০৪) গোকুলনগর আদর্শ বহুমুখী শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১০৫) চকবস্তা, হরিপুর, শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১০৬) চম্পামুড়া রজক সমবায় সমিতি লি:

১০৭) মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১০৮) দেশবন্ধু দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি লি:

১০৯) চম্পাক ধুম এস সি এস লি:

১১০) ওয়েষ্ট প্রতাপগড় ওমেন ইমডাষ্ট্রিয়েল কো: অপা: সো: লি.

১১১) পশ্চিম প্রতাপগড় পণ্য সামগ্রী সমবায় সমিতি লি:

১১২) রামকৃষ্ণ কনজিউম স কো: অপা: সো: লি:

১১৩) রামকৃষ্ণ ট্রান্সপোর্ট কো: অপা: সো: লি:

১১৪) জনপ্রিয় সেবা সমবায় সমিতি লি:

১১৫) মধুপুর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি লি:

১১৬) রামকৃষ্ণ কালানী বহুমুখী শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১১৭) অমঙ্গলী উদ্বাস্তু কল্যান সমবায় সমিতি লি:

১১৮) জনমঙ্গল কনজিউমার্স কো: অপা: সমবায় লি:

১১৯) প্রাক্তন চিত্র শিল্প সমবায় সমিতি লি:

১২০) অন্নপূর্ণা কনজিউমার্স কো: অপা: সমিতি লি:

১২১) চরিপারা ব্যবহারিক সমবায় সমিতি লি:

১২২) ক্ষুদ্র ড্রামা এণ্ড কালচারল কো: অপা: স লি:

১২৩) কমলা ইনডাষ্ট্রিয়াল সার্ভিস কো, অপ, স. লিঃ
১২৪) শিবিরটিলা পান উৎপাদক স, স, লিঃ
১২৫) চারিপাড়া রিক্সা শ্রমিক স স, লি,
১২৬) শ্রমিক স, স, লি,
১২৭) মধুপুর তাঁত শিল্প " " "
১২৮) বিবেকানন্দ ব্যবহারিক " " "
১২৯) এ ডি, নগর রিক্সা শ্রমিক " " "
১৩০) ইন্দিরা রিক্সা চালক " " "
১৩১) মা মলিনা সাপ্লায়ার্স কো, অপ, স লি
১৩২) এ. ডি নগর শ্রমিক সমবায় স লি,
১৩৩) হরিহরদোলা তাঁত শিল্প " " "
১৩৪) বিবেকানন্দ " " " " "
১৩৫) এ ডি নগর ব্যবহারিক " " "
১৩৬) মহিলা শিল্প " " "
১৩৭) কামেশ্বর মিক্স প্রোডিউসার্স কো. অপ. স. লি.
১৩৮) নারায়ণ খামার তাঁত শিল্প " "
১৩৯) জনপ্রিয় শিল্প স স, লিঃ
১৪০) আগরতলা ব্যবহারিক " " "
১৪১) বাধারঘাট বহুমুখী শিল্প " " "

চড়িলাম সার্কেল:—

১৪২) চড়িলাম হস্ত শিল্প স. স. লি,
১৪৩) সুকান্ত তাঁত শিল্প " " "
১৪৪) দক্ষিণ চাড়িলাম তাঁত শিল্প " " "
১৪৫) বড়জলা তাঁত শিল্প " " "
১৪৬] লালসিংমুড়া মনুমুর মহিলা তাঁত " " "
১৪৭] দক্ষিণ চাড়িলাম বহুমুখী হস্ত শিল্প " " "
১৪৮] হিরাপুর উপজাতি মৎস্যজীবি " " "

১৪৯) প খালিয়াঘাট উন্নয়ন মৎসজীবি স. স. লি,
১৫০] জনকল্যাণ মৎস্যজীবি " " "
১৫১) বিশ্রামগঞ্জ রেশম চাষী " " "
১৫২] উত্তর চড়িলাম তাঁত " " "
১৫৩] লালসিংমুড়া আঞ্চলিক তাঁত " " "
১৫৪] রামনগর উপজাতি মহিলা তাঁত " " " "
১৫৫] শেখরিশা তাঁত " " " "
১৫৬) বিশ্রাম গঞ্জ আদিবাসী তাঁত স, স, সঃ লিঃ
১৫৭) রাননগর সমবায় নারী তাঁত সঃ সঃ সঃ লিঃ
১৫৮) শঙ্কর বয়ান শিল্প স; স, লিঃ
১৫৯) করাইমুড়া হস্ত শিল্প " " "
১৬০] গ্রামীনকুটির শিল্প " " "
১৬১] বিবেকানন্দ বহুমুখী " " "
১৬২) লোক সেংক মৎসজিবী " " "
১৬৩ উত্তর চড়িলাম এস. পি. সি. এস. লিঃ
১৬৪] লেলিনজুটা কে. কে. এস, এসঃ লিঃ
১৬৫) পাথালিয়াঘাট এস সি, এস, লি,
১৬৬) গুলিরাইবাড়ী এস, সি, এস, লিঃ
১৬৭) প্রমোদনগর " " " "
১৬৮] চড়িলাম সংাহব এম এস এস এস লিঃ
১৬৯) চড়িলাম ফরেষ্ট লেবার এস এস লিঃ
১৭০) আদর্শ সেবা স, স, লিঃ
১৭১) বিশ্রামগঞ্জ এম্প্লয়ীজ এফ, এস, এস লিঃ
১৭২) দরিয়াথাল চন্দ্রমালা এস, পি, কে. এস, এস, লিঃ

বিশালগড় সার্কেল —

১৭৩) গোকুলনগর তাঁত এস, এস, এস. লি ,
১৭৪] বাইথখলা তাঁত স, স, লি,

১৭৫। ঢাকাবাড়ী মহিলা তাঁত স, স, লি,
১৭৬। বিশালগড় কনজিউমার্স কো, স, লিঃ
১৭৭। ঢাকাবাড়ী " ,, :: ::
১৭৮। নেরাউবা তাঁত স, স, স, লি
১৭৯। উত্তর রাজপুর ,, ,, ,, ,,
১৮০। [illegible] পুকুর " " " "
১৮১। গোপীনগর ,, ,, ,, ,,
১৮২। বাবার দাখি এম. পি, সি, এস লি,
১৮৩। রঘুনাথপুর এম, পি, সি. এস লিঃ
১৮৪। বিশালগড় , ,, ,, ,, "
১৮৫। সুনামগঞ্জ " " " " "
১৮৬। গুলাম মোটর স, স, স, লি,
১৮৭। নোয়াপাড়া সমতি ট্রান্সপোর্ট স স স. লিঃ
১৮৮। নবোদয় [illegible] স, স. লি
১৮৯। পরিমল স্মৃতি এম স, স. লিঃ
১৮৯ বিশালগড় রিক্সা স, স, লিঃ
১৯০। রতননগর মৎসজীবি স, স, লিঃ
১৯১। বিশালগড় " ,, "
১৯২। বিশালগড় নিউ মার্কেট মৎসজীবি স. স, লিঃ
১৯৩। পূর্ব লক্ষীবিল মৃৎ স. স. স লিঃ
১৯৪। গোলাঘাটি মৃৎ স; স, স. লিঃ
১৯৫। বিশালগড় " " ,, ,, "
১৯৬। বিশালগড় কুটির ও হস্ত কারু স, স. লি.
১৯৭। বিশালগড় বিড়ি বাঁধন ,, ,, ,,
১৯৮। বিশালগড় শুচি ,, ,, ,, ,,
১৯৯। নবোদয় বৈশ্য কর " " " "
২০০। বাস্তুহারা বহুমুখী ,, ,, ,, "

২০১) জনকল্যাণ এস; সি. এস লি :

মোহনপুর সার্কেল :—

২০২) মোহনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি লি:
২০৩) তারানগর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি লিঃ
২০৪) হেজামারা " " " " "
২০৫) সাওড়ামিয়া " " " " "
২০৬) কলকলিয়া " " " " "
২০৭) বিজয়নগর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
২০৮) কালাছড়া " " " "
২০৯) তারানগর " " " "
২১০) ফুলবাগান " " " "
২১১) কলকলিয়া " " " "
২১২) ঈশানপুর " " " "
২১৩) মোহনপুর কাষ্ঠ শিল্প সমবায় সমিতি লি:
২১৪) বিজয়নগর কাষ্ঠ শিল্প সমবায় সমিতি লি:
২১৫) বিশ্বকর্মা কাষ্ঠ শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২১৬) মোহনপুর হস্ত শিল্প সমবায় সমিতি লি:
২১৭) তারানগর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২১৮) ঈশানপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি;
২১৯) মনতলা তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি:
২২০) মোহনপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি,
২২১) মনতলা আদিবাসী মহিলা তাঁত শিল্প স সঃ লি;
২২২) নোয়াগাঁও আদিবাসী মহিলা তাঁত শিল্প স: স: লিঃ
২২৩) কালাছড়া আদিবাসী তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২২৪) মুনিপুর আদিবাসী তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২২৫) বৈকুণ্ঠপুর আদিবাসী তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি:
২২৬) ডাকাইয়া পাড়া তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

২২৭) মোহনপুর রিক্সা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ
২২৮) মোহনপুর মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ
২২৯) সিমনা মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ
২৩০) সিমনা মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ
২৩১) তার নগর সিবন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২৩২) আইচক মোটর শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ
২৩৩) তুলা মৃৎ শিল্প " " "
২৩৪) কলকলিয়া শুকর পালনকারী সমবায় সমিতি লিঃ
২৩৫) কাশছড়া চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ
২৩৬) চাঁদনিমুড়া মৃৎ শিল্প " " "
২৩৭) মহাদেব পাড়া বৈকুণ্ঠপুর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
২৩৮) কলকলিয়া বহুমুখী শরনার্থী " " "
২৩৯) হাবিনাখেলা সমবায় সমিতি লিঃ
২৪০) ছনখলা শাং চৌধুরী শুকর পালনকারী সমবায় সমিতি লিঃ
২৪১) মোহনপুর ব্লক এ.গা ইঞ্জিনীয়ারিং " " "
২৪২) সিমনা আঞ্চলিক কেন্দ্র বহুমুখী " " "
২৪৩) চাকমা পাড়া সারবিস কোঃ " " "
২৪৪) তারাপুর " " " " "
২৪৫) ঈশানপুর " " " " "
২৪৬) বিজয়নগর " " " " "
দেবাপুর " " " " "
২৪৭) গুছামুড়া মহিলা তাঁত শিল্প " " "

কামালঘাট সার্কেল

২৪৮) প্রগতি তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২৪৯) বামুটিয়া " " " "
২৫০) সোনাতলা মনিপুরী মহিলা তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২৫১) পাওনা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

২৫২) কামালঘাট মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

২৫৩) ছেচুরিয়া ,, ,, ,, ,,

২৫৪) জনকল্যান তন্তুবায় ,, ,, ,,

২৫৫) কালা পাবিয়া মহিলা তন্তুবায় সমবায় সমিতি লি:

২৫৬) ফটিকছড়া ,, ,, ,, ,, ,,

২৫৭) গান্ধীগ্রাম মৌজা মৎস্যজীবি ,, ,, ,,

২৫৮) ফটিকছড়া তন্তুবায় ,, ,, ,,

মজলিসপুর সার্কেল

২৫৯) দুধ প্যাতিল তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি:

২৬০) সন্যাসীচো ,, ,, ,, ,, ,,

২৬১) রাধা গোবিন্দ ,, ,, ,, ,, ,,

২৬২) মাধবরাড়ী দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি লিঃ

২৬৩) হরিজয় চৌধুরী পাড়া সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ

২৬৪) দুধবাছড়া ,, ,, ,, ,, ,,

২৬৫) রানীর গাঁও মোহনপুর প্রাথমিক কৃষি সহ সমবায় সমিতি লিঃ

সার্কেল—রানীরবাজার

২৬৬) রানীরবাজার মহিলা মোমি শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

২৬৭) রানীরবাজার কো-অপারেটিভ প্রসেসিং সমবায় সমিতি লিঃ

২৬৮) রানীরবাজার দুগ্ধ উৎপাদক প্রসেসিং সমবায় সমিতি লি:

২৬৯) কাবরা খামার ,, ,, ,, ,, ,, ,,

২৭০) রাধা কিশোরনগর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

২৭১) ইচ্ছামুন্না তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি:

২৭২) তা স্রাং রিক্সা শ্রমিক তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি: ।

মিউনিসিপল পশ্চিম সার্কেল

২৭৩) রামপুর শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

২৭৪) শ্রীদুর্গা মহিলা তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

যোগেন্দ্রনগর সার্কেল

২৭৫) টাকারজলা উপজাতি মৎসজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
২৭৬) অহিচুক কাষ্ঠ শিল্প সমবায় সমিতি লি:
২৭৭) ঋষিদাস হাউজ বিল্ডিং সমবায় সমিতি লি:
২৭৮) রেন্টাস গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়েজ হাউসিংকো, অপারেটিভ সোসাইটি লি:
২৭৯) জিরানীয়া তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লি:

মিউনিসিপল সেন্ট্রাল সার্কেল

২৮০) কো-অপরেটিভ কনজিউমার্স
২৮১) বিবেকানন্দ কো- প্রগতি তাঁত শিল্প স, স, লি,
২৮২) ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ

মিউনিসিপল পূর্ব সার্কেল

২৮৩) রামঠাকুর কো-অপরেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোরস লিঃ
২৮৪) ঐ বিং সিং তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
২৮৫) মোটর শ্রমিক পরিবহন সমবায় সমিতি লিঃ
২৮৬) টার সোপ এণ্ড ক্যাণ্ডেল ওয়ার্কার্স
২৮৭) কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
২৮৮) নাগেরজলা হরিজন সমবায় সমিতি লিঃ
২৮৯) পশ্চিম নন্দপুর কে, এস; এস, এস লিঃ
২৯০) মর্দন এস, সি, এস লি:
২৯১) ধলাই পুকুর এস, সি, এস লি,
২৯২] বাদ্যারদীঘি এস, সি এস লি:
২৯৩) চন্দ্রনগর এস, সি এস, লিঃ
২৯৪] গুচামুড়া তাঁত শিল্প সঃ সঃ লি
২৯৫] বিজয়নগর মৎস্যজীবি সঃ সঃ লি:
২৯৬] রামকৃষ্ণ ব্যবহারিক সঃ সঃ লিঃ
২৯৭] পাণ্ডবপুর বয়ন শিল্প সঃ সঃ লি.

২৯৮] এ. ডি নগর মহিলা তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ
২৯৯) বিক্রমনগর এণ্ড পাণ্ডবপুর স, স, লি,
৩০০) রাধনগর মনিপুরী মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান লি,
৩০১) রুদ্র মৃৎ শিল্প স, স, লিঃ
৩০২) ইশানপুর এস এস লি,
৩০৩) পূর্বাঞ্চল এস সি এস, লিঃ
৩০৪) র ০ন ,ুর এস, এস, এস, লিঃ
৩০৫) মিলন তন্তুরাম এস এস লিঃ
৩০৬] জন মঙ্গল এস সি, এস লিঃ
৩০৭] পল্লী মঙ্গল এস সি. এস লিঃ
৩০৮) ইউনাইটেড ফামার্স এস সি স
৩০৯) কাঠ শিল্প এস এস লিঃ
৩১০] নেতাজীনগর দুগ্ধ উৎপাদক সঃ সঃ লিঃ
৩১১) মহেশ রায় পাড়া উপজাতি জুমিয়া এস এস লিঃ

গণ্ডাছড়া

৩১২) গণ্ডাছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সঃ লিঃ
৩১৩) রইস্যাবাড়ী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

কৈলাশহর মহকুমা ঃ—

৩১৪) বিলাসপুর তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ
৩১৫) মৎস্যজীবি কল্যাণ সমবায় সঃ লিঃ
৩১৬) হিত সাধনা কোঃ মার্কেটিং সঃ লিঃ
৩১৭) রাজবাড়ী নারী মণ্ডল সমবায় সঃ সমিতি লিঃ
৩১৮) চন্দ্রপুর বাসমনি বস্ত্রবয়ন সঃ সঃ লিঃ
৩১৯) গোবিন্দপুর তন্তু শিল্প সঃ সঃ লিঃ
৩২০) শেও ছড়া রমানগর তাঁত শিল্প সঃ সঃ লিঃ
৩২১) ধর্মনগর তন্তুবায় সমবায় সঃ লি,
৩২২) জলাবাসা তাঁত শিল্প সঃ সঃ লি.

১৩ কাঞ্চনপুর গাঁ [illegible] সঃ লিঃ
১৪ দেওয়ান পাশা [illegible] সঃ লিঃ
১৫) ধর্মনগর সরকারি [illegible] সঃ লিঃ
১৬) ধর্মনগর রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কনজিউমারস স্টোরস লিঃ
১৭) ধর্মনগর কো-অপঃ কনজিউমারস স্টোরস লিঃ
১৮) বিশাল কনজিউমারস এমপ্লয়িজ কোঃ সঃ লিঃ
১৯) রাজবাড়ি মধুসূদন টি গার্ডেন কোঃ কনজিউমারস স্টোরস লিঃ
২০) [illegible] কোঃ কনজিউমারস স্টোরস লিঃ
২১) [illegible] কোঃ কনজিউমারস স্টোরস লিঃ
২২) [illegible] সঃ লিঃ
২৩) ধর্মনগর [illegible] সঃ লিঃ
২৪) [illegible] পার্ট কো সঃ লিঃ
২৫) [illegible] কোঃ সঃ লিঃ
২৬) [illegible] কোঃ সঃ লিঃ
২৭) [illegible] ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঃ সঃ লিঃ
২৮) [illegible] কোঃ সঃ লিঃ
২৯) [illegible] লিঃ
৩০) [illegible] কোঃ সঃ লিঃ
৩১) [illegible] কোঃ সঃ লিঃ
৩২) [illegible] কোঃ সঃ লিঃ
৩৩) [illegible] মেকিং কোঃ সঃ লিঃ
৩৪) ধর্মনগর [illegible] পোলট্রি ফার্মিং কোঃ এন্ড প্রোসেসিং সঃ লিঃ
৩৫) [illegible] লিঃ
৩৬) ধর্মনগর শ্রমিক সঃ সঃ লিঃ
৩৭) [illegible] শ্রমিক সমবায় সঃ সঃ লিঃ
৩৮) [illegible] মজদুর সঃ সঃ লিঃ
৩৯) ধর্মনগর [illegible] কোঃ সঃ লিঃ

৩৫০) সানাইত বাস ভূমিহীন ও জুমিয়া এস, এস, এস, এস, লি
৩৫১] শৈলেং বাড়ী এস, সি এস লি:
৩৫২) পেকুছড়া ভূমিহীন এস সি এস লি:
৩৫৩) উত্তর পদ্মবিল ভূমিহীন স: স: লি:
৩৫৪) ইউনাইটেড ব্রিক বিল্ডার্স কো: স: লি:
৩৫৫) ত্রিপুরা এন্ট্রপ্রেনরস কো. স. লি:
৩৫৬) পানিসাগর মালবরী। সিল্ক ওকারাস কাম রাবার কো স: লিঃ
৩৫৭) কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো: স: লি:
৩৫৮) জনকল্যান মৎস্যজীবি স: স: লি:
৩৫৯) দশদা তাঁত শিল্প সমবায় স: লি:
৩৬০) নবীন ছড়া মহিলা তাঁত শিল্প স. স লি:
৩৬১) উত্তর মাছমাড়া তাঁত শিল্প স: লি:
৩৬২) আদি নাথ তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৩৬৩) বিবেকানন্দ ব্যবহারিক স. স, লি.
৩৬৪) পেচারথল হস্ত শিল্প স, স, লিঃ
৩৬৫] জম্পুই টেইলরিং ও উল নিটিং কো; স, সি,
৩৬৬। বনহলদি গুরথা গুণী কো: সঃ লিঃ
৩৬৭। কাঞ্চনপুর বাঁশ বেত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৩৬৮। দশদা লক্ষীপুর শুকর পালন „ „ „
৩৬৯। জম্পুই অরেঞ্জ গ্রোয়ার্স কোঃ „ „
৩৭০। ত্রিপুরেশ্বরী এস, সি এস লিঃ
৩৭১। ধনীছড়া „ „ „ „
৩৭২। ভিতরমাছমাড়া „ „ „ „
৩৭৩। গোমিশকুর „ „ „ „
৩৭৪। লালজুরি ভূমিহীন এস, সি এস লিঃ
৩৭৫। নবীনছড়া „ „ „ „
৩৭৬। কাঞ্চনপুর শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

উদয়পুর মহকুমা

৩৭৭। মাতাবাড়ী এস এস এসঃ লি
৩৭৮। উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃ সঃ লিঃ
৩৭৯। উদয়পুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
৩৮০। উত্তর মহারানী ,, ,, ,,
৩৮১। খিলপাড়া ,, " " ,,
৩৮২। বাগমা সমাজ কল্যান মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
৩৮৩। ছাত্র মহিলা তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৩৮৪। উদয়পুর মোটর শ্রমিক " " ,,
৩৮৫। বাগমা মিল্ক প্রোডিউসার কোঃ ,, ,,
৩৮৬। অম্পিনগর মৎস্যজীবি সমবায় ,, ,,
৩৮৭। তুইছামা ক্ষুদ্র " " ,, "
৩৮৮। অমরপুর ,, ,, ,, ,,
৩৮৯। মালবাসা " ,, ,, ,,
৩৯০। নতুন বাজার ,, ,, ,,
৩৯১। গোমতি উপজাতি ,, ,, ,, ,,
৩৯২) উদয়পুর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
৩৯৩) অমরপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃ সমিতি লিঃ
৩৯৪) বিদ্যানগর ,, ,, ,, ,, ,,
৩৯৫) বিশ্বকর্মা কাষ্ঠ শিল্প ,, ,, ,,
৩৯৬) কলাবাড়িয়া মৎস্যজীবি ,, ,, ,,
৩৯৭) সাব্রুম প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃ ,, ,,

কমলপুর মহকুমা

৩৯৮) কড়াইছড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
৩৯৯) কমলপুর ডেভেলপমেন্ট এগ্রিকালচার কনজিউমার্স কোঃ সমিতি লিঃ
৪০০) দাবং টিলা চা শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ

সোনামুড়া মহকুমা

৪০১) সোনামুড়া সব্জি উৎপাদক সমবায় সমিতি লিঃ

বিঃ দ্রঃ

অন্যান্য --	৪০১
B. P. LAMPS/PACS	৪০
	মোট — ৪৪১টি

৪৪১টি সোসাইটিতে নির্বাচন বাকী আছে।

Admitted Un-starred Question No. 15

Name of the Member— Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon ble Minister in-Charge of the CO-Operative Deparement be pleaesd to state.

১নং প্রশ্ন—রাজ্যের সমবায় ব্যাংক ১৯৯৪-৯৫ইং সালে কত সংখ্যক লোককে আই, আর, ডি, পি, ঋণ দিয়েছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

১নং উত্তর :—রাজ্যে সমবায় ব্যাংক ১৯৯৪-৯৫ইং সনে মোট ৫,৪৬৯ জনকে IRDP ঋণ দিয়েছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

১।	মেলাঘর ব্লক	=৮০৬ জন
২।	বিশালগড় ব্লক	=৬৭৩ "
৩।	মোহনপুর "	=৩১৭ "
৪।	জিরানীয়া "	=৩৫৮ "
৫।	তেলিয়ামুড়া "	=২৮০ "
৬।	খোয়াই "	=৩২৯ "
		২৫৮৩ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

১।	মাতা বাড়ী ব্লক	=৪৪২ জন
২।	বগাফা ব্লক	=২৩০ "
৩।	সান্ত চাঁদ ব্লক	=৩১৯ "
৪।	রাজনগর ব্লক	=৭৬৭ "
		১৭৯৮ জন

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

১। দামছড়া ব্লক = ১৭৫ জন।
২। ছৈলেংটা ব্লক = ৫৭ „
৩। কুমারঘাট ব্লক = ২৪২ „
৪। পানীসাগর ব্লক = ৪১৬ „
৫। কাঞ্চনপুর ব্লক — ১৯৮ „

১০৮৮ জন।

২নং প্রশ্ন :— বর্তমান আর্থিক বৎসরে কত ঋণ দিবেন ?

উত্তর

২। ১৯৯৫-৯৬ সনে রাজ্য সমবায় ব্যাংক মোট টা ৮৬০.২৫ লক্ষ ঋণ প্রদানের লক্ষমাত্রা ধার্য্য করেছেন।

৩নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে বিগত জোট সরকারের আমলে রাজ্যে সমস্ত ল্যাম্পস; প্যাক্স তহবিল তছরূপ করে ঋন আদান প্রদানের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ?

উত্তর

৩। না। এরকম কোন তথ্য জানা নাই।

৪নং প্রশ্ন :— সত্য হলে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আর্থিক অনুদান দিয়ে কতটি ল্যাম্পস; প্যাক্স সচল করেছেন ?

উত্তর

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un starred Question No —16.

Name of M.L.A.— Shri Samir Deb Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর কতজন উপজাতি তাদের বে-আইনি হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাবার জন্য মামলা করেছেন, তন্মধ্যে কতজনকে তাদের জমি • (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

২। যে সকল অ-উপজাতি জমি ফেরত দিয়েছে তাদের বতো কা ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্তমানে কতটি মামলা বিচারাধীন আছে এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে কতজন ক্ষতি পুরণের টাকা পাওনা রয়েছেন? (মহকুমাভিত্তিক)।

ANSWER:

Minister-in Charge of the Revenue Department. — Revenue Minister (Shri Samar Choudury,)

১)

২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩)

Admitted Un-starred Question No. 17

Name of the M.L.A. —Shri Amal Mallik:

Will the Honble Minister-in—Charge of the Revenue Deptt. be pleased to state

১। বিভিন্ন কর বাবদ রাজ্যের বর্তমানে রাজস্ব আয় কত?

২। কোন খাত থেকে ঐ আয় কত তার আলাদা হিসাব?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Revenue Department. — (Shri Samar Choudhury) Revenue Minister.

১। বিভিন্ন কর বাবদ রাজ্যের বর্তমান রাজস্ব আয় ৪৩,৫৭.০৬,০০০ টাকা।

২। আয়ের বিভিন্ন খাত সম্বন্ধীয় তালিকায় আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া হইল।

(সহস্র টাকার হিসাবে

জমাকৃত টাকার বিভিন্ন খাত সমূহ	৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে রাজস্ব আয় বাবত	৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরে সম্ভাব্য ধার্য রাজস্ব	৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরের আগষ্ট পর্যন্ত রাজস্ব আয়
১	২	৩	৪
০০২২—কৃষি খাতে আয়	২২,৫৩	২৯,০০	৩,০৩
০০২৮—প্র্যাফেসানেল টেক্স	৪,৬৭;৭৮	৬,০১,০০	৫১,৩৫
০০২৯ ভূমি রাজস্ব	১,৮৩,২২	৫৩,০০	১০.৩০

••৩• ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন	২,৯৩.৬৬	৪;৪৯'••	১,২৬,৩৩
••৩৯ আবগারী শুল্ক	৮,২৬.৩৮	১•.৪•.••	৩,২১,৮৯
••৪• বিক্রয় কর	২৩,১৮'৭৭	২৫,৪•;••	৮;৮৬,৭৮
••৪১ যান বাহন কর	১.৭•,••	১,৮৭,••	—
••৪৩ বৈদ্যুতিক কর	৫•	১,••	—
••৪৫ অন্যান্য কর	৭১,২২	১,১•,••	৩৭,••
	মোট :—৪৩,৫৪,•৬	৫•,২৪,••	১৪,১৬,৬৮

Admitted Un starred Question No. 23
Name of Member :— Shri Amal Mallik

১) প্রশ্ন ;—ইহা কি সত্য ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যের যোজনা বরাদ্দের পুরো অর্থ বিভিন্ন দপ্তর সময় মত খরচ করতে পারে নি ?

উত্তর :—১৯৯৪-৯৫ইং অর্থবর্ষে কিছু কিছু দপ্তরে যোজনা বরাদ্দে পুরা অর্থ সময়মত খরচ করতে না পারলেও রাজ্যের মোট খরচ মোট যোজনা বরাদ্দের বেশী হয়েছে।

২) প্রশ্ন:—১৯৯৭-৯৫ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের যোজনা বরাদ্দের কত টাকা ছিল (দপ্তর অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব) এবং ১৯৯৬ইং এর মার্চ মাসের মধ্যে খরচ করতে না পারায় কত টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে (দপ্তর অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব) ?

উত্তর :—১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যের মোট যোজনা বরাদ্দ ২৪৪৫৭,•• লক্ষ টাকা এবং যোজনা খাতে মোট খরচ ২৫৭৫৪ ১৫ লক্ষ টাকা। যদিও কোন কোন দপ্তর বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করতে পারে নাই তথাপি ও কোন কোন বিভাগ অতিরিক্ত ব্যয় করায় পরিকল্পনার কোন অর্থ ফেরৎ যায় নাই। দপ্তরওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব (লক্ষ টাকার হিসাবে) Annexure-I এ সংযোজিত হল।

বার্ষিক পরিকল্পনা—১৯৯৪-৯৫ ইং (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	১৯৯৪—৯৫ ইং অর্থবর্ষ যোজনা খাতে বরাদ্দ অর্থ	যোজনা খাতে মোট ব্যয়	অতিরিক্ত খরচ	অব্যয়িত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	কৃষি	৮২৫.০০	৯২০.১০	৯৫.২০	০
২)	উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ	৭৫০,০০	৭৫০,৪৯	০,৪৯	০
৩)	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	৪৪০,০০	৪৬৪.৩২	২৪,৩২	০
৪)	মৎস্য	৩৭৫,০০	৩৮০.৫৬	৫.৫৬	০
৫)	বন	৩৯৬,০০	৪০৫,২৯	৯,২৯	০
৬)	আদিম জনগোষ্ঠি প্রকল্প	১৫০,০০	১৪৩,১৯	০,০০	৬,৮১
৭)	সমবায়	২৬০,০০	২৬০,০১	০,০১	০
৮)	খাদ্য ও জনসংভরন	১৫,০০	১৭,৫০	২,৫০	০
৯)	গ্রামীণ উন্নয়ন	২১১৩,০১	২৫৬৪,৫৬	৫১,২৫	১০
১০)	পঞ্চায়েত	২১৬,২৮	২১৪,৩০	০,০০	০
১১)	ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ	১৯৮০,০০	১৯৮০,০০	০,০০	০
১২)	বোট, বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি	১৪২৪,০০	১৪৪২,৬৮	১৮,৬৮	০
১৩)	বিদ্যুৎ	২৬০৮,৪০	৩২৫৯,০১	৬৫০.৬১	০
১৪)	শিল্প ও বাণিজ্য	১০৪৫,০০	১০৪৯,২৮	৪,২৮	০
১৫)	পরিবহন	৩০১,৫০	৩০১,৫০	০,০০	০
১৬)	রাজস্ব	২৫২ ০০	২৪৯,৮৫	৭,৮৫	০
১৭)	বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ	১৫০,০০	১৪৭,৫৪	০,০০	২,৪৬

১৮)	পূর্ত	২৭৮৪,০০	২৯৭৬,২৪	১৯২,২৪	০
১৯)	তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন	১৭৬,০০	১৮৪.৬৯	৮.৬৯	০
২০)	পরিসংখ্যান	৩০,০০	২১,৬০	০	৮.৪০
২১)	বিদ্যালয় শিক্ষা	৩৪২৪.০০	৩৭৮০৮,৬৫	২৮৪.৬৫	০
২২)	উচ্চতর শিক্ষা	১৮৩'০০	১৮১,২৭	০	১,৭৩
২৩)	সমাজ কলানওসমাজ শিক্ষা	২৮৮,০০	২৯১,৪৮	৩,৪৮	০
২৪)	ক্রিড়া ও যুব কর্মসূচী	১০০,০০	১০০,৬০	০,৬০	০
২৫)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯০০,০০	৯০০,০০	০	০
২৬)	স্বায়ত্ব শাসন	৬৬৪,৭৬	৬৬৩,৭৬	০	০
২৭)	তফসীলি উপজাতি কল্যাণ	১৬১২,০০	১৬১২,০০	০	০
২৮)	তফসীলি জাতি ও পশ্চাদপদ জাতি কল্যাণ	৩৬০,০০	৩৬০,০০	০	০
২৯)	আইন	৫'০০	৪;৫০	০	০ ৫০
৩০)	মুদ্রন ও স্টেশনারী	১৫'০০	৮,৭৭	০	৬,২৩
৩১)	নিয়োগ ও সেবা	২,০০	০,৫৩	০	১.৪৭
৩২)	কারাগার	৩,৬২	০,০০	০	৩,৬২
৩৩)	স্বরাষ্ট্র দপ্তর	৭০,০০	৫০,০০	০	২০,০
৩৪)	শ্রম	৩০,০০	২৯,৮৭	০	০,১৩
৩৫)	কর্ম সংস্থান	১৮,০০	১২.৬৫	০	৫,৩৫
৩৬)	কারখানা	১৫.০০	১৪ ১৭	০	০,৮৩
৩৭)	পরিকল্পনা ও সমন্বয়	৭৫,১৩	৭২.০৯	০	৩,০৪
					৬২,৫৫
	মোট :—	২৪৪৫৭.০০	২৫৭৫৪,১৫	১৩৫৯,৭০	

পরিকল্পনা বরাদ্দের মোট অতিরিক্ত ব্যয়] (১৩৫৯,৭০-৬২,৫৫) লক্ষ টাকা
= ১২৯৭.১৫ লক্ষ টাকা ।

Admitted Un-starred Question No. 24

Name of the Member — Shri Amal Mallik,

Will the Hon ble Minister-in Charge of the Rural Develepment Department be pleaesd to atate.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক গুলিতে কত শ্রম দিবসের কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে (তার ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব।)

২। ১৯৯৪—৯৫ ইং বর্ষে বিভিন্ন ব্লকগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সে পরিমান কাজ দেওয়া হয়েছে তার ফলে একজন শ্রমিক এই বর্ষে কতদিন কাজ পেয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব।)

উত্তর

১ ১৯৯৪—৯৫ ইং বর্ষে রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় এস. আর. ই. পি, জে, আর, ওয়াই ও ই এ, এস. এ যে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধী।)

জেলা	এস আর, ই পি	জে, আর, ওয়াই	ই এ এস এ	মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪:৮৭,০০০	১০,৯২,০০০	২৪,৮৫,০৮০	= ৪০,৬৭,০০০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪,৪৪,৫০০	৮,৮৫'৭০০	১৭ ৬৮;৮০০	= ৩০৯৯০০০
উত্তরত্রিপুরা	৪;৩২.৭০০	৯,৯৩,৮০০	১৭,৮০.৮০০	= ৩২;০৭;৩০০
	১৩৬৮;২০০	২৯'৭১;৫০০	৬০;৩৪,৬০০	= ১০৩ ৭০,৩০০

২নং উত্তর :— ১৯৯৪—৯৫ ইং বর্ষে বিভিন্ন ব্লকে গড়ে প্রতি শ্রমিক যত দিন কাজ পেয়েছে তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

জেলা	ব্লক	প্রতি শ্রমিক গড়ে কাজ পেয়েছে।
পশ্চিম ত্রিপুরা —	বিশালগড় ও জুকলি — —	৩৯
	মোহনপুর — — — —	৪০
	মেলাঘর — | — —	৩৪

	জিরানিয়া ও মান্দাই	৩৯
	তেলিয়ামুড়া খোয়াই ও তুলাশিখর।	৩১
	জম্পুইজলা	৬০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	অমরপুর	২৪
	করবুক	২৮
	মাতাবাড়ী	২০
	কিল্লা	২২
	বগাফা	২৫
	রাজনগর	২৯
	সাতচাঁদ	২৮
	রূপাইছড়ি	১৮
	ডম্বুরনগর	৮৭
উত্তর ত্রিপুরা	পানিসাগর	৫৫
	কাঞ্চনপুর	৩১
	কুমারঘাট	২৩
	ছামনু	৫১
	সালেমা	—

Admitted Un-starred Question No. 25

Name of the M.L.A. —Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in—Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ১৯৯৪-৯৫ইং বর্ষে রাজ্যে কত জন ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ও কত পরিমান ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

২) এর মধ্যে কতজনকে গৃহের জন্য কত পরিমান ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWER

Minister-in Charge of the Revenue Department.

(Shri Samar Choudhury)- Revenue Minister.

১) ১৯৯৪—৯৫ ইং বর্ষে মোট ১,০২৩ জনকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

ভূমি পরিমান মোট ১;০৪৭:০০ একর।

২) এর মধ্যে ৭২৬ জনকে মোট ৫৭২,৪২ একর ভূমি গৃহ নির্মানের জন্য দেওয়া হয়েছে।

জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

জেলা	ভূমিহীন		গৃহহীন	
	নাম্বার	এরিয়া	নাম্বার	এরিয়া
পশ্চিম জেলা =	১৪৪	২৯৬,৫৮	২১৫	১৫৬,৪১
উত্তর জেলা =	২৩	৩৫,৫৩	১৭৪	৯৮,৪৬
দক্ষিণ জেলা =	১০৩	১১৪.২৬	৩২২	৩০১.৬৬
ভূমিলেখ্য আধিকারিক =	২৭	৩০.২১	১৫	১৫.৮৯
	২৯৭ জন	৪৭৪,৫৮ একর	৭২৬ জন	৫৭২,৪২ একর

Admitted Un starred Question No —26.

Name of M.L.A.— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে বর্তমানে কত পরিবার আছে যাদের গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি নেই, তার মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব ?

২) এই সকল পরিবারগুলির মধ্যে এস, টি, এস সি ও ওবিসি, ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা কত, তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Revenue Department.
(Shri Samar Choudoury Revenue Minister.)

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :

রাজ্যে বর্তমানে কত পরিবারের গৃহ নির্ম্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি নেই এবং ঐ সকল পরিবারগুলির মধ্যে এস; টি ও এস, সি ভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে এস টি ও এস সি ভুক্ত পরিবারের সংখ্যা কত তার মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব নিম্মে দেওয়া গেল।

মহকুমা	পরিবারের	তফসিলী উপজাতি	তফসিলী জাতি সংখ্যা।
সদর	১১·৭৩০		
খোয়াই	৩,৫৬৪	৬,২১৭	৫.৩২৫
সোনামুড়া	১,৫৩৬		
	১৬,৮৩০		
কৈলাশহর	৪·২৬৬		
ধর্ম্মনগর / কাঞ্চনপুর	২·০৫২	৯২৫	১,৭৪৫
	৬,৩১৮		
অমরপুর	৮৭৯		
বিলোনীয়া	৩৩৯	১,৭০৫	১;২৫৩
সাব্রোম	১৪০		
উদয়পুর	৩,০৮৮		
	৪.৪৪৬		

কমলপুর	৩৬৪		
লংতরাইভেলী	৩৪৯	২,৯২৪	৫২৩
গণ্ডাছড়া	৩২০১		
	৩,৯১৪		

Admitted Un-starred Question No. 27

Name of the M.L.A :— Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleaesd to state:

১। রাজ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার যোগ্য খাস ভূমির পরিমান কত? এর মধ্যে P, F. & R, F. আওতাধীন খাস ভূমির পরিমান কত এবং P. F; & R. F. এর বাইরের খাস ভূমির পরিমান কত?

(মহকুমা ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the evenue Deparment;

১। বর্তমানে ত্রিপুরার বন্দোবস্ত দেওয়ার যোগ্য খাস জমির পরিমান এবং বন দপ্তরের জন্য সংরক্ষিত RF, জমির পরিমান নিম্নে দেখানো হল। (মহকুমা ভিত্তিক) RF, জমি খাস জমির আওতায় আসেনা। ১৯৮২ সনের পূর্বে বন দপ্তরের হাতে যে PF, জমি হিসাবে বিরাট এলাকা রক্ষিত ছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জরীপ ও সীমানা নির্দ্ধারন না হওয়ায় রাজ্য সরকার এই অংশের সকল জমি পুনঃ পরীক্ষা করে বনাকৃত এলাকা চিহ্নিত করার ব্যাপারে আইনতঃ PF, সীমানা পুন নির্দ্ধারনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখনো এই কাজ সমাপ্ত হয় নাই।

মহকুমা	খাস জমির পরিমান।	RF. জমির পরিমান।	(একর হিসাবে) ১৯৮২ সালে PF, বাতিল করা জমির পরিমান
সদর	৭৭২৯,১৪০	১০৮৭৯৪৮৩	৩৮৩০৯:০৭
খোয়াই	২৯১১,১০৬	১৫৬০৭২.৪০	৪১৩৮১,৫৬
সোনামুড়া	৩৫১৪,৯১৯	১০৫৩২৭,১১	৩৫৯৪২,৭৩
কৈলাশহর	১৬০৫,০৯০	১৮৭৩১৯,২৭	১০৮৯,২৪
ধর্মনগর	২২৫৬,৯৩১	১০০৯০৩,৩১	৮২৭.৫৬
কাঞ্চনপুর	২৬২২'৮৪০	১৩৬৩৩৭,২৬	১৩৮৯.১৭
উদয়পুর	৩৭০২;৭৯০	১৪৭২০৭.৮৯	৩২১১৯.২৭
বিলোনীয়া	১৭৩৭৫,৫৮০	১৭৬৭.১৯,১৭	৭৯৩২২ ৬১
সাব্রুম	৩৭৯২ ৯৭০	১১৭৩৪২,৯১	৪৬৮২৭,০৯
অমরপুর	৩৭১৫,১০০	১০২২৪৩'৮১	২১৭৩৭,২৪
লংতরাইভেলী	১৯৭৪,২০০	১১২০০৯,০৭	১১২৭.১১
গণ্ডাছড়া	৪৭২১ ৮৯০	৮৯৩৭১ ৭৭	৩৪৭৬০ ৬৭
কাঞ্চনপুর	৩৭২৯ ০৭০	১৩৫২২৭ ২৯	২৫৭২,৯১
	৫৯৬৫১'৬১৬ (৫৯৬৫১ ৬৮৬)	১৬৭৪৭৭৬.০৯	৩০৬১৫২,২৩

Admitted Un-starred Question No. 33

Nam3 of the Memb3r: – Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the TRPC, Department be pleaesd to state.

প্রশ্ন

১। নং রাজ্য টি, আর. পি. সি চেয়ারম্যান শ্রী বিজয় রাংখলের উদ্যোগে মোট কত পরিমান টিলা

জমিতে রাবার চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য কলোনী করে দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল টি, আর, পি, সি, লিঃ এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর এখন পর্যন্ত)১৯৮৮-৮৯ ইং ইইতে ১৯৯৪-৯৫ ইং পর্যন্ত) যে সকল মহকুমায় নুতন) রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন কলোনী করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	কলোনীর সংখ্যা	রাবার বাগানে পরিমান
সদর	৯টি	২৮৪,৮৮ হেঃ
খোয়াই	৫ ”	২৩১·৪৩ ”
কমলপুর	৪ ,,	১১০,৮০ ,,
কাঞ্চনপুর	১ ”	৩০,০০ ,,
লংথরাই ভ্যালী	১ ”	১৬.০০ ,,
ধর্মনগর	১ ,,	৫৬;২৫ ,,
কৈলাসহর	৪ ,,	৯৪,৪৯ ,,
অমরপুর	৭ ,,	১৭৬,৪৭ ”
উদয়পুর	১ ”	৪৭,৫০ ,,
বিলোনীয়া	১ ”	২৭,৫০ ”
সাব্রুম	২ ”	৫৯·৭৮ ,,

প্রশ্ন

১। নং বর্তমানে উক্ত কলোনীগুলি কি অবস্থায় আছে (তথ্য সহ বিস্তৃত বিবরণ)।

উত্তর

উক্ত কলোনীগুলির রাবার বাগানের কয়েকটি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে আগুন, গবাদি পশু ঝড়, বেনিফিসিয়ারীদের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাওয়া কেন্দ্রগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হল :—

কেন্দ্রগুলির নাম	বাগানের পরিমান
জারুল বাচাই	১০,০০ হেঃ
লেফুঙ্গা	৬,০০ „
তায়াম ফাঙ্গ	৩৪.০০ „
উঃ পুলিন পুর	১০,৫০ "
মনপুই	৩০,০০ "
দেওরাছড়া	৭.৮০ "
সেছুরিয়া	৫৭,০০ "
কচুছড়া	২১,০০ "
উঃ হিচছড়া	২৭,৫০ হেঃ
সোনাছড়া	১০,০০ হেঃ
মোটঃ—	২১৩,৮০ হেঃ

যে সকল কেন্দ্রের বাগান আংশিক ভাবে নষ্ট হয়েছে তার বিবরন ঃ—

নবীনছড়া	৪৯,১৫ হেঃ
ফগুক	৭,৫০ হেঃ
তৈদু ইউনিট নং ২	৯,০০ হেঃ
উঃ ধম্মাছড়া	৩.৩৩ হেঃ
বেতছড়া	১০.৩২ হেঃ
মারাই হাতুক	৫৯,৮০ হেঃ
মোটঃ—	১২৮,৩০ হেঃ

প্রশ্ন

৩) ইহা কি সত্য উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান রাবার চাষ প্রকল্পের জন্য ২৫০০ টাকার হার ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন ?

উত্তর:

এ ধরনের কোন প্রকল্প টি আর পি সি লিমিটেড-এ নেই ।

প্রশ্ন

৪) যদি সত্য হয় তবে কতগুলি পরিবারকে এই ঋণ দেওয়া হয়েছিল ? (উক্ত পরিবারগুলির ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উঃ— প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Un starred Question No. 24

Name of Member :– Shri Anil Chakma

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Rural Development Department be Pleased to state ;–

প্রশ্ন

১) আর, ডি দপ্তর হইতে ১৯৯৩-৯৪ এর ১৯৯৪-৯৫ইং সনে কোন ব্লকে কি পরিমান অর্থ দেওয়া হয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেবেন কি ?

এবং

২) খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রিংওয়েল, মার্কিং কোন ব্লকে কতটি দেওয়া হয়েছে । ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেবেন কি ?

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Question's & Answer's)

উত্তর

১। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে বিভিন্ন জেলায় যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হল। ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন। (লক্ষ হিসাবে)

প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ ১৯৯৩-৯৪					বরাদ্দকৃত অর্থ ১৯৯৪-৯৫				
	পশ্চিম	দক্ষিণ	উত্তর	এডিসি	মোট	পশ্চিম	দক্ষিণ	উত্তর	এডিসি	মোট
১) এস, আর; ই, পি	১২০.০২৪	১১১,৪৪৮	১১১.৪৪৮	৯৪;৮১	৪৩৭,৭৩	৯৮,০০	৯১,০০	৯১০০	৭০,০০০	৩৫০,০০
২) জে, আর, ওয়াই	২৯২,৩৬৬	২৪৬,১৬৮	২২৮.৭৮৬	—	৭৬৭,৩২	৪০৪,৫৪	৩৮২,০৯	৩৬২,৩৭	—	১১৪৯,০০
৩) ই, এ, এস	২৯৭,৫০০	২৫৩,৭৫০	২১১,২৫০	—	৭৬২,৫০	৮৮৩,৭৫	৭৫৭,৫০	৬৩১;২৫	—	২২৭২,৫০
৪) আর, ডব্লিউ, এস	২৫২,৩৫৫	৪৮,৪১৫	৪১,২৩০	৮৮.০০	৪৩০;০০	৬৭৩,৭২৮	১০৭৬০২	১০৯,৬৭	১০০;০০	৯৯১,০০
৫) আর, এস, পি	১০,৯৫৬	১০,১৭২	১০,১৭২	—	৩১,৩০	১৬;৮০২	১৫.৫৯৯	১৫.৫৯৯	—	৪৮.০০
৬) এল, আই, জি, এইচ	১৮,৯০২	১৭,৫৪৯	১৭,৫৪৯	—	৫৪.০০	২৯.১৫০	২৭,০৫০	২৭,০৫০	—	৮৩,২৫
৭) ই; ডব্লিউ, এম, এস	২১,০০০	১৯,৫০০	১৯.৫০০	—	৬০.০০	৩৪,৯৫০	৩২,৪০০	৩২,৪০০	—	৯৯.৭৫
৮) আর, এন; এম, সি	২৮,০০০	২৬,০০০	২৬,০০০	—	৮০,০০	২৮,০০০	২৬;০০০	২৬,০০০	—	৮০,০০
৯) আর, ডি. প্রোগ্রাম	৫০.৪৬২	৪০,৯৪৯	৩৩,৫৪৯	—	১২৫.০০	৬২;১৩০	৫২,৬৪৫	৪৬,২২৫	—	১৬১.০০
১০) এইচ, ডব্লিউ, এস বি; পি. এল	—					৪৮.০৫০	৪২,৯৫০	৩৯০০	—	১৫০,০০
১১। আই, আর, ডি, পি	—									

উত্তর

২। বর্ত্তমান বৎসরে মার্কট্ টিউবওয়েল ও সেনিটারী ওয়েলের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যথাক্রমে ৬৭৮ ও ৫৪০ টি এ. ডি, সি ও জেলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এইরূপ :—

জেলা	মার্কট্	সেনিটারীওয়েল
পশ্চিমত্রিপুরা	১৯৭ টি	১৪৮ টি
দক্ষিণত্রিপুরা	১৭৫ "	১৩২ "
উত্তর ত্রিপুরা	১৬১ "	১২০ "
এডিসি	১৪৫ "	১৪০ "
	৬৭৮ টি	৫৪০ টি

(ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন)।

Admitted Un—Starred Question No. 35

To be replied on 19,9,95. (Tuesday)

Name of M.L.A.— Shri Ashok Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ১লা জানুয়ারী ১৯৯০ সাল হইতে ১৯৯৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এ,ডি,সি এলাকাতে কত পরিমান খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে (মহকুমাভিত্তিক হিসাব)

২। কতটা পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় আনা হইয়াছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) তার মধ্যে কতটা পরিবার উপজাতি ও কতটা পরিবার অ- উপজাতি ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the Revenue Department
(Shri Samar Choudhury) Revenue Minister.

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ,
২)

Admitted Un-starred Question No. 36.
Name of Member :—ri Makhanlal Chakraborty
Will the Hon'ble Minister-in—Charge of the Rural Development Department. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৫ ইং সনের জানুয়ারী হইতে জুলাই এই সাত মাসের এন, আর. ই. পি. জে. আর; ওয়াই, ই, এ. এস স্কীমে রাজ্যে কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং
২। তাতে কত স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, এবং
৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে শ্রম দিবসের লক্ষ্য মাত্রা কত।

Name of Minister :— Sri Tapan Chakraborty.

উত্তর

১। নং ১৯৯৫ ইং সনের জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত এন, আর, ই.পি.জে; জে. আর. ওয়াই.

ও ই, এ, এস স্কীমে রাজ্যে যে শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন জেলা ভিত্তিক ও এ, ডি সি তে ঐ সময়ে যে শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ এইরূপ :—

জেলা	এস, আর, ই, পি,	জে, আর, ওয়াই,	ই, এ. এস
পশ্চিম ত্রিপুরা—	৩.১৩ লক্ষ্য দিবস	৯,৩১ লক্ষ দিবস	১৬,৬০ লক্ষ দিবস
দক্ষিণ ত্রিপুরা—	২.৫০৮ ,,	৮,১৬৮ ,,	১০,৮৫১ ,,
উত্তর ত্রিপুরা —	২,১৪০ ”	৭.৩৮২ ,,	১১,১৪৩ ,,
ধলাই জেলা—	০,৮৯৮ ”	১;২৯৭	১,৩৩২ ”
এডিসি—	১,৪১৭ ”	—	—
মোট :—	১০,০৯৩ ”	২৬,১৫৭	৩৯.৯২৬ ,,

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর বিবরণ এই সঙ্গে দেওয়া হল :—

জেলা	এস. আর; ই. পি·	জে আর ওয়াই	ই. এ; এস
পশ্চিম ত্রিপুরা			
	১) বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ— ৪ হেক্টর	১) পুকুর খনন ৫০ টি	১) ওয়াটার এণ্ড সয়েল কঞ্জার ভেসন—১৩০টি
	২) রাস্তা তৈরী—৪৫৬ কিমি:	২) ভুমিসংস্কার ২০ হে:	২) জলসেচ—৮৫৫ টি
	৩) নালাখনন— ২৪ কিমি:	৩) কুপখনন ৩৭১ টি	৩) রাস্তা ৯৪ টি
	৪) ভুমি সংস্কার ৩৮ হেক্টর	৪) রাস্তাতৈরী ১৪২ কিমি:	৪) নিম্ন বুনিয়াদী ও অঙ্গনওয়াদী ১০৪টি
	৫) পুকুর খনন ৫৭ টি	৫) বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ—৩ হে:	৫) বাজার তৈরী—১৭টি
	৬) খেলার মাঠ সংস্কার ২ হেক্টর	৬) গৃহনির্মান ১২টি	৬) সামাজিক বনায়ন বনায়ন— ৪৪ টি
	৭) কাচা কুপ —৩০৪৬টি	৭) সামাজিক বনায়ন—৭ হে:	৭) পতিত জমি উদ্ধার—১৯ হে:
		৮) পঞ্চায়েত ঘর—২০ টি	
		৯) শৌচাগার—২৫টি	

১০) পাকা সেচ নির্মান ৩৫ টি
১১) অঙ্গনবাড়ী ১৫টি
১২) কুমুনিটি হল ১৮টি
১৩) ইন্দিরা আবাস গৃহ ২৭২টি
১৪) জল সেচেরকুপ ৫৬৮ টি

দক্ষিণ ত্রিপুরা :—

১) মৌসুমী বাঁধ নির্মাণ — ৩৩ হেঃ	১) পুকুরখনন ১৩৩টি	১) ওয়াটার এণ্ড সয়েল কনজার ভেশন = ১৪৫ টি
২) জল সংরক্ষন ১৫ কিমিঃ	২) কুপ খনন ১০৮ „	২) জলসেচ—২৪৬ „
৩) রাস্তা তৈরী ২৩৫ „	৩) রাস্তা তৈরী ১৪৪.৬৭ কিমিঃ	৩) রাস্তা ১২০৯ „
৪) নালাখনন ৬৭ „	৪) বিদ্যালয়— ৩৪ টি	৪) নিম্ন বুনিয়াদী ও অঙ্গনওয়াদি ৫০৩টি
৫) ভূমি সংস্কার ৩৫,৫ হেঃ	৫) গৃহ নির্মান ১১৪ টি	
৬) পুকুর খনন— ১১১টি	৬) বাস স্থানের উন্নতি ৫২ টি	
৭) বিদ্যালয় নির্মাণ ৮টি	৭) পঞ্চায়েত ঘর ৩১টি	
	৮) মহিলা সমিতি ঘর ২৮ টি	

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

---

৮) আঁকো — ৪ টি	৯) কমুনিটি হল ৬টি	১৪) বনায়ন ২,৫৮.৩২০
৯) কাঁচা কুপ ৯৩৫ টি	১০) যাত্রী বিশ্রামাগার ৫ টি	১৫) চারাগাছ ১৬৭৫ টি স্থাই ১৭,৫ হেঃ
	১১) পাকা রাস্তা ১৯০০ মিটার	১৬) মালবিরী প্লেনটেশন ২৪টি
	১২) ইন্দিরা আবাস গৃহ ৪২ টি	১৭) বেকার সেড ৮টি
	১৩) কুপ ৬৯৮ টি	১৮) নালা খনন ৫৫ হেঃ
		১৯) মাঠ ২২ টি

উত্তর ত্রিপুরা ঃ—

১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ—৭৫ হেঃ
২) জলসেচ—২৪,৫ হেঃ
৩) রাস্তা—৫৩৩ কিমিঃ
৪) নালা খনন—৯৮ কিমিঃ
৫) ভূমিসংস্কার—২৪ হেঃ
৬) পুকুরখনন—৮৩টি
৭) বিদ্যালয়—১২০টি
৮) সাঁকো—১২৩টি
৯) বাসগৃহ নির্মান ও মেরামত—২২৯টি
১০) কাঁচাকুপ—১৮৩০টি:
১১) রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামত—৭০টি
১২) জংগল কাটা—৩২ কিমিঃ

১) পুকুর খনন—৮২টি:
২) বন্যা বাঁধ—১৫০ কিমিঃ
৩) জলসেচ—৬৭ হেঃ
৪) ভূমি
৫) কূপখনন ৯৯টি
৬) রাস্তা—২৭৫ কিমিঃ
৭) বিদ্যালয়—৪২টি
৮) গৃহনির্মাণ—২৪টি
৯) বাস স্থানের উন্নতি—২৭টি
১০) পঞ্চায়েত ঘর—২০টি
১১) মহিল সমিতি ঘর—৩৮টি
১২) ইন্দিরা আবাস গৃহ—২৪৭টি
১৩) জলসেচের কুপ খনন—৫৮৬টি
১৪) নালা খনন—১০৮ হেঃ

১) ওয়াটার এণ্ড সয়েল কনজার ভেশন—৮৮৭টি
২) জলসেচ—২৬৮টি
৩) রাস্তা—৭৭০টি
৪) নিম্নবুনিয়াদী ও অঙ্গনওয়াদী—৪২টি

উত্তর

৩। ই, এ, এস এ কেন্দ্রীয় অনুদানের কোন নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ নেই। জে, আর, ওয়াই এবং ই, এ এস এর দ্বিতীয় এবং অতিরিক্ত কিস্তির কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়া সম্ভব বলে মোট অর্থ মঞ্জুরীর সঠিক তথ্য আগে থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কারনে শ্রম দিবসের চুড়ান্ত লক্ষ্য মাত্রা এই পর্যায়ে স্থির করা সম্ভব নয়।

Admitted Unstarred Question No. 42

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Devlopment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বর্ষে JRY ও EAS প্রকল্পে রাজ্যের কোন ব্লকে কত টাকা দেয়া হয়েছিল,

২। ঐ টাকায় কি কি সম্পদ তৈরী হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে কোন্ ব্লকে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

Name of the Minister:—(Shri Tapan Chakraborty,

উত্তর

১। জেলা ভিত্তিক জে, আর, ওয়াই ও ই এ এস এ ১৯৯৪-৯৫ বর্ষে যে টাকা দেওয়া হয়েছে— তার বিবরণ নিম্নরূপ ;—

জেলা	জে আর ওয়াই	ই, এ এস
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪০৪.৫৪ লক্ষ	৮৮৩.৭৫ লক্ষ
দক্ষিন ত্রিপুরা	৩৮২,০৯ লক্ষ	৭৫৭.৫০ লক্ষ
উত্তর ত্রিপুরা	৩৬২.৩৭ লক্ষ	৬৩১.২৫ লক্ষ
	১১৫৯,০০ লক্ষ	২২৭২.৫০ লক্ষ

(ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন)

উত্তর :—

২। জে, আর, ওয়াই প্রকল্পের ১৯৯৪—৯৫ সনে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরন এইরূপ :— (ব্লক ভিত্তিক তথ্য নেই)।

সম্পদের তালিকা	উত্তর ত্রিপুরা	পশ্চিম ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা	মোট
১) নালা খনন—	২৩৫,০ কিমি,		৭০.৬৯ কিমি,	৩০৫,৬৯ কিমি,
২) গ্রাম্য পুকুর তৈরী—	৯৫ টি	৫০ টি	১৪৭ টি	২৯২ টি
৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কাজ	২২৮ হেকটর	—	৬,৫১ হেক্টর	২৩৪,৫১ হেঃ
৪) ভূমি সংস্কার	৫৭ "	২০ হেকটর	৯৬,৫২ "	১৭৩,৫২ হেঃ
৫) পানীয় জলের জন্য কূপ খনন	৯৯ টি	৪১৪ টি	৯০ টি	৬০৩ টি
৬) নূতন রাস্তা তৈরী	৫৪৫,০ কিমিঃ	৩২০.০ কিমিঃ	২৫৬.৭৭ কিমিঃ	১১২১,৭৭ কিমিঃ
৭) বিদ্যালয় নির্মান —	৩৮ টি	—	৪০ টি	৭৮ টি
৮) গৃহ নির্মান—	২৪ "	১২ টি	১১৪ টি	১৫০ টি
৯) পঞ্চায়েত ঘর নির্মান—	২০ "	৩৫ "	৩৩ টি	৮৮ টি
১০) মহিলা মণ্ডল—	৩৮ "	—	১৯ "	৫৭ "
১১) কমুনিটি হল—	—	২২ টি	৬ "	২৮ "
১২) ইন্দিরা আবাস যোজনা	২৪৭ "	২৭২ টি	৪৮ "	৫৬৭ "
১৩) ইরিগেশন টেঙ্ক— (এস; ডবলিউ, এস)	৫৭৩ "	৫৬০ "	৩৬১ "	১৪৯ "
১৪) সামাজিক বনায়ন—	—	৮১৯,০ হেঃ	৭৩৬,৬৪৫ হেঃ	১৫৫৫,৬৪৫
১৫) ছায়াগাছের খামার তৈরী	৮৪৫,১৪ হেঃ	—	২৬৩,৩৫০ হেঃ	১১০৮ ৪৯ হেঃ

ই, এ, এস, প্রকল্পের ১৯৯৪—৯৫ সালে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ এইরূপ :—

(ব্লক ভিত্তিক তথ্য দপ্তরে নেই)

সম্পদের তালিকা	উত্তর ত্রিপুরা	পশ্চিম ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা	মোট
জল সংরক্ষণও— ওয়াটার সেড	৯৯৩ টি	২৭০ টি	৪৭৪ টি	১৭৩৭ টি

জল সেচের ব্যবস্থা	৪০৮ টি	১২০৪ "	৫৫০ ,,	২১৬২ "
নুতন রাস্তা তৈরী—	৯৬৬ "	২৬০ ,,	১৮৭৪ "	৩১০০ "
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় নির্মান—	৪৮ "	৬৭ "	৬২৮ "	৭৪৩ "
অঙ্গনওয়াদি—	২১ "	১৪০ "	—	১৮১ ,,
বাজার নির্মান—	২০ ,,	২০ ,,	—	৪০ ,,
সামাজিক বনায়ন—	১৫.৫ হেঃ	৩৮৫ হেক্টর	—	৪০.৫ হেক্টর
চারাগাছ রোপন—	১,৫৬,০০ টি	—	—	১,৫৬.০০০ টি
বনায়ন—	১,৯৫,০০০ টি	—	১৫ টি	২,১০;০০ টি
পতিত জমি উন্নয়ন —	৯'৯৬,০২০ টি	৭২৬ টি	২০ টি	৯,৯৬,৭৬৬টি

উত্তর:

৩। জেলাস্তরে জে, আর, ওয়াই ও ই, এ, এস প্রকল্প এখন পর্যন্ত যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা এইরূপ :—

জেলা	জে, আর, ওয়াই,	ই, এ, এস,
পশ্চিম ত্রিপুরা	২৪১.৯৮ লক্ষ টাকা	৫০৬,০০ লক্ষ টাকা
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৯১.৬৭ "	৩৬১,০০ "
উত্তর ত্রিপুরা	১৩০,১৪ "	২৩৯,৬০ ,,
ধলাই—	৯৮,৯৭ "	২১৩.৩০ ,,
	৬৬২,৭৬ "	১৩০২.০০ ,,

চুড়ান্ত বরাদ্দ ভারত সরকারের দ্বারা কেন্দ্রীয় অনুদান মুঞ্জুরীর ওপর নির্ভর করে।

(ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রাহাধীন)

Admitted Un-starred Question No. 57

Name of the M.L.A :— Shri Samir Deb Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleaesd to state.

১। ১৯৯৫-৯৬ ইং বৎসরে মোট কতজন ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেবার পরিকল্পনা আছে ?

২। ১৯৯৪-৯৫ সালে পুর্নবাসন প্রাপকদের কি হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the Revenue Department — (Shri Samar Choudhury) Revenue Minister

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২।

ANNEXURE—C

Admitted Starred Question No. 117

Name of M.L.A :— Shri Amal Mallik

Name of Minister : Minister in Charge of Urban Development Department.

প্রশ্ন

১। বিশালগড় NAA Notified Area Authority এলাকায় ১৯৯৩ ইং আগষ্ট মাস থেকে ১৯৯৪ ইং এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কত টাকা খরচ করেছে।

এবং

২। IDSMT Scheme এর মধ্যে যে ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল তাহা কোন কোন কাজে খরচ করা হয়েছে।

উত্তর

১। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ১৯৯৩ ইং এর আগষ্ট মাস থেকে ১৯৯৪ ইং এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মোট ৪৭,৯৭ লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

২। IDSMT Scheme এর ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৫,০০ লক্ষ টাকা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিম্ন লিখিত কাজগুলি বাবদ খরচ করেছে.

ক) কালীনগরে ট্রান্সপোর্ট টারমিনেল নির্মান,
খ) রেস্ট হাউস সহ ধর্মশালার জন্য জমি এবং দালান বাড়ী ক্রয়।
গ) হকার্স কর্ণারের (দোকান ঘর) জন্য জমি ক্রয়।
ঘ) রাস্তা উন্নয়ন এবং রাস্তার উন্নয়ন ক্রয় বিন্যাস (৫ কিঃ মিঃ)।

Postpono Starred Questeon N● 433
Name of MLA – Shri Amal Mallik.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সালের ১০ এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ ইং সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিলোনীয়া এন, এ এ, বিভিন্ন কাজে কত টাকা খরচ করেছে।

২। উক্ত সময়ে কাজের ও টাকার আলাদা হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং সালের ১০ এপ্রিল ১৯৯৫ ইং সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিলোনীয়া এন. এ. এ বিভিন্ন কাজে ৬৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা খরচ করেছে।

২। উক্ত সময়ে কাজের ও টাকার আলাদা হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

কাজের নাম	ব্যয়িত টাকা
১। পাকা নর্দমা নির্ম্মান (৫১,২৫ কিঃ মিঃ)	৪,৭১ লক্ষ।
২। পায়খানা নির্মান (১০০ টি)	১০৫০ লক্ষ।
৩। পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচী	১,২০ লক্ষ।
৪। এস. আর, ই, পি কাজ	০,৯৯ লক্ষ।
৫। অনুদান এবং আর্থিক সহায়তা	০,৬৩ লক্ষ।
৬। নেহেরু রোজগার যোজনা	২,৮৭ লক্ষ।
৭। নলকূপ বসান (৫০ টি)	০,৭১ লক্ষ।
৮। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও বিদ্যুত ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ	
৯। গাড়ীর মেরামত খরচ	০,২৮ লক্ষ।
১০। পাম্প পাইপের মূল	০.২২ লক্ষ।
১১। শিশু নিকেতনের পরিচালনা ব্যয়	৩,৪১ লক্ষ।
১২। টাউন হলের মেরামত খাতে ব্যয়	০,৪৫ লক্ষ।
১৩। কালিনগরে ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল নির্মানের জন্য জায়গার উন্নয়ন ব্যয়	৪.৯৫ লক্ষ।
১৪। রেস্ট হাউস কাম ডর্মিটারি নির্মানের জন্য জায়গা ক্রয়	৮,৭৭ লক্ষ।
১৫। হকার্স কর্নার নির্মানের জন্য জায়গা ক্রয়	৮.০২ লক্ষ।
১৬। রাস্তার উন্নয়নের ব্যয় (৫ কিঃ মিঃ)	১০.২২ লক্ষ।
	৬৩,৪৬

Printed by :

Secretary,

Tripura Press Owner's Association

AGARTALA, TRIPURA.